Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

# শ্রীশ্রী মা অন্নদাদেবী

শ্রীগঙ্গাদেবী, পঞ্চতীর্থ, বেদান্ত সরস্বতী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওঁ হরিঃ

9/198A

# শ্রীশ্রীমা অন্নদা দেবী

LIBRARY
No....~~518~~... 9/198
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

শ্রীগঙ্গা দেবী পঞ্চতীর্থ, বেদান্ত সরস্বতী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশিকা—ব্রহ্মচারিণী গৌরী দেবী, বেদান্ত শাস্ত্রী।
শ্রীশ্রীঅন্নদা দেবী মাতৃ-আশ্রম
বি৩।১৮৯ শিবালয়
বারাণসী।

প্রথম প্রকাশ—ঝুলন পূর্ণিমা ১৩৭০
দ্বিতীয় সংস্করণ—শুভ অক্ষয় তৃতীয়া ১৩৭৭

মুদ্রক :—
সৃষ্টিধর রায়
শ্রীবাণী মুদ্রিকা
১৩।সি, বেচু চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৯

মূল্য : চার টাকা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ! ভেদ্যাঃ
স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু ।
ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ,
কা তে স্তুতিঃ স্তব্যপরাপরোক্তিঃ॥

( নারায়ণী স্তুতি )

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
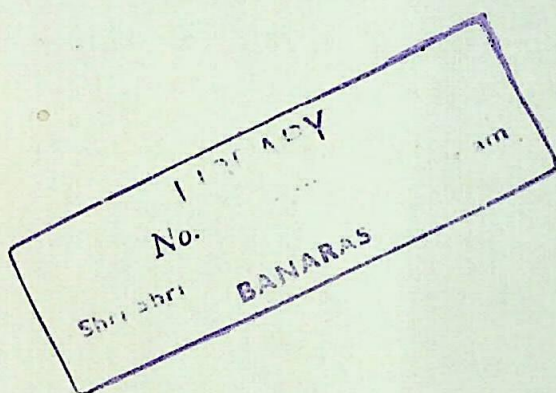
## ॥ উৎসর্গ ॥

মা! আজ ঝুলন-পূর্ণিমার পুণ্য তিথি—তোমার জন্ম শতবার্ষিকী শুভ তিথি। এই পুণ্যক্ষণে তোমার শ্রীচরণ পূজা করিতে মনে সাধ জাগে। কিন্তু যে ভক্তি-পুষ্প পূজার শ্রেষ্ঠ উপাচার তাহা হইতে আমি বঞ্চিত। মা, গঙ্গা-জলে গঙ্গা-পূজার বিধান তো তোমাদেরই। তাই তোমার কথামৃত দ্বারাই অর্ঘ্য সাজাইয়া তোমার শ্রীচরণে অর্পণ করিলাম। তুমি কৃপা করিয়া গ্রহণ কর।

ঝুলন-পূর্ণিমা
১৩৭০ সাল, ১৯শে শ্রাবণ
অন্নদাদেবী মাতৃ-আশ্রম
কাশীধাম

শ্রীচরণ সেবিকা
গঙ্গা

LIBRARY
No.............
Shri Shri ... Anandamayee Ashram
BANARAS.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
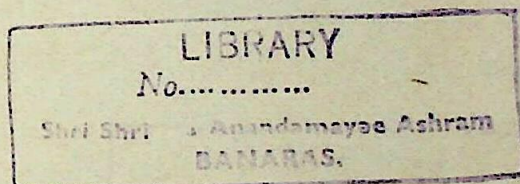
## ॥ গ্রন্থ প্রাপ্তির স্থান ॥

১। শ্রীশ্রীঅন্নদা দেবী মাতৃ-আশ্রম
বি।৩—১৮৯ শিবালা। বারাণসী

২। কাঠিয়া বাবার আশ্রম
পোঃ সুখচর, ২৪ পরগণা

৩। মহেশ লাইব্রেরী ঃ—
১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট ( কলেজ স্কোয়ার ) কলিকাতা

৪। শ্রীসুদর্শন কার্য্যালয়
৩নং অন্নদা নিয়োগী লেন, কলিকাতা-৩

LIBRARY
No... .........
... ...ayee Ashram
BANARAS.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

9/198A
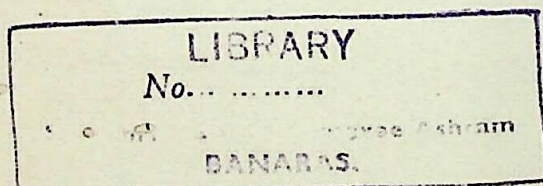
## ॥ দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থকারের নিবেদন ॥

শ্রীশ্রীমায়ের জীবনীর দ্বিতীয় সংস্করণ সংস্কারের আয়োজন হইয়াছে। আজ কেবলই অতি স্নেহময় অগ্রজোপম শ্রদ্ধেয় গুরুভ্রাতা ডাঃ ননীভূষণ দত্ত মহাশয়ের কথাই মনে হইতেছে। প্রথম সংস্করণ হয় অতি অল্প সময়ের মধ্যে যে একমাত্র ননীদাদা ও শ্রদ্ধেয় গুরুভ্রাতা শিশির ব্রহ্মচারীজীর অপরিসীম প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমে। শিশিরদার একান্ত অনিচ্ছাহেতু প্রথম সংস্করণে তাঁহার নামোল্লেখ করিতে পারি নাই। আজ আর নদীদাদা আমাদের মধ্যে নাই; তিনি গত ২৫শে পৌষ সজ্ঞানে "দেহ ছেড়ে দিচ্ছি" ব'লে নীরব হন ও ধীরে ধীরে দেহত্যাগ করতঃ শ্রীগুরুর পরমপদে লীন হইয়াছেন।

দ্বিতীয় সংস্করণের সংশোধনাদি সমস্ত কার্য আমার পুত্রোপম ও পূজনীয় গুরুভ্রাতা শ্রীমৎ ধনঞ্জয় দাসজী কাঠিয়া বাবা মহারাজের পরম কৃপাভাজন ও স্নেহাস্পদ শিষ্য শ্রীমান সুধাংশু কুমার বসু সম্পাদন করিয়াছে। সে এই কার্য্যের দায়িত্ব না লইলে আমার দ্বারা উহা কখনই সম্ভবপর হইত না। গ্রন্থের যে কিছু পরিবর্তন হইয়াছে তাহারও মূলে শুধাংশুই। সেই জিজ্ঞাসা করিয়া করিয়া স্মরণ করাইয়া দেওয়াতে কোন স্থানে পরিবর্দ্ধন ও নূতন বিষয়ও যোজিত হইয়াছে। আমার দ্বারা শ্রীশ্রীমায়ের কথা লিখিত হইবে ইহা আমি কখনও কল্পনাও করিতে পারি নাই সুতরাং এই বিষয়ে কোন চিন্তা বা চেষ্টাও কখনও ছিল না। এখন মনে হয় ইহা পূর্ব্বে জানিলে কত তথ্যই সংগ্রহের সুযোগ ছিল আমার। সকল সুযোগই চলিয়া দিয়াছে। যাহা কিছু লিপিবদ্ধ করিতে পারিয়াছি তাহা একমাত্র মায়েরই অশেষ কৃপায়। তাঁর কৃপা ব্যতীরেকে এই কার্য্য সম্পাদন করা সম্ভব হইত না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



এই গ্রন্থে শ্রীশ্রীমায়ের মুখস্থত কিছু কিছু উপদেশ সাধারণ পাঠক পাঠিকাদের জন্য সন্নিবেশিত করা হোল এগুলি পাঠে তাঁরা যথেষ্ট উপকৃত হবেন আমার ধারনা। শ্রীশ্রীমা স্বল্পভাষিণী ও লজ্জাশীলা মহিলা ছিলেন—উপদেশ তিনি কদাচিৎ দিতেন। তেমন কোন পরিস্থিতিতে পড়িলে শুধু বলিতেন তোমাদের শ্রীগুরুদেব হইতে সমস্ত কিছু জানিয়া লইও।

প্রথম মুদ্রণের সময় তাড়াতাড়িতে পুস্তকের মধ্যে কিছু ভুলত্রুটি থাকিয়া গিয়াছিল বিষয় বস্তুও ঠিকমত গুছাইয়া লেখা সম্ভব হয় নাই এই সংস্করণে তাহা যতদূর সম্ভব সংশোধন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছি। এ ব্যাপারে আর যারা আমায় সাহায্য করিয়াছে তাদের মধ্যে শ্রীমান নিত্যানন্দের অবদানও কম নহে। মুদ্রণ ব্যাপারে তার আন্তরিক চেষ্টা ও সক্রিয় সাহায্য ব্যতিরেকে এই গ্রন্থ পুস্তকাকারে বাহির করা সম্ভব হই'ত না। শ্রীমান নিত্যানন্দ আমার গুরুভ্রাতা শ্রীমৎ ধনঞ্জয় দাসজী কাঠিয়া বাবা মহারাজের পরম কৃপাভাজন ও একান্ত স্নেহস্পদ শিষ্য। শ্রীমৎ সুধাংশু ও নিত্যানন্দ উভরেই শ্রীশ্রীমায়ের পূর্ণ কৃপার অধিকারী হোক্ মানব জীবন তাহাদের ধন্য হোক ইহাই শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীচরণে একান্ত প্রার্থনা।

বিনীত
শ্রীগঙ্গাদেবী পঞ্চতীর্থ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

## ॥ প্রথম সংস্করণে প্রকাশকের নিবেদন ॥

শ্রীলকৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় বলিয়াছেন :

"কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকল সঞ্চারে।"

শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী পাঠে এই কথার সত্যতা উপলব্ধি হইয়া থাকে। সেই সকল গুণ কি কি তাহাও তিনি বলিয়াছেন :

কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সম।
নির্দ্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন ॥
সর্ব্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ।
অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিত-ষড়্‌গুণ ॥
মিতভুক্, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী।
গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী ॥

শ্রীশ্রীমাও ছিলেন এই সকল গুণের আধার। একাধারে এতসব গুণের সমাবেশে মা যে অনন্যসাধারণ জীবনযাপন করিয়া গিয়াছেন তাহার তুলনা বিরল। এই গ্রন্থ রচিত না হইলে মায়ের এই অলৌকিক জীবনের কিছুই আমরা জানিতে পারিতাম না। অতএব এই গ্রন্থ রচনা করিয়া পরমপূজনীয়া শ্রীযুক্তা গঙ্গাদেবী এক মহৎ ব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছেন বলা যাইতে পারে। মহৎ জীবনের আদর্শ—সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষের সম্পদ্ নহে—সমস্ত বিশ্বের—সমস্ত মানবজাতির ইহা সাধারণ সম্পত্তি। এই মহামূল্যবান্ সম্পত্তি এতদিন লোকচক্ষুর অন্তরালে লুক্কায়িত ছিল, যিনি ইহা আবিষ্কার করিয়া সর্ব্বসাধারণের মধ্যে বিলাইয়া দিলেন, সেই মহাবদান্য শ্রীযুক্তা গঙ্গাদেবীকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী প্রকাশের সৌভাগ্য আমার লাভ হইবে এমন কথা কখনও ভাবি নাই। আজ সে সৌভাগ্যলাভে নিজেকে কৃতার্থ মনে করিতেছি।

অত্যল্পকাল মধ্যে গ্রন্থের লিখন ও মুদ্রণ সম্পন্ন করিতে হইয়াছে। তাই গ্রন্থটিকে নির্ভুল—সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে পারা গেল না। অনিচ্ছাকৃত এই ত্রুটির জন্য সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

ঝুলন-পূর্ণিমার এই পুণ্য দিনে শ্রীশ্রীমায়ের শতবর্ষ পূর্ত্তির আনন্দোৎসবের মঙ্গল প্রভাতে শ্রীশ্রীমায়ের এই মধুময় জীবনকথা বিশ্ব-মানবের কল্যাণার্থ প্রকাশ করিয়া ধন্য হইলাম। ইতি—

অন্নদাদেবী মাতৃ আশ্রম<br>
বি।৩—১৮৯ শিবালয়, কাশীধাম<br>
ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৭০ সাল

শ্রদ্ধাবনত<br>
শ্রীননীভূষণ দত্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"কাশীতে তোমার মৃত্যু হইবে না, মণিকর্ণিকায় তোমার দেহ যাইবে না শেষকৃত্য হইবে না। কিন্তু সেজন্য ভাবিবার কিছু নাই—যে স্থানে মৃত্যু হইবে, সেই স্থানই তোমার পক্ষে কাশী হইবে দেহান্তে তুমি সাযুজ্য মুক্তিলাভ করিবে।"

( শ্রীশ্রীরামদাস কাঠিয়া বাবা )

( শ্রীশ্রীমায়ের দীক্ষাগুরু )
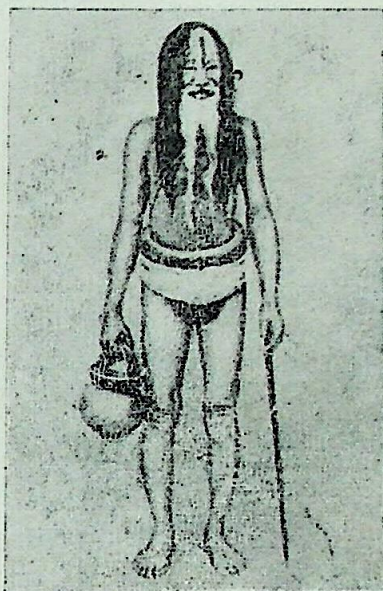
"দেবী সর্বদা সকল কার্য্যে আমার সহায়তা করিয়াছেন। যদি তিনি বাধা দিতেন, তবে আধ্যাত্ম জীবনে আমার অগ্রসর হওয়া কঠিন হইত। তাঁহার ন্যায় নির্বিকার চিত্ত, পবিত্র ও নির্ম্মল স্বভাব রমণী খুব কমই দেখা যায়।"

শ্রীশ্রীসন্তদাস কাঠিয়া বাবা

(শ্রীশ্রীমায়ের পূর্ব্বাশ্রমের স্বামী)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

## ॥ প্রথম সংস্করণে গ্রন্থকারের নিবেদন ॥

শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী আমি লিখিব ইহা আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। লেখার পর নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করি "এ কি করিয়া সম্ভব হইল?" তখন মনে হইল—একেই বোধ হয় বলে, "মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্" তাহা না হইলে শ্রীশ্রীমার অনন্ত অসীম জীবন-কথা আমার ন্যায় ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রের লিখিবার প্রয়াস কি করিয়া সম্ভব হইত?

কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় বলিয়াছেন :—

যাঁর চিত্তে কৃষ্ণপ্রেমা করয়ে উদয়।
তাঁর বাক্য-ক্রিয়া-মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয় ॥

এমন যে জীবন তাঁর সম্যক্ পরিচয় দেওয়া কখনো সম্ভব নয়। তবুও যুগ যুগ ধরিয়া মানুষের এবিষয়ে চেষ্টার অন্ত নাই। আর সে চেষ্টা যে একেবারেই ব্যর্থ প্রয়াস তাহাও বোধ হয় বলা চলে না। কারণ ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন :—

"স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ"

মহৎ জীবন সম্বন্ধেও এই কথাই বলা চলে যে তাঁর যতটুকু প্রকাশিত হয়—তাহা অল্প হইলেও এমনি মহান্ ফলই প্রসব করিয়া থাকে। মার জীবনী লেখার মূলে এই আশাই প্রেরণা যোগাইয়াছে। তাহা না হইলে এইরূপ কার্য্যে কখনও প্রয়াসী হইতে পারিতাম না। যোগ্য ব্যক্তির দ্বারা লিখিত হইয়া মহৎ জীবনের যতটুকু প্রকাশ সম্ভব হয় এক্ষেত্রে আমার অযোগ্যতা নিবন্ধন তাহা যে হয় নাই জানি, তবে এবিষয়ে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি বলিতে পারি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য সর্ব্বকালে ও সর্ব্বশাস্ত্রেই কীর্ত্তিত হইয়াছে। সাধুপ্রসঙ্গও সাধুসঙ্গই।

আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন, ক্ষণকালের জন্য সাধুসঙ্গ হইলেও তাহা ভবার্ণব তরণের নৌকাস্বরূপ হইয়া থাকে—

ক্ষণমিহ সজ্জন সঙ্গতি-রেকা
ভবতি ভবার্ণব তরণে নৌকা ॥

শ্রীল শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় বলিয়াছেন :—

কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল হয় সাধু-সঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম-জন্মে পুনঃ তেঁহো মুখ্য অঙ্গ ॥

ভাগবতেও আছে,—রাজা মুচুকুন্দ শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন :—হে অচ্যুত! সংসারে নানা যোনি ভ্রমণ করিতে করিতে যখন কোন ব্যক্তির সংসার-বন্ধন ক্ষয় হইবার সময় উপস্থিত হয়, তখনই তাঁহার তোমার ভক্তসঙ্গ লাভ হয়। আবার যখনই ভক্তসঙ্গ লাভ হয় তখনই সাধুগণের একমাত্র গতি সর্ব্বনিয়ন্তা তোমাতে রতিউৎপন্ন হয়—

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেৎ
জনস্য তর্হ্যচ্যুত! সৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ
পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে মতিঃ ॥

(ভাঃ ১০।৫১।৫৩)

এই গ্রন্থ পাঠেও সেই সৎসঙ্গই যে লাভ হইবে তাহা বলাই বাহুল্য।

শ্রদ্ধাস্পদ গুরুভ্রাতা ডাক্তার ননীভূষণ দত্ত মহাশয় এই গ্রন্থ প্রকাশের ভার গ্রহণ না করিলে আমার সাধ্য ছিল না এই অত্যল্প কাল মধ্যে গ্রন্থ প্রকাশ করি। তাঁহার বয়স হইয়াছে, তদুপরি তিনি অসুস্থ। তৎসত্বেও তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া এই গ্রন্থ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



প্রকাশের দ্বারা যে মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিলেন তজ্জন্য শ্রীশ্রীমার অজস্র আশীর্ব্বাদ তাঁহার উপর বর্ষিত হইবে সে বিষয়ে আমার কোনই সন্দেহ নাই।

গ্রন্থমুদ্রণে যাঁহারা অর্থ সাহায্য করিয়াছেন,—তাঁহাদিগকেও আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। আমার ব্যক্তব্য শেষ করিতে যাইয়া ভগবানের সেই মহতী বাণী স্মরণ করিতেছি ঃ—

যত্ব করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুস্ব মদর্পণম্॥

---

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

## শ্রীশ্রী১০৮ স্বামী ধনঞ্জয় দাসজী কাঠিয়া বাবা বলেন ঃ—

আমাদের গুরুমা শ্রীশ্রীঅন্নদা দেবীর কোন জীবনী গ্রন্থ প্রকাশিত ছিল না। এত দিনে সেই একটা মস্তবড় অভাব দূর হইল।

পরম পূজনীয় শ্রীগুরুদেব শ্রী ১০৮ স্বামী সন্তদাস বাবাজী মহারাজের জীবনী লিখিতে গিয়া শ্রীশ্রীমার জীবনের কিছু কিছু ঘটনা সেখানে আমি লিপিবদ্ধ করিয়াছি। কিন্তু তাহা হইলেও শ্রীশ্রীমার একখানা পূর্ণাঙ্গ জীবনী প্রকাশের প্রয়োজন অবশ্যই ছিল।

অনন্যসাধারণ মায়ের অধ্যাত্ম-জীবন। শ্রীগুরুকৃপায় তিনি সিদ্ধ-মনোরথ। সেই সিদ্ধ জীবনের অমৃতময় কাহিনী শ্রবণমঙ্গল অমৃত-রসায়ণ।

সুধী ভক্তগণের প্রাণারাম এবং অধ্যাত্মতত্ত্ব-জিজ্ঞাসুর সদুত্তর তাঁহার জীবনগ্রন্থ। এই গ্রন্থ লিখিয়া আমাদের গুরুভগিনী শ্রীযুক্তা গঙ্গা দেবী শুধু আমাদেব নহে সমস্ত ভক্ত-সমাজের যে অভাব দূর করিলেন তজ্জন্য তিনি সকলেরই নিকট ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

কোন কাজ করিতে হইলে, তজ্জন্য থাকা চাই অধিকার, তবেই কাজটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারে। বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী লিখিবার অধিকার সম্পূর্ণই শ্রীযুক্তা গঙ্গা-দেবীর রহিয়াছে। আবাল্য তিনি শ্রীশ্রীমায়েরই নিকট লালিত পালিত। শ্রীশ্রীমায়ের দেহান্ত পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গলাভের দুর্ল্লভ সুযোগ তিনি পাইয়াছেন। তাঁহার মধ্যে যে ত্যাগ, বৈরাগ্য, সেবাবৃত্তি ও অনন্যসুলভ ভক্তি ও প্রেম দেখিতে পাই তৎসমস্তই যে শ্রীশ্রীমায়েরই শিক্ষার ফল তাহা বলাই বাহুল্য। মায়ের আদর্শ জীবন এবং তাঁহার আদেশ নির্দ্দেশ ও শাসনের ফলেই শ্রীযুক্তা গঙ্গাদেবীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



এই সুন্দর জীবন গড়িয়া উঠিয়াছে। তিনি যেভাবে মাকে জানিতে ও বুঝিতে সুযোগ পাইয়াছেন, অন্যকেহ তদ্রূপ সুযোগ পান নাই।

তিনি অধীতশাস্ত্র এবং সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার পাণ্ডিত্য অনন্যসাধারণ। কাজেই যেদিক্ দিয়াই বিচার করা যাউক না কেন, তিনি যে শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী লেখার সম্পূর্ণ অধিকারী সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই সম্পূর্ণ অধিকার লইয়াই তিনি এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তবে ইহাও সত্য যে যিনি যত বড় পণ্ডিতই হউন না কেন, এবং যিনি যে কোন মহাপুরুষের যত সাহচর্য্য লাভই করুন না কেন, অনন্ত অসীম সে সব জীবনকথা সম্যক্ বর্ণনা করা কাহারো পক্ষে সম্ভব নহে।

এক্ষেত্রে পাঠক-পাঠিকাগণকে একটি কথা স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, শ্রীশ্রীমার জীবন যতটা গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে, ততটুকু মাত্রই তিনি নন। অসীমকে সসীমে রূপায়িত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে, কিন্তু তাহা তো সম্ভব নহে। তবে যতটা সম্ভব সেদিক দিয়া বলিতে গেলে বলিতে হয় শ্রীশ্রীমার এই জীবনকথা খুবই সুন্দর হইয়াছে। সহজ সরল ভাষায় লিখিত এই গ্রন্থ সর্ব্বসাধারণের উপযোগী হইয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার মধ্য দিয়া তিনি শ্রীশ্রীমার জীবনের যে মাহাত্ম্য প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা খুবই প্রশংসনীয়। শ্রীশ্রীমার গার্হস্থ্য-জীবন এবং সন্ন্যাস-জীবন উভয় জীবনই তিনি দেখিয়াছেন, এবং উভয় জীবনের কথাই তিনি গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন। সে সব কাহিনী বড়ই চিত্তাকর্ষক হইয়াছে! পড়িতে পড়িতে বিস্মিত হইতে হয়। শ্রীশ্রীমা কত বড় ছিলেন, তাঁহার সিদ্ধ জীবনে বিশ্বমাতৃত্বের প্রতিষ্ঠায় তাঁহার সে জীবনের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য কি সুন্দরভাবেই না গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে।

আমরা যখন শ্রীশ্রীমাকে দেখিয়াছি, তখন ত তিনি আপ্তকাম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



আত্মরাম ও অনন্যসাধারণ। কিন্তু গ্রন্থপাঠে দেখিতেছি, শ্রীশ্রীমায়ের পূর্ব্বজীবনও অনন্যসাধারণ। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার জীবনের বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। শ্রীশ্রীকাঠিয়া বাবাজী মহারাজের নিকট দীক্ষিত হইবার পূর্ব্বে তিনি কুলগুরুর নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন এবং সেই পূর্ব্ব গুরুর নির্দ্দেশিত পথে সাধন ভজন করিতেন। কুলগুরুর নিকট অনেকেই দীক্ষা গ্রহণ করেন, কিন্তু সেটা অনেকক্ষেত্রে কেবলমাত্র নিয়ম-রক্ষার মতই হইয়া থাকে। মার জীবনে কিন্তু এই দীক্ষা তদ্রূপ ছিল না। বাস্তবিকই তাহা ফলপ্রসূ হইয়াছিল। জপ ধ্যানে তিনি ডুবিয়া যাইতেন—আনন্দ উপভোগ করিতেন। তাই দেখি এত বড় সংসারের কর্ত্তৃত্ব এবং শতরকমের ভোগ-সুখের কোনটাই তাঁহাকে মোহ-গ্রস্ত করিতে পারে নাই। সব সময়ই তিনি নিজেকে ভগবানের দাসী মনে করিতেন। এবং জীবে জীবে শিবই বর্ত্তমান আছেন সদা সর্ব্বদা এই বোধে তিনি প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তাই সর্ব্বজীবের যে কোনরূপ সেবাকেই তিনি ভগবৎসেবা—ভগবৎপূজা বলিয়া মনে করিতেন। ফলে তাঁহার প্রতিটি কার্য্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত। কর্ম্ম যেখানে ভগবৎ-পূজারূপে কৃত হয় সেখানে তাহা দুঃখের হেতুভূত না হইয়া আনন্দেরই উৎস হইয়া থাকে। শ্রীশ্রীমার কার্য্যও তদ্রূপ ছিল।

শ্রীযুক্তা গঙ্গাদেবী শ্রীশ্রীমাকে সাক্ষাৎ ভগবতী জ্ঞান করেন এবং তাঁহার স্মৃতি-রক্ষার্থ কাশীতে শ্রীশ্রীঅন্নদাদেবী মাতৃ-আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই আশ্রমে শ্রীশ্রীমায়ের শতবার্ষিকী জন্ম-উৎসব আগামী ১৯শে শ্রাবণ ঝুলন পূর্ণিমা হইতে ১৩ই ভাদ্র পর্য্যন্ত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই উৎসব উপলক্ষেই শ্রীশ্রীমায়ের এই পুণ্যজীবনী প্রকাশিত হইল। শ্রীশ্রীমায়ের প্রথম দর্শনাবধি তাঁহাকে আমি সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা রূপে অনুভব করিয়াছি। শ্রীবৃন্দাবন যাওয়ার পথে যখনই কাশীতে তাঁহার নিকট যাইতাম, তখন তিনি নিজহস্তে নানা উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরজীকে নিবেদন করিয়া মা নিকটে বসিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



খাওয়াইতেন তাঁহার সেই স্নেহ ও আদর যত্ন কখনও ভুলিবার নয়। শ্রীগুরুদেবের সহিত শ্রীমায়ের সহধর্ম্মিণীরূপে মিলনকে বাস্তবিকই "যোগ্যং যোগ্যেন যুজ্যতে" বলা যাইতে পারে।

শ্রীশ্রীমায়ের আদর্শ চরিত্র বর্ণনা করিয়া শ্রীযুক্তা গঙ্গাদেবীর এই গ্রন্থ প্রণয়ন আমাকে খুবই আনন্দ দান করিয়াছে। শ্রীগুরুদেবকে বাদ দিয়া মায়ের জীবনী লেখা হইতে পারে না, তাই এই গ্রন্থে শ্রীগুরুদেবেরও জীবন বৃত্তান্ত থাকা অনিবার্য্য। কিন্তু এই গ্রন্থে তাঁহার সম্বন্ধে বহু নূতন ঘটনাও সংযোজিত হইয়াছে, যাহা পাঠ করিয়া খুবই আনন্দ লাভ করিয়াছি।

সর্ব্বশেষে শ্রীগুরুদেব ও শ্রীশ্রীমার শ্রীচরণে এই প্রার্থনা করিতেছি, তাঁহারা যেন এই গ্রন্থের পাঠক পাঠিকাগণের পরম কল্যাণ সাধন করেন এবং শ্রীচরণাশ্রিত এই সন্তানের প্রতিও যেন সতত করুণা পূর্ণ দৃষ্টি রাখেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

## ॥ সূচীপত্র ॥



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

॥ এক ॥

## জন্ম, শিক্ষা ও বিবাহ

পুণ্য ভূমি শ্রীহট্ট। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যেরও লীলা নিকেতন এই শ্রীভূমি। ভক্তিরসে সুরসাল ইহার মৃত্তিকা।

প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমের বন্যায় একদিন ভাসিয়া গিয়াছিল আসমুদ্র হিমাচল, সে বন্যার উৎস—তাঁর বাপ পিতামহও এই শ্রীভূমিরই সন্তান।

মহাবদান্য শ্রীমন্ মহাপ্রভু। যাঁহাদের লইয়া তাঁহার এই বদান্যতা—প্রেমের লীলা-খেলা তাঁহাদের অধিকাংশই ছিলেন শ্রীহট্টিয়া।

শ্রীহট্টের ইতিহাস এইরূপ জ্ঞানী গুণী ভক্তজনের কীর্ত্তি-গাথা—অবিস্মরণীয় সে ইতিহাস।

তত্ত্ব এবং তথ্য লইয়াই বস্তুর স্বরূপ। শুধু তথ্য জানিলেই শ্রীভূমিকে জানা হইবে না তার তত্ত্বও জানিতে হইবে। সে তত্ত্ব—সে রহস্য-কথা শ্রীহট্ট মাতৃ-অঙ্গ—সতীদেহের পুণ্য স্পর্শে পীঠস্থান—একান্ন পীঠের অন্যতম মহাপীঠ। শ্রীভূমির মহাপুণ্যময় উর্ব্বরতার মূল রহস্য ইহাই।

ভক্তি পরম পুরুষার্থ-সাধক। কথিত আছে শ্রদ্ধাবনত শিষ্য বিনয়-নম্র বচনে জিজ্ঞাসা করেন শ্রীগুরুদেবকে—"কোথায় গেলে ভক্তি সাধনার পুণ্য-পীঠ-প্রাপ্ত হইব?" একখণ্ড মৃত্তিকা শিষ্যের হস্তে তুলিয়া দিয়া শ্রীগুরুদেব বলেন—"অনুরূপ মৃত্তিকা যে স্থানে প্রাপ্ত হইবে, তাহাই ভক্তি সাধনার পুণ্য-পীঠ বলিয়া জানিবে।"

"খ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশ-পাথর"—মৃত্তিকা খণ্ড সঙ্গে লইয়া শিষ্য ঘুরিয়া বেড়ান দেশদেশান্তর—অতিক্রম করেন কত গিরি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



নদী মরু প্রান্তর। অবশেষে শ্রীহট্ট আসিয়া হইল যাত্রার শেষ—তাঁহার চলার বিরতি। প্রাপ্ত হইলেন শ্রীগুরুনির্দেশিত পুণ্য স্থান—ভক্তি সাধনার পুণ্য-পীঠ। সিদ্ধআসনে বসিয়াই সিদ্ধি মিলে—শিষ্যেরও মনস্কামনা পূর্ণ হইল অনতিবিলম্বে। এই জনশ্রুতি যে মিথ্যা নয়—সত্যের দৃঢ় ভূমির উপরই যে এর প্রতিষ্ঠা ইতিহাসের সাক্ষ্য হইতেই মিলে তার প্রমাণ।

বিজোড়া একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। শ্রীভূমিরই অন্তর্গত এই গ্রামটি। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত প্রধান এই গ্রামের বিশারদ বংশের কত না নাম ডাক—সর্ব্ববিষয়েই শীর্ষস্থানীয় এই বিশারদবংশ। তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ ৺রমানাথ বিশারদের নামে এই বংশ বিশারদ বংশ বলিয়া প্রসিদ্ধ। বিশারদ মহাশয় মহাপণ্ডিত ও সিদ্ধমন্ত্র পুরুষ ছিলেন। বিশারদ বংশেরই এক পুণ্যশ্লোকা রমণীর জীবনকাহিনী আমরা বলিব—বলিয়া ধন্য হইব। রমণীর পিতা শ্রীহরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, মাতা শ্রীমতী তারাসুন্দরী দেবী। শ্রীমতী তারাসুন্দরী দেবী ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী।

মহাসাধক শ্রীহরচন্দ্র নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ। তন্ত্রশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। গৃহে আছেন শালগ্রাম শিলা। নিত্য-পূজা নিজেই করেন। নিয়ম নিষ্ঠা আর আত্মসমর্পণে সে পূজা ইষ্টনিষ্ঠার অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত। যজন-যাজন অধ্যয়-অধ্যাপনা প্রভৃতি ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম প্রতিপালনে তিনি তৎপর। স্বধর্ম্মাচরণে নাই তাঁর ত্রুটি বিচ্যুতি। কাছে গেলে স্বধর্ম্মনিষ্ঠ এই মানুষটির পায়ে শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে আপনা হইতেই মাথা লুটাইয়া পড়ে।

"ভার্য্যাং মনোরমাং দেহি মনোবৃত্ত্যনুসারিণীম্" এমনি ভার্য্যা শ্রীমতী তারাসুন্দরী। কথায় বলে "যোগ্যং যোগ্যেন যুজ্যতে"-এর অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত এই দম্পতি। গৃহের সুখ শান্তি সব কিছু নির্ভর করে গৃহিণীর উপর। "গৃহিণী গৃহমুচ্যতে" বলার সার্থকতা এই অর্থেই। শ্রীমতী তারাসুন্দরী এমনি সুগৃহিণী। তাঁর পরিচয় পাওয়া যায় ধর্ম্মে কর্ম্মে, স্বামী সেবায়, অতিথি সৎকারে। ভক্তিপরায়ণা এই রমণীর নিরলস সেবা যত্নে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



গৃহের আত্মীয় পরিজন—আদর আপ্যায়নে পাড়াপড়শী সকলেই মুগ্ধ—সকলেই বশীভূত। এমনি পিতামাতার সন্তান—শ্রীমতী অন্নদাসুন্দরী দেবী। "শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে" তাঁহার জন্ম একথা সত্য সত্যই বলা চলে।

ঝুলন পূর্ণিমার পুণ্য তিথি। ১২৭০ সালের ১৩ই ভাদ্র শুক্রবার মধ্যাহ্নকালে শ্রীমতী তারাসুন্দরী দেবী এক কন্যারত্ন প্রসব করিলেন। প্রসূতি দুঃসহ প্রসব বেদনায় কাতর হইল না এমন কথা কে বিশ্বাস করিবে? কিন্তু এক্ষেত্রে বাস্তবিকই তদ্রূপ হইয়াছিল—সুখপ্রসবের ফল এই নবজাত শিশু। আরো আশ্চর্য্যের বিষয়, বলা নাই, কহা নাই কোথা হইতে একদল বাদ্যকর আসিয়া উপস্থিত হইল সেই সময়। শিশুর দেহের কি অপূর্ব্ব জ্যোতি—বুঝি বা দেবকন্যাই নামিয়া আসিয়াছেন ধূলীর ধরণীতে। পুরনারীদের উলুধ্বনি আর শঙ্খধ্বনিতে মুখরিত হইল গৃহ-প্রাঙ্গণ। সেই সঙ্গে যোগ হইল বাদ্যকরদের মধুর বাদ্য—কত শ্রুতিমধুর রাগরাগিণী।

শিশু জন্মিয়াই কাঁদে কিন্তু কই এই নবজাত শিশু ত কাঁদিতেছে না। তাহার চক্ষু দুইটিও মুদ্রিত। এই ব্যতিক্রমে ধাত্রী বিব্রত—কি করিবেন—কি বলিবেন ভাবিয়া পান না। অনেক চেষ্টাচরিত্রের পরঃ ধাত্রী শিশুকে কাঁদাইলেন—তাহার নয়নও উন্মিলীত হইল। শিশু এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিতেছে। অপূর্ব্ব সে চাহনি—মধুবর্ষী সে দৃষ্টি! শিশুর কিছুই সাধারণ নয় সবই অসাধারণ। অসাধারণ ভবিষ্যৎ জীবনেরও বুঝি এ পূর্ব্বসূচনা।

সময়ের সঙ্গে শিশুর বয়স যেমন বাড়িতেছে, সেই সঙ্গে তার রূপও যেন উছলিয়া পড়িতেছে। স্নিগ্ধ মধুর সে-রূপ দেখিয়া দেখিয়া আশা মিটে না—অপলক নেত্রে চাহিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়। বালিকা শুধু রূপ লইয়াই আসে নাই, সৌন্দর্য্যের সঙ্গে ঐশ্বর্য্যও আনিয়াছে। তাই দেখি তাহার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে সংসারের লক্ষ্মীশ্রী বাড়িয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



চলিয়াছে। স্বল্প আয় পিতার প্রচুর অর্থাগম হইতেছে। পিতা আদর করিয়া তাই নাম রাখিলেন অন্নদা—শ্রীমতী অন্নদাসুন্দরী।

সংসারে একা মানুষ ভট্টাচার্য্য মহাশয়। শত কাজে সব সময় ব্যস্ত থাকেন—কতক্ষণই বা কন্যার পার্শ্বে গৃহে থাকিতে সময় পান ? অথচ সেই রূপমাধুরী—কন্যার প্রতি বাৎসল্যের আকর্ষণ সর্ব্বদাই যে তাকে টানে তার পার্শ্বে থাকিবার জন্য। তাই সময় নাই অসময় নাই, ছুটিয়া আসেন মেয়েকে দেখিবার জন্য।

বালিকা ষষ্ঠ মাসে পদার্পণ করিয়াছে। শাস্ত্রের বিধানে অন্নপ্রাশনের সময় উপস্থিত। শাস্ত্রজ্ঞ পিতা শাস্ত্রের বিধান মানিয়া ঘটা করিয়া কন্যার মুখে ভাত দিলেন। সেই আনন্দ-উৎসবে আত্মীয় অনাত্মীয় পাড়াপড়শী কেহই বাদ পড়িল না—সবাই ভুরিভোজনে তৃপ্ত হইলেন।

বৃদ্ধা পিতামহীর নয়নের মণি, বুক জোড়ান ধন বালিকা। দেবতার দুয়ারে কত না ধর্ণা দিয়াছেন—কত না মাথা কুটিয়াছিলেন একটি শিশুর জন্য। সে সাধ পূর্ণ করিয়াছেন ভগবান্। বৃদ্ধার সংসারের অন্য সব ভাবনা চিন্তা দূর হইয়া গিয়াছে। নাতনীর চিন্তাতেই মন প্রাণ ভরপুর—তাকে নিয়াই দিন কাটে। বয়স হইয়াছে, সংসার হইতে যাওয়ারও সময় আগাইয়া আসিয়াছে, কিন্তু বিদায়বেলায় আবার বালিকার স্নেহ ও মোহের স্বর্ণশৃঙ্খলে বাঁধা পড়িয়াছেন। যাইতে যে একদিন হইবেই সে কথা যেন ভুলিয়াই গিয়াছেন এ যেন :—

তথাপি মমতাবর্ত্তে মোহগর্ত্তে নিপাতিতাঃ ॥
মহামায়াপ্রভাবেণ সংসার স্থিতিকারিণঃ ॥ চণ্ডী (১।৫৬)

সময় বসিয়া নাই মেয়েও বড় হইতেছে। বয়সের সঙ্গে চাঞ্চল্য—বালিকাসুলভ চপলতা স্বাভাবিক নিয়ম। কিন্তু এক্ষেত্রে দেখা যায় তার ব্যত্তিক্রম। দিদিমাকে বলিতে শুনিয়াছি, “অন্নদা ছিল খুবই শান্তস্বভাবা।”

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



জন্মিয়াই আমরা শিখিতে আরম্ভ করি—সে শিক্ষা পুঁথিপুস্তকের মাধ্যমে নহে—মায়ের চরিত্র অনুকরণে ও অনুসরণে। প্রকৃতপক্ষে মা-ই সন্তানের প্রথম ও প্রধান শিক্ষাদাত্রী। সন্তানের ভবিষ্যৎ জীবন মায়েরই উপর নির্ভর করে। মা যেমনটি শিখান—সন্তান তেমনটি শিখে। তাই দেখি আদর্শ চরিত্র মায়ের সন্তানও হয় আদর্শ চরিত্র। বিনশ্বর জগতে যাঁহারা অবিনশ্বর হইয়া রহিয়াছেন, সেই সকল জ্ঞানী গুণীদের জীবনী পর্য্যালোচনা কর, দেখিতে পাইবে, মা-ই তাঁহাদের অমর করিয়া গড়িয়াছেন। জগৎ-ইতিহাসের পাতা উল্টাইয়া গেলে এর সাক্ষ্যই সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। এক্ষেত্রেও সেই চিরন্তন রীতির ব্যতিক্রম ঘটে নাই—ঘটে নাই যে তাহাই আমরা ক্রমশঃ দেখিতে পাইব।

মাকে সংসারের যাবতীয় কাজ—ঠাকুর পূজার আয়োজন, ভোগরান্না, তাছাড়া সংসারের সকলের রান্না—সকলকে আদর যত্ন করিয়া খাওয়ান, অতিথি অভ্যাগতের সৎকার সব কিছুই করিতে হয়। মানুষটি যেমন ছিলেন শুচি শুভ্র পবিত্র-হৃদয়, তাঁর কাজও ছিল তেমনি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন নিখুঁৎ পরিপাটি। তাঁহার গৃহস্থালী সত্যই গার্হস্থ্যাশ্রম। যে কেহ সেখানে আসেন, সেই শান্তরসাস্পদ আশ্রমের সুখ শান্তি সেখানে অনুভব করেন। এমনি শান্ত মধুর পরিবেশে মেয়ের খেলাধূলা সুরু হইয়াছে। কিন্তু সে খেলা সাধারণ খেলা নয়—বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সে খেলা।

মা ঠাকুর পূজার আয়োজন করেন, মেয়ে বলেন,—আমারও ঠাকুর চাই। আমি ঠাকুরসেবা করিব। ছবির ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত হইলেন। মেয়ে ফুল তুলেন, চন্দন ঘষেন, ভোগ রান্না করেন, সখী সাথীদের প্রসাদ খাইতে দেন এমনি অনন্যসাধারণ তাঁর খেলা।

ভবিষ্যৎ জীবনে বালিকা যখন কুলবধূ—মস্ত বড় সংসারের গৃহিণী, তখন দেখিতে পাওয়া যায়, শৈশবের পূজার খেলাই বাস্তবতার রূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



লইয়াছে তাঁহার গৃহস্থালীতে। কথায় বলে, প্রভাতকালীন দৃশ্যই সমস্ত দিনের প্রতিচ্ছবি।

আরও একটু বড় হইলে বালিকার খেলার সংসার ভাঙ্গিয়া গেল। মায়ের সকল কাজে আগাইয়া যান—যোগ দেন। ছোট্ট হাত পা নাড়িয়া মায়ের কাজ করেন। সে দৃশ্য দেখিতে বড় মনোরম। পাড়ার গিন্নিবান্নিরা তা দেখেন—দেখিয়া মুগ্ধ হন, বলেন—"ও অন্নর মা! মেয়ে যে দেখিতেছি সব কাজই করে—শুধু করে না—পরিপাটিরূপে করে। এমন কাজের মেয়েত বড় দেখা যায় না। কাজের পরিপাট্যে দেখিতেছি তোমাকেও হার মানাইয়াছে।" মা গৃহিণীদের মুখের দিকে তাকাইয়া দেখেন, তাঁদের কথায় সায় দেন। সন্তান-গৌরবে মাতৃহৃদয় আনন্দে ভরিয়া উঠে। আশ্চর্য্যের বিষয় বালিকা যখন যে কাজে হাত দেন, সেই কাজটি যেন আপনা হইতেই সুসম্পন্ন হইয়া যায়। গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন—"যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্" (২।৫০)—কর্মের কৌশলই যোগ। বালিকার কর্ম্ম যেন গীতাক্তো "সেই যোগ"।

বালিকার যখন শৈশবাস্থা তখনকার কালের সঙ্গে একালের আকাশ পাতাল প্রভেদ। সেকালে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন ছিল না। সমাজে তাহা নিন্দনীয় ছিল। শিক্ষা বলিতে আমরা পুঁথিগত বিদ্যা —তথাকথিত পরীক্ষা পাশের কথা বলিতেছি। তাই বলিয়া মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া হইত না তাহা নহে। মনুষ্যত্বের বিকাশ এবং চরিত্র-গঠনই যদি হয় শিক্ষার উদ্দেশ্য তবে সে শিক্ষা খুবই দেওয়া হইত। অবশ্য সে শিক্ষা স্কুল কলেজের মাধ্যমে হইত না—হইত গুরুজনদের—পিতা-মাতার আদর্শ চরিত্রের অনুকরণে ও অনুসরণে। সেকালে মেয়েদের বালিকা বয়সে কতরকম ব্রত করিতে হইত। সে ব্রত তাহাদিগকে শিক্ষা দিত ত্যাগ, সংযম, তপস্যা—ফলে তাহাদের মধ্যে জাগ্রত হইত স্বার্থত্যাগের প্রবৃত্তি, সেবাপরায়ণতার অপূর্ব্ব নিষ্ঠা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



জ্ঞানই বিদ্যানুশীলনের ফল বা উদ্দেশ্য। সেই জ্ঞান কি? ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—

সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষ্যতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্। (১৮।২০)

—বিভিন্নরূপে স্থিত ভূতসমূহের মধ্যে অবিভক্ত এক অব্যয় ভাব যে জ্ঞানের দ্বারা দর্শন হয়, হে অর্জুন! ঐ জ্ঞানকে সাত্ত্বিক জ্ঞান বলিয়া জানিবে। বিদ্যার ফল ইহাই—সর্ব্বত্র আত্মবোধ—সকলের প্রতি আপন বুদ্ধি জাগ্রত হওয়া।' সেকালের গৃহের শিক্ষায় এই জ্ঞানেরই বীজ উপ্ত হইত বালক বালিকাদের হৃদয়ক্ষেত্রে—কালে যাহা মহামহীরূপে পরিণত হইয়া আত্মীয় অনাত্মীয় সকলের আশ্রয়স্বরূপ হইয়া সমাজের কল্যাণবিধান করিত এবং সেবার আনন্দে—দানের আনন্দে নিজেও কৃতার্থ হইত। কিন্তু বর্ত্তমানকালের জড়বাদী শিক্ষা পরার্থপরতা ভুলাইয়া দিয়া মানুষকে করিয়া তুলিয়াছে আত্মকেন্দ্রিক—স্বার্থপর। তাই সেকালে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত ছিল না শুনিয়া যদি কেহ নাসিকা কুঞ্চিত করিতে চান, তবে তাঁকে আমরা বলিব—সেকালে মেয়েদের পুঁথিগত অর্থকরী শিক্ষা হইত না বটে, কিন্তু প্রকৃত যা শিক্ষা তা তাহাদের দেওয়া হইত, এবং তার ফলে গৃহ ও সমাজের শান্তি বিরাজ করিত।

পিতা হরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ছিলেন যথার্থ ই জ্ঞানী পুরুষ, তাই তাঁহার মধ্যে ছিল না কোনরূপ গোঁড়ামি—কোনরূপ অন্ধসংস্কার। তিনি প্রচলিত রীতির বিরুদ্ধেই আদরের কন্যাকে সুশিক্ষিতা করিতে মনস্থ করিলেন। পাঠ সুরু হইল। পিতা নিয়মিতভাবে কন্যাকে পাঠাভ্যাস করান। বালিকা পাঠে খুবই মনোযোগী—অল্প আয়াসেই তাঁহার প্রতিদিনকার পাঠ শিক্ষা হইয়া যায়। এতে পিতার কত আনন্দ। পিতার আনন্দে—মেয়েরও আনন্দ পিতার সন্তোষ বিধান করিতে পারিতেছেন বলিয়া। এই পাঠাভ্যাস উপলক্ষ্য করিয়া বাপ মেয়ের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



মিলন—সেই মধুর মিলন কতই না আনন্দের, কতই না সুখের। সমস্ত দিনের কাজ কর্ম্মের মধ্যে পিতাও ঐ সুখপ্রদ, আনন্দপ্রদ মিলনক্ষণটির জন্য উৎসুক হৃদয়ে প্রতীক্ষা করেন। আর কন্যা—বাপের আদরের দুলালী কন্যা পিতার স্নেহময় পরিবেশে ফিরিয়া যাইতে কতই না আগ্রহে সময় অতিবাহিত করেন।

একে একে প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ, ধারাপাত পড়া শেষ হইল.—সেইসঙ্গে কত না সংস্কৃত শ্লোক, দেবদেবীর স্তোত্র মুখস্থ করান পিতা তাঁহার আদরের কন্যাকে। কন্যাও মনের আনন্দে সেই সকল শ্লোক এবং স্তোত্রাদি মুখস্থ করেন—অপূর্ব স্মৃতিশক্তি কাজেই শিখিতে বিলম্ব হয় না। প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পিতা তাঁহার হাতে তুলিয়া দিলেন রামায়ণ। রামায়ণকে বলা হয় জগতের আদিকাব্য—তেমনি শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মগ্রন্থও এই রামায়ণ। রামসীতার কাহিনী—অপূর্ব্ব সে কাহিনী। রাম পূর্ণব্রহ্ম ভগবান। সীতাদেবী স্বয়ং লক্ষ্মী। রামসীতা হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি নর-নারীর আরাধ্যদেবতা। রামসীতার কাহিনী জানে না এমন লোক ভারতে বিরল। এমন লোক ভারতে জন্মায় নাই—জন্মাইবেও না। শুধু হিন্দু নয় সব সম্প্রদায়ের সব মানুষই রামায়ণ পড়ে—পড়িয়া মুগ্ধ হয়। কেহ পড়ে কাব্য হিসাবে, কেহ পড়ে নীতি গ্রন্থ হিসাবে,—আবার কাহারো নিকট ইহা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মগ্রন্থ। যার যেমন অভিরুচি।

এই গ্রন্থের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য অতুলনীয়—অতুলনীয় রামের পিতৃভক্তি, সীতার পাতিব্রত্য, লক্ষ্মণের ভ্রাতৃপ্রেম, পবননন্দন হনুমানের প্রভুভক্তি।

রামায়ণ পড়িতে বসিয়া বালিকা এমনি তন্ময় হন যে আর সবকিছু ভুলিয়া যান। পড়িতে পড়িতে ভাবেন তাঁহাকেও হইতে হইবে রাম, সীতা, লক্ষ্মণ ও হনুমানের মতন আদর্শ চরিত্র। তাঁহার ভাবনা শুধু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



কল্পনা-বিলাসেই পর্য্যবসিত হয় নাই, যে অনন্যসাধারণ মহৎ জীবন তিনি যাপন করিয়া গিয়াছেন সে জীবন গঠনে রামায়ণের আদর্শ চরিত্রগুলিই তাঁহাকে প্রেরণা যোগাইয়াছে। সে চরিত্রগুলির কিঞ্চিৎ আলোচনা এখানে করা হইতেছে। তাহা হইতেই তাঁহার জীবনের সম্যক পরিচয় পাওয়া যাইবে।

অযোধ্যাপতি রাজা দশরথ বৃদ্ধ হইয়াছেন। রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন। সর্ব্বগুণালঙ্কৃত জ্যেষ্ঠ পুত্র রামকে করিবেন যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত। রাম অযোধ্যাবাসী নরনারীর আনন্দ-বর্দ্ধক। রাম রাজা হইবেন তাই সকলেরই মনে আনন্দের পাথার বহিয়া যাইতেছে। সেই শুভমুহূর্ত্ত কতক্ষণে উপস্থিত হইবে সকলেই তার জন্য প্রতীক্ষমান।

কিন্তু অযোধ্যার আকাশ হইতে হইল বিনা মেঘে বজ্রাঘাত। রাম রাজা হইতে পারিবেন না, তাঁকে বনবাসে যাইতে হইবে—চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য এই বনবাস। বিমাতা কৈকেয়ী দশরথের প্রধানা মহিষী। তাঁহার নিকট দশরথ ছিলেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ দুইটি বর দিবেন বলিয়া। রামের রাজ্যাভিষেকের সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন প্রায় এমন সময় কৈকেয়ী দশরথকে বলিলেন—“মহারাজ! আপনি আমার নিকট দুইটি বরদানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছেন। আজ সে বর দান করিয়া আপনি প্রতিজ্ঞামুক্ত হউন। প্রথম বর—রামকে চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য বনে পাঠাইতে হইবে। দ্বিতীয় বর—রাম বনে গেলে ভরতকে করিতে হইবে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত।” এ যে কল্পনারও অতীত, রামকে পাঠাইতে হইবে বনবাসে! কিন্তু উপায় নাই। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে পারেন না। সত্যরক্ষা করিতেই হইবে, সেজন্য অদেয় বা অকরণীয় কিছুই থাকিতে পারে না। তাই দশরথ প্রার্থিত বরদানে অস্বীকৃত হইতে পারিলেন না। তাঁহার বাক্‌শক্তি রোধ হইল। চলিতে বলিতে অক্ষম তিনি—হতমান তাঁহার অবস্থা। প্রাণপক্ষী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



তাঁহার দেহপিঞ্জর ছাড়িয়া যাইতে উদ্যত। জীবন্মৃত অবস্থায় তিনি ভূমিশয্যা গ্রহণ করিলেন।

রাম শুনিলেন বরদানের কথা—শুনিলেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ পিতার দুরবস্থার কথা। কর্ত্তব্য স্থির করিতে ক্ষণমাত্র বিলম্ব হইল না। ছুটিয়া আসিলেন পিতার পদপ্রান্তে, বলিলেন—"মহারাজ! আপনি ভাবিবেন না, নিশ্চিত হউন, আপনার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবে না। সত্য-রক্ষা হইবেই। পিতৃসত্য আমি অবশ্যই পালন করিব।"

কৈকেয়ী রামচন্দ্রকে পিতৃসত্যপালনে দৃঢ়সঙ্কল্প দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। তাঁহার মনে সন্দেহ ছিল, কি জানি রাম এই কঠোর আদেশ পালনে অসম্মত হন। কৈকেয়ীর সেই সন্দেহাকুল চিত্তকে রাম এই বলিয়া সান্ত্বনা দিয়াছিলেন—

অহং হি বচনাৎ রাজ্ঞঃ পতেয়মপি পাবকে ॥
ভক্ষয়েয়ং বিষং তীক্ষ্ণং মজ্জেয়মপি চার্ণবে।
নিযুক্তো গুরুণা পিত্রা নৃপেণ চ হিতেন চ ॥
তদ্ ব্রূহি বচনং দেবী রাজ্ঞো যদভিকাঙ্ক্ষিতম্।
করিষ্যে প্রতিজানে চ রামো দ্বির্নাভিভাষতে ॥

( অঃ কাঃ ১৮।২-৩০ )

আমি রাজার কথায় অগ্নিতে প্রবেশ করিতে পারি, তীক্ষ্ণ বিষ পান করিতে পারি, সমুদ্রেও ঝাঁপ দিতে পারি কারণ ইনি গুরু, পিতা, নৃপ এবং হিতার্থী! অতএব বলুন কি চান, আমি তাহাই করিব। নিশ্চয়ই জানিবেন, রাম দুই রকম কথা বলে না।" তারপর রাম পুনরায় বলিলেন—"হে দেবী! আমি অর্থলোভী নই, ঐশ্বর্য্যের দাস হইয়া আমি জীবন যাপন করিতে চাহি না। শাস্ত্র ও ঋষি-নির্দ্দেশিত বিশুদ্ধ ধর্ম্মই আমি আশ্রয় করিয়াছি। পিতৃসেবা এবং পিতৃবাক্য পালন অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম কিছুই নাই। মায়ের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



আশীর্ব্বাদ লইয়া এবং সীতাকে বলিয়া আমি আজই বনে গমন করিতেছি, অতএব আপনি নিশ্চিন্ত হউন।” পিতৃসত্য রক্ষার্থ এর চাইতে আর মহত্তর বাণী কি উচ্চারিত হইতে পারে!

রাম বনবাসে যাইতেছেন শ্রবণ করিয়া সীতাদেবী অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলেন না। রামের সহিত তিনিও বনে যাইবেন এই কথা যখন কাঁদিতে কাঁদিতে রামকে বলিলেন, রাম তখন রোরুদ্যমানা সীতাদেবীকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে অনেক করিয়া বুঝাইলেন। পথের ক্লেশ—বনবাসের দুঃসহ যাতনা সবকিছুই বলিলেন, কিন্তু সীতাদেবী রামের সহিত থাকিতে পাইলে এসব ক্লেশকে ক্লেশই মনে করেন না বলিলেন। তিনি বলিলেন, “হে আর্য্য! আপনার সঙ্গে বনভ্রমণে পথের কুশ কাশ শর ইষীক প্রভৃতি কণ্টকতরু তূলা ও মৃগচর্ম্মের মত সুখস্পর্শ বলিয়া আমি অনুভব করিব—আপনার সঙ্গই আমার স্বর্গ, আপনার বিরহই নরক, আমার এই কথা নিশ্চয় জানিয়া সন্তুষ্টচিত্তে আমায় সঙ্গে লইয়া চলুন :—

যস্ত্বয়া সহ স স্বর্গো নিরয়ো যস্ত্বয়া বিনা।
ইতি জানন্ পরাং প্রীতিং গচ্ছ রাম ময়া সহ ॥ (অঃ কাঃ ৩০।১৮)

বনবাসের ক্লেশের চাইতেও সীতার বিরহ রামের নিকট অধিকতর ক্লেশকর মনে হইতেছিল, এক্ষণে সীতাকে তাঁহার সহিত বনবাসে যাইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখিয়া তিনি প্রসন্ন মনেই তাঁহাকে সঙ্গে যাইতে অনুমতি প্রদান করিলেন। পতিভক্তির কি অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত সীতা চরিত্র! রাজনন্দিনী, রাজকুলবধূ—অসূর্য্যম্পশ্যা নারী চলিয়াছেন, স্বামীসহ দুর্গম বনপথ অতিক্রম করিয়া চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাসে জীবন যাপন করিবেন বলিয়া।

লক্ষ্মণ যখন শুনিলেন, রাম সকলের নিকট বিদায় লইয়া বনবাসে চলিয়াছেন চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য,—তখন তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না—রামকে ছাড়িয়া রাজসুখভোগ তাঁহার নিকট বিষবৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



প্রতীয়মান হইল, তিনি ছুটিয়া রামের পদপ্রান্তে সমুপস্থিত হইয়া বলিলেন—"একান্তই যদি বনবাসে যাইতে কৃতসঙ্কল্প,—তবে আমাকেও অনুমতি দিন ধনুর্ব্বাণ হস্তে আপনার অগ্রে অগ্রে গমন করি—আপনাকে ছাড়িয়া আমি—দেবলোক, অমরত্ব বা ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্য চাহি না—

ন দেবলোকাক্রমণং নামরত্বমহং বৃণে।
ঐশ্বর্য্যঞ্চাপি লোকানাং কাময়ে ন ত্বয়া বিনা॥ (অঃ কাঃ ৩১।৫)

রামচন্দ্র লক্ষ্মণকেও প্রীতমনে সহগমনের আজ্ঞা প্রদান করিয়া বলিলেন—"যাও লক্ষ্মণ, সকলের নিকট বিদায় নিয়া আস এবং মাতা সুমিত্রার আশীর্ব্বাদরূপ বর্ম্মধারণ করিয়া আমার সঙ্গে চল"। লক্ষ্মণ সুমিত্রার পদযুগল বন্দনা করিয়া বলিলেন—"মাতঃ! অনুমতি করুন আমি রামের অনুগমন করি।" সুমিত্রাদেবী লক্ষ্মণের শিরে হস্তার্পণ করিয়া সস্নেহে বলিলেন, "বৎস! আমি প্রসন্নমনে তোমাকে রামের অনুগমনে অনুমতি প্রদান করিতেছি। তুমি সর্ব্বদা আমার এই কয়টি কথা মনে রাখিবে :—

অপ্রমত্ত চিত্তে সর্ব্বদা রামের সেবা করিবে। বিপদ্‌গ্রস্ত বা সমৃদ্ধ যেমনই হউন তিনিই তোমার গতি। জ্যেষ্ঠের বশবর্ত্তী হওয়াই সদ্‌ধর্ম্ম—

এষ লোকে সতাং ধর্ম্মো যজ্জ্যেষ্ঠবশগোভবেৎ॥ (অঃ কাঃ ৪০।৬)

আরো বিশেষ করিয়া বলিলেন :—

রামং দশরথং বিদ্ধি মাং বিদ্ধি জনকাত্মজাম্।
অযোধ্যামটবীং বিদ্ধি গচ্ছ তাত যথাসুখম্॥ (৪০।৯)

রামই দশরথ, জনকনন্দিনী সীতাই আমি, অরণ্যই রাজধানী অযোধ্যা—এইরূপ জ্ঞান করিবে! হে বৎস! সুখে যাত্রা কর।

রাম লক্ষ্মণ সীতা গুরুজনদের পায়ে প্রণতি নিবেদন করিয়া গমনোদ্যত হইলে কৌশল্যা সীতাদেবীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—যাঁহারা স্বাধ্বী রমণী তাঁহারা সৎপথে থাকিয়া পতিকেই পরম পুণ্যসাধন জ্ঞান করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



আমার বনবাসীপুত্র নির্ধন বা সধন যাহাই হউক না কেন তুমি তাঁকে দেবতুল্য জ্ঞান করিবে। সীতাদেবী কৃতাঞ্জলিপুটে উত্তর করিলেন "আর্য্যা! আপনার সমস্ত আদেশ আমি যথাসাধ্য পালন করিব। স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কি কর্ত্তব্য তাহা আমি অবগত আছি, গুরুজনদের মুখে তাহা শ্রবন করিয়াছি, চন্দ্রের প্রভা যেমন চন্দ্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে পারে না, আমিও তেমনি পাতিব্রত্য ধর্ম্ম হইতে কখনও বিচ্যুত হইব না। আমি জানি ঃ—

মিতং দদাতি হি পিতা মিতং ভ্রাতা মিতং সুতঃ।
অমিতস্য তু দাতারং ভর্ত্তারং কান পূজয়েৎ ॥ (অঃ কঃ ৩৯।৩০)

পিতা ভ্রাতা পুত্র যাহা কিছু দিয়া থাকেন সবই পরিমিত, কিন্তু ভর্ত্তার দান অপরিমিত, কে না তাঁহাকে পূজা করিবে?

দাস আর প্রভু। দাস প্রভু ভিন্ন আর কিছু জানে না। প্রভুই তার ধ্যান জ্ঞান—জীবন প্রভুময়। এর অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত হনুমান। বনবাস হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন রামসীতা। হনুমানের সেবায় সন্তুষ্ট সীতাদেবী তাঁহাকে উপহার দিলেন রত্নখচিত স্বর্ণহার। হার পাইয়াই হনুমান খুসী নন, হউক না তাহা যত মূল্যবানই। খুসী হইবেন তখনই যদি দেখেন তাতে রয়েছে রাম নাম অঙ্কিত। তবেই না সে হার হইবে কণ্ঠে ধারণ করিবার উপযোগী। টুকরা টুকরা করিয়া হনুমান হার ভাঙ্গিতেছেন আর একান্ত মনোযোগের সহিত নিরীক্ষণ করিতেছেন—দেখিতেছেন এর মধ্যে রামনাম অঙ্কিত আছে কিনা। সীতাদেবী হনুমানের এরূপ কার্যে প্রথমটা বিস্মিত হইলেন। তারপর ভাবিলেন, হাজার হউক বনের বানর ত, কাজেই এই মহামূল্য হারের মুল্য সে বুঝিবে কি করিয়া! জিজ্ঞাসা করেন বুঝি বা তাচ্ছিল্যভরেই—"বৎস! এ কি করিতেছ?" উত্তর করেন অঞ্জনা নন্দন নিশ্চিন্ত নির্ভাবনায়—"দেখিতেছি এর মধ্যে রাম নাম অঙ্কিত আছে কি না।" উত্তর শুনিয়া সীতাদেবী বিস্মিত। প্রশ্ন করেন—সপ্রতিভ সে প্রশ্ন—"বৎস! একি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



বলিতেছ তুমি ? এর ভিতর রাম নাম থাকিবে কি করিয়া ?" "থাকিবে না ? রাম নামই যদি অঙ্কিত না রহিল ইহার মধ্যে তবে এ হার আমি পরিব কি করিঁয়া ? তবে তো ইহা আমার গ্রহণীয় হইতে পারে না।" "বল কি বৎস—যাতে রামনাম অঙ্কিত নাই তেমন হার তুমি কণ্ঠে ধারণ করিবে না ?" "না করিব না।" "কিন্তু তোমার এই দেহ, যে দেহ ধারণ করিয়া তুমি বাঁচিয়া আছ তাতে কই রাম নাম লেখা আছে দেখিতেছি না।" "হ্যাঁ, আছে দেখুন" এই বলিয়া বুক চিরিয়া দেখাইলেন, স্বর্ণাক্ষরে লেখা রহিয়াছে রাম ! রাম !! রাম !!! সীতাদেবী নির্ব্বাক্ ! এমন প্রভুভক্তের নিকট প্রভুর নামবিহীন হার তুচ্ছই বটে। বুঝিলেন, দাস প্রভু ছাড়া নহে, অভিন্ন—প্রভুর স্বরূপ প্রাপ্ত। বলুন পাঠক পাঠিকা ! এমন অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত জগৎ ইতিহাসে কোথাও দেখিয়াছেন কি ? পিতা কন্যার হস্তে রামায়ণ তুলিয়া দিয়া এই অপূর্ব্ব আদর্শেরই শিক্ষা প্রদান করিলেন। তাই না, উত্তর কালে শ্রীযুক্তা অন্নদাসুন্দরী দেবীও স্বামী যখন গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনবাসী হইতে চাহিয়াছেন,—তখন তিনিও সীতারই ন্যায় স্বামীর সহগামিনী। শুধু রামায়নই নয়, পিতা মহাভারতেরও আদর্শচরিত্রা রমণীগণের জীবন-কাহিনীও তাঁহাকে পড়িতে দেন। মহাভারতের দ্রৌপদী ও সত্যভামা সংবাদটি তিনি প্রায়ই অতি আগ্রহের সহিত পাঠ করিতেন। অংশটি নারীচরিত্রের আদর্শ স্বরূপ ! অংশটি এই কারণে যথেষ্ট মর্যাদা পাইবে মনে করিয়া ইহা লিপিবদ্ধ করিলাম।

"বৈশম্পায়ন কহিলেন, "মহাত্মা পাণ্ডবগণ ও বিপ্রগণ আশ্রম মধ্যে সুখে সমাসীন হইয়া আছেন, এমত সময়ে দ্রৌপদী ও সত্যভামা তথায় প্রবেশ করিলেন। পরস্পর প্রিয় বাদিনী সেই কামিনীদ্বয় পরম প্রফুল্ল চিত্তে উপবেশন পূর্ব্বক কুরু ও যদুবংশ সংক্রান্ত নানাবিধ কথোপকথন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সত্যভামা একান্তে বসিয়া যাজ্ঞসেনীকে কহিলেন, "হে দ্রৌপদী তুমি লোকপাল সদৃশ সুদৃঢ়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



কলেবর মহাবীর পাণ্ডবগণের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়া থাক। তাঁহারা যে কখনই তোমার প্রতি ক্রোধান্বিত হয়েন না, প্রত্যুত ঈদৃশ বশীভূত হইয়াছেন যে তোমা ভিন্ন আর কাহাকেও মনে করেন না, ইহার কারণ কি? সোমবারাদি ব্রতচর্য্যা, উপবাসাদিরূপ তপ, সঙ্গমাদিতীর্থে স্নান, মন্ত্র, ঔষধ, কামশাস্ত্রোক্ত বশীকরণ বিদ্যা, অচ্যুত তারুণ্যাদি জপ, হোম বা অঞ্জনাদি ঔষধ ইহার কোন্ উপায়ের প্রভাবে পাণ্ডবগণ তোমার এতাদৃশ বশীভূত হইয়াছেন? হে পাঞ্চালি! এক্ষণে তুমি আমাকে এরূপ কোন যশস্য ও সৌভাগ্য জনক উপায় বল, যদ্দারা আমি কৃষ্ণকে নিরন্তর বশীভূত করিয়া রাখিতে পারি।"

যশস্বিনী সত্যভামা এই কথা বলিয়া বিরত হইলে পতিব্রতা দ্রৌপদী তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, হে সত্যভামে! তুমি আমাকে যেরূপ ব্যবহারের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, অসৎ স্ত্রীগণই ঐরূপ আচার করিয়া থাকে। অতএব কিরূপে উহার উত্তর প্রদান করিব? তুমি বুদ্ধিমতী, বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণের মহিষী, ঈদৃশ বিষয় সংশয় বা প্রশ্ন করা তোমার উচিত নহে। দেখ, স্বামী পত্নীকে মন্ত্রপরায়ণ জানিতে পারিলে গৃহস্থিত সর্পের ন্যায় তাহার নিমিত্ত সতত উদ্বিগ্ন থাকেন। উদ্বিগ্ন ব্যক্তির শান্তি নাই। অশান্ত লোক কখনই সুখ লাভ করিতে সমর্থ হয় না। হে ভদ্রে! স্বামী কদাচ মন্ত্র দ্বারা বশীভূত হয়েন না। জিঘাংসু ব্যক্তিরাই উপায় দ্বারা শত্রুর রোগ উৎপাদন বা তাহাকে বিষ প্রদান করিয়া থাকে। লোকে জিহ্বা বা ত্বক দ্বারা যে সমস্ত বস্তু সেবন করে তৎসমুদয়ে চূর্ণ বিশেষ মিশ্রিত করিয়া প্রদান করিলে অবশ্যই প্রাণসংহার হয়।

অনেক পাপ পরায়ণ কামিনীগণ স্বামীদিগকে বশ করিবার নিমিত্ত ঔষধ প্রদান করায় তাহাদিগের মধ্যে কেহ জলোদর গ্রস্ত, কেহ বা কুষ্ঠী, কেহ বা পালিত, কেহ বা পুরুষত্বহীন, কেহ বা জড়, কেহ বা অন্ধ, কেহ বা বধির হইয়া গিয়াছেন। হে বরবর্ণিণি! কামিনী গণের কদাপি স্বামীর বিপ্রিয়াচরণ কর্ত্তব্য নহে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



হে সত্যভামে! আমি মহাত্মা পাণ্ডবগণের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। আমি কাম, ক্রোধ ও অহংকার পরিহার পূর্ব্বক সতত পাণ্ডবগণ ও তাহাদের অন্যান্য স্ত্রীদিগের পরিচর্য্যা করিয়া থাকি। অভিমান পরিহার পূর্ব্বক প্রণয় প্রকাশ করিয়া অনন্যমনে পতিগণের চিত্তানুবর্ত্তন করি। দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ ও দূরবেক্ষনে সতত শঙ্কিত থাকি। কদাপি দ্রুতপদ সঞ্চারে মন্দরূপে গমন বা কুৎসিত রূপে উপবেশন করি না এবং সেই সূর্য্যসম তেজস্বী অরাতি নিপাতন মহারথ পাণ্ডবগণের ইঙ্গিতজ্ঞ হইয়া সতত সেবা করি। কি দেব, কি গন্ধর্ব্ব, কি পরমসুন্দর অলঙ্কৃত যুবা মানব কাহাকেও মনে স্থান দিই না। ভর্ত্তৃগণ স্নান, ভোজন, ও উপবেশন না করিলে কদাপি আহার বা উপবেশন করি না। ভর্ত্তা ক্ষেত্র, বন বা গ্রাম হইতে গৃহে আগমন করিলে তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক আসন ও জল প্রদান দ্বারা তাঁহার অভিনন্দন করি।

আমি প্রত্যহ উত্তমরূপে গৃহ পরিষ্কার, গৃহোপকরণ মার্জ্জন, পাক, যথা সময়ে ভোজন প্রদান ও সাবধানে ধান্য রক্ষা করিয়া থাকি। দুষ্টা স্ত্রীর সহিত কখনও সহবাস করি না, তিরস্কার বাক্য মুখেও আনি না; সকলের প্রতি অনুকূল ও আলস্যশূন্য হইয়া কাল যাপন করি। পরিহাস সময় ব্যতীত হাস্য এবং দ্বারে বা অপরিচ্ছন্ন অপরিস্কৃত স্থানে কিংবা গৃহোপবনে সতত বাস করি না। অতিহাস ও অতিরোষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সত্যে নিরত হইয়া নিরন্তর ভর্ত্তৃগণের সেবা করিয়া থাকি; তাঁহাদিগকে অবলোকন না করিয়া এক মুহূর্ত্ত ও সুখী থাকি না। স্বামী কোন আত্মীয়ের নিমিত্ত প্রোষিত হইলে পুষ্প ও অনুলেপন পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রতানুষ্ঠান করি। ভর্ত্তা যে যে দ্রব্য পান সেবন বা ভোজন না করেন, আমি ও তৎসমুদয় তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করি। উপদেশানুসারে অলঙ্কৃত ও প্রযত হইয়া স্বামীর হিতানুষ্ঠান সাধন করিয়া থাকি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



আমার শ্বশ্রূ কুটুম্ব বিষয়ে আমাকে যে সমুদয় ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছেন এবং ভিক্ষা, বলি, শ্রাদ্ধ পর্ব্বাহে স্থালীপাক ও মান্যগণের পূজা প্রভৃতি যে সকল কর্ম্ম আমার মনে জাগরূক আছে, আমি অতন্দ্রিত চিত্তে দিবারাত্র তৎসমুদয় পালন করি। আমি প্রযত্নাতিশয় সহকারে সর্ব্বদা বিনয় ও নিয়ম অবলম্বন এবং মৃত্ত, সত্যশীল সাধু ধর্ম্মপালক পতিগণকে ক্রুদ্ধ সর্প সমূহের ন্যায় জ্ঞান করিয়া পরিচর্য্যা করিয়া থাকি।

হে ভদ্রে! আমার মতে পতিকে আশ্রয় করিয়া থাকাই স্ত্রীদিগের সনাতন ধর্ম্ম। পতিই নারীর দেবতা ও একমাত্র গতি। তজ্জন্য তাঁহার বিপ্রিয়াচরণ করা নিতান্ত গর্হিত। আমি পতিগণকে অতিক্রম করিয়া শয়ন, আহার বা অলঙ্কার পরিধান করি না এবং প্রাণান্তেও শ্বশ্রূর নিন্দায় প্রবৃত্ত হই না। হে শুভে! সতত সাবধানতা কার্য্যদক্ষতা ও গুরু শুশ্রূষা সন্দর্শনে স্বামীগণ আমার বশীভূত হইয়াছেন।

হে সত্যভামে! আমি প্রত্যহ বীর প্রসবিনী আর্য্যা কুন্তীকে স্বয়ং অন্নপান ও আচ্ছাদন প্রদান দ্বারা সেবা করি। কদাপি উহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ভোজন বা বসন ভূষণ পরিধান করি না। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নিকেতনে প্রত্যহ অষ্ট সহস্র ব্রাহ্মণ রুক্ম পাত্র ভোজন করিতেন এবং যাঁহাদের প্রত্যেকের সমভিব্যবহারে ত্রিংশৎ কর্ম্মচারী পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিল; এমন অষ্টাশীতি সহস্র গৃহ মেধী স্নাতক প্রতিদিন প্রতিপালিত হইতেন। অপর দশ সহস্র স্নাতকের নিমিত্ত প্রত্যহ স্বর্ণপাত্র সমুদয় সুসংস্কৃত অন্নে পরিপূর্ণ থাকিত। আমি ঐ সমুদয় ব্রাহ্মণগণকে অন্নপান ও আচ্ছাদন প্রদান পূর্ব্বক সৎকার করিতাম।

মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের নৃত্য গীত বিশারদ শত সহস্র দাসী ছিল, তাহারা মহার্হ মাল্য ও চন্দনে বিভূষিত এবং সর্ব্বদা বলয়, কেয়ূর নিষক ও মনি প্রভৃতি অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া থাকিত। আমি তাহাদের সকলেরই নামরূপ ও কৃতাকৃত কর্ম্ম সমুদয় জ্ঞাত ছিলাম এবং তাঁহাদিগকে

২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



অন্নপান ও আচ্ছাদন প্রদান করিতাম। সেই সকল দাসীরা পাত্র হস্তে লইয়া দিবারাত্র অতিথিগণকে ভোজন করাইত। ইন্দ্রপ্রস্থ বাসকালে শত সহস্র অশ্ব ও দশ অযুত হস্তী যুধিষ্ঠিরের অনুযাত্রী ছিল। মহারাজ ধর্ম্মরাজের রাজ্যশাসন সময়ে এই সমস্ত বিষয় ছিল, আমি তৎসমুদয় অন্তঃপুরস্থ ভৃত্যগণ, গোপালগণ ও মেষপালকগণের তত্ত্বাবধান করিতাম।

হে ভদ্রে! আমি একাকিনী মহারাজের সমুদয় আয় ব্যায়ের বিষয় অবগত ছিলাম। পাণ্ডবগণ আমার উপর সমুদয় পোষ্যবর্গের ভার অর্পণ করিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত হইতেন। আমি সমুদয় সুখ পরিহার করিয়া দিবারাত্র সেই দুর্ব্বহ ভার বহন করিতাম। আমি একাকিনী জলনিধির ন্যায় নিধিপূর্ণ কোষাগারের তত্ত্বাবধান করিতাম। দিবা ও রাত্রি সমান জ্ঞান এবং ক্ষুধাতৃষ্ণাকে সহচরী করিয়া সতত পাণ্ডবগণের আরাধনা করিতাম। আমি সর্ব্বাগ্রে প্রতিবোধিত ও সর্ব্ব শেষে শয়ান হইতাম এবং সতত সত্ব্যব্যহারে রত থাকিতাম। হে সত্যভামে! আমি পতিগণকে বশীভূত করিবার এই মহৎ উপায় জানি, কিন্তু অসদাচার কামিনীগণের ন্যায় কদাচ কুব্যবহার করিনা, তাহা করিতে অভিলাষও করিনা।"

সত্যভামা ধর্ম্মচারিনী পাঞ্চালরাজ তনয়ার এইরূপ ধর্মসংযুক্ত সত্য বাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহাকে বলিলেন হে যাজ্ঞসেনি! আমার অপরাধ হইয়াছে ক্ষমা কর। সখীজনের পরিহাস বাক্য স্বভাবতঃ প্রায়ই এইরূপ হইয়া থাকে, তাহাতে ক্রোধ বা দুঃখ করা উচিত নহে।"

সেই সব জীবনী—সতী, সাবিত্রী, দময়ন্তী, সুলভা, চিন্তা প্রভৃতি মহীয়সী নারীদের জীবনী-কাহিনী পড়িয়া কিশোরী অন্নদাসুন্দরী দেবী মুগ্ধ হইতেন, উৎসাহিত হইতেন স্বীয় চরিত্র তাঁদের আদর্শে গঠন করিতে। এই সকল রমণীদের আদর্শ চরিত্র তাঁহার উপর যে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাঁহার একটি মাত্র কথা হইতেই তাহা বুঝা যাইবে—"এই সকল মহীয়সী রমণীদের জীবনী পড়িয়া আমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



মনে হইল, আমি যেন নূতন জীবন লাভ করিয়াছি।" পিতা তাঁহাকে সাধারণভাবে সংস্কৃত শিক্ষাও দিয়াছিলেন। তাই দেবদেবী স্তবস্তুতি, নীতিমূলক বহু সংস্কৃত শ্লোক তিনি সহজেই আয়ত্ত করিয়াছিলেন। ছোট্ট ভগিনীদের তিনি ঐ সকল শ্লোক মুখস্থ করাইতে ভালবাসিতেন—সময় পাইলেই তাহা করিতেন।

কৃত্তিবাসী রামায়ণ অল্পকাল মধ্যেই তাহার শেষ হইয়া গেল। তাঁহার স্বর ছিল বড় মধুর। তিনি যখন সুর করিয়া পড়িতেন:

শমন দমন রাবণ রাজা রাবণ দমন রাম।
শমন ভবন না হয় গমন যে লয় রামের নাম॥

তাহা শুনিয়া আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই মুগ্ধ হইতেন। প্রতিবেশী বৃদ্ধারা সমবেত হইতেন তাঁহার রামায়ণ পাঠ শ্রবণ করিবার জন্য। তিনিও আনন্দের সহিত স্বীয় জননী এবং সমবেত রমণীগণকে, তাঁহার বীণাবিনিন্দিত কণ্ঠে,—"শমন দমন" রামসীতার কাহিনী পড়িয়া শুনাইতেন। শুনিয়া সকলেই ধন্য ধন্য করিতেন। যে সকল মহিলারা স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী ছিলেন, তাঁহারাও শিক্ষার এই মহতী ফল দর্শনে, তাঁহাদের সেই মিথ্যা সংস্কার ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার পাঠ শুনিয়া ঐসব বৃদ্ধারা আনন্দ-পরিপূর্ণ হৃদয়ে, প্রাণ খুলিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর যেমন ছিল সুমিষ্ট, তাঁহার উচ্চারণও তেমন ছিল বিশুদ্ধ। পরবর্ত্তীকালে আমরাও তাঁহার পাঠ শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। কর্ণরসায়ন সেই পাঠ শুনিলে কেই বা মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারে।

শুধু পাঠে নয় গৃহকর্ম্মেও তিনি ঐ বয়সেই নিপুণা হইয়া উঠিতেছিলেন। সাত বৎসর বয়সেই তিনি গৃহস্থঘরের যাবতীয় রান্না করিতে শিখিয়াছিলেন। সংসারের লোকসংখ্যা ১০।১২ জনের কম ছিল না; কিন্তু ঐ বয়সেই তিনি সকলের জন্য রান্না করিতে এবং সকলকে পরিবেশন করিয়া খাওয়াইতে পারিতেন। অবশ্য এতজন লোকের জন্য রান্না

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



ভাতের হাঁড়িটা নামাইতে তাঁহাকে বেগ পাইতে হইত, মা এ বিষয়ে সাহায্য করিতেন বটে, কিন্তু মনের আগ্রহে ও উৎসাহে অনেক সময় মাকে কোন খবর না দিয়া নিজেই কষ্ট করিয়া কাজটি সম্পন্ন করিতেন। মা খবর নিতে আসিয়া দেখিতেন মেয়ে তাঁহার অপেক্ষায় বসিয়া নাই, নিজেই কষ্টসাধ্য সেই কাজটি করিয়া ফেলিয়াছেন। হাঁড়ি ধরিবার জন্য যে নেকড়া হেঁসেলে থাকিত তাহাতে ধরিবার অসুবিধা হইত বলিয়া স্বীয় পরিহিত বস্ত্রের আঁচল দিয়াই হাঁড়ি নামাইতেন। তারপর উনুনে কিছু চড়াইয়া দিয়া সেই অবসরে পুকুরঘাটে গিয়া সকৃড়ি কাপড় ধুইয়া আসিতেন। মা দেখিয়া শুনিয়া খুসী হইতেন আবার সঙ্গে সঙ্গে ভীতও হইতেন। ভাবিতেন হয়ত অসাবধানতাবশতঃ কখন কাপড়ে আগুন ধরিবে,—গরম মাড় পড়িয়া হাত পা পুড়িয়া যাইবে। মা তাঁহার মনের এইরূপ আশঙ্কা মেয়ের নিকট প্রকাশ করিলে মেয়ে দৃঢ়তার সহিত উত্তর করিতেন "না মা! এইরূপ কখনই হইবে না, তুমি দেখিও কখনই হইবে না।" তাঁহার আত্মবিশ্বাস ছিল সুদৃঢ়—আত্মপ্রত্যয়ের ভিত্তি-ভূমির উপর দাঁড়াইয়া তিনি কথা বলিতেন, কথার প্রতিবাদ করার সাধ্য কাহারো ছিল না। মেয়ের কাজকর্ম্ম যে দেখে, মেয়ের রামায়ণ পাঠ যে শ্রবণ করে, সেই মাকে ডাকিয়া বলে, "ও অন্নর মা, তুমি তুমি বাস্তবিকই রত্নগর্ভা। রূপে গুণে এমন মেয়ে বড়ই দুর্লভ।

এখন মেয়ে অষ্টম বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন, মেয়ে বিবাহের যোগ্যা হইয়াছেন। পিতার প্রশান্ত ললাটে চিন্তার রেখা দেখা দিয়াছে। সেকালে যে এই বয়সেই কন্যাসম্প্রদায়ের উপযুক্ত কাল বলিয়া বিবেচিত হইত। শাস্ত্র বলেন অষ্টমবর্ষে কন্যা সম্প্রদানে গৌরীদানের ফল লাভ হয়। ভট্টাচার্য্য মহাশয় ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন কন্যাকে সত্বর পাত্রস্থ করিবার জন্য। কিন্তু এমন কন্যারত্নের উপযুক্ত বর কোথায় মিলিবে, এই চিন্তায় পিতামাতার চোখে ঘুম নাই, মুখে আহার রোচে না। আজকালকার ছেলেমেয়েরা এমন কথা শুনিয়া বিস্ময়ে অবাক হইবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



জানি কিন্তু তাহা হইলেও সে সময়কার ইহাই সত্য-চিত্র-বাস্তব-চিত্র। আমরাও সমাজব্যবস্থার ঐ দৃশ্য দর্শন করিয়াছি। তার সাক্ষ্য-বহন করিয়া এখনো বর্ত্তমান আছি।

সমাজব্যবস্থার আরো একটা মস্ত বড় পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছে। আজকাল কন্যার পিতাকে পাত্রের দ্বারস্থ হইতে হয়—কাতর প্রার্থনা জানাইতেন হয়—আমার কন্যাটিকে গ্রহণ করিয়া আমাকে কন্যাদায়-মুক্ত করুন। কিন্তু সেকালে ব্যবস্থা ছিল অন্যরূপ। পাত্রের পিতাকেই কন্যার পিতার নিকট প্রার্থী হইয়া দাঁড়াইতে হইত। পুত্রবধূ ঘরে আসিবে—গৃহের লক্ষ্মী। সংসারের সুখ সৌভাগ্য—আনন্দ স্বাচ্ছন্দ্য সব কিছুই ত নির্ভর করে লক্ষ্মীস্বরূপা বধূর উপর, এই বিশ্বাস দৃঢ়বদ্ধ ছিল সমাজকর্তাদের হৃদয়ে হৃদয়ে কাজেই তাঁহারা মনে করিতেন, সাধ্যবস্তু গৃহের লক্ষ্মীকে সাধনা করিয়াই পাইতে হইবে। কিন্তু কালের কি বিচিত্র গতি! আজ ঐ কথা ভাবিতেও আশ্চর্য্য বোধ হয়।

কুলে শীলে রূপে গুণে যে মেয়ে অতুলনীয়া, বিশেষতঃ যাঁর খ্যাতি সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, তাঁকে পুত্রবধূরূপে বরণ করিয়া লইতে কত পাত্রের পিতাই-না ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দ্বারস্থ হইতে লাগিলেন। কিন্তু সেই সকল প্রস্তাব ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মনঃপূত হয় না। তিনি 'হাঁ' 'না' কিছুই বলিতে পারেন না—মুখ বুজিয়া চুপ করিয়া থাকেন। বরের পিতার বুঝিতে বিলম্ব হয় না প্রস্তাব তাঁহার মনঃপূত হয় নাই। আশাভঙ্গের নৈরাশ্য লইয়া বরের পিতাকে ফিরিয়া যাইতে হয়।

মেয়ের পিতামাতা ভাবেন, এমন কন্যারত্নকে কি যার তার হাতে তুলিয়া দেওয়া যায়? মেয়ের উপযুক্ত বর কি ইহারা? এমনি করিয়া দিন অতিবাহিত হইতেছে—মেয়েরও বয়স বাড়িয়া চলিয়াছে। মেয়ে এখন নবম বর্ষীয়া কিশোরী। প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থানুযায়ী মেয়েকে আর অবিবাহিত রাখা চলে না। কিন্তু ভট্টাচার্য্য মহাশয়ই বা কি করিবেন। সবই দৈবের হাত। তিনি শুধু চিন্তাই করিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



পারেন। তাছাড়া আর কিছু করিবার ক্ষমতা মানুষের আছে কি? কথায় বলে, কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম। সে কর্ত্তা ভগবান্। ভগবদ্ ইচ্ছারই প্রতীক্ষা করিতে হইবে। ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহাই করিয়া যাইতেছেন। প্রতিদিন নিত্য পূজার সময় কুলদেবতার নিকট প্রার্থনা করেন—"ঠাকুর মেয়ের উপযুক্ত বর জুটাইয়া দাও—আমাকে কন্যাদায় হইতে মুক্ত কর।"

স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ভক্ত ব্রাহ্মণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রাণের আকুল প্রার্থনা কি ব্যর্থ হইতে পারে? ভগবান্ শুনিলেন—শুনিয়া প্রার্থনা পূরণের ব্যবস্থা করিলেন।

শ্রীহট্ট জিলার বামৈগ্রাম হবিগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত। গ্রামের চৌধুরী বংশ কুলে শীলে ধনে মানে বিখ্যাত। চৌধুরী বংশের জমিদার হরকিশোর চৌধুরী মহাশয় তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ দিবার জন্য পাত্রী খুঁজিতেছেন। পুত্র শ্রীমান্ তারাকিশোর চৌদ্দ বৎসরের কিশোর। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি পাইয়াছেন। রূপে, গুণে, বুদ্ধিতে, স্বাস্থ্যে, সৌন্দর্য্যে প্রত্যেক কন্যার পিতারই লোভনীয় পাত্র। অপর পক্ষে পাত্রের পিতারও ত কন্যা পছন্দ হওয়া চাই। তাই বিবাহ হইতেছে না। এমনি করিয়া চৌধুরী মহাশয় বধূনির্ব্বাচনে এবং ভট্টাচার্য্য মহাশয় জামাতা নির্ব্বাচনে উভয়ই ব্যর্থমনোরথ। সময় বহিয়া চলিয়াছে।

একদিন এক ঘটক আসিয়া উপস্থিত হইলেন চৌধুরী মহাশয়ের ভবনে। সেদিন সুপ্রভাতই বলিতে হইবে। ঘটক মহাশয় বিজোড়া গ্রামবাসী ভট্টাচার্য্য মহাশয় কন্যার রূপ গুণের যথোচিত প্রশংসা করিয়া চৌধুরী মহাশয়কে বলিলেন—"এই কন্যারত্ন যথার্থই আপনার কুললক্ষ্মী হওয়ার যোগ্যা—আপনি তাঁহাকে পুত্রবধূরূপে বরণ করিয়া গৃহে আনুন। তাঁহার রূপের ছটায় গৃহ আলোকিত হইবে—গুণে সকলে মুগ্ধ হইবে।" এমনি কন্যারত্নই তো তিনি চান—খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



তখনকার দিনে পাত্রের কিংবা পাত্রের পিতামাতার সাক্ষাৎভাবে কন্যা দেখিবার রীতি প্রচলিত ছিল না। গোপনে পাড়াপ্রতিবেশীর নিকট হইতে কন্যা সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় জানিয়া লইতে হইত। চৌধুরী মহাশয়ও সেভাবেই কন্যার সম্বন্ধে খোঁজ খবর লইলেন। সংগৃহীত খবরে চৌধুরী মহাশয় সন্তুষ্ট হইলেন—বুঝিলেন, ঘটক মহাশয় কন্যার রূপ গুণ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা মিথ্যা নহে। তিনি আর কালক্ষেপ না করিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট তাঁহার কন্যাটিকে পুত্রবধূরূপে পাইবার আকাঙ্ক্ষা জানাইয়া লোক প্রেরণ করিলেন। বিখ্যাত চৌধুরী বংশের কথা কে না জানে,—ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও অবগত ছিলেন—আর এই ছেলের কথাও তিনি পূর্ব্বে শুনিয়াছিলেন। প্রস্তাব তাঁহার মনোমত কাজেই চৌধুরী মহাশয়ের লোকের নিকট কন্যাদানের স্বীকৃতি দিতে তিনি দ্বিধা করিলেন না। তারপর একদিন নিজেই পাত্র দেখিতে গেলেন। পাত্র দেখিয়া তাঁহার আর নূতন করিয়া কিছু বলিবার ছিল না, স্বীকৃতি ত তিনি পূর্ব্বেই দান করিয়াছিলেন —পাত্র দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন। একটি বিষয় লইয়া পাড়া-প্রতিবেশী আত্মীয়-স্বজনের মনে একটা "কিন্তু" ভাব দেখা দিল। ছেলে অতি শৈশবে মাতৃহারা—ঘরে বিমাতা রহিয়াছেন। সৎশাশুড়ীর ঘরে মেয়ে দিতে হইবে। ভট্টাচার্য্য মহাশয় পাত্রের বিমাতার খোঁজ খবর লইয়া জানিলেন তিনি অতি সজ্জন, সকলেই তাঁহার প্রশংসা করে। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মনে আর কোন দ্বিধা সঙ্কোচ নাই—এখানেই কন্যা পাত্রস্থ করিতে কৃতসংকল্প। তিনি বলেন, মেয়ে আমার রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী—সর্ব্বংসহা ধরণীর ন্যায় ধৈর্য্যশীলা করিয়া তাহাকে গড়িয়াছি। সৎশাশুড়ীকে যে অতি সহজেই মানাইয়া লইতে পারিবে এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ—কাজেই এ সম্বন্ধে ভাবিবার আর কিছুই নাই। এই বিবাহে উভয় পক্ষেই সম্মত কাজেই এ বিষয়ে অন্য কাহারও কিছু বলিবার রহিল না—কথা পাকাপাকি হইয়া গেল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



ভট্টাচার্য্য মহাশয় মনোমত ঘর বর পাইয়াছেন বিবাহও স্থির হইয়াছে—এই দিক দিয়া ভাবনা চিন্তার আর কিছুই নাই, কিন্তু অন্যরূপ সমস্যা উপস্থিত। বরপক্ষ জমিদার, কন্যার পিতা মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ, বংশমর্য্যাদার কথা বাদ দিলে বর পক্ষের ঐশ্বর্য্য ও প্রতিপত্তির যথোচিত সম্মান রক্ষা করিবার শক্তি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নাই বলিলেই চলে। বরপক্ষের কোন দাবীদাওয়া নাই সত্য। তথাপি সমাজব্যবস্থা-অনুযায়ী যে যেরূপ লোক তার তদ্রূপ মর্যাদা রক্ষার ব্যবস্থা করা চাই ত। ভট্টাচার্য্য মহাশয় চিন্তিত হইলেন, আনন্দের সঙ্গে উৎকণ্ঠায় তাঁহাকে বিচলিত হইতে দেখা যাইত।

চৌধুরী মহাশয় তখনকার সমাজে রাজাবিশেষ। তাঁহার জ্যেষ্ঠ-পুত্রের বিবাহ—সঙ্গে অন্ততঃ তিন চারি শত বরযাত্রী লইয়া বিবাহ দিতে আসিতেছেন—খবর পাইয়া কন্যাপক্ষ চিন্তিত হইলেন। এত লোকের যথোচিত আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করিতে হইবে, কোনরূপ তাঁহাদের মর্য্যাদার হানি না হয়, তাহা দেখিতে হইবে।

ভক্তের বোঝা ভগবান বহন করেন। একি শুধু কথার কথা? না, তাহা নহে, এক্ষেত্রে তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেল। বংশ-পরম্পরাক্রমে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ছিল গুরুতাব্যবসা। তাঁহার শিষ্য সেবকেরা যখন শুনিল জমিদার ঘরে ভট্টাচার্য্য মহাশয় মেয়ের বিবাহ দিতেছেন, তখন তাহারা অজিজ্ঞাসিত ভাবেই আগাইয়া আসিল অর্থ সাহায্য লইয়া। অপ্রত্যাশিতভাবে চারিদিক হইতে নানারূপ সাহায্য আসিতে লাগিল। সাহায্যের প্রাচুর্য দেখিয়া কন্যার পিতামাতা ও আত্মীয় স্বজন সকলেই আশ্বস্ত হইলেন যে বরপক্ষের উপযুক্ত আদর আপ্যায়নে ত্রুটি হইবার কোনরূপ আশঙ্কা নাই। যে কন্যা প্রসবকালে মাতাকে দুঃসহ প্রসবযাতনা ভোগ করিতে দেন নাই, সেই কন্যা যে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাকে অনায়াসেই দায়মুক্ত করিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



অর্থের অনটন ঘুচিয়া গেছে—এইবার ভট্টাচার্য্য মহাশয় বরপক্ষের যথোচিত আদর অভ্যর্থনা করিবার ব্যবস্থায় মন দিলেন। অর্থ থাকিলেই কোন ব্যবস্থা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয় না—কিন্তু উদার হৃদয় ভট্টাচার্য্য মহাশয় মুক্ত হস্তে খরচ করিয়া বর অভ্যর্থনার আয়োজন করিতে লাগিলেন। আয়োজন হইল নিখুঁৎ—সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর।

১২৮১ সনের অগ্রহায়ণ মাসে এই বিবাহকার্য মহাসমারোহে সম্পন্ন হইল। কয়দিন ধরিয়া বিশারদ বাড়ির আকাশ বাতাস মুখরিত ছিল। কেবল শোনা গেল "দীয়তাং ভুজ্যতাং" রব। শুধু পাড়া-প্রতিবেশী, গ্রামবাসীই নয়—আশে পাশের বহু গ্রাম হইতেও বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল এই বিবাহোৎসব দেখিবাব জন্য।

তাঁহারা অচেনা অজানা হইলেও তাঁহাদের আদর আপ্যায়নের কোন রকম ত্রুটি হয় নাই। সকলেরই জন্য ভুরীভোজনের এবং প্রয়োজন স্থলে বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছিল—চতুর্দিকে ধন্য ধন্য রব। কেহ দিল নববধূর জয়—কেহ দিল সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ব্যবস্থার জয়।

চৌধুরী মহাশয় নববধূ লইয়া গৃহে আসিলেন। পুত্রবধূ মনের মতন হইয়াছে কাজেই তাঁহার মনে আনন্দ ধরে না।

চৌধুরী বাড়ীর গৃহপ্রাঙ্গনে লোকে লোকারণ্য—নববধূর দর্শনের জন্য এই জনতা।

বাদ্যভাণ্ডের উচ্চরোলে আকাশ বাতাস মুখরিত। সানাই বাজিতেছে বর-আহ্বানের মধুর রাগিণী গাহিয়া। পুরনারীদের মুখে উলুধ্বনি, কণ্ঠে শঙ্খধ্বনি—চতুর্দ্দিকে আনন্দ কোলাহল। এমনি প্রাণারাম মধুময় পরিবেশে শ্বশুড়ী ঠাকুরাণী লক্ষ্মীস্বরূপা নববধূকে পরম আদরের সহিত বরণ করিয়া গৃহে তুলিলেন।

কুলপ্রথানুযায়ী চতুর্থ মঙ্গল এবং পাকস্পর্শ উৎসব সম্পন্ন হইল সমারোহে। পার্শ্ববর্ত্তী ৩।৪ খানা গ্রাম নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। আগন্তুকগণ ভোজনে, আদর যত্নে তৃপ্ত হইয়া বাড়ী ফিরিলেন। পাড়ার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



বৌ-ঝিরা মুগ্ধ নয়নে নববধূকে চাহিয়া দেখেন—মন্তব্য করেন এযেন হরগৌরীর মিলন। বৃদ্ধাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার এই বলিয়া দুঃখ করিলেন—তারাকিশোরের মা বাঁচিয়া থাকিলে আজ কতই না আনন্দ করিতেন।

বিবাহ-উৎসব মঙ্গল মত সম্পন্ন হইয়াছে। পুত্র পিতার আশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ করিয়া কলিকাতা আসিলেন অধ্যয়নের জন্য। বধূ গেলেন পিত্রালয়ে ; কিন্তু চৌধুরী মহাশয় বেশীদিন তাঁহাকে পিত্রালয়ে থাকিতে দিলেন না—বড় আদরের পুত্রবধূকে না দেখিয়া তিনি থাকিতে পারেন না। আবার স্নেহের পুতুলি কন্যাকে শ্বশুর বাড়ি পাঠাইয়া পিতাও শান্তিহারা, মন উচাটন—বারবার ছুটিয়া আসেন বৈবাহিকের বাড়ী কন্যাকে দেখিবার জন্য।

নববধূর রূপেগুণে সেবাযত্নে শ্বশুর শাশুড়ী উভয়েই সন্তুষ্ট। আনন্দে ও শান্তিতে সংসারের সকলেরই দিন কাটিতেছে। বধূ সংসারের সব কাজেই আগাইয়া যান—যখন যে কাজটিতে হাত দেন তাহাই পরিপাটিরূপে সম্পন্ন করেন। বাড়ীর কর্ত্তাগিন্নী হইতে আরম্ভ করিয়া ঝি চাকর পর্য্যন্ত সবাই নববধূর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। নববধূ শাশুড়ীর নিকট মাতৃস্নেহ পাইয়া আনন্দে হাসিয়া খেলিয়া সংসার-ধর্ম্মপালন করিতেছিলেন। কিন্তু পরিবর্ত্তনশীল জগতে কিছুই স্থায়ী নয়। সুখ দুঃখ, একের পর এক আসে, আর যায়। শাশুড়ীঠাকুরাণী সামান্য রোগে অল্প কয়েক দিন ভুগিয়াই পরলোক গমন করিলেন—চৌধুরী বাড়ীর সুখের হাট ভাঙ্গিয়া গেল। মাতৃসমা শাশুড়ীকে হারাইয়া নববধূ বিষণ্ণমুখ—শান্তিহারা মন লইয়া কেমন যেন যন্ত্রচালিতবৎ সংসারের কাজ কর্ম্ম করিয়া যাইতেছেন। চৌধুরীমহাশয়ের একে পত্নীবিয়োগের দুঃখ তদুপরি বৌমার বিষণ্ণমুখ ও অশান্ত মন দেখিয়া বড়ই কাতর হইয়া পড়িলেন, ভাবিয়া পান না কি করিবেন। এমন সময় ভট্টাচার্য্য মহাশয় আসিলেন কন্যাকে লইয়া যাইবার জন্য। এবার আর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



চৌধুরী মহাশয় বধূকে পিত্রালয়ে পাঠাইতে কোন ওজর আপত্তি করিলেন না। ভট্টাচার্য্য মহাশয় কন্যা লইয়া গৃহে ফিরিলেন।

হরকিশোর চৌধুরী মহাশয়ের প্রথমা পত্নী এক কন্যা ও দুই পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। ছোট কন্যাটি কিছুদিন পরই মায়ের অনুগমন করে। জ্যেষ্ঠা কন্যাকে চৌধুরী মহাশয় ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত বিদ্যাকূট গ্রামের প্রসিদ্ধ কুলীনের ঘরে বিবাহ দিয়াছিলেন। বিবাহোৎসব খুব ধূমধামের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল। শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মার জ্যাঠাইমা ছিলেন ইনি।

গৃহিণীশূন্য সংসারের দুরবস্থার কথা ভাবিয়া এবং এক পুত্র বংশরক্ষার পক্ষে যথেষ্ট নহে—জীবন ক্ষণভঙ্গুর মনে করিয়া তিনি তৃতীয়বার দারপরিগ্রহ করিতে মনস্থ করিলেন। সমাজের মাথাস্বরূপ চৌধুরী মহাশয়, তাঁহার মান সম্মান খ্যাতি প্রতিপত্তির কথা ভাবিয়া অনেক পিতাই তাঁহাকে কন্যা দিতে আগাইয়া আসলেন। যথাসময়ে তাঁহার বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। নববধূর নাম ইচ্ছাময়ী দেবী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

॥ দুই ॥

## সংসার ও সেবাধর্ম্ম

ইচ্ছাময়ী দেবী তখনকার কালের তুলনায় বয়স্কা ছিলেন। কাজেই সংসারে প্রবেশ করিয়াই কর্ত্রী হইয়া বসিলেন। চৌধুরী মহাশয় পুত্রবধূকে পিত্রালয় হইতে লইয়া আসিলেন। সকলের মুখেই পুত্রবধূর প্রশংসা। সকলেই তাঁহাকে ভালবাসে ও শ্রদ্ধা ভক্তি করে। গৃহিণীর ইহা সহ্য হইল না। তিনি ঈর্ষ্যানলে জ্বলিতে থাকেন। এমন পুত্রবধূ পাইয়াও তিনি খুসী হইতে পারিলেন না; সব বিষয়েই তাঁহাকে প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। হিংসায় মানুষ কি না করিতে পারে—বুদ্ধি বিবেচনা তখন অতলে তলাইয়া যায়। তিনি নানাভাবে বধূমাতাকে নির্য্যাতন করিতে লাগিলেন। ধরিত্রীর ন্যায় সর্ব্বংসহা হইয়াও শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। পরিচারিকা রাধু সিংহের স্ত্রী এই নির্য্যাতনের প্রতিবাদ করিলে হিংসানল আরো বেশী করিয়া জ্বলিয়া উঠিত। কথায় বলে সৎশাশুড়ীর ব্যবহার, এও যেন তাই। স্বামী বিদেশে—শ্বশুর মহাশয় সমস্ত দেখিয়া শুনিয়াও কোন প্রতিবিধান করিতে পারিতেছেন না। আর সহ্য করিতে না পারিয়া অবশেষে পরিচারিকারই সাহায্যে অন্নদাসুন্দরী পিতাকে সমস্ত কথা গোপনে জানাইলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় আসিলেন কন্যাকে লইয়া যাইবার জন্য। কিন্তু চৌধুরী মহাশয় পুত্রবধূকে দিতে নারাজ। ভট্টাচার্য্য মহাশয় অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। অবশেষে তিনি জোর করিয়াই কন্যাকে লইয়া চলিয়া গেলেন। চৌধুরী মহাশয় ইহাতে নিজেকে অপমানিত বোধ করিলেন। তিনি ভীষণ ক্রুদ্ধ হইয়া কলিকাতায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



পুত্রের নিকট বেহাই ও পুত্রবধূর বিরুদ্ধে অনেক কিছু লিখিয়া পত্র দিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও বিজোড়া পৌঁছিয়াই জামাতাকে সবিস্তার সকল কথা জানাইয়া পত্র দিলেন। এদিকে জামাতা শ্রীমান তারা-কিশোর চৌধুরী ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করায় সমাজে তাঁহার বিরুদ্ধে খুবই আন্দোলন চলিতেছিল। কাজেই তিনি বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া স্ত্রীকে দেশে শ্বশুরালয় কিংবা পিত্রালয় কোথায়ও রাখা উচিত বিবেচনা না করিয়া, কলিকাতায় তাঁহার নিকট রাখাই সমীচীন বোধ করিলেন। তিনি অবিলম্বে দেশে চলিয়া আসিলেন। শ্বশুর বাড়ীর নিকটবর্ত্তী এক গ্রামের পরিচিত এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে উঠিয়া শ্বশুরকে খবর দিলেন, স্ত্রীকে তাঁহার নিকট দিয়া যাইবার, জন্য। ভট্টাচার্য্য মহাশয় এতটা ভাবেন নাই যে তাঁহার জামাতা স্ত্রীকে লইয়া যাইবার জন্য দেশে চলিয়া আসিবেন। এজন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। জামাতা ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করায় পিতা খরচ দেওয়া বন্ধ করিয়াছেন,—জামাতার পাঠ্যাবস্থা—উপার্জ্জন করেন না। এই অবস্থায় বিধর্ম্মী জামাতার সঙ্গে কন্যাকে পাঠাইয়া দিতে কেহ কেহ নিষেধ করিতেছিলেন অধিকন্তু তিনি স্বীয় মনেও এবিষয়ে সায় পাইতেছিলেন না। মহাসমস্যায় পতিত হইলেন। কি করিবেন ভাবিয়া কুলকিনারা পান না। এদিকে কন্যা কিন্তু স্বামীর সঙ্গে যাওয়ার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প। কাহারো কোন বাধা এবং আপত্তি তিনি মানিতে এবং শুনিতে রাজী নহেন। স্ত্রী স্বামীর অনুগমন করিবে, ইহাইতো স্বাভাবিক। কাজেই কন্যার একান্ত ইচ্ছা ও দৃঢ়তা দেখিয়া শেষ পর্য্যন্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহাকে জামাতার হস্তেই তুলিয়া দিতে বাধ্য হইলেন। শ্রীযুক্তা অন্নদাসুন্দরী তাঁর স্বামীর সহিত কলিকাতা চলিলেন। পৃথক বাসা করিয়া খরচ চালাইবার মতন অবস্থা তখন শ্রীযুক্ত তারাকিশোর চৌধুরীর ছিল না। কাজেই তিনি বন্ধু দ্বিজদাস দত্তের পরামর্শে ও আগ্রহে তাঁহার বাসাতেই স্ত্রীকে রাখিলেন এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



সমস্ত বিষয় বিস্তারিত জানাইয়া দেশে পিতাকে পত্র লিখিলেন। পিতা এসব কিছুই জানিতেন না। পত্র পাইয়া মর্ম্মাহত হইলেন এবং ক্ষেপিয়া গেলেন। তাঁহার আশঙ্কা হইল, পুত্রের প্ররোচনায় শেষ পর্য্যন্ত না পুত্রবধূও ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বসেন। রাগে দুঃখে দিগ্বিদিক্ জ্ঞান শূন্য হইয়া তিনি বেহাইকে ভীষণ কড়া চিঠি লিখিলেন এবং কাল-বিলম্ব না করিয়া তিনি কলিকাতা চলিয়া গেলেন।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বনকে তিনি ম্লেচ্ছ হইয়া যাওয়াই মনে করিতেন। বৈবাহিকের পত্র পাইয়া তাঁহার মনে হইল, কন্যাকে বিধর্ম্মী জামাতার হস্তে তুলিয়া দেওয়া উচিত হয় নাই। কিন্তু এখন সব কিছুই হাতের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে, কিছুই করিবার নাই। অনেকটা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় তিনিও কলিকাতা যাত্রা করিলেন।

পিতা এবং শ্বশুর উভয়ই কলিকাতা উপস্থিত হইয়া এই অবস্থায় স্ত্রীকে তাঁহার নিকট রাখা উচিত নয় বলিয়া শ্রীমান তারাকিশোরকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। এ নিয়া খুব বাদানুবাদ চলিতে লাগিল। অবশেষে শ্বশুর মহাশয়ের সঙ্গেই স্ত্রীকে দেশে পাঠানই স্থির হইল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় কন্যা লইয়া দেশে ফিরিলেন এবং কিছুদিন তাঁহাকে কাছে রাখিয়া অবশেষে শ্বশুর বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন। শ্রীযুক্তা অন্নদাসুন্দরী দেবীকে অর্থাৎ আমাদের গুরুমাকে আবার সংশাশুড়ীর কবলে পড়িতে হইল। চারিদিককার অবস্থা ও ব্যবস্থা দর্শনে শ্রীযুক্তা ইচ্ছাময়ী দেবী অনেকটা সংযত হইলেন, পূর্ব্বের ন্যায় ততটা খারাপ ব্যবহার আর করিতেন না। চৌধুরী মহাশয়ও এ বিষয়ে সাবধান হইয়াছিলেন, যাহাতে তাঁহার স্ত্রী পুত্রবধূর সঙ্গে পূর্ব্বের ন্যায় দুর্ব্যবহার না করেন।

সেকালে প্রত্যেক ব্রাহ্মণের গৃহেই শালগ্রাম শিলা প্রতিষ্ঠিত থাকিতেন। নিত্য সেবা পূজার ব্যবস্থা ছিল। শাস্ত্রে আছে, যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



ব্রাহ্মণের গৃহে নারায়ণ শিলা নাই, সেই গৃহ শ্মশান-সদৃশ। অদীক্ষিতের হাতের জল শুদ্ধ নহে, ঠাকুরের সেবা পূজার কাজ করিতে হইলে গুরুমন্ত্র দ্বারা চিত্তশুদ্ধির প্রয়োজন। এই প্রয়োজনের দিক বিচার করিয়া, তাছাড়া জামাতার প্ররোচনায় কি জানি মেয়েও ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করে এই ভয়ে ভট্টাচার্য্য মহাশয়, চৌধুরী মহাশয়কে পরামর্শ দিলেন পুত্রবধূকে কুলগুরুর নিকট হইতে দীক্ষা দেওয়াইবার জন্য। চৌধুরী মহাশয় বৈবাহিকের কথা যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন। কুলগুরুকে সংবাদ দিয়া আনাইলেন। শুভদিনে শুভক্ষণে তন্ত্রোক্ত বিধান অনুসারে মা'র দীক্ষা কার্য্য সম্পন্ন হইল। দীক্ষার সংবাদ পাইয়া মা'র পিতৃদেব ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও আসিয়াছিলেন। শক্তি মন্ত্রে মা'র দীক্ষা হইল। চৌধুরী মহাশয়ের কুলদেবতাও শক্তি। দীক্ষা পাইয়া মা'র মনে হইল তিনি যেন নূতন জীবন লাভ করিয়াছেন। একথা পরবর্ত্তীকালে তাঁহার মুখে আমরা বহুবারই শ্রবণ করিয়াছি। নিয়মমত তিন বেলা তিনি জপ করিতেন। জপ করিয়া খুবই আনন্দ পাইতেন। বৃহৎ সংসারে অনেক লোকজন, সকলের সব রকম ব্যবস্থা করিতে যাইয়া অনেক সময় যথাসময়ে সন্ধ্যা-আহ্নিক করিতে পারিতেন না—কাজকর্ম সারিয়া অবসর মতন তাহা করিতেন। কিন্তু সন্ধ্যা-আহ্নিক না করিয়া তিনি জলটুকু গ্রহণ পর্য্যন্ত করিতেন না। মা'র এই নিষ্ঠা দেখিয়া পরিবারের সবাই মুগ্ধ। চৌধুরী মহাশয়ও নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন এই ভাবিয়া যে পুত্র আর বধূমাতাকে ম্লেচ্ছধর্ম্ম গ্রহণ করাইতে পারিবে না। বধূর এই ধর্ম্মনিষ্ঠার ফলে হয়ত বা পুত্র একদিন স্বধর্ম্মে ফিরিয়াও আসিতে পারেন। পরবর্ত্তীকালে যে শ্রীমান্ তারাকিশোর চৌধুরী স্বধর্ম্মে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, তার মূলে যে মা'র অধ্যাত্ম জীবনের অলক্ষিত প্রভাব ছিল না এমন কথাই বা অস্বীকার করা যায় কি করিয়া।

শ্রীমা সংসারের যাবতীয় কাজ নিষ্ঠার সহিত করেন—অবসর সময় জপ পূজা পাঠে আনন্দে তাঁহার সময় অতিবাহিত হয়। পরিবারের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



সকলেরই তিনি শ্রদ্ধার ও ভালবাসার পাত্রী। একমাত্র শাশুড়ী ছাড়া। ইচ্ছাময়ী দেবী মা'র ভাল মন্দ কোন কাজই প্রীতির সহিত দেখেন না— সব সময় সর্ব্বদাই তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়া থাকেন। ম'র জপ পূজা পাঠেও নানারূপ বিঘ্ন উৎপাদন করেন। বড় কষ্টেই ম'র দিন কাটে। কবে স্বামীর পড়া শেষ হইবে—কবে স্বামী উপার্জ্জনক্ষম হইয়া তাঁহাকে কাছে লইয়া যাইবেন, মা'র মনে সর্ব্বদা এই চিন্তা।

কলেজের ছুটির সময় যদিও বাড়ী আসা চলে, কিন্তু ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করায় তিনি আসিলে সমাজপতিরা নানারূপ গোলমাল সৃষ্টি করেন দেখিয়া শ্রীমান্ তারাকিশোর আর ছুটিতে বাড়ী আসেন না। পিতাও তাঁহার বাড়ী আসা পছন্দ করিতেন না। আসিলে তাঁহাকে রান্নাঘরে ঢুকিতে দিতেন না, বাইরে তাঁহাকে খাইতে দিতেন।

সেকালে স্ত্রীলোকের চিঠিপত্র লেখা গর্হিত কর্ম্ম বলিয়াই গণ্য ছিল—বিশেষতঃ স্বামীর কাছে চিঠি লেখার ত কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। মা লেখাপড়া জানিয়াও স্বামীর নিকট চিঠিপত্র লিখিতে পারিতেন না—এমনি কঠোর এবং কঠিন ছিল সমাজবিধান। মা সর্ব্বদা ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা জানান স্বামীর সঙ্গে মিলনের শুভ দিনটির জন্য। বড় দুঃখেই তাঁহার দিন অতিবাহিত হয়—কিন্তু তিনি মুখ ফুটিয়া কাউকে কিছু বলেন না। সে সময় তাঁহাকে যে দেখিত সেই বলিত—মা যেন ধৈর্য্যের প্রতিমূর্তি। তিনি মুখ বুজিয়া সব কিছু অত্যাচার অবিচার সহ্য করিয়া যাইতেন। এইভাবে কখনও পিত্রালয়ে কখনো বা শ্বশুরালয়ে তাঁহার দিন অতিবাহিত হইতেছিল।

অবশেষে ভগবান মায়ের প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিলেন—তাঁহার দুঃখের নিশা অবসান হইল। ১২৯০ সনে তাঁহার স্বামী ওকালতি পাশ করিয়া শ্রীহট্ট আসিয়া ব্যবসা করিতে বসিলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার জীবনের উপর দিয়া কত ঝড় বহিয়া গিয়াছে। কিরূপ ঘটনা-সূত্রে তিনি শ্রীহট্ট আসিয়া ওকালতি করিতে আরম্ভ করেন তৎসমস্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS


বিস্তারিতভাবে তাঁহার জীবনী-গ্রন্থে বর্ণিত রহিয়াছে। অপ্রয়োজন বোধে সে সকল আর আমরা বর্ণনা করিলাম না। কৌতুহলী পাঠক জীবনী-গ্রন্থ হইতে তৎসমস্ত অবগত হইতে পারিবেন। শ্রীহট্টে ওকালতি আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার ব্যবসার খুব উন্নতি হয় এবং প্রচুর অর্থাগম হইতে থাকে।

দীর্ঘদিন মা স্বামী-সঙ্গ ছাড়া। তাই চৌধুরী মহাশয় তাঁহাকে পুত্রের নিকট পাঠাইয়া দেওয়াই উচিত বিবেচনা করিলেন। মা শ্রীহট্ট আসিলেন—সঙ্গে আসিলেন শ্রীদীননাথ চৌধুরী মহাশয়। ইনি হরকিশোর চৌধুরী মহাশয়ের পিতৃব্য। মায়ের সেবা যত্নে তিনি এতটা মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে তিনি আর তাঁহাদের ছাড়িয়া যাইতে পারিলেন না—শ্রীহট্টেই রহিয়া গেলেন। মা'র দুঃখ দূর হইল। স্বামীর সঙ্গে নূতন করিয়া আনন্দে সংসার পাতিলেন।

মায়ের নূতন সংসারও ছোট হইল না। যে সংসারের কর্ত্রী অন্নদা—সে সংসার ছোট হইবে কি করিয়া? দুই দেবর আসিল পড়িবার জন্য। অনেক দুঃস্থ ছাত্রও বাড়ীতে স্থান পাইল। অন্নদার কৃপায় অন্ন ও বাসস্থান পাইয়া তাহাদের পড়াশোনার সুবিধা হইল। তাছাড়া বৈষয়িক কার্য্য উপলক্ষে দেশের বহু লোক শ্রীহট্টে আসিতেন। তাঁহারা মায়ের আশ্রয় ছাড়া আর কোথায় যাইবেন? সকলের জন্যই অন্নদার অন্নছত্র খোলা ছিল—অবারিত দ্বার। যার যখন প্রয়োজন আসিতেছেন, থাকিতেছেন, খাইতেছেন, প্রয়োজন মিটিয়া গেলে চলিয়া যান। এক যায় আর এক আসে,—লোকসমাগমের বিরাম নাই। বাসা সর্ব্বদাই অতিথি অভ্যাগতের দ্বারা পূর্ণ থাকে। যে একবার আসে, দ্বিতীয়বারও মায়ের আকর্ষণে তাকে এখানে আসিতেই হয়। অন্যত্র যাওয়ার কথা সে ভাবিতেই পারে না। কবি অর্জ্জুনমহিষী সুভদ্রার মুখ দিয়া বলাইয়াছেন—

আমরা নারী বিশ্বজননীর ছবি
আমাদের শত্রু মিত্র নাই।

৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



বরিষার ধারা সম অজস্র জননী প্রেম
সর্ব্বত্র ঢালিয়া চল যাই ॥

শ্রীশ্রীমার জীবন যেন এই কবিবাক্যেরই মূর্ত্তরূপ।

সংসারের বাজার হাট ইত্যাদির ব্যবস্থা শ্রীদীননাথ চৌধুরী মহাশয় করিতেন। শ্রীযুত তারাকিশোর চৌধুরী মহাশয় উপার্জ্জিত সমস্ত অর্থ ই তাঁহার হাতে তুলিয়া দিতেন। তিনি স্বাধীনভাবে আপন ইচ্ছামত সব খরচপত্র করিতেন। অনেক সময় সিকি দু'আনি প্রভৃতি মা'র হাতে দেওয়া হইত। মা ছোট্ট ছেলেমেয়ের মত এইগুলি বড় ভালবাসিতেন। মা এগুলি খরচ করিতেন না—জমাইয়া রাখিতেন।

সংসারের যাবতীয় কাজ,—কুটনা, বাটনা, রান্না—সকলকে আদর যত্নের সহিত পরিবেশন করিয়া খাওয়ান সবকিছু মা নিজেই করিতেন। কোথাও এতটুকু ত্রুটিবিচ্যুতি দৃষ্ট হইত না—ফলে সংসারের এতগুলি লোক সকলেই মা'র প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন—ছোট বড় সকলেরই মাথা শ্রদ্ধায় মা'র পায়ে লুটাইয়া পড়িত।

প্রতিবেশিনীরা মায়ের প্রতি এতো আকৃষ্ট ছিলেন যে সময়ে অসময়ে যখন তখন মায়ের নিকট ছুটিয়া আসিতেন। একান্ত আপনজনের ন্যায় তাঁহার সঙ্গে ব্যবহার করিতেন। মায়ের অধিক স্নেহ ভালবাসা তাঁহার নিকট পাইয়া তাঁহারা তৃপ্ত হইতেন। কাছে ধারে কোথাও উৎসব হইলে মায়ের উপস্থিতি ছিল অনিবার্য্য। মা যদি কোন কারণে কোন উৎসবে যাইতে না পারিতেন তবে যেন শিবহীন যজ্ঞ— অসম্পূর্ণ বলিয়াই সকলে মনে করিতেন।

বৈষয়িক কার্য্যে চৌধুরী মহাশয়কে মাঝে মাঝে শ্রীহট্ট আসিতে হইত। সে সময়ে মায়ের প্রাণঢালা সেবা যত্নে তিনি এতটা মুগ্ধ হইয়া পড়িতেন যে যথাসময়ে তাঁহার দেশে ফিরিয়া যাওয়া হইত না—যাওয়ার তারিখ ক্রমশঃ পিছাইয়া দিতেন। শাশুড়ী ঠাকুরাণীও কখন কখনও আসিতেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



মা তাঁহার পূর্ব্বকৃত দুর্ব্ব্যবহারের কথা ভুলিয়া গিয়া মনপ্রাণ ঢালিয়া দিয়া সেবা করিতেন। মায়ের প্রতি বিরূপ থাকা সত্ত্বেও শাশুড়ী ঠাকুরাণী তাঁহার সেবায় সন্তুষ্ট না হইয়া পারিতেন না।

শুনিয়াছি প্রায় বিশ বৎসর বয়সে মা প্রথম অন্তঃসত্ত্বা হন। মায়ের শ্বশুরালয়ের ও পিত্রালয়ের সবাই ইহাতে খুসী হইলেন। অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার পর হইতেই মা'র শরীর ক্রমশঃ খারাপ হইতে থাকে। ঘরে দ্বিতীয় স্ত্রীলোক নাই—কাজেই নানা বিষয়ে অসুবিধা হইতে লাগিল। জ্যাঠা মহাশয় (শ্রীযুত দীননাথ চৌধুরী) দেশ হইতে রাধু সিংহের স্ত্রীকে আনাইলেন। পরে মায়ের মাও আসিলেন। মায়ের অসুস্থতা বাড়িয়াই চলিয়াছে। চিকিৎসার ত ত্রুটি হইতেছে না, কিন্তু তাহাতে কোন ফলই দেখা যাইতেছে না। প্রসবকাল উপস্থিত হইলে, মায়ের জীবন-সংকট দেখা দিল। অভিজ্ঞ ডাক্তারগণ অবশেষে গর্ভস্থ সন্তান নষ্ট করিয়া মায়ের জীবন রক্ষা করিলেন। ইহার পরও মা বেশ কিছুকাল অসুস্থই ছিলেন। দীর্ঘকাল চিকিৎসা ও সেবা যত্নের ফলে অবশেষে মা সুস্থ হইয়া উঠিলেন। তারপর হইতেই স্বামী স্ত্রী উভয়ে কঠোর ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করিতে থাকেন। মা'র আর কখনো সন্তানসম্ভাবনা হয় নাই। বোধ হয় এই প্রসব-বিভ্রাটই তাঁহাদের মনে ব্রহ্মচর্য্যব্রত ধারণের প্রেরণা যোগাইয়াছিল। কারণ যাহাই হউক, এতদ্দ্বারা ভগবান মহৎ কল্যাণই সাধন করিলেন। স্বীয় পুত্রকন্যা লইয়া তাঁহাদিগকে স্বার্থের ক্ষুদ্র সংসার করিতে হইল না—জগদ্ধিতায় তাঁহারা আত্মীয় অনাত্মীয় লইয়া বৃহৎ সংসার পাতিলেন। ভগবান কিসে কি করেন—তাহার অর্থ আমরা কি বুঝিব? আপাতপ্রতীয়মান অমঙ্গলের মধ্য দিয়াও কত মহতী উদ্দেশ্য ও মঙ্গল সাধিত হয়।

শ্রীযুত তারাকিশোর চৌধুরী—আমাদের পরমপূজনীয় শ্রীগুরুদেবকে বহুবার বলিতে শুনিয়াছি, শ্রীমা সর্ব্ববিষয়ে—সর্ব্বকার্য্যেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



তাঁহার আনুকূল্য করিতেন। মা যেন ছিলেন তাঁহার ইচ্ছার মূর্ত্তবিগ্রহ। সংসার আশ্রমে এবং সন্ন্যাস আশ্রমেও শ্রীমা তাঁহার চলার পথের অন্তরায় না হইয়া সহায়কই ছিলেন। পক্ষান্তরে মা'র কোন শুভ ইচ্ছার অন্তরায় শ্রীগুরুদেবও কখনো হন নাই—এ যেন গীতার সেই মহতী বাণী—"পরস্পরং ভাবয়ন্ত বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।"

১২৯৪ সালের পূজার বন্ধে শ্রীগুরুদেব শ্রীহট্টবাসার সকলকে লইয়া দেশে গেলেন। বার্ষিক মহাপূজার পর শ্রীগুরুদেব কোন কার্য্যব্যপদেশে কলিকাতা যান। সেই সময় শ্রীমা পিত্রালয়ে গেলেন। পূজার ছুটি শেষ হইয়া গেলে শ্রীগুরুদেব যখন শ্রীহট্ট আসিলেন, মা-ও তখন শ্রীহট্ট আসিলেন। মায়ের আনন্দময় সংসারে ছুটির পর একে একে সবাই ফিরিয়া আসিয়া মাতৃস্নেহে অভিষিঞ্চিত হইতে লাগিলেন। কিন্তু পরিবর্ত্তনশীল জগতে স্থায়ী সুখ কোথায়। হাসি কান্নার আবর্ত্তন লাগিয়াই আছে। মায়ের জ্যাঠা শ্বশুর শ্রীদীননাথ চৌধুরী মহাশয় এই সময় খুব অসুস্থ হইয়া পড়েন। চিকিৎসার ক্রটি হইল না—যত রকম চিকিৎসা সম্ভব চলিতে লাগিল—কোনই ফল দেখা যাইতেছে না। আর মায়ের সেবা—সে তো অতুলনীয়। দিবারাত্র তাঁহার শয্যা পার্শ্বে থাকিয়া যখন যা প্রয়োজন করিয়া যাইতেছেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না—তাঁহার আয়ূ পূর্ণ হইয়াছে—তিনি সকলকে শোকসাগরে ভাসাইয়া চলিয়া গেলেন। পিতৃসম এই স্নেহময় শ্বশুরকে হারাইয়া মা বড় কাতর হইলেন।

শ্রীগুরুদেবও তাঁহাকে পিতৃতুল্য মনে করিতেন। সংসারের যাবতীয় ভার তাঁহার হস্তে তুলিয়া দিয়া তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন। দৈবের লিখন, তিনি তাহা হইতে বঞ্চিত হইলেন। যথাসময়ে দেশে গিয়া তাঁহার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য পুত্রের ন্যায় মহাসমারোহে সম্পন্ন করিলেন।

শ্রীগুরুদেব শ্রীহট্ট আসিবার পূর্ব্বেই ব্রাহ্ম-সমাজ ত্যাগ করিয়া এক যোগীসম্প্রদায়ে দীক্ষা গ্রহণ করেন। এই সময়ে এই সাধনায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



তিনি খুবই উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন। যে কেহ তাঁর সান্নিধ্যে আসিতেন, তিনিই তাঁহার আধ্যাত্মিক শক্তিতে প্রভাবান্বিত হইতেন। এই সময় বন্ধুবান্ধবদের বিশেষ অনুরোধে তিনি শ্রীহট্ট সহরের হরিসভার সেক্রেটারীর পদ গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। শুধু সেক্রেটারী হইলেই হইবে না—সেক্রেটারী হইয়া কিছু কাজ অবশ্যই করা চাই। তিনি নিয়মিতভাবে সেখানে শাস্ত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। সেই পাঠ এতই মনোমুগ্ধকর হইত যে দলে দলে লোক তাঁহার পাঠ শুনিবার জন্য সমবেত হইতেন। চৈতন্যচরিতামৃতও তিনি পাঠ করিতেন। পাঠের পর কীর্ত্তন—কখনো কখনো নগর-সংকীর্ত্তন—সমস্ত সহরে এক অভূতপূর্ব্ব ভাবের বন্যা বহিয়া যাইত। কীর্ত্তন যখন জমিয়া উঠিত, তখন কতলোক যে ভাবস্থ হইয়া সংজ্ঞা-শূন্য অবস্থায় ভূপতিত হইতেন তাহার ইয়ত্তা থাকিত না। এতৎ সমস্তের মূলে যে তাঁহার সাধন-বল—অধ্যাত্মিক শক্তিই ক্রিয়মান ছিল তাহা বলাই বাহুল্য।

শ্রীহট্ট জজকোর্টে তিনি প্রথম শ্রেণীর উকীল—অজস্র উপার্জ্জন হইতেছে। তাঁহার প্রসার-প্রতিপত্তি দিনের পর দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। সংসারের কর্ত্তা হইয়াও তিনি অকর্ত্তা। আত্মীয় অনাত্মীয় লইয়া তাঁহার বিরাট সংসার। নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাঁহার সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ নয়—পরার্থে জগদ্ধিতায় তাঁহার সংসার। ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন,—হে কৌন্তেয়! যাহা কিছু কর,—"তৎ "কুরুষ্ব মদর্পণম্" তৎ সমস্তই আমাকে সমর্পণ কর—অর্থাৎ সংসারের যাবতীয় কার্য্য ভগবৎ প্রীত্যর্থেই সম্পাদন কর। আরো কিছুকাল এইভাবে অতিবাহিত হইলে পর তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে যোগদান করিয়া ব্যবসা করিতে মনস্থ করিলেন। তাঁহার কলিকাতাস্থ বন্ধুগণও এ বিষয়ে আগ্রহান্বিত ছিলেন—কাজেই সকল দিককার অনুকূল অবস্থা বিবেচনা করিয়া শ্রীগুরুদেব কলিকাতা যাওয়া বিষয়ে স্থির-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



সংকল্প হইলেন। পরবর্ত্তী পূজার ছুটিতে তিনি শ্রীহট্টের বাসা তুলিয়া দিয়া সকলকে লইয়া দেশে গেলেন। মহামায়ার পূজা হইয়া গেলে পর তিনি শ্রীমা ও দুই ভ্রাতাকে সঙ্গে লইয়া শ্বশুরবাড়ী বিজোড়া গমন করেন। সেখানে কয়েক দিন আনন্দে অতিবাহিত করিয়া সকলকে লইয়া কলিকাতা আসিলেন। কলিকাতাস্থ বন্ধুগণ তাঁহার জন্য পূর্ব্বেই বাড়ী ভাড়া করিয়া রাখিয়াছিলেন। রাজালেনস্থিত এক বাড়ীতে আসিয়া তাঁহারা উঠিলেন। শ্রীমা নূতন সংসার গুছাইতে ব্যস্ত—দুই দেবর ও এক চাকর লইয়া তাঁহার সংসার পত্তন হইল। আপাততঃ সংসারটি ছোট্টই হইল। ছোট্ট বীজের মধ্যেই মহামহীরুহ লুক্কায়িত থাকে, মায়ের গোড়ার ছোট সংসারের মধ্যেও বৃহৎ সংসারের বীজ উপ্ত হইয়াছিল,—কালে তাহা কিরূপ বিরাট মহামহীরূপে পরিণত হইয়াছিল, ক্রমে আমরা তাহা দেখিতে পাইব।

১২৯৫ সালে অগ্রহায়ণ মাসে শ্রীগুরুদেব কলিকাতা হাইকোর্টে যোগদান করেন। শ্রীহট্ট হইতে কলিকাতা আসিবার সময় সামান্য ১০০৲ শত টাকা মাত্র সঙ্গে আনিয়াছিলেন। আর ১০০৲ টাকা বন্ধু শ্রীযুক্ত সারদাশ্যাম মহাশয়ের কাছে গচ্ছিত রাখিয়া আসিয়াছিলেন, প্রয়োজনবোধে আনাইয়া লইবেন বলিয়া। এক শত টাকায় আর কত দিন চলে—ব্যবসাতেও তেমন কোন আয় হইতেছে না! সংসারে অর্থাভাবে বড়ই টানাটানি চলিয়াছে। শ্রীগুরুদেব কোর্ট হইতে আসিয়া জলখাবার খাইতেন। তিনি ভাবিলেন, জলখাবার না খাইলে সংসারে আয়ের কিছুটা সাশ্রয় হইবে। গুরুমাকে জলখাবারের ব্যবস্থা করিতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু মা'র পক্ষে তাহা কি করিয়া সম্ভব? কোন্ সকালে কিছু খাইয়া কোর্টে যান,—সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর বাড়ী আসিয়া কিছু খাইবেন না,—এ ব্যবস্থা মা কি করিয়া সহ্য করিতে পারেন। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, শ্রীহট্ট থাকাকালীন মা সিকি দু'আনি প্রভৃতি ক্ষুদ্রাকৃতি মুদ্রাগুলি খুব পছন্দ করিতেন। এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



শ্রীগুরুদেব তাঁহার সন্তোষ বিধানার্থে ঐগুলি তাঁহাকে দিলে তিনি তাহা খরচ করিতেন না—জমাইয়া রাখিতেন। এইভাবে জমান কিছু টাকা তাঁহার হাতে ছিল। তিনি সংসার খরচের বরাদ্দ টাকা হইতে খরচ না করিয়া ঐ টাকা দিয়াই শ্রীগুরুদেবের বিকালের জল খাবারের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। নিষেধ করা সত্ত্বেও মা তাঁহার কথা শুনেন না—প্রতিদিনই জলখাবারের ব্যবস্থা করেন। শ্রীগুরুদেব আশ্চর্য্য হন কারণ এইভাবে তাঁহার কথা না শোনা ত মায়ের স্বভাব নয়। কথা প্রসঙ্গে বুঝিলেন শ্রীমা যে সিকি তুআনি প্রভৃতি জমাইয়াছিলেন তাহা খরচ করিয়াই এই ব্যবস্থা হইতেছে। ইহাতে শ্রীগুরুদেব তুঃখিত হইলেন, ভাবিলেন মায়ের সখের জিনিসগুলি এইভাবে খরচ হইয়া যাইতেছে,—আর এতে কয়দিনই বা চলিবে। তাই অন্য আরেক দিন ঐরূপ করিতে নিষেধ করিয়া তিনি কোর্টে যান। কিন্তু তিনি নিষেধ করিলেই মা'র মন মানিবে কেন? কোন পতিপরায়ণা রমণী কি নিজের হাতে পয়সা থাকা পর্য্যন্ত স্বামীকে অভুক্ত রাখিয়া ক্ষুধায় ক্লেশ সহ্য করিতে দিতে পারেন? পারাটা স্বাভাবিক নহে—শুধু তাই কেন, এতো অপরাধ বলিয়াই গণ্য হইতে পারে। এক্ষেত্রে স্বামীর কথা না শোনাটা অপরাধ নয়। বরং কথা শুনিতে গেলে, স্বামীকে যে কষ্ট পাইতে হইত, তার প্রতিবিধান না করাটাই হইত অপরাধ। কাজেই মা সেদিনও শ্রীগুরুদেবের নিষেধ না শুনিয়া জলখাবারের ব্যবস্থা করিয়া রাখিলেন। কোর্ট হইতে আসিলে, শ্রীমা জলখাবার নিয়া শ্রীগুরুদেবের সম্মুখে উপস্থিত হইলে তিনি ভাবিলেন, যদি এভাবে খাইয়া যান তবে মা নিষেধ শুনিয়াও কখন নিবৃত্ত হইবেন না, অতএব এর প্রতিবিধান করিতে হইলে না খাওয়াই উচিত হইবে। এইরূপ ভাবিয়া তিনি শত অনুরোধ-উপরোধ সত্ত্বেও সেদিন আর জলখাবার খাইলেন না। কোর্টের কাপড়-চোপড় ছাড়িয়া হাত মুখ ধুইয়া বাহির হইয়া গেলেন। মা খুবই ব্যথিত হইলেন, চোখের জলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



তাঁহার বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল। তাঁহার কিছুই করিবার নাই। আকুলপ্রাণে ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন। এই অবস্থার পরিবর্ত্তনের জন্য পুনঃপুনঃ ভাগবানের নিকট প্রার্থনা জানান। সতী সাধ্বী রমণীর ডাক কি ভগবান না শুনিয়া থাকিতে পারেন? ভগবানকে সেই ডাকে সাড়া দিতে হইল। শ্রীগুরুদেবকে সেদিন আর জলখাবার না খাওয়ার কষ্টভোগ করিতে হইল না। কি ভাবে তাহা ঘটিয়াছিল, তাহাই বলিতেছি। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি শ্রীগুরুদেব ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করিয়া এক যোগী সম্প্রদায়ে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই যোগীপুরুষ, যাঁহার নিকট তিনি দীক্ষিত হইয়াছিলেন, তাঁহার নাম ছিল জগৎ বাবু। শ্রীগুরুদেব কলিকাতা আসিয়া তাঁহার গুরুদেবের সহিত সাধনের বৈঠকে যোগ দিতেন। তাঁহার অন্যান্য গুরুভাইরাও আসিতেন। সেদিন তিনি অন্য কোথাও না গিয়া শ্রীযুত জগৎ বাবুর বাসায় চলিয়া গেলেন সাধন-বৈঠকে যোগ দিবেন বলিয়া। সেদিন নন্দিনী নাম্নী তাঁহার এক গুরুভগিনী অনেক ফল ও মিষ্টান্ন নিয়া আসিয়াছিলেন গুরুদেবের সেবার জন্য। নন্দিনী ধনীর সন্তান—তাই উৎকৃষ্ট সন্দেশ, উৎকৃষ্ট ফল প্রচুর পরিমাণে আনিয়াছিলেন। সেই ফল ও মিষ্টি উপস্থিত সকলকেই ভাগ করিয়া দেওয়া হইল। ঘটনাটি স্থূল দৃষ্টিতে দেখিলে এমন বিশেষ কিছু নয়। কিন্তু ভক্তের দৃষ্টি অন্যরূপ, সে-দৃষ্টি আর সাধারণ দৃষ্টি এক নহে। ভক্ত সকল কার্য্যের মধ্যেই ভগবৎকৃপা অনুভব করিয়া থাকেন। শ্রীগুরুদেবকে যখন ঐ সকল ফল মিষ্টি দেওয়া হইল,—তখন তাঁহার মনে হইল, ভগবানের দয়ার কি অন্ত আছে—বিকাল বেলার সামান্য জলখাবার না খাইয়া কষ্ট পাইব; ভগবান তা সহিতে পারিলেন না, এমন উপাদেয় জলখাবারের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার হৃদয় মন ভগবদ্‌ করুণার অভূতপূর্ব্ব আস্বাদনে ভরিয়া গেল। আশ্চর্য্যের বিষয়, ইহার পূর্ব্বে কিংবা পরে আর কখনো

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



নন্দিনী এইরূপ ফল মিষ্টি লইয়া আসেন নাই। কাজেই ইহা যে সতী-সাধ্বীর প্রার্থনাই ভগবান এভাবে পূরণ করিয়াছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

শ্রীগুরুদেব রাত্রে বাড়ী ফিরিলেন। তখন তাঁহার অন্যরকম অবস্থা। ভগবদ্‌ভাবে বিভোর—ডগমগ অবস্থা। রাত্রে শ্রীমা যখন তাঁহাকে খাইতে দিয়া কাছে বসিলেন, তখন তিনি বলিলেন,—"না খাইয়া চলিয়া যাওয়ায় খুব কাঁদিয়াছিলে ত? দেখ, ভগবান কিন্তু তোমার কান্না সহ্য করিতে পারিলেন না। তোমার ইচ্ছা—আমাকে জলখাওয়াবার ব্যবস্থা তাঁহাকে করিতেই হইল।" এইরূপ বলিলে, মা উৎসুকনেত্রে তাঁহার দিকে তাকাইলে শ্রীগুরুদেব বলিলেন,—কি হইয়াছে, বলিতেছি শোন। আমি বাড়ী হইতে বাহির হইয়া অন্য কোথাও না গিয়া শ্রীগুরুদেবের বাসায় চলিয়া যাই। আমরা সবাই সাধনে বসিতে যাইব—এমন সময় মল্লিক বাড়ীর একটি মেয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে প্রচুর উৎকৃষ্ট ফল মিষ্টি নিয়া উপস্থিত। সে বলিল "কিছু সময় পূর্ব্বে হঠাৎ তাহার মধ্যে শ্রীগুরুদেবকে দর্শন করিবার জন্য এবং তাঁহার জন্য কিছু ফল মিষ্টি লইয়া আসিবার জন্য প্রবল ইচ্ছা জাগ্রত হইল। এইরূপ হইবার কারণ কিছুই বুঝিলাম না।" "দেখ ভগবান কি করুণাময়! আমাদের প্রতি তাঁর কৃপার কি অন্ত আছে? তাঁকে ডাকিলে তিনি সাড়া দেনই, ভক্তের মনোবাঞ্ছা তিনি পূরণ না করিয়া থাকিতে পারেন না। তাঁহার নিকট আকুল প্রার্থনা কখনো ব্যর্থ হয় না। তুমি কাঁদিয়াছিলে, তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলে, তাই তিনি জলখাবারের এমন উপাদেয় ব্যবস্থা করিলেন। সত্য কথা বলিলে, এমন সব উৎকৃষ্ট মিষ্টি নন্দিনী আনিয়াছিল, যাহা পূর্ব্বে আমি কখনও খাই নাই।" মা আমাদের বলিয়াছিলেন—তাঁহার মুখে ঐকথা শুনিয়া আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইল। তাঁহার করুণার কথা ভাবিতে ভাবিতে চোখে জল আসিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



মন তাঁহার কৃপা রসধারায় অভিষিঞ্চিত হইল, কি এক অপূর্ব্বভাবে যে হৃদয় মন পূর্ণ হইয়া গেল, তাহা বলিয়া বুঝাইতে পারিব না। আশ্চর্য্য ব্যাপার—তার পরদিন হইতেই অর্থাগম হইতে লাগিল—অভাবের কোন প্রশ্নই রহিল না। অভাবের কষ্ট আর কখনো ভোগ করিতে হয় নাই। তবে মাঝে মাঝে এইরূপ ঘটিয়াছে—যাহাতে তাঁহার করুণার কথাই বিশেষভাবে স্মরণ করাইয়া দিয়াছে। কোনদিন এমন হইয়াছে, রাত্রির আহারাদির পর দেখা গেল ভাঁড়ার শূন্য। ক্যাশ বাক্সে দু চার আনা পয়সা হয়ত পড়িয়া আছে। প্রভাতেই এতগুলি লোকের ব্যবস্থা করিতে হইবে। রাত্রে মা শ্রীগুরুদেবকে বলিলেন, "ভাঁড়ার শূন্য, আমার হাতও খালি, কাল কি হইবে ?" শ্রীগুরুদেব হাসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "কাঠ আছে ত ? ঠাকুরকে বলিও যথাসময়ে উনুন ধরাইয়া যেন ডাল ভাতের হাঁড়ি চাপাইয়া রাখে। যদি ঠাকুর কিছু দেন ব্যবস্থা হইবে, নয়ত হাত জোড় করিয়া সকলকে বলিয়া দিবে, ঠাকুর আজ কিছুই দেন নাই, এতে তো লজ্জার কথা কিছুই নাই, যিনি মালিক, যিনি সকলের ভরণ-পোষণ করিতেছেন, তিনি না দিলে তুমি আমি কি করিতে পারি ?" আশ্চর্য্য গুরুমায়ের পতিভক্তি। পতি পরমগুরু, তিনি যাহা বলিয়াছেন,—তাঁহার উপর আর কি কথা। শ্রীমা সন্তুষ্ট মনে তাহাই মানিয়া লইলেন। সাধারণ রমণী হইলে কি এইরূপ অদ্ভুত কথা মানিয়া লইতে পারিতেন ? বলিতেন, এ কোন একটা কথাই নয়—ধার করিয়া হউক যেমন করিয়া হউক একটা ব্যবস্থা কর। মা কিন্তু সেদিক দিয়াই গেলেন না। স্বামী যেমনটি আদেশ করিয়াছেন, পরদিন সকালে সেইরূপ ব্যবস্থা করিলেন। হাঁড়িতে জল ফুটিতেছে, ঠাকুর "মা ভাঁড়ার বাহির করিয়া দিয়া যান" বলিয়া চেঁচাইতেছে। ভাঁড়ারে কিছু থাকিলে ত বাহির করিয়া দিবেন ; মা নিশ্চিন্ত নির্ব্বিঘ্নচিত্তে হাতের কাজ করিয়া যাইতেছেন। এইভাবে কিছু সময় যাইতে না

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



যাইতেই এক মক্কেল আসিয়া উপস্থিত। টাকা পাওয়া গেল—বেশী পরিমাণেই পাওয়া গেল। কাছারী ঘর হইতে মুহুরী হরিবাবুর হাত দিয়া মা'র নিকট টাকা পাঠাইয়া দিলেন। তখন তাড়াতাড়ি হাট বাজার করিয়া রান্না হইল, ঠাকুরের ভোগ হইল—সকলে প্রসাদ পাইয়া যার যা কাজে গেলেন। "যোগক্ষেম বহাম্যহম্" এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

তিনি ত আমাদের সবরকম ভার বহন করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই আছেন, কিন্তু আমরাই সে ভার দিতে রাজী নই; অথচ নিজেদেরও বহন করিবার সামর্থ্য নাই। কথায় বলে, সাধ আছে, সাধ্য নাই। আমাদেরও সেই অবস্থা। আমাদের সকল দুঃখের মূলও ঐখানেই। যাঁর কাজ তাকে না দিয়া নিজেরা অনধিকার চর্চ্চা করিতে যাই, ফলে করিতে না পারিয়া দুঃখভোগ করি। অথচ জীবনের বহু ঘটনার মধ্য দিয়া দেখা যায়—ভগবানকে ভার দিলে কোন কাজই আটকায় না—সব কাজই সুসম্পন্ন হইয়া যায়। কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে আমরা কর্ত্তৃত্বের মোহে অন্ধ—যথার্থ সত্য দেখিয়াও দেখি না, বুঝিয়াও বুঝি না, শুনিয়াও শুনি না। মাকে বলিতে শুনিয়াছি, "—এইরূপ ঘটনা বহুদিন ঘটিয়াছে, অভাব দেখা দিয়াছে বটে, কিন্তু তার দুঃখভোগ করিতে হয় নাই, সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা হইয়াছে। লজ্জাহারী শ্রীমধুসূদন এ নিয়া লজ্জায় পড়িতে দেন নাই।" আমরা বলি ধন্য শ্রীগুরুদেবের ভগবানে নির্ভরতা আর মায়ের সীতারই ন্যায় অবিচলিত পতিভক্তি। রামায়ণের ত্যাগ ব্রত তপস্যা নির্ভরতার আদর্শ বাস্তবিকই মা'র জীবনে রূপায়িত হইয়াছিল। শ্রীগুরুদেব কিন্তু তখনও সদ্গুরুর নিকট আশ্রয় প্রাপ্ত হন নাই, সে অবস্থাতেই তাঁহার এই নির্ভরতা খুবই আশ্চর্য্য বিষয় অথবা বলিতে হয় ইহাই ছিল তাঁহার স্বভাবধর্ম্ম, কাজেই আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই।

এ-সম্বন্ধে মাকে আরও অনেক বার বলিতে শুনিয়াছি—দেখ না, ঠাকুর লজ্জা নিবারণ করিয়াছেন সব সময়ই, কখনো উপবাসী রাখেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



নাই। নিঃস্ব করিয়া ধৈর্য্য ও বিশ্বাসের পরীক্ষা করিয়াছেন। ভগবান যে বাস্তবিকই মঙ্গলময়—নানারূপ অবস্থার মধ্য দিয়া তাহা বুঝাইয়া দিয়াছেন—ধাক্কার পর ধাক্কা খাইয়া, অবস্থা বিপর্য্যয়ে পড়িয়া বিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছে, তাঁহার মঙ্গলময়ত্ব বুঝিতে পারিয়াছি। এই দেখনা, যেদিন তিনি না খাইয়া চলিয়া গিয়াছিলেন—আমি কতই না ব্যথা পাইয়াছিলাম। ব্যথা পাওয়াতেই না আকুলপ্রাণে তাঁকে ডাকিয়াছিলাম। আর সেই ডাকে সাড়া দিয়া বুঝাইয়া দিলেন, তিনি আছেন, ডাকিলেই তিনি শুনেন, আমাদের দিক হইতে শুধু ডাকার অপেক্ষা। সেদিন তাঁহার না খাওয়ার ব্যথার মধ্য দিয়াই এত বড় শিক্ষা পাইলাম। মঙ্গলময় তিনি—সবকিছুর ভিতর দিয়া তিনি আমাদের মঙ্গলই করিতেছেন—ইহাই বুঝিতে হইবে—মনে রাখিতে হইবে।

এই ঘটনার পর হইতে অর্থাগম বাড়িয়া চলিয়াছে। অভাব দূর হইয়াছে, সংসারে প্রাচুর্য্য দেখা দিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে যশ প্রতিপত্তিও বাড়িতেছে। বাড়ীতে লোকসমাগমও বাড়িতে আরম্ভ হইল। অতিথি-অভ্যাগতের বিরাম নাই। দেশ হইতে যত লোক কর্ম্ম-উপলক্ষ্যে বা তীর্থযাত্রা উপলক্ষ্যে কলিকাতায় আসেন সকলেরই নির্ভরযোগ্য থাকা খাওয়ার স্থান এই বাড়ী—সকলের জন্যই দ্বার অবারিত। সেবার প্রতিমূর্ত্তি মা'রও লোকসমাগমে আনন্দ। অক্লান্ত পরিশ্রমে সকলের সেবা করিয়া চলেন ; সদাপ্রসন্ন স্নেহময়ী সেই মাতৃমূর্ত্তি দর্শনে অভিভূত ও মুগ্ধ না হইয়া পারা যায় না। শ্রীগুরুদেবের বন্ধুপত্নীদের কেহ কেহ মাকে বলিতেন, "দিদি ! সর্ব্বদা বাড়ীতে এত লোক, সকলেরই সবরকম ব্যবস্থা করিতে হয়, তাতে বিরক্তি ধরে না ? কি করিয়া এত সব ঝঞ্চাট সহ্য করেন বুঝি না। কেন এত সব লোকজন রাখা ? এত ঝামেলার দরকার কি ? দিব্বি ঠাকুর চাকর নিয়া আরামে থাকিবেন, তা নয়, যত দুনিয়ার লোক বাড়ীতে।"

শ্রীমা হাসিয়া উত্তর দেন "ইহাতে আমার আবার ঝঞ্চাট কি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



যার যার ভাগ্যে সকলেরই খাওয়া পরা জুটিতেছে, ভগবানের ইচ্ছায় সব কিছু হইয়া যাইতেছে। বরং কেহ না থাকিলেই অসুবিধা—খালি খালি বোধ হয়। লোকজন কমিয়া গেলে কিংবা প্রত্যহ অতিথি অভ্যাগত না আসিলে মনে হয় নিশ্চয়ই কোন অপরাধ হইয়াছে, তাই অতিথিরূপী নারায়ণ আসিতেছেন না। ছোটবেলা পিত্রালয়েও দেখিয়াছি —ছাত্র, আত্মীয়, অনাত্মীয়, অতিথি-অভ্যাগত দশজনেরই সংসার। দেশে শ্বশুর বাড়ীতেও তাহাই দেখিয়াছি। আমার দশজনকে নিয়া থাকিতেই ভাল লাগে ঝঞ্ঝাট মনে হয় না। কেবল নিজেকে নিয়া থাকা, কেবল নিজের দেহের পোষণ ও তোষণই একমাত্র কাজ, সে আবার কি সুখের—এতো পশুধর্ম্ম।" বান্ধবীরা শুনিয়া আশ্চর্য্য হন। তাঁহাদের মনে প্রশ্ন জাগে—সেই প্রশ্নই বাক্যে রূপ দেন—"বলেন কি? দশজনকে নিয়ে থাকাই ত সুখ?" মায়ের বৃহৎ সংসার এমনি আনন্দের হাট, সুখের স্থান।

দেশে থাকিয়া পিতা পুত্রের প্রচুর অর্থাগমের কথা—মান যশের কথা শুনিতে পান। শুনিতে পাইয়া পুত্র-গৌরবে মন প্রাণ ভরিয়া উঠে। একবার স্বচক্ষে সব দেখিয়া যাইতে মনে সাধ জাগে। কিন্তু ইচ্ছা হইলেই ত চলিয়া আসা যায় না। দেশের বাড়ীর বিরাট সংসার, তার সবরকম ব্যবস্থা না করিয়া ত কোথাও যাওয়ার উপায় নাই। মন উচাটন কতদিনে যাইয়া পুত্রের কাছে পৌঁছিবেন। যাই যাই করিয়া কত মাস কাটিয়া গেল সংসারের ব্যবস্থা করিতে। তারপর শুভদিন দেখিয়া যাত্রা করিলেন। যথাসময়ে কলিকাতা পৌঁছিয়া রাজালেনের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। লোকজনে বাড়ী ভর্ত্তি। সে তুলনায় বাড়ী ছোট। তাঁহার বাড়ী পছন্দ হইল না। তিনি নিজেই ঘুরিয়া ঘুরিয়া—খুজিয়া পাতিয়া সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটে একটি বাড়ী ঠিক করিলেন। এবং নিজেই সবরকম ব্যবস্থা করিয়া ঐ বাড়ীতে উঠিয়া গেলেন। এই বাড়ী রাজালেনের বাড়ী অপেক্ষা বড় হওয়াতে সকলেরই আরাম হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



মায়ের সংসারে যে শুধু গৃহী অতিথি-অভ্যাগতই আসিতেন তাহা নহে, সময় সময় সাধু সন্ন্যাসীও আসিতেন। মা শ্রদ্ধার সহিত পরম যত্নে, তাঁহাদের সেবা করিতেন। একবার এক সন্ন্যাসী আসিয়া রাজা-লেনের বাড়ীতে কিছুদিন ছিলেন, মায়ের সেবা যত্নে সন্তুষ্ট হইয়া সেই সাধু যাওয়ার সময় মাকে একটি বাণলিঙ্গ শিব দিয়া যান। মা প্রত্যহ নিয়মিতভাবে শ্রদ্ধাভরে এই শিবলিঙ্গের পূজা করিতেন। ইহার কিছু দিন পরে আরেকজন সন্ন্যাসী আসেন। তিনিও কয়েক দিন অবস্থান করিয়া যাওয়ার সময় শ্রীগুরুদেবকে আরেকটি বাণলিঙ্গ শিব দিয়া যান। মা এই দুই শিবলিঙ্গই পূজা করিতেন—কোন কারণে তিনি পূজা করিতে না পারিলে, তাঁহার দেবর পূজা করিতেন। চৌধুরী মহাশয় দুই শিবলিঙ্গ একত্র পূজিত হইতেছেন দেখিয়া খুবই বিরক্ত হইলেন, বলিলেন,—"দুই শিবলিঙ্গের একত্র পূজা হইতে পারে না—ইহা নিয়ম বিরুদ্ধ। তাছাড়া সন্ন্যাসীপ্রদত্ত ঠাকুর পূজা গৃহীর পক্ষে কল্যাণকর নয়—এইরূপও অভিমত প্রকাশ করিলেন।" পিতার একান্ত অনিচ্ছা, পুত্রের আর এবিষয়ে কি বলার থাকিতে পারে? কাজেই পিতার ইচ্ছা পালন করিতেই তিনি নিকটবর্ত্তী এক শিব মন্দিরে একটি বাণলিঙ্গ দিয়া আসিলেন এবং সেবার জন্য প্রতি মাসে কিছু করিয়া দিতে লাগিলেন।

সংসার খরচের ভার মা'র উপরই ছিল—মা প্রতি মাসে নিয়মিতভাবে মন্দিরে টাকা পাঠাইয়া দিতেন। যতদিন তাঁহারা সংসারাশ্রমে ছিলেন এ বিষয়ে কখনও ত্রুটি করেন নাই। সংসার আশ্রম ছাড়িয়া যাওয়ার সময় শ্রীগুরুদেব কিছু বেশী টাকা পূজারীর হাতে দিয়া করজোড়ে বিনীতভাবে কহিলেন "আমি সংসার ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছি,—এখন হইতে আর কিছু দিতে পারিব না।" পূজারী বলিলেন—"বাবু, আপনি প্রচুর দিয়াছেন, কিছু আর চাই না। ভগবান আপনার মঙ্গল করুন।"

চৌধুরী মহাশয় পুত্রের সংসারে কর্ত্তা হইয়া বসিলেন। পুত্রের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



সংসারে পিতার কর্ত্তৃত্ব সে তো স্বাভাবিকই, তাতে আর বলিবার কি আছে। কিন্তু চৌধুরী মহাশয়ের এমন কতকগুলি অভ্যাস ছিল, যা মা'র স্বাস্থ্যভঙ্গের প্রধান কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে অভ্যাসের পরিবর্ত্তন কে করাইবে? পিতা ভাল মন্দ যাহাই করুন পুত্রের পক্ষে সে সম্বন্ধে কিছু বলা চলে না—তিনি বলিতেনও না। মনে রাখিতে হইবে, একাল আর সেকালে অনেক পার্থক্য। আজকালকার দিন হইলে পিতার সেইসব ব্যবহার পুত্র কিংবা পুত্রবধূ কেহই সহ্য করিত না, মানিয়া লইতে রাজী হইত না। পিতৃকৃত কর্ম্মের ভাল মন্দ বিচার করিতে বসিয়া যাইত। কিন্তু সেকালে ইহা কল্পনারও অতীত ছিল। পিতৃসত্য রক্ষার্থ রাম বনে গিয়াছিলেন—ইহাই ছিল পুত্রের আদর্শ। শ্রীগুরুদেবের জীবনেও এই আদর্শ, কেবল মাত্র ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ ছাড়া—ত্রুটি বিচ্যুতিহীন ছিল। বিশেষতঃ স্ত্রীর পক্ষ-সমর্থনে পিতাকে কিছু বলা সেতো গর্হিত কর্ম্ম বলিয়াই বিবেচিত হইত।

চৌধুরী মহাশয়ের অভ্যাস ছিল সকাল হইতে বেলা ১১টা পর্য্যন্ত বৈষয়িক কাজ কর্ম্ম করা, তারপর স্নান সন্ধ্যা পূজা পাঠ সারিয়া বেলা দুটায় আহার করা। এখানেও তিনি তাঁহার পূর্ব্বের অভ্যাসানুযায়ীই চলিতে লাগিলেন। এখানে বৈষয়িক কার্য্য কিছু না থাকিলেও এটা ওটা করিয়া বেলা ১১টা বাজাইয়া দিতেন—তারপর গঙ্গাস্নানে যাইতেন। গঙ্গায় দাঁড়াইয়া জপ পূজা তর্পণাদি শেষ করিয়া বেলা প্রায় ২টায় বাড়ী ফিরিয়া আসিতেন। সংসারের যাবতীয় কার্য্য শেষ করিয়া, মা বেলা প্রায় ১২টায় তাঁহার জন্য রান্না করিতে বসিতেন। তাঁহার খাওয়াও ছিল অভিনব। তরকারী অগ্নিবৎ উত্তপ্ত থাকা চাই—ঠাণ্ডা হইলে চলিবে না। ভাত উনুন হইতে নামাইয়াই পাতে ঢালিয়া দিতে হইত। ভাতগুলি হইবে অর্দ্ধসিদ্ধ—সুসিদ্ধ ভাত তাঁহার নিকট অখাদ্য ছিল। সবই অভিনব। শ্বশুরকে এভাবে খাওয়াইতে বেলা প্রায় তিনটা বাজিয়া যাইত। কিন্তু কিছু না খাইয়া শ্বশুরের জন্য রান্না করিতে হইত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



কিছু খাইয়া রান্না করিলে চৌধুরী মহাশয় সেই অন্নব্যঞ্জন স্পর্শও করিতেন না। কাজেই সকাল হইতে বেলা তিনটা পর্য্যন্ত তাঁহাকে না খাইয়া থাকিতে হইত। মা শ্বশুরের সেবাকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেন—কাজেই অম্লান বদনে উপবাসের ক্লেশ সহ্য করিয়া যাইতেন। শ্বশুর মহাশয়ও তাঁহার এই নিষ্ঠা এবং সেবার পরিপাটিতে খুবই সন্তুষ্ট হইতেন। তাই কলিকাতা আসিলে বাড়ী যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হইতেন না। বাড়ীর বৈষয়িক কাজের তাড়া না থাকিলে, তিনি পুত্রবধূর সেবা যত্নে মনের আনন্দেই কলিকাতায় থাকিতেন—পুত্রবধূর এই সেবা যত্ন ত্যাগ করিয়া সহজে বাড়ী যাইতে চাহিতেন না।

শ্রীমা চিরদিনই শ্রীগুরুদেবের প্রসাদ খাইতেন। শ্রীগুরুদেব বেলা দশটায় খাইয়া কোর্টে চলিয়া যাইতেন, তারপর বেলা তিনটা পর্য্যন্ত সেই ভুক্তাবশেষ শুকাইয়া কড় কড়ে হইয়া যাইত। যত দিন শ্বশুর কলিকাতায় থাকিতেন, শ্রীগুরুদেবের প্রসাদের সঙ্গে, তাঁহার প্রসাদও শ্রীমা খাইতেন। শ্রীমা শক্ত ভাত খাইতে পারিতেন না, কিন্তু শ্বশুরের প্রসাদ ত খাইতেই হইবে, কাজেই যতদিন শ্বশুর কলিকাতায় থাকিতেন সেই অর্দ্ধসিদ্ধ ভাতই তাঁহাকে খাইতে হইত। কাজেই বেলা তিনটায় যখন খাইতে বসিতেন তখন সমস্ত দিনের পর তাঁহার আহার যে কিরূপ হইত, তাহা সহজেই অনুমেয়।

তাঁহার এই কঠোরতা—শ্বশুরের সেবায় তাঁহার এই নিষ্ঠা দেখিয়া সবাই শত মুখে তাঁহার প্রশংসা করিতেন আবার সঙ্গে সঙ্গে এ জন্য দুঃখিত না হইয়াও পারিতেন না। তাঁহারা এইরূপ আশংঙ্কাও করিতেন যে, অবেলায় এইরূপ কড় কড়ে এবং অর্দ্ধসিদ্ধ ভাত খাইয়া কি জানি তাঁহার স্বাস্থ্যটি ভাঙ্গিয়া পড়ে। কারণ এত বেলা পর্য্যন্ত কিছু না খাইয়া থাকিলে পিত্ত পড়িয়া অসুখ হওয়াই স্বাভাবিক। তাই কেহ কেহ তাঁহাকে গোপনে কিছু খাইয়া লইতে বলিতেন। অন্ততঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



কয়েকটা বাতাসা খাইয়া এক গ্লাস জলও ত খাইতে পারেন। কিন্তু মা তাহাতে রাজী নন। বলিতেন,—"সে কি! শ্বশুর মহাশয়কে ফাঁকি দিব? এতো অত্যন্ত গর্হিত কাজ,—তাছাড়া তিনি দেখিতে না পাইলেও ভগবানের ত কিছুই জানিবার বাকী থাকিবে না। কাজেই গোপনে যে কাজটি করিতে বলিতেছেন,—তাহা আর গোপন রহিল কোথায়?" অতএব স্বধর্ম্মজ্ঞানে শ্বশুর মহাশয়ের সেবায় ও তাঁহার প্রীত্যর্থে প্রতিদিন অম্লান বদনে খাওয়া সম্বন্ধে এই কঠোরতা করিয়া যাইতেন। তাঁহার মনে এজন্য কখনো কোন ক্ষোভ দেখা যাইত না। সেবার চৌধুরী মহাশয় ৫ ৬ মাস কলিকাতায় ছিলেন—মা'ও এই ৫।৬ মাস, এই ভাবেই শ্বশুরের সেবা করিয়াছিলেন।

শাশুড়ী ইচ্ছাময়ী দেবীও কয়েকবার চৌধুরী মহাশয়ের সঙ্গে কলিকাতা আসিয়াছেন; কিন্তু চৌধুরী মহাশয়ের জন্য রান্না তিনি করিতেন না—করিতে চাহিতেন না। কোন কারণে বাধ্য হইয়া রান্না করিতে হইলে, কিছু খাইয়া রান্না করিতেন। মা কিন্তু কখনো এই নিয়ম ভঙ্গ করেন নাই। কার্য্য যত কঠোরই হউক তিনি আনন্দের সহিত তাহা করিয়া যাইতেন।

মনের জোরে মা এই ভাবে চলিতেন বটে, কিন্তু দেহের ত একটা ধর্ম্ম আছে। দেহধর্ম্ম না মানিলে তার প্রতিক্রিয়া ত হইবেই—এ ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হইল না। মা দুঃসহ পিত্তশূল রোগে আক্রান্ত হইলেন।

চিকিৎসার অবশ্য ত্রুটি হইল না,—শ্রীগুরুদেব যথাসাধ্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেন—রোগের সাময়িক উপশম হইল বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ নিরাময় হইলেন না। সামান্য একটু অনিয়ম হইলেই রোগ বৃদ্ধি পাইত এবং তিনি অসহ্য যাতনা ভোগ করিতেন। সে কি যাতনা—তিনি তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া মাটিতে গড়াগড়ি দিতেন এবং কাঁদিতেন। বাড়ীতে অন্য স্ত্রীলোক ছিল না। যাঁহারা



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



ছিলেন সবাই পুরুষ। সকলেই ১০টায় খাইয়া যে যার কাজে চলিয়া যাইতেন। ছাত্রেরা স্কুল কলেজে যাইতেন,—যাঁহারা কাজ করিতেন,—তাঁহারা অফিসে যাইতেন,—কাজেই তাঁহার সেবা শুশ্রূষার জন্য কেহই থাকিত না,—অথচ বাসাভর্ত্তি লোক। শ্রীগুরুদেবেরও যথাসময়ে কোর্টে যাওয়া চাই,—উপায়ান্তর না দেখিয়া ডাক্তার আসিয়া আফিং দিয়া অজ্ঞান করিয়া রাখিতেন। শ্রীগুরুদেব অফিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া যথাবিধি সেবা-শুশ্রূষা করিতেন। এইভাবে দিনের পর দিন ভুগিতেন,—কিন্তু একটু সুস্থ হইলেই পুনরায় সংসারের কাজ করিতেন। মা খুবই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন,—কাজেই স্থায়ী ভাবে পাচক রাখিবার প্রয়োজন দেখা দিল এবং রাখা হইল। মা যে এত কষ্ট ভোগ করিতেন,—তার জন্য কাহারো উপর তাঁহার কোন ক্ষোভ ছিল না। সাধারণ রমণী হইলে যে শ্বশুরমহাশয়ের সেবা উপলক্ষ্য করিয়া এই দুঃসাধ্য, অশেষ যন্ত্রণাদায়ক রোগের সৃষ্টি হইয়াছে—তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা রাখিতে পারিতেন না—তাঁহার বিরুদ্ধে মনে আক্রোশ এবং প্রতিহিংসা স্বাভাবিকভাবেই জাগিয়া উঠিত,—কিন্তু মা'র মনে এইরূপ নীচ প্রতিক্রিয়া কখনও দেখা দেয় নাই,—দেখা না দিবার কারণ মা তো আর সাধারণ রমণী ছিলেন না। মা'র আদর্শ ছিল সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী—যাঁদের পতিভক্তি, পরার্থপরত', সেবাপরায়ণতা ছিল তুলনা-বিহীন। এই সকল মহীয়সী মহিলারা সংসারে কতই না দুঃখকষ্ট ভোগ করিয়াছেন,—কিন্তু সেই সব দুঃখকষ্ট তাঁহাদিগকে যথা-কর্ত্তব্য হইতে কখনো টলাইতে পারে নাই। কাজেই তাঁহাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত মা'র জীবনেও দেখিতে পাওয়া যায়, পরের কল্যাণার্থে স্বীয় দেহের ভোগকে তিনি দুঃখ বলিয়া মনে করিতেন না, সব সময় ভাবিতেন, মঙ্গলময়ের বিধানে অমঙ্গল কিছু থাকিতে পারে না,—কাজেই জীবনে সুখ দুঃখ যাহা কিছু আসিতেছে, যাইতেছে তাহার কোনটাই অর্থহীন নহে, পরিণামে কল্যাণই হইবে। হাঁ, যথার্থ ভগবদ্-বিশ্বাসীর পক্ষে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



এ ছাড়া অন্যরূপ ভাবা ত সম্ভব নয়। ভগবদ্-বিশ্বাসী ভক্তের অন্তরের কথা হইল—

তোমার হাতের বেদনার দান
এড়ায়ে চাহিনা মুকতি।
দুঃখ হবে মোর মাথার মাণিক
সাথে যদি দাও ভকতি॥

( রবীন্দ্রনাথ )

শ্রীগুরুদেব মায়ের কষ্ট সবই জানিতেন, বুঝিতেন। চিকিৎসাদির দ্বারা যতটা আরাম দেওয়া যায় তার ক্রটি করিতেন না। কিন্তু যত কাল ভোগ আছে—তাহাতো ভুগিতেই হইবে। স্ত্রীর এই দুঃসহ যন্ত্রণার মূল কারণ পিতা—একথা তিনি ভাল করিয়াই জানিতেন—তাহা হইলেও এবিষয়ে তিনি কখনও কিছু পিতাকে বলেন নাই। বরং মায়ের এইরূপ নিঃস্বার্থ সেবায় শ্রীগুরুদেব মনে মনে সন্তুষ্টই হইতেন। এবং বিশ্বাস করিতেন এই ভাবে সেবা করিতে যাইয়া শারীরিক ক্লেশ হইতেছে বটে, কিন্তু ইহার পরিণাম শুভ হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

॥ তিন ॥

## বৃন্দাবন গমন ও দীক্ষা

শ্রীগুরুদেবের জীবনী বিশেষভাবে আলোচনা করিলে ইহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি দৈবীসম্পদ্ লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাই দেখি, পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রভাবে কলেজে পড়ার সময় তাঁহার মধ্যে ধর্ম্ম-বিশ্বাসে যে শৈথিল্য দেখা দিয়াছিল তাহা স্থায়ী হইতে পারে নাই। সাময়িক এ বিপর্য্যয়, একে ঔপচারিক ধর্ম্মই বলা যাইতে পারে—স্বভাব ধর্ম্ম নহে। তাঁহার উপনয়নের পর হইতে কলিকাতা আসিয়া কলেজে ভর্ত্তি হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহার জীবনী পর্য্যালোচনা করিলে আমাদের এই কথার সত্যতা হৃদয়ঙ্গম করিতে বিলম্ব হয় না।

যথাকালে উপনয়নের পর তিনি শ্রীহট্ট আসিলেন পড়িবার জন্য। নিয়মমত তিন বেলা সন্ধ্যাহ্নিক করেন। সকালের সন্ধ্যা না করিয়া জলটুকু পর্য্যন্ত গ্রহণ করেন না। এমনি তাঁহার নিষ্ঠা। তখন তিনি নিতান্তই বালক মাত্র। শুধু তাহাই নহে স্বপাক আহার করেন। একটি বালকের পক্ষে নিত্য স্বপাক আহার সহজ কথা নহে।

শ্রীহট্টের পড়া কৃতিত্বের সহিত শেষ করিয়া তিনি কলিকাতা আসিলেন উচ্চ শিক্ষার জন্য। কলেজে ভর্ত্তি হইলেন। সে সময় পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা-সভ্যতার প্রবল স্রোতে হিন্দুর সমাজ-শৃঙ্খলা, ধর্ম্ম-বিশ্বাস, আর্য্য সভ্যতার শিক্ষা সংস্কৃতি সব কিছু ভাসিয়া যাইতে বসিয়াছে, চারিদিকে কেবল ভাঙ্গনের কলকোলাহল।

এমনি ভাঙ্গনের যুগে, তিনি কলিকাতা আসিলেন। কাল-ধর্ম্মের প্রবল-স্রোতে তিনিও ভাসিয়া গেলেন। ধর্ম্ম-বিশ্বাস হারাইলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS


রাজনীতির আবর্ত্তে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে লাগিলেন। কিছুদিন যাইতে না যাইতেই মনে অশান্তি দেখা দিল। রাত্রে শয্যাকণ্টক, দিনে শত রকম কাজের মধ্যেও অশান্তির ঝড় মনে বহিতেছে—এমনি অবস্থায় কি করিবেন ভাবিয়া পাইতেছেন না। অবস্থা যখন অসহনীয়, তখন ভগবান পথ দেখাইলেন। এক রুগ্ন বন্ধুর শয্যাপার্শ্বে গিয়া বন্ধুর মুখে শুনিতে পাইলেন,—শান্তির পথ আছে, ভগবানের নামে এবং ভগবানের নিকট প্রার্থনায়। তিনি শান্তি পাইয়াছেন—রোগ যন্ত্রণায় যখন তিনি আত্মহত্যা করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন, তখন ভগবানের স্মরণ-মননে এবং তাঁহার নিকট প্রার্থনাতেই শান্তি পাইয়াছেন। বন্ধু সজল নয়নে এমনি আবেগপূর্ণভাবে এই কথাগুলি বলিলেন যে, তাহা শ্রীগুরুদেবের মনে গাঁথিয়া গেল। বুঝিলেন, তিনি ভুল পথেই যাত্রা সুরু করিয়াছেন—যাত্রা-পথ বদল করিতে হইবে। তিনি বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন—নূতন ভাবনা লইয়া। সিদ্ধান্তে পৌছিতে বিলম্ব হইল না —শান্তির উপায় ভগবদ্-প্রাপ্তি,—অতএব ভগবান লাভের পথেই নূতন করিয়া যাত্রা সুরু করিতে হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্মের তখন জয়-জয়কার। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র প্রভৃতির অনন্যসাধারণ চরিত্রবল ও ধর্ম্মবলে আকৃষ্ট হইয়া শিক্ষিত সম্প্রদায় দলে দলে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছিলেন। প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মে ফিরিয়া যাইতে শ্রীগুরুদেবের মন চাহিতেছিল না—অতএব ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণই কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিলেন। পরিচিত বন্ধুদের মধ্যেও কেহ কেহ ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, —তাঁহাদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া অবশেষে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। প্রথমটায় কিছুটা শান্তিও পাইলেন—কিন্তু তাহা এত অল্প এবং সামান্য যে তাঁহাতে বেশীদিন সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না। আবার নূতন পথের সন্ধান চলিতে লাগিল। সেই সময় কোন একটা ঘটনা অবলম্বন করিয়া বুঝিতে পারিলেন গুরু না হইলে অধ্যাত্ম পথের সঠিক নির্দ্দেশ পাওয়া যায় না। গুরুকরণ অর্থহীন নহে;—এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



পথে চলিতে হইলে গুরুর সহায়তা চাই-ই। এই সময় এক বন্ধুর নিকট গুরুকর্ত্তৃক শক্তিসঞ্চারের সত্যতা সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিতে পান। বন্ধু যে-যোগী সম্প্রদায়ে দীক্ষিত হইয়া এই সত্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন তিনিও সেখানে গিয়া তার প্রমাণ পাইলেন এবং আর কালবিলম্ব না করিয়া দীক্ষা গ্রহণ করিলেন।

"শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্" স্বভাবে শ্রদ্ধাশীল শ্রীগুরুদেব যখন যাহা উচিত এবং কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিতেন,—তখন তাহা শ্রদ্ধা ও একান্ত নিষ্ঠার সহিত পালন করিতেন। যোগী সম্প্রদায়ে দীক্ষিত হইবার পর খুব উৎসাহের সহিত সেই সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ফলও পাইতে লাগিলেন। মনের অশান্তির ঝড় থামিয়া গিয়াছে। নানা বিভূতি—যোগৈশ্বর্য্য তাঁহার মধ্যে প্রকাশ পাইতে লাগিল। দেহের অবসাদ ঘুচিয়া গেল। হৃদয় মন আনন্দে পূর্ণ হইল। দুর্ব্বলতার দৈন্য দূর হইল,—"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য" এই মহামন্ত্রের সঞ্জীবনী সুধা পান করিয়া জীবনের নূতন আস্বাদ প্রাপ্ত হইলেন। আমরা তাঁহার শ্রীহট্ট জীবন বলিতে যাইয়া তাঁহার যোগ-সিদ্ধির কিছু আভাস পূর্ব্বে দিয়াছি।

এইভাবে দীর্ঘ বার বৎসর অতীত হইল। তিনি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, যে আনন্দ এবং শান্তি এই সাধনার ফলে পাওয়া যায়—তাহা স্থায়ী হয় না,—যতক্ষণ সাধন করেন, ততক্ষণ তাহা উপভোগ করিয়া থাকেন,—অন্য সময়ে যেইকে সেই। সংসারের জ্বালা, যন্ত্রণা—অশান্তির হাত হইতে পরিত্রাণ নাই। এই সময় নিয়মিতভাবে শাস্ত্র পাঠ করিতেন। শাস্ত্র যে বলেন, সাধনার সিদ্ধিতে সত্যিকারের আনন্দ লাভ হইলে তাহার আর বিচ্যুতি নাই—"নাস্তি বিচ্যুতি"।—কিন্তু কই এতো সে অবস্থা নয়। আবার মন উচাটন হইল, সত্যিকারের আনন্দ—স্থায়ী এবং নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ লাভের জন্য। তার জন্য প্রয়োজন সদ্‌গুরুর। শ্রুতি-স্মৃতি পাঠে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS


তাই অবগত হওয়া যায়। শ্রুতি বলেন,—আচার্য্যের নিকট বিদ্যালাভ করিলেই তাহা সম্যক্ ফলবতী হয়। গীতাও বলেন :—

তদ্বিদ্ধি প্রাণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥ (৪।৩৪)

প্রণিপাত ও পরিপ্রশ্নরূপ সেবা দ্বারা তত্ত্বদর্শী গুরুকে সন্তুষ্ট কর—তিনি তোমাকে তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ দিবেন।

গুরু ত চাই, কিন্তু যে সে গুরু হইলে হইবে না। তত্ত্বদর্শী গুরু চাই। গুরু হইবেন ব্রহ্মজ্ঞ—তত্ত্বদর্শী। শাস্ত্র পাঠের ফলে শ্রীগুরুদেব এইরূপ গুরুর প্রয়োজনীয়তা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিলেন।

এখন এইরূপ গুরু কোথায় পাইবেন, সেই একমাত্র ভাবনা। মন শান্তিহারা। অশান্তির অনল মনে ধিকি ধিকি জ্বলিতেছে। যতই দিন যায়, সেই অনল উৰ্দ্ধশিখ হইয়া লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করিতে থাকে।

শ্রীগুরুদেব দিনের বেলা বৈষয়িক কাজকর্ম্ম করিতেন। কিন্তু রাত্রিবেলাটা নির্দ্ধারিত ছিল সাধন-ভজনের জন্য। সেই সময় তিনি সংসার হইতে সম্পূর্ণরূপে বিদায় লইতেন। এইভাবে দিন কাটিতেছে—বড় দুঃখপূর্ণ সে জীবন-যাপন।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি,—তিনি নিয়মিত শাস্ত্র পাঠ করিতেন। অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করা তাঁহার অভ্যাস। একদিন শয্যাত্যাগের পর প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া ভাগবত পাঠ করিতে বসিয়াছেন। কিয়ৎকাল পাঠের পর নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি যখন নয়নপথে পতিত হইল,—তখন এক নূতন আলো দেখিতে পাইলেন—পথের সন্ধান মিলিল।

ভাগবতোক্ত সেই মহতী বাণী—

শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্য বাসুদেবকথারুচিঃ।
স্যান্মহৎ সেবয়া বিপ্রাঃ পুণ্যতীর্থনিষেবণাৎ। ১৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS


শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎ সতাম্॥ ১৭
নষ্টপ্রায়েষ্বভদ্রেষু নিত্যং ভাগবতসেবয়া।
ভগবত্যুত্তমঃশ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী॥ ১৮
তদা রজস্তমোভাবাঃ কামলোভাদয়শ্চ যে।
চেত এতৈরনাবিদ্ধং স্থিতং সত্ত্বে প্রসীদতি॥ ১৯
এবং প্রসন্নমনসো ভগবদ্ভক্তিযোগতঃ।
ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞানং মুক্তসঙ্গস্য জায়তে॥ ২০
ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে॥ ২১

(ভাঃ ১।২।১৬-২১)

—হে বিপ্রগণ, পুণ্যতীর্থে বাস, যদৃচ্ছালব্ধ শ্রীভগবদ্ভক্ত দর্শন ও তাঁহাদের পরস্পর কথিত হরিকথায় শ্রদ্ধাযুক্ত হইলে, হরিকথা শ্রবণে আগ্রহ এবং তাহাতে আসক্তি হয়। ভাগবতকথায় রতি হইলেই সকল অশুভ দূর হয়। কারণ সাধুগণের সুহৃদ শ্রীহরি, তাঁহাদের হৃদয়স্থ কামাদি বাসনারূপ বাহ্য ও আভ্যন্তরিক সমস্ত অমঙ্গল দূর করেন। ভক্তগণের বা ভাগবত শাস্ত্রের সেবা দ্বারা অমঙ্গল বিনষ্ট হইলে পবিত্র কীর্ত্তি ভগবানে নিশ্চলা ভক্তি জন্মে। পূর্ব্বোক্ত সাধনক্রমে ভক্তির উদয় হইলে রজঃ ও তমোগুণ,—এবং তাহা হইতে জাত কামলোভাদি দ্বারা চিত্ত অধিকৃত হয় না। তখন চিত্ত শুদ্ধ সত্ত্বগুণ প্রভাবে প্রসন্ন ও নির্ম্মল হইয়া থাকে। এইরূপে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তির অনুষ্ঠানে প্রসন্নচিত্ত, এবং বিষয়ে অনাসক্ত ব্যক্তির ভগবত্তত্ত্ব সাক্ষাৎকার হয়। এইরূপ সাক্ষাৎকারের ফলে আত্মজ্ঞানীর হৃদয়-গ্রন্থি ছিন্ন হয়। ভগবদ্ বিষয়ক সকল প্রকার সংশয় দূরীভূত হয় এবং যে সকল কর্ম্ম ফলোন্মুখ হয় নাই, তৎব্যতীত সমস্ত কর্ম্ম বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS


শ্লোকার্থ তাঁহার মনে গভীর রেখাপাত করিল। তিনি চিন্তা করিয়া দেখিলেন এইভাবে তীর্থ ভ্রমণ তাঁহার সাধ্যায়াত্ত। যে-তীর্থ দর্শনের শেষ ফল চরম প্রাপ্তি তাহার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, অবশেষে সবকিছু ত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া পড়াই স্থির করিলেন। একেবারে নিষ্কিঞ্চন হইয়া বাহির হইতে হইবে। তারপর তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া বেড়াইবেন। ঋষিবাক্য—শাস্ত্রবাক্য অভ্রান্ত, কাজেই এইভাবে তীর্থদর্শনের ফলে তাঁহার অভীষ্ট অবশ্যই পূর্ণ হইবে। অতএব বাহির হইয়া পড়ার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

শ্রীহট্টের বন্ধু সারদাশ্যামের নিকট তাঁহার যে হাজার টাকা গচ্ছিত ছিল, পত্র লিখিয়া তাহা আনাইলেন। বন্ধু মোহিনীমোহন চক্রবর্তীর নিকট তাঁহার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়া বলিলেন—তিনি চলিয়া গেলে, তাঁহার মূল্যবান আইন বইসকল এবং বাসার অন্যান্য আসবাবপত্র বিক্রি করিয়া যাহা পাইবেন তদ্দ্বারা স্ত্রীর ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করিয়া দিতে। তিনি চলিয়া গেলে স্ত্রী এবং ভ্রাতার কলিকাতায় থাকা সুবিধা হইবে না, অতএব তাঁহাদের যেন দেশে পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

এইভাবে সব কিছু ব্যবস্থা করিয়া—একদিন গুরুমার নিকট তাঁহার সংসার ত্যাগের কথা ব্যক্ত করিলেন। মা ত ঐ কথা শুনিয়া কিছু সময় বজ্রাহতের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তারপর চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বলিতে লাগিলেন—"তুমি যেখানেই যাও, আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে হইবে। আমি তোমাকে ছাড়া কোথাও থাকিব না—বাড়ীও যাইব না।" নিকটে একটা ইট পড়িয়াছিল তাহা দ্বারা কপালে বারবার আঘাত করিতে লাগিলেন। এইসব দেখিয়া শুনিয়া শ্রীগুরুদেবের ভাই দুইটিও ভীষণ কান্না সুরু করিল। সে এক অবর্ণনীয় শোকাবহ অবস্থা। সেই সময় শ্রীগুরুদেবের মুহুরী হরিনারায়ণ বাবু যেন দৈব প্রেরিত হইয়াই সেখানে উপস্থিত হইলেন—এই মর্ম্মন্তুদ অবস্থা দর্শনে প্রথমে তাঁহার যেন কিছুটা কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় অবস্থা!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



তারপর ছুটিয়া বাহির হইয়া গেলেন। প্রথমে গেলেন হাইকোর্টের জজ চন্দ্রমাধব ঘোষের নিকট, তারপর শ্রীগুরুদেবের বিশেষ বন্ধু প্রসিদ্ধ সামুদ্রিক রমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট। হরিনারায়ণ বাবুর মুখে সব কথা শুনিয়া উভয়েই কালবিলম্ব না করিয়া শ্রীগুরুদেবের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এবং গুরুমাকে নানাপ্রকারে প্রবোধ দিয়া কতকটা শান্ত করিলেন। উভয়েই শ্রীগুরুদেবকে এ বিষয়ে প্রতিনিবৃত্ত হইবার জন্য বিশেষ করিয়া বুঝাইতে লাগিলেন। অবশেষে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীগুরুদেবের হাত দেখিয়া বলিলেন, "এখনও আপনার সংসার ত্যাগের সময় হয় নাই। অবশ্যই আপনি সংসার ত্যাগ করিবেন—তবে তার এখনও অনেকদিন দেরী আছে। আর যে সদ্‌গুরু লাভের জন্য আপনি সংসার ত্যাগ করিতে চাহিতেছেন সেই সদ্‌গুরু আপনার গৃহে থাকিয়াই লাভ হইবে।" সংসার ত্যাগের কথা শুনিয়া গুরুমা যে এইরূপ তুমুল কাণ্ড সৃষ্টি করিবেন শ্রীগুরুদেব তাহা ভাবিতে পারেন নাই। তিনি জানিতেন, গুরুমা চিরদিন তাঁহার আজ্ঞাবহ, কাজেই বুঝাইয়া শুনাইয়া বাহির হইয়া যাওয়া কঠিন হইলেও অসম্ভব হইবে না। কিন্তু গুরুমা যেভাবে তাঁহার সঙ্গে যাওয়ার জন্য জিদ ধরিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে এ বিষয়ে প্রতিনিবৃত্ত করা একরকম অসম্ভব বলিয়াই বোধ করিলেন। এমতাবস্থায় সব ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়া সম্ভবপর বলিয়া তাঁহার মনে হইল না। বিশেষতঃ রমণ চট্টোপাধ্যায়ের ভবিষ্যদ্বাণী তাঁহাকে কতকটা আশ্বস্ত করিল—তিনি তাঁহাকে বিশ্বাস করিতেন। যাহা হউক আপাততঃ তিনি তাঁহার সংকল্প ত্যাগ করিলেন বা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। মা কিন্তু তখনই বলিয়া রাখিলেন, "ভবিষ্যতে যদি কখনো সংসার ত্যাগ কর, তখন আমি তোমার সঙ্গে যাইবই—কিছুতেই তোমার সঙ্গ ছাড়া হইব না।"

প্রতি বৎসরই শ্রীগুরুদেব পূজার ছুটিতে সকলকে লইয়া দেশের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS


বাড়ীতে যাইতেন। বাড়ীতে মহাসমারোহে শারদীয়া দুর্গাপূজা, লক্ষ্মী-পূজা, কালীপূজা হইত। মা এই কয়দিন শ্বশুরালয়ে থাকিয়া তারপর পিত্রালয়ে যাইতেন। কোর্ট খুলিবার সময় হইলে শ্রীগুরুদেব সকলকে লইয়া কলিকাতা ফিরিতেন। একবার বাড়ী হইতে ফিরিবার সময় শ্রীগুরুদেবের পিতৃদেব স্নেহবশতঃ ষ্টীমারঘাট পর্য্যন্ত নৌকা করিয়া আসেন। সকলের নিষেধ সত্ত্বেও তাঁহাদিগকে বিদায় আশীর্ব্বাদ জানাইবার জন্য তিনি ষ্টীমারে উঠিলেন। কিন্তু নামিবার পূর্ব্বেই ষ্টীমার ছাড়িয়া দিল। সবাই খুব চিন্তিত হইলেন। অবশেষে তিনি নৌকার মাঝিকে নৌকা লইয়া পরবর্ত্তী ষ্টীমার ষ্টেশনে যাইতে চীৎকার করিয়া বলিয়া দিলেন। ষ্টেশনে নামিয়া নৌকার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। নৌকা আসিলে নৌকায় করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। রাস্তায় ঠাণ্ডা লাগিয়া খুব সর্দ্দি, কাশি ও জ্বর হইল। তিনি ইহা গ্রাহ্য করিলেন না। নিয়মিত অবগাহন স্নান করেন, জলে দাঁড়াইয়া জপ তর্পণাদি করেন। বৃদ্ধ বয়সে শরীরে এই অত্যাচার সহ্য হইল না। অবশেষে দুরারোগ্য হাঁপানি রোগে আক্রান্ত হইলেন।

চিকিৎসা চলিতে লাগিল—দেশের বাড়ীতে যতটা চিকিৎসা সম্ভব তাহার ত্রুটি হইল না। কিন্তু রোগ উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছে—উপশমের কোন লক্ষণই নাই। এই সংবাদে শ্রীগুরুদেব খুবই চিন্তিত হইলেন। অবশেষে কলিকাতায় আনিয়া চিকিৎসা করান সাব্যস্ত করিয়া পিতাকে আনিবার জন্য বাড়ী গেলেন। যথাসময়ে শ্রীগুরুদেব পিতাকে লইয়া কলিকাতায় রওনা হইলেন। সেই সঙ্গে বিমাতা ইচ্ছাময়ী দেবী, তাঁহার সহোদয়া রমাসুন্দরী দেবী, বৈমাত্রেয় ভগিনী জগদম্বা দেবী ও তাঁহাদের সন্তানগণও কলিকাতা আসিলেন। শ্রীমা প্রসন্ন মনে শ্বশুরের সেবার ভার গ্রহণ করিলেন। শ্রীগুরুদেব নিশ্চিন্ত হইলেন। অবশ্য গুরুমা যে এই ভার আনন্দের সহিতই গ্রহণ করিবেন—তাহা তিনি জানিতেনই, তবু যেন এতে আরাম এবং সোয়াস্তি বোধ করিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



লাগিলেন। চিকিৎসার কোনরূপ ত্রুটি হইতেছে না। ডাক্তারীতে কোনরূপ ফল না হওয়ায় কবিরাজী সুরু হইল। কিন্তু তাহাও কার্য্যকরী হইল না। রোগীর অবস্থা ক্রমশঃই খারাপের দিকে চলিয়াছে। শ্রীমা যেমন প্রাণপণে শ্বশুরের সেবা করেন, অন্যদিকে তেমনি এত বড় সংসারের যাবতীয় ব্যবস্থা তাঁহাকেই করিতে হয়—প্রত্যেকেরই সুখ সুবিধার দিকে তাঁহার সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি। শ্বশুরের শয্যা পার্শ্বে বসিয়া বিনিদ্র রজনীও অতিবাহিত করিতে হয়। এই সময় মায়ের মাসতুতো দেবর আসিতেন রাত্রি জাগিবার জন্য,—মাকে জোর করিয়া তুলিয়া দিতেন কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিবার জন্য। ইচ্ছাময়ী দেবীও স্বামীর পাশে বসিয়া রাত কাটাইতেন। রোগীর অবস্থা ক্রমশঃই খারাপ হইতে লাগিল। চিকিৎসা, সেবাযত্ন কোনটাই কোন কাজে আসিতেছে না—সব কিছুই ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে। ডাক্তার-কবিরাজ সবাই আশা ছাড়িয়া দিয়াছেন। এই সময় বাড়ীতে এক সাধু আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি রোগীকে ভাল করিয়া দেখিয়া বলিলেন,—"গঙ্গা-যাত্রার সময় হইয়াছে, আর দেরী নয়, তার ব্যবস্থা করুন।" সাধুর নির্দ্দেশ অনুযায়ী শ্রীগুরুদেব পিতার গঙ্গা-যাত্রার ব্যবস্থা করিলেন। সঙ্গে গেলেন স্ত্রী, পুত্র ও কন্যা সকলেই। কাজেই বাড়ী দেখাশোনা করার জন্য শ্রীমাকে বাড়ীতে থাকিতে হইল। বাড়ীতে ঠাকুর-সেবা আছে, অনেক ছাত্র আছে,—অন্যান্য লোকজনও রহিয়াছে—তাছাড়া যাহারা চৌধুরী মহাশয়ের সঙ্গে গিয়াছেন, তাঁহাদের আহারাদির ব্যবস্থা করিতে হইবে। শ্রীমা ছাড়া সব দিক সামলাইয়া সুচারুরূপে সব কাজ সম্পন্ন করা আর কাহারও পক্ষে সম্ভবপর ছিল না—তাই শ্রীগুরুদেব তাঁহাকে বাড়ী রাখাই উচিত মনে করিয়াছিলেন। বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ এবং শ্রীমাকে সাহায্য করা ও গঙ্গাতীরে যাঁহারা গিয়াছেন, তাঁহাদের খাবার লইয়া যাইবার জন্য রহিলেন শ্রীগুরুদেবের মাসতুতো ভাই মদীয় পিতৃদেব কুমারচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



সেই রাত্রেই চৌধুরী মহাশয় অন্তর্জ্জলী অবস্থায় ভগবৎ নাম করিতে করিতে সজ্ঞানে দেহত্যাগ করিলেন। এইভাবে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও আত্মীয় স্বজনের সম্মুখে অন্তর্জ্জলী অবস্থায় নাম করিতে করিতে দেহ-ত্যাগ খুবই সুকৃতির ফল,—স্বধর্ম্মনিষ্ঠ চৌধুরী মহাশয়ের সেই সুকৃতি অবশ্যই ছিল,—তাই তিনি এইভাবে দেহত্যাগ করিয়া পুণ্যবানদের গতি লাভ করিলেন।

যথাবিধি চৌধুরী মহাশয়ের সৎকার করা হইল। পরদিন প্রভাতে সবাই বাড়ী আসিলেন। শ্বশুরের মৃত্যুতে শ্রীমা খুবই কাতর হইয়া পড়িলেন। শ্বশুরকে সুস্থ করিয়া তুলিবার জন্য তাঁহার সেই প্রাণ ঢালা সেবা—যিনি দেখিয়াছেন তিনিই মুগ্ধ হইয়াছেন—শত মুখে প্রশংসা করিয়াছেন। রাত্রি জাগরণাদি অত্যাচারে কখনো কখনো বা তাঁহার পুরাণ রোগ পিত্তশূল মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু তাহা তিনি গ্রাহ্যই করিতেন না,—সেবার আনন্দে—কর্ত্তব্যের সাধনায় দেহের সুখ দুঃখ বোধও তাঁহার নিকট তুচ্ছ হইয়া গিয়াছিল।

শ্রাদ্ধ দেশের বাড়ীতেই করিতে হইবে স্থির হইল। শ্রীগুরুদেব ভাই সকলকে লইয়া দেশে আসিলেন। পিতৃকার্য্য যথাসাধ্য ব্যয় করিয়াই করিবেন। তদনুযায়ী বিরাটভাবে আয়োজনপত্র হইতে লাগিল। শ্রীগুরুদেব দেশের বাড়ীতে আসিয়াই পিতার পাওনাদার-গণকে ডাকাইয়া একে একে তাহাদের ঋণ শোধ করিয়া দিতে লাগিলেন। এই সময়ে এক মুসলমান তাঁতি আসিয়া অতি বিনীতভাবে শ্রীগুরুদেবকে বলিলেন, চৌধুরী মহাশয়ের নিকট তাহার একজোড়া তাঁতের কাপড়ের মূল্য পাওনা আছে। কর্ত্তা ভুল করিয়া খাতায় লিখিয়া রাখিয়াছিলেন টাকা দেওয়া হইয়াছে! কিন্তু আসলে সেটা তাহার ভুলই হইয়াছিল। যখন আপনি সকল ঋণই এভাবে পরিশোধ করিতেছেন, তখন এই সামান্য টাকার জন্য আমার কাছে তিনি ঋণী থাকিবেন কেন? এই ভাবিয়াই টাকা লইতে আসিয়াছি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



—তাহা না হইলে এই সামান্ত টাকা না পাইলেও আমার বিশেষ কিছু আসিয়া যাইবে না। আশ্চর্য্য ব্যাপার! চৌধুরী মহাশয় মৃত্যুর পূর্ব্বে এইভাবে চীৎকার করিয়া বলিয়াছিলেন, "ওরে মছলন্দকে বিদায় কর, টাকা দিয়া বিদায় কর।" —এই তাঁতির নাম মছলন্দ। গুরুদেব বুঝিলেন যে যদিও খাতাপত্রে এই ঋণ স্বীকৃত নয়, তথাপি মছলন্দ সত্যই পাওনাদার। তিনি তাহার পাওনা মিটাইয়া দিলেন। পরবর্ত্তীকালে শ্রীগুরুদেবকে বলিতে শুনিয়াছি, "বাবা! ঋণ রাখিয়া মৃত্যু হইলে মৃত্যুকালে বড় ক্লেশ পাইতে হয়।" এই বলিয়া এই ঘটনা উল্লেখ করিতেন।

মহাসমারোহে শ্রীগুরুদেব পিতৃশ্রাদ্ধ সমাপন করিলেন। শ্বশুরের সেবা এবং শ্রাদ্ধাদি ব্যাপারে শ্রীমাকে অসাধারণ পরিশ্রম করিতে হয়— নানারকম অত্যাচার-অনিয়ম হওয়াতে পুনরায় তাঁহার পিত্তশূল ব্যথা দেখা দিল। শ্রীগুরুদেব বাড়ীর সকল ব্যবস্থা করিয়া শ্রীমা ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃগণসহ কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। কলিকাতায় ফিরিয়া শ্রীগুরুদেব শ্রীমা'র চিকিৎসার ভালরূপ ব্যবস্থা করিলেন,— দীর্ঘকাল ভুগিয়া মা কতকটা সুস্থ হইলেন।

বৎসরান্তে শ্রীগুরুদেব পিতার সপিণ্ডকরণ শ্রাদ্ধের জন্য সকলকে লইয়া দেশে আসিলেন। যথাসাধ্য খুব ঘটা করিয়া সপিণ্ডকরণ শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন হইল—এইবার গয়াকৃত্য করিলেই পিতৃকার্য্য শেষ হয়। বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ এবং গৃহদেবতার পূজার ভার তাঁহার এক জ্ঞাতি খুড়ার উপর দিয়া বিমাতাকে লইয়া কলিকাতায় ফিরিলেন। ভাদ্র মাসে কোর্ট ছুটি হইলে গয়া যাত্রা করিবেন এইরূপ স্থির হইল।

ভাদ্র মাসে কোর্ট বন্ধ হইলে শ্রীগুরুদেব মা, ভাইবোন, ভগিনী-পতি, দিদিমা, মাতুল, মাতুলানী, শ্বশুর, শাশুড়ী প্রভৃতি সকলকে লইয়া তীর্থযাত্রায় বাহির হইলেন। আত্মীয়-স্বজন সকলকেই খবর দেওয়া হইয়াছিল—যাঁহাদের তীর্থদর্শনে যাইবার ইচ্ছা যথাসময়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



যেন তাঁহারা কলিকাতায় চলিয়া আসেন। শ্রীগুরুদেবের এই তীর্থ-যাত্রায় যে-কেহ তাঁহার সঙ্গী হইতে চাহিয়াছেন কেহই বাদ পড়েন নাই। সে এক বিরাট ব্যাপার—আনন্দের ব্যাপার—এমনিভাবে তীর্থযাত্রা আত্মীয়-স্বজন সকলকে লইয়া এর দৃষ্টান্ত বোধ হয় বেশী দেখা যায় না।

গয়ায় পৌঁছিয়া গয়াকৃত্য শেষ করিলেন। তারপর কাশী, বিন্ধ্যাচল, প্রয়াগ, মথুরা, বৃন্দাবন, হরিদ্বার, হৃষীকেশ, অযোধ্যা, কনখল, বৈদ্যনাথধাম প্রভৃতি তীর্থ দর্শন করিয়া একমাস পরে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। শ্রীগুরুদেবের দিদিমা কাশীবাস করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় কাশীর বাঙ্গালী টোলায় বাড়ী ভাড়া করিয়া তাঁহাকে সেখানে রাখিয়া আসিলেন। দিদিমার সেবার জন্য বিধবা বড় মাতুলানীকে তাঁহার কাছে রাখিলেন!

পূজার সময় পুনরায় দেশের বাড়ীতে আসিলেন। পূজার পর কলিকাতা ফিরিলেন।

সেই বৎসর মাঘ মাসে প্রয়াগে পূর্ণ কুম্ভমেলা ছিল। শ্রীগুরুদেবের বন্ধু হরিনারায়ণ রায় মহাশয়ের বিশেষ আগ্রহে—তাঁহার সঙ্গে তিনি কুম্ভমেলায় গমন করেন। সেখানে শ্রী১০৮ স্বামী রামদাস কাঠিয়া বাবার দর্শন লাভ করেন। সেই দর্শনের বিস্তৃত বিবরণ তাঁহার জীবনীগ্রন্থে বর্ণিত আছে। প্রয়াগ হইতে ফিরিবার সময় শ্রীশ্রীকাঠিয়া বাবাজী মহারাজ শ্রীগুরুদেবকে চৈত্রমাসে পুনরায় বৃন্দাবন যাইয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে বলিয়া দিয়াছিলেন। প্রয়াগে কাঠিয়া বাবাজী মহারাজের অন্তর্য্যামিত্বের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকেই গুরুপদে বরণ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। সেই আশা লইয়াই চৈত্রমাসে বন্ধু হরিনারায়ণ রায় মহাশয়ের সঙ্গে শ্রীবৃন্দাবন গমন করেন। সেখানে গিয়া কাঠিয়া বাবাজী মহারাজের বাহ্যিক আচার-আচরণ দৃষ্টে বিভ্রান্ত হইলেন—তাঁহার মনে হইল ইনি (কাঠিয়া বাবাজী মহারাজ) ত সাধারণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



হইতেও সাধারণ। একান্ত বিষয়ীলোকের সহিত তাঁহার কোনই পার্থক্য নাই। যদিও কাঠিয়া বাবাজী মহারাজ তাঁহাকে পুনরায় শ্রাবণ মাসে সস্ত্রীক যাইবার জন্য বলিয়া দিয়াছিলেন,—তথাপি যেরূপ অবিশ্বাস এবং শ্রদ্ধাহীন মন লইয়া কলিকাতা ফিরিলেন,—তাহাতে শ্রাবণ মাসে পুনরায় যাওয়ার কোন ইচ্ছাই তাঁহার ছিল না। কিন্তু সিদ্ধ মহাপুরুষের বাক্য অব্যর্থ। তাঁহার অন্যথা করে কাহার সাধ্য! সময়ে দৈবই এইরূপ ঘটনার যোগাযোগ করে যে তদ্দ্বারা মহাপুরুষদের বাক্য যে অব্যর্থ তাহা প্রতিপন্ন হইয়া থাকে।

গরমের জন্য শ্রীগুরুদেব ছাদে শুইতেন। একদিন শেষ রাত্রে ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়,—তিনি উঠিয়া বসিলেন, সেই সময় শ্রীশ্রীকাঠিয়া বাবাজী মহারাজ আকাশ মার্গে সেই ছাদে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে মন্ত্র প্রদান করিয়া পুনরায় আকাশ-মার্গেই চলিয়া যান। এইভাবে মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া কাঠিয়া বাবাজী মহারাজ সম্বন্ধে তাঁহার মনে যে সকল সন্দেহ পূর্ব্বে উপজাত হইয়াছিল,—তৎসমস্তই দূরীভূত হইয়া গেল। কাজেই পুনরায় শ্রীবৃন্দাবন যাওয়া সম্বন্ধে তাঁহার মনে আপত্তির আর কোন কারণ রহিল না।

শ্রাবণের শেষ দিকে, শ্রীঅভয় নারায়ণ রায় মহাশয়ের সঙ্গে শ্রীবৃন্দাবন রওনা হইলেন। সঙ্গে গেল এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও শ্রীমা। তাঁহারা শ্রীবৃন্দাবন উপস্থিত হইলে কাঠিয়া বাবাজী মহারাজ খুব আদরের সহিত তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিলেন। এবং আগামী জন্মাষ্টমীর পুণ্যতিথিতে স্বামী স্ত্রী উভয়কে দীক্ষা দিবেন বলিলেন। শ্রীমা কিন্তু দীক্ষা নিতে ইচ্ছুক নহেন, কারণ কুলগুরুর নিকট তিনি যে মন্ত্র পাইয়াছিলেন, তাহা জপ করিয়াই খুব আনন্দ পাইতেন এবং তৃপ্ত ছিলেন। কাজেই নূতন করিয়া আবার দীক্ষা নিবার প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করিলেন না। তাহাতে শ্রীযুক্ত অভয় বাবু শ্রীমাকে প্রতিদিনই সদ্‌গুরু হইতে দীক্ষার মাহাত্ম্য বিষয়ে উপদেশ দিতে লাগিলেন; কিন্তু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS


তিনি কিছুতেই পুনরায় দীক্ষা গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। জন্মাষ্টমীর পূর্ব্ব রাত্রেও অভয় বাবুর সহিত মায়ের কথোপকথন হইল। শ্রীমা বলিলেন, অনেকদিন তিনি তাঁর কুলগুরু প্রদত্ত মন্ত্র সাধন করিয়াছেন এবং তাহাতে তাঁহার অতিশয় প্রীতির সঞ্চার হইয়াছে। তিনি সেই মন্ত্র ভিন্ন অন্য কোন মন্ত্র জপ করিবেন না। শ্রীগুরুদেবকে বলিলেন,—"তোমার দীক্ষা হয় নাই, এবং এখানেই দীক্ষা নিতে ইচ্ছা হইয়াছে—তুমি দীক্ষা নাও। কিন্তু আমি নিব না। কারণ আমি আর দীক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেছি না।" শ্রীগুরুদেব তদুত্তরে কিছু বলিলেন না. তবে তাঁহার মনে এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে কাঠিয়া বাবা মহারাজজী যখন উভয়কেই দীক্ষা দিবেন বলিয়াছেন, তখন তাঁহার বাক্য কখনো মিথ্যা হইবে না। কার্য্যতঃ মিথ্যা হয়ও নাই। জন্মাষ্টমীর দিন সকালে শ্রীগুরুদেব শ্রীমার নিকট টাকা চাহিলেন—দীক্ষার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনিবার জন্য। তখন শ্রীমা তাঁহার হাতে টাকা দিয়া বলিলেন, "দীক্ষা নিতে হইলে যে সকল দ্রব্যের প্রয়োজন আমার জন্যও সে সব কিনিয়া আনিবে।" "স কি? তুমি ত দীক্ষা লইবে না বলিয়াছিলে।" "হাঁ, তাই তো বলিয়াছিলাম, এবং তদ্রূপই ত ঠিক ছিল, কিন্তু আজ সকাল হইতে দেখিতেছি মনের গতি পরিবর্ত্তন হইয়াছে,—দীক্ষা নিবার জন্য মন আকুল হইয়া উঠিয়াছে। অতএব আমিও দীক্ষা নিব স্থির করিয়াছি।" শ্রীগুরুদেব ত জানিতেনই দীক্ষা হইবে,—কাজেই তিনি কিছুই বলিলেন না, একটু হাসিলেন মাত্র। টাকা লইয়া বাজার করিতে চলিয়া গেলেন। ১৩০১ সালের ভাদ্র মাসের জন্মাষ্টমীর পুণ্যদিনে শ্রীগুরুদেব ও শ্রীমা শ্রীশ্রীকাঠিয়া বাবাজী মহারাজের নিকট দীক্ষিত হইয়া কৃতার্থ হইলেন।

দীক্ষাপ্রাপ্তির পর মা'র ঐ সম্বন্ধে অনুভূতি তাঁহার মুখে এইরূপ শুনিয়াছি, শ্রীশ্রীকাঠিয়া বাবাজী মহারাজের কাছে মন্ত্র পাইয়া তাঁহার হৃদয়াভ্যন্তরে এক নূতন পথ খুলিয়া গেল। মন্ত্র যেন তাঁহার মধ্যে


CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS


সুপ্ত ছিল—শ্রীগুরুদেব সেই সুপ্ত মন্ত্রকে জাগ্রত করিয়া দিলেন। মন্ত্র তাঁহাকে জপ করিতে হয় না। নদীর স্রোতের মতন আপনা হইতেই তাহা হৃদয়ক্ষেত্রে প্রবাহিত হইতে লাগিল। এবং এক অননুভূত আনন্দে তাঁহার হৃদয় মন ভরিয়া গেল। কুলগুরুর নিকট প্রাপ্ত মন্ত্র এই মন্ত্রের মধ্যেই বিলীন হইয়া গেল,—কিন্তু তজ্জন্য মনে কোন ক্ষোভ হইল না!

জন্মাষ্টমীর পরদিন ব্রজচৌরাশী ক্রোশ পরিক্রমা আরম্ভ হয়। সাধু সমাজের নিয়মানুসারে ব্রজবিদেহী মহন্ত কাঠিয়া বাবাজী মহারাজই এই পরিক্রমার পরিচালক। শত শত সাধু পরিক্রমায় গমন করিয়া থাকেন। শ্রীগুরুদেব এবং মা'ও তাঁহাদের গুরুদেবের সঙ্গে এইবার পরিক্রমায় গেলেন। মা হাঁটিতে অভ্যস্ত নহেন, অধিকন্তু শরীর ভাল ছিল না,—তাই তঁাহার জন্য গরুর গাড়ী ভাড়া করা হইয়াছিল, তিনি গাড়ীতে বসিয়াই পরিক্রমা করিয়াছিলেন। ব্রজচৌরাশী ক্রোশ শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি,—তাঁহার লীলার বিশেষ বিশেষ স্থানে সাধুদের জমায়েত পড়ে। সে কি আনন্দ? তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। কোথাও জমায়েত পড়িলে, গ্রামবাসীরা নানারূপ খাদ্যদ্রব্য লইয়া সাধু দর্শন করিতে আসেন, তাঁহাদের সেই নির্ম্মল স্বভাব,—স্থানমাহাত্ম্যে এবং সজ্জন সঙ্গে তাঁহারা যে কৃত-কৃতার্থ তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না! এই পরিক্রমা সম্বন্ধে বলিতে যাইয়া মা বলিয়াছিলেন—পথে পথে উচ্ছে গাছে অজস্র উচ্ছে ফলিয়া আছে দেখিয়া আমি গাড়ী হইতে নামিয়া ইচ্ছামতন তাহা তুলিয়া আনিতাম এবং রান্না করিয়া সকলকে খাইতে দিতাম। সাধুরা উচ্ছে তুলিতে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতেন কারণ উচ্ছে যে খাওয়া যায়—তাহা তাঁহারা জানিতেন না। শ্রীশ্রীমা দীক্ষার বৎসর ১৩০১ সাল হইতে ১৩১৩ সাল পর্য্যন্ত এই দ্বাদশ বৎসর কালের মধ্যে দুইবার শ্রীশ্রীগুরুদেবের সহিত ব্রজপরিক্রমায় গিয়াছেন এবং ছয়বার গিরিরাজের দীপমালা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



দর্শন করিয়াছেন। ১৩১৪ সালের পর শ্রীগুরুদেবের সহিত আর ব্রজপরিক্রমায় যাওয়া হয় নাই কারণ এরপর হইতে শ্রীগুরুদেব আর ব্রজপরিক্রমায় যাইতেন না এবং ব্রজধামের মহন্ত পদও এই কারণে ত্যাগ করেন।

ব্রজের বন পরিক্রমায় সাধারণতঃ গৃহস্থেরা সাধুদের সঙ্গে যাইতে পারিতেন না—তাহাদের ভিন্ন দল শ্রীভগবানের কয়েকটি প্রধান প্রধান দর্শনীয় স্থান দেখিয়াই পরিক্রমা শেষ করিতেন। কিন্তু শ্রীশ্রীগুরুদেবের অশেষ করুণার ফলে শ্রীশ্রীমা প্রতিবারই সাধুদের সহিত ব্রজ পরিক্রমায় যাইতেন। সাধুমণ্ডলী শ্রীমায়ের ব্রজ পরিক্রমা কোন দিন কোনরূপ বিদ্বেষের ভাবে দেখিতেন না বরং খুবই প্রসন্নতার সহিত মাইজীকে সঙ্গে লইতেন। শ্রীমা সমস্ত সাধুদের সন্তানবৎ স্নেহ করিতেন এবং পরিক্রমা কালে সকলের প্রতি তাঁর মমতাবোধ ছিল অপরিসীম। একবার তাঁহাদের বন্ধু মোহিনী বাবু এবং অন্যবার তাঁহাদের গুরুভ্রাতা নগেন্দ্র বাবু সঙ্গে ছিলেন। এই আনন্দ ভ্রমণ শেষ করিয়া তাঁহারা কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন।

শ্রীবৃন্দাবন হইতে আসিয়া রামচন্দ্র মিত্র লেনের নূতন বাসায় উঠিলেন। এবার পূজাতে বাড়ী যাওয়া হয় নাই,—যাহা হউক পূজার পর দেশে গেলেন। তারপর কোর্ট খোলার সময় হইলে কালী পূজার পর চলিয়া আসেন।

তাঁহাদের দীক্ষা-প্রাপ্তির দ্বিতীয় বর্ষে তাঁহারা শ্রীবৃন্দাবন গেলে শ্রীগুরুদেব তাঁহাদিগকে দধিবামন নামক শালগ্রাম শিলা এবং মাকে একটি গোপাল মূর্ত্তি দেন। কলিকাতার ঠাকুর ঘরে তাঁহাদের গুরুদেবের তৈলচিত্র ও সন্ন্যাসী প্রদত্ত বাণলিঙ্গ শিবজী প্রতিষ্ঠিত ছিলেন —এখন হইতে নারায়ণ শিলা এবং গোপালজীও সেখানে অধিষ্ঠিত হইলেন। শ্রীগুরুদেব নারায়ণ শিলার পূজা করিতেন এবং বাণলিঙ্গ ও গোপালজীর পূজা মা করিতেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



এই সময় মায়ের একমাত্র ভ্রাতা আশুতোষ ভট্টাচার্য্য পড়িবার জন্য কলিকাতা আসিলেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ছেলে, নিষ্ঠাবান সচ্চরিত্র—দেশের বাড়ীতেও গৃহদেবতার পূজা করিতেন। এখানে আসিয়াও শালগ্রাম পূজার ভার প্রাপ্ত হইলেন। তিনি খুব নিষ্ঠার সহিত পূজা করিতেন।

অন্নদাসুন্দরীর অন্নছত্রের অবারিত দ্বার—লোকসমাগম বাড়িয়াই চলিয়াছে। রামধন মিত্র লেনের বাড়ীতে আর স্থান সঙ্কুলান হয় না। কাজেই নূতন বাড়ীর প্রয়োজন হইল। অবশেষে বাগবাজার বোসপাড়া লেনে, একটি বেশ বড় বাড়ী পাওয়া গেল। সকলেরই বাড়ীটি পছন্দ হইল। যথাসময়ে সকলকেই লইয়া শ্রীগুরুদেব এই বাড়ীতে উঠিয়া আসিলেন। বাড়ীতে বহুলোক—কিন্তু সর্ব্বত্রই সুশৃঙ্খলা—কোন গোলমাল হট্টগোল নাই। মায়ের প্রত্যেকটি কাজ যেমন পরিপাটি ছিল, তেমনি সবদিককার সব রকম ব্যবস্থাও ত্রুটি বিচ্যুতিহীন সুশৃঙ্খল ছিল। কাহারও কোন অসুবিধা ছিল না। প্রত্যেকের সুখ সুবিধার প্রতি তিনি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন। লোক-সংখ্যা বাড়িয়া ৩০।৩৫ জন হইল—তাছাড়া নিত্য অতিথি অভ্যাগতের আসা যাওয়া ত ছিলই। মা'র শরীরও ভাল নয়। বাড়ীতে অন্য স্ত্রীলোক ছিল না। বোধ হয় ১৩০৮ সালে শ্রীগুরুদেব দেশের বাড়ী হইতে আমার মাকে আনাইলেন গুরুমাকে সংসারের কাজে সাহায্য করিবার জন্য। মা আসিয়া, শ্রীমায়ের সেবা এবং তাঁহার আদেশ মত অন্যান্য কাজের ভার লইলেন। আমার পিতা এখানে থাকিতেন না। অন্য বাড়ীতে ছিলেন, ঠাকুরমাকে সঙ্গে লইয়া। মাঝে মাঝে মা ঐ বাড়ী যাইতেন কিন্তু শ্রীমায়ের কষ্ট হইবে বলিয়া বেশীদিন থাকিতেন না।

বাড়ীতে গোসেবা ছিল। ঘরে প্রচুর দুধ হইত। দই পাতিয়া তাহা মন্থন করিয়া মাখন তোলা হইত। আমি তখন ছোট্ট, বসিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



বসিয়া দধিমন্থন এবং মাখন তোলা দেখিতাম এবং আমিও ঐরূপ করিব বলিয়া বায়না ধরিতাম। মা বলিতেন—"বড় হ',—তখন করবি।" সাধুসমাগমও হইত। শ্রীগুরুদেব ও শ্রীগুরুমা একান্ত শ্রদ্ধাভরে—সকল প্রাণ মন ঢালিয়া দিয়া তাঁহাদের সেবা করিতেন। একবার এক সন্ন্যাসিনী আসিয়া কিছুদিন ছিলেন। তাঁহারও সেবা-যত্নের ত্রুটি ছিল না। তবে তিনি যখন আধ্যাত্মিক বিষয়ে নানারকম উপদেশ প্রদান করিতেন, শ্রীগুরুদেব তখন তাঁহার বিশেষ গুরুত্ব দিতেন না, তিনি ভাবিতেন,—একে ত স্ত্রীলোক, তদুপরি তেমন শিক্ষিতাও নন, কাজেই তিনি আবার অধ্যাত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে কি বলিবেন? মাতাজী তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন "বাবা! গাভীর নিকট দুধ পাইতে হইলে, বাছুর হইয়া তাহার নিকট যাইতে হয়,—তা না করিয়া যদি ছুরি কাঁচি লইয়া গিয়া গভীর বাঁট কাটিতে আরম্ভ কর,—তাহাতে দুগ্ধ বাহির হইবে না, রক্তই বাহির হইবে—গাভী শুধু যন্ত্রণাই ভোগ করিবে। অধ্যাত্মতত্ত্ব বিনম্র হইয়াই শিখিতে হয়। শিক্ষার মূল হইল শ্রদ্ধা ও বিনয়।" শ্রীগুরুদেব মাতাজীর এই উপদেশের অন্তর্নিহিত সত্য উপলব্ধি করিয়া লজ্জিত হইলেন এবং বুঝিলেন, মাতাজীকে তিনি যেরূপ সাধারণ মনে করিয়াছিলেন, তিনি তদ্রূপ সাধারণ নহেন। পরবর্ত্তীকালে তাঁহার মুখে এই কাহিনীটি বহুবার শ্রবণ করিয়াছি। কাহিনীটি উল্লেখ করিয়া তিনি বলিতেন, "বাবা! মাতাজীর সেই উপদেশটি এখনো আমি ভুলিতে পারি নাই। কোন কিছু শিখিতে যাইয়া, বাছুরের ন্যায় ক্ষুধার্ত্ত হইয়া—বিনম্র হইয়া গুরুর নিকট যাইতে হইবে, তবেই তাঁহার মুখ হইতে তত্ত্বস্বরূপ অমৃতধারা নির্গত হইবে; তোমাদের বলিতেছি মাথা উঁচু করিয়া, ঔদ্ধত্যের দ্বারা কিছু লাভ করা যায় না। জিজ্ঞাসু হইতে হইলে বিনয়ী হইতে হইবে।"

একবার এই বাড়ীতেই শ্রীশ্রীকাঠিয়া বাবাজী মহারাজ আসিয়া-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



ছিলেন। বোধ হয় তাহা ১৩১০ সালের কথা। তাঁহার আগমনে বাড়ীর আবহওয়া এমনি অধ্যাত্মভাব পূর্ণ হইয়াছিল যে, যিনিই তখন ঐ বাড়ী আসিতেন বলিতেন, এ যেন বৈকুণ্ঠধাম হইয়া গিয়াছে। অপূর্ব্ব অধ্যাত্মিকভাবের স্পর্শ বাড়ীতে ঢুকিলেই অনুভব করা যাইত,—মন-প্রাণ আনন্দে ভরিয়া যাইত। কৃপাপূর্ব্বক তিনি প্রায় এক মাস ছিলেন। শ্রীগুরুদেব, শ্রীমা ও বাড়ীর অন্যান্য সবাই সে সময় তাঁহার পূত পবিত্র সান্নিধ্যে আসিয়া এবং তাঁহার সেবা করিবার সুযোগ পাইয়া ধন্য হইয়াছিলেন।

নিত্য পূজা ভোগ আরতি হইত। দুইবেলা আরতির সময় শ্রীগুরুদেব ও শ্রীমা উপস্থিত থাকিতেনই—তাহা ছাড়া সকলকেই উপস্থিত থাকিতে হইত। আরত্রির পর শ্রীশ্রীঠাকুরজী ও গুরুজনদের প্রণাম কর তারপর সকলেই চরণামৃত ও বালভোগের প্রসাদ পাইতেন।

কাছারী ছুটির দিনে, শ্রীগুরুদেবের হাতে মাখা মাধুকরী প্রসাদ পাওয়া একটা খুবই আনন্দের ব্যাপার ছিল। ডাল-ভাত-তরকারী সবই একটা গামলাতে একসঙ্গে মাখা হইত, সে যে কি অমৃতোপম স্বাদ হইত, তাহা আর বলার নয়। মাধুকরী মাখা হইতেছে শুনিলেই,—উপরে নীচে, যে যেখানে থাকিত সবাই ঠেলাঠেলি হুড়া-হুড়ি করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইতেন। সকলের হাতেই মাধুকরী প্রসাদের একটি করিয়া গোলা দেওয়া হইত—সবাই পরমানন্দে সেই প্রসাদ পাইতেন। আজও যেন সেই প্রসাদের স্বাদ মুখে লাগিয়া আছে। তাহার অপূর্ব্বত্তা এমনি ছিল যে তাহা ভুলিতে পারি নাই। বাড়ীর লোকসংখ্যা তখন প্রায় ৫০।৫৫ জন। সবাই সেই মাধুকরী প্রসাদ পাইবার জন্য উৎসুক হইয়া থাকিতেন।

একবারের কথা। সেবারই শ্রীবৃন্দাবনে মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়। শ্রীবৃন্দাবনে উৎসবে যাওয়ার জন্য প্রায় আড়াইশ' স্ত্রী-পুরুষ আসিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



বাসায় জড় হইয়াছেন। মাও মাসীমারা আবদার ধরিলেন, একদিন সকলকে মাধুকরী প্রসাদ দিতে হইবে। শ্রীগুরুদেব ও শ্রীমা'র সকলের আনন্দেই আনন্দ, সকলের সেবাতেই আনন্দ। তাই সকলের জন্য মাধুকরী প্রসাদের ব্যবস্থা হইতে লাগিল। খুব বড় হাঁড়িতে, ডাল ভাত এবং বড় কড়াতে নানারকম উপাদেয় ব্যঞ্জন রান্না হইল। শ্রীশ্রীঠাকুরজীকে ভোগ দেওয়ার পর বড় বড় পরাতে সেগুলি মাখা হইল,—১০।১২ জনকে সাহায্য করিতে হইয়াছিল,—তাহারা গোলা পাকাইয়া শ্রীমা ও শ্রীগুরুদেবের হাতে দিতেছেন, মা-ও শ্রীগুরুদেব একে একে সবাইকে দিয়া যাইতেছেন,—সে কি আনন্দ! সেইরূপ নির্ম্মল আনন্দ আর আজকাল দেখিতে পাওয়া যায় না। মানুষ আর কিছুতেই আনন্দ পায় না। নিঃস্ব হইয়া কেবল হা-হুতাশই তাহার অদৃষ্টের লিখন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জীবনযাত্রা যেন দুর্ব্বহ—আশা-আনন্দবিহীন এক গতানুগতিক ধারা! এমনিভাবে সবাই একসঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে চান না—সবাই স্ব স্ব প্রধান—নিজেকে লইয়াই নিজে থাকিতে চান সবাই। আত্মকেন্দ্রিক-স্বার্থপরতার দ্বারা সুখী হইবেন ভাবেন, কিন্তু তাহাতে তো সুখী হওয়া যায় না। শ্রুতি বলিয়াছেন—"নাল্পে সুখমস্তি। ভূমৈব সুখম্।"—অল্পে সুখ নাই ভূমাতেই সুখ। সেই ভূমার কল্পনা আমরা ভুলিয়াছি,—সঙ্গে সঙ্গে সুখও হারাইয়াছি। কবির ভাষায়ঃ—

আমরা অল্প লইয়া থাকি তাই যাহা যায়, তাহা যায়।
কণাটুকু যদি হারায়, তাই লইয়া করি হায় হায়॥

তাই আমাদের জীবন সুখ-শান্তিবিহীন দিনগত পাপক্ষয় অবস্থা।

সকালে ছাতু চিঁড়া ঘোল দিয়া মাখিয়া জল খাবার দেওয়া হইত। বাড়ীর সবাই কাজের লোক—কেহই বসিয়া থাকে না। কেহ স্কুলে, কেহ কলেজে, কেহ অফিসে যায়—কাজেই ৯টার মধ্যেই রান্না শেষ করিয়া ভোগ লাগান হয়। তারপর একে একে খাওয়া চলিতে থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



আমিই তখন বাড়ীর সকলের ছোট একমাত্র বালিকা। আমি বৈকালে পেট ভরিয়া খাইতাম তারপর রাত্রে শুধু দুধ খাইয়া ঘুমাইয়া পড়িতাম। সকালে ঘুম ভাঙ্গিলেই আমার ক্ষুধা পাইত, হাত মুখ ধুইয়াই খাইতে চাহিতাম। শ্রীমা বলিতেন—"মেয়ের কাণ্ড দেখ, সকাল না হইতেই খিদা, এখন সন্ধ্যাহ্নিকের সময়, বামুনের মেয়ের এত খিদা কি?" যাহা হউক গরম গরম ভাত—আলু ভাতে আর ঘি, উত্তম ব্যবস্থা; কিন্তু আমার তাহা পছন্দ হইত না। সকালে রুটি পরটা চিড়া মুড়ি যা হয় খাইব ভাত খাইব না। শ্রীমা আমাকে আদর করিয়া অনেক বুঝাইয়া নানারকম প্রলোভন দেখাইয়া খাওয়াইতেন। শ্রীমা বলিতেন,—ঐসব খাইলে লিভার খারাপ হয়। কিন্তু সে কথা কে শোনে। অন্য একদিন সকালে ভাত খাইব না বলাতে শ্রীমা আর সেদিন আমাকে বুঝাইয়া সুঝাইয়া খাওয়াইলেন না. বলিলেন,—"বেশ না খাও, না খাইবে। অন্যকিছু দেওয়া হইবে না;" আমারও জিদ—ভাত কিছুতেই খাইব না, অন্য কিছু দিন খাইব। কিন্তু সেদিন দয়াময়ী পাষাণী হইয়াছেন—আমার কোন কথাতেই কান দিলেন না—সমস্ত দিন চলিয়া গেলে আমি ক্ষুধার যন্ত্রণায় কাঁদিতে লাগিলাম। খাইতে দিতে বলিলাম, সকালের ভাত ঢাকা ছিল,—তাই খাইতে বলিলেন। আমি বলিলাম—"এ ভাত খাইব না, দুপুরের ভাত খাইব", শ্রীমা বলিলেন, "আগে এ খাইয়া নাও,—তারপর দুপুরের ভাত খাইবে"। শেষ পর্য্যন্ত মা'র পা ছুইয়া আমাকে বলিতে হইল, 'আমি ভাত খাইব না' এমন কথা আর কখনো বলিব না। এইরূপ বলিয়া সমস্ত দিনের পর খাইতে পাইলাম। স্থূল দৃষ্টিতে ইহাকে শ্রীমা'র কঠোরতাই বলিতে হইবে কিন্তু আসলে তা নয়, আমার অন্যায় জিদকে প্রশ্রয় না দেওয়াই ছিল শ্রীমা'র উদ্দেশ্য। এতে আমারও সারাজীবনের জন্য বেশ শিক্ষা হইয়া গেল। আর কখনও এভাবে 'খাইব না' বলি নাই। এখন বুঝিতেছি, ইহার মূলে তাঁহার আমাকে সৎ শিক্ষাদানের অনন্ত করুণাই ছিল। কোনরূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



আক্রোশের ভাব ছিল না, যাহা সাধারণতঃ এইরূপ ক্ষেত্রে হইয়া থাকে।

শ্রীমা স্বভাবে ছিলেন কোমল প্রকৃতি, বকাবকি মারধোর পছন্দ করিতেন না এবং করিতেনও না। তাঁহার শাসনের মধ্যে নীরবতা ছিল, গাম্ভীর্য্য থাকিত—তাহা ফলপ্রসূ না হইয়া যাইত না। তাঁহার শাসনের মূল কথা ছিল সংশোধন। কার্য্যতঃও তাহাই হইত। বরং এ বিষয়ে শ্রীগুরুদেবের ব্যবহার ছিল ঠিক শ্রীমা'র ব্যবহারের উল্টা। তিনি অন্যায়ের জন্য কঠোর শাস্তি দিতেন। তবে অন্যায় করিয়া স্বীকার করিলে সহজেই তাঁহার নিকট ক্ষমা পাওয়া যাইত। তাঁহার শাসনও স্থূল দৃষ্টিতে বড় কঠোর মনে হইত, শ্রীমাও অনেক সময় ইহাকে কঠোরতা মনে করিয়া অনুযোগ করিতেন; তখন শ্রীগুরুদেব বলিতেন,—"তুমি বুঝি মনে কর, আমি রাগের মাথায় এদের শাস্তি দেই,—না, তা নয়। এরা এখানে আছে,—চরিত্র সংশোধন না হইলে, মানুষ না হইলে এজন্য আমাদেরই দায়ী হইতে হইবে,—কর্ত্তব্যের হানি হইবে। তুমি নিশ্চয়ই জানিবে, একমাত্র এদের মঙ্গল কামনাতেই শাস্তি দিয়া থাকি। আর কার্য্যতঃও তাহাই দেখা যাইত, তাঁহার নিকট যে কেহ কোন অন্যায় কর্ম্মের জন্য শাস্তি পাইয়াছে—তাহার চরিত্র চিরদিনের মত সংশোধিত হইয়াছে। এ যেন চণ্ডীতে দেবীর যে বিরুদ্ধ স্বভাবের কথা বর্ণিত হইয়াছে, তাই:—

চিত্তে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা চ দৃষ্টা
ত্বয্যেব দেবি বরদে ভুবনত্রয়েঽপি ॥ (৪ ২৯)

—হে বরদে দেবি! হৃদয়ে যুক্তিপ্রদ অসীম কৃপা এবং যুদ্ধে মৃত্যুপ্রদ কঠোরতা ত্রিভুবনে একমাত্র আপনাতেই দৃষ্ট হইয়া থাকে।

অন্যায় করিয়া যাহারা তাঁহার নিকট কঠোর শাস্তি প্রাপ্ত হইয়াছে—পরবর্ত্তীকালে, তাহাদের অনেককেই বলিতে শোনা গিয়াছে, —তাঁহার কঠোর শাস্তি বাস্তবিকই জীবনে মহৎ কল্যাণ সাধন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



করিয়াছে—তা না হইলে, সর্ব্বনাশের কোন্ অতল গহ্বরে যে পতিত হইতাম সেকথা ভাবিতেও মনে ভয় হয়।

আমার দ্বিতীয়ভাগ পড়া হইয়া গেলেই শ্রীমা আমাকে একখানা কৃত্তিবাসী রামায়ণ কিনিয়া দেন পড়িবার জন্য এবং কিভাবে পড়িতে হইবে, তাহাও দেখাইয়া দেন। রামায়ণ পড়িতে আমার খুব ভাল লাগিত। আমি যখন তখন রামায়ণ লইয়া পড়িতে বসিতাম এবং সুর করিয়া পড়িতাম। শ্রীগুরুদেব ছুটির দিন সন্ধ্যার পর আমার পড়া জিজ্ঞাসা করিতেন,—আমি সেই সঙ্গে রামায়ণও তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইতাম। এই সময় শ্রীমার এক বোনঝি বাসায় আসেন। একদিন সন্ধ্যার সময় শ্রীগুরুদেব আমাকে পড়ার জন্য ডাকিলে—মায়ের বোনঝি খুকীদিও আমার সঙ্গে পড়িতে আসেন। আমার পড়া হইয়া গেলে,—আমি শ্রীগুরুদেবকে রামায়ণ পড়িয়া শোনাই। তখন খুকীদিকে শ্রীগুরুদেব রামায়ণ প'ড়তে বলেন,—কিন্তু তিনি ছন্দ মিলাইয়া পড়িতে পারিলেন না,—শ্রীগুরুদেব কিভাবে পড়িতে হয়, দেখাইয়া দিলেন—কিন্তু খুকীদি বার বারই ভুল করিতে লাগিলেন। শ্রীগুরুদেব তাঁহাকে মারিলেন। মা আসিয়া বলিলেন, "মেয়েটি দু' দিনের জন্য বেড়াতে এসেছে, একে আর তোমার পড়াইতে হইবে না। তুমি গঙ্গাকেই পড়াও"। শ্রীগুরুদেব বলিলেন, তুমি রাগ করিতেছ কেন? দেখ না বার বার বলিয়া দিলেও কিছুতেই পড়িতে পারিতেছে না, তুমি দেখ, মার খাইয়া এখন পড়িতে পারিবে। আশ্চর্য্যের ব্যাপার! মার খাইয়া খুকীদি কিন্তু এইবার ছন্দ মিলাইয়া পড়িতে পারিলেন। তাঁহার মারের মধ্য দিয়া শক্তি সঞ্চারিত হইত। একথা মা'র ভাই শ্রীযুত আশু মামাকেও বলিতে শুনিয়াছি।

সকালে আরতির পর সকলকে জলখাবার দেওয়ার পর শ্রীমা তরকারী কুটিতে বসিতেন। তরকারী কুটা হইয়া গেলে গঙ্গাস্নানে যাইতেন। আমি এবং আমার মা দুইজনই তাঁহার সঙ্গে যাইতাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



যদিও সে সময় মেয়েদের পায় হাঁটিয়া পথে বাহির হওয়ার প্রথা ছিল না,—তথাপি গঙ্গাস্নানের বেলা এই নিয়ম ছিল না—তখন পায় হাঁটিয়া যাওয়াটা দোষের বলিয়া গণ্য হইত না। বাগবাজার অন্নপূর্ণার ঘাটে শ্রীমা স্নান করিতে যাইতেন।

গঙ্গাস্নান সারিয়া বাড়ী আসিলে, তৎক্ষণে শ্রীশ্রীঠাকুরজীর ভোগ হইয়া যাইত এবং শ্রীগুরুদেব আহারে বসিতেন। তিনি আহারে বসিলে আমরা সকলে তাঁহার কাছে বসিতাম। শ্রীমা এবং অন্যান্যদের সঙ্গে শ্রীগুরুদেব তখন প্রয়োজনীয় কথাবার্ত্তা বলিতেন। শ্রীগুরুদেবের খাওয়া হইয়া গেলে তাঁহার ভুক্তাবশেষ ঢাকিয়া রাখা হইত। সকলের খাওয়া দাওয়া শেষ হইলে, শ্রীমা, আমার মা ও অন্য কোন স্ত্রীলোক থাকিলে তাহাকে লইয়া খাইতে বসিতেন। খাওয়া শেষ হইয়া গেলে পান খাইয়া বিশ্রাম করিতে যাইতেন। বেলা তিনটায় বিশ্রাম হইতে উঠিয়া কাপড় কাচিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরজীর বৈকালের ভোগ, ছেলেদের বৈকালের জলখাবারের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া মালা জপ করিতে বসিতেন। শ্রীগুরুদেব কোর্ট হইতে না আসা পর্য্যন্ত জপ করিতেন। শ্রীগুরুদেব কাছারী হইতে আসিলে তাঁহার পোষাক খুলিতে মা সাহায্য করিতেন,—খোলা হইয়া গেলে,—তিনি কলঘরে হাত-মুখ ধুইয়া বৈকালের জলখাবার খাইতেন। এবং কোর্ট হইতে যে সব টাকা পয়সা শ্রীগুরুদেব আনিতেন শ্রীমা তাহা গুণিয়া সিন্ধুকে তুলিয়া রাখিতেন। প্রতিদিন. প্রায় দুই থলিয়া ভর্ত্তি টাকা আনিতেন। শ্রীগুরুদেবের জল খাওয়া হইয়া গেলে শ্রীমা রাত্রের ভাঁড়ার বাহির করিয়া দিতেন। গরুর খাবার, ঘোড়ার খাবারের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া পুনরায় জপে বসিতেন। সন্ধ্যায় আরতিতে সকলে যোগ দিতেন। আরতির পর স্তব পাঠ হইয়া গেলে প্রণামাদি সারিয়া শ্রীমা পুনরায় গিয়া জপ করিতে বসিতেন। রাত্রের ভোগ হইয়া গেলে শ্রীগুরুদেব খাইতে বসিতেন। শ্রীমা দুইবেলাই তাঁহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



ভুক্তাবশেষ খাইতেন। রাত্রে সকলের খাওয়া হইয়া গেলে, চারদিককার দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া, যেখানে যেখানে তালা দেওয়ার কথা তাহা দেওয়া হইয়াছে কিনা দেখিয়া শ্রীমা শুইতে যাইতেন। এই ছিল, তাঁহার দৈনন্দিন কাজের ধারা। তাঁহার যাহা করণীয় কর্ত্তব্য প্রতিদিন তাহা ঠিক মত করিতেন। তার এক চুল এদিক ওদিক হইত না। সব কাজ নিয়মিত সময়ে একইভাবে করিতেন।

শ্রীগুরুদেবের গুরুভ্রাতা-ভগিনীগণ প্রায়ই আসিতেন ধর্ম্মপ্রসঙ্গ করিবার জন্য। শ্রীগুরুদেবের ঘরে বসিয়া সকলে সৎপ্রসঙ্গ করিতেন —সেই সময় এক বিমল আনন্দের স্রোত বহিয়া যাইত।

ছুটির দিনে গুরুদেব তাঁহার ধর্ম্মবন্ধু এবং গুরু ভাই-বোনদের প্রসাদ পাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিতেন। শ্রীমা নানারকম তরকারী কখনো বা নিজে রান্না করিতেন কখনও বা দাঁড়াইয়া থাকিয়া ঠাকুরকে দিয়া রাধাইতেন। কুমড়া বিচির বড়ার তরকারী, চাল কুমড়ার বুকের বড়া, নারিকেল ও চাউল বাটা দিয়া বড়া, কাঁচাকলার খোসার ছেঁচকী, এইরূপ কত কি রান্না হইত। সকলেই খাইয়া পরিতৃপ্ত হইতেন,— এবং এই সকলের প্রশংসা করিতেন।

শ্রীমা কোন জিনিস নষ্ট হইতে দিতেন না। সামান্য তরকারীর খোসা পর্য্যন্ত এমনভাবে রান্না করিতেন, যাহা পরম উপাদেয় খাদ্যরূপে সকলেই খুব তৃপ্তি ও আনন্দের সহিত খাইতেন। এইভাবে নিত্য নূতন কত কি রান্না হইত। অন্যেরা যাহা ফেলিয়া দেন, মা সেইসকল তরকারীর খোসা দিয়া নিত্য নূতন উপায়ে উপাদেয় তরকারী করিতেন। তাঁহার গুরুভাই-বোনেরা সে সমস্ত ভাজা বড়া তরকারী খাইয়া শতমুখে প্রশংসা করিতেন। শ্রীমা খুব ভাল রাঁধিতে পারিতেন। তাঁহার রান্না অমৃতসম সুস্বাদু হইত। এই সুস্বাদু রান্না খাইয়া অন্যের রান্না খাইতে ভাল লাগিত না। তাঁহার রান্নার বিশেষত্ব ছিল, তিনি খুব অল্প তেল ঘি মসল্লা দিয়া রান্না করিতেন, এবং তাহাতেই রান্না চমৎকার হইত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



তাঁহার রান্না তরকারী ২।৩ দিনের বাসী হইলেও নষ্ট হইত না, এ এক আশ্চর্য্য ব্যাপার ছিল। ইহা দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্য হইতেন। এমনি ছিল তাহার স্পর্শের গুণ বা বিশেষত্ব। তিনি দই পাতিলে, তাহা জমিত না। কোন জিনিসই তাহার স্পর্শে বিকৃত হইত না। দুধ বিকৃত হইয়াই ত দই হয়—কাজেই তিনি দই পাতিলে দই বসিবে কি করিয়া। তাঁহার শরীর মন এমনি নির্ম্মল ছিল,—তাহার স্পর্শে কোন কিছুই বিকৃত হইত না। তিনি দই পাতিলে জমিত না বলিয়া আমার মা-ই নিত্য দই পাতিতেন। সেই দই মন্থন করিয়া—মাখন তোলা হইত,—এবং সবাইকে ঘোল খাইতে দেওয়া হইত।

তাঁহার আরেকটি বিশেষ গুণ ছিল,—তাকে দৈববলই বলিতে হইবে। খাদ্যবস্তু পরিমাণে কম, কিন্তু বহু লোককে খাওয়াইতে হইবে,—এই পরিস্থিতিতে কেহই পরিবেশন করিতে রাজী হইতেন না, শ্রীমা আগাইয়া যাইতেন, ঐ সামান্য ভোজ্যই তিনি সকলকে সমানভাবে ভাগ করিয়া দিতেন,—সকলেই পরম পরিতৃপ্তির সহিত ভোজন করিয়া উঠিতেন,—কাহাকে আধপেটা বা না খাইয়া উঠিতে হইত না। এ এক আশ্চর্য্য ব্যাপার! তাঁহার স্পর্শে যেন সব জিনিস বাড়িয়া যাইত। তাঁহার ব্যবহারে চালচলনের মধ্যে কিন্তু কোনরূপ বাহ্য আড়ম্বর,—কোনরূপ বিশেষত্ব দৃষ্ট হইত না। সবকিছুই স্বাভাবিক এবং সাধারণ মনে হইত অথচ ফলটি ছিল অসাধারণ—অভিনব। দৈবশক্তি বা গুরুশক্তিই যে ইহার মূলে :তা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু তাঁহার আচরণ দ্বারা তিনি নিজের কোনরূপ বিশেষত্বই প্রদর্শন করিতেন না। অন্যের নিকট নিজেকে বড় করিয়া দেখাইবার যে মানুষের সাধারণ প্রবৃত্তি তাহা তাঁহার মধ্যে ছিল না। তিনি এত বড় সংসারের কর্ত্রী—এতগুলি লোকের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিতেন, কিন্তু কর্ত্রীত্ব ফলাইতেন না। মা যেমন স্বাভাবিকভাবে সন্তানের সবরকম ব্যবস্থা করে,—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



সন্তানের সেবা করে, এও তাই,—বিশেষ কিছু করিতেছেন বলিয়া তিনি মনে করিতেন না। যাহাদের জন্য করিতেন তাহারাও তাহা মনে করিত না, এ যেন মা'র কাছ হইতে সন্তানের জন্মগত দাবী পূরণ হইতেছে এই ভাব। ফলে আবালবৃদ্ধবণিতা সকলেই তাঁহাকে একান্ত আপনজন—প্রাণের মানুষ বলিয়া মনে করিত। তাঁহার স্নেহ-ভালবাসার বিস্তৃতি এবং মাতৃত্বের অনুভূতি ছিল এমনি গভীর ও উদার। যেমন রূপে তেমনি গুণে, তাঁহার তুলনা তিনিই। তাহার সম্বন্ধে বাস্তবিকই বলা চলে—

"অশেষসৌমেভ্যস্ত্বতিসুন্দরী।" (১।৮১)

—আপনি সকল সুন্দর বস্তু অপেক্ষাও সুন্দরী। তাঁহার পোষাক-পরিচ্ছদও ছিল অতি সাধারণ। যাঁর স্বামী মাসে হাজার হাজার টাকা উপার্জ্জন করিতেন,—সেই উপার্জ্জিত সমস্ত অর্থ যখন তাঁহার হাত দিয়াই খরচ হইতেছে, তখন তিনি ইচ্ছা করিলে জামায় কাপড়ে, শাড়ী গহনায় কতই না বিলাসিতা করিতে পারিতেন। তাঁহার উপর কথা বলিবারও কেহ ছিল না,—কিন্তু তাহা তিনি করিতেন না। তিনি জানিতেন শাড়ী কাপড়ে অথবা অলঙ্কার পরিয়া মানুষ সুন্দর হয় না—সুন্দর হয় গুণে, সকলের প্রতি মধুর ব্যবহারে—সমান ব্যবহারে। মনুষ্যত্বেই সৌন্দর্য্য—এই শিক্ষা পাইয়াছিলেন তিনি পিতামাতার নিকট—পাইয়াছিলেন রামায়ণ-মহাভারত পাঠ করিয়া। সাধারণ একটি লালপেড়ে কাপড় তিনি পরিতেন। অন্য কোন জামা ব্যবহার করিতেন না। ঐ একখানা মাত্র কাপড়েই তিনি সর্ব্বাঙ্গ এমনি ভাবে ঢাকিয়া রাখিতেন যে, তাহাতে বে-আব্রুর কোন প্রশ্নই উঠিত না। মাথার ঘোমটায় কপাল পর্য্যন্ত ঢাকা থাকিত। তাঁহার সলজ্জ মধুর ভাবটি বড়ই আকর্ষণীয় ছিল। তাঁহার বিবাহকালীন গহনা ছোট হইয়া গেলে সেগুলি ছোট ননদ এবং ভাগিনেয়ীদিগকে দিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার হাতে ছিল শাখা, গলায় মালা ও কানে দুইটি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



ফুল। লক্ষপতির স্ত্রী তিনি। শ্রীগুরুদেবের বার্ষিক আয় লক্ষ টাকার কম ছিল না। পরণে লালপেড়ে শাড়ী, হাতে শাখা, কপালে সিন্দুর ও তিলক—এই সাজেই তাঁহার রূপের তুলনা ছিল না—আনন্দময়ী জ্যোতির্ম্ময়ী, শোভাময়ী মা আমাদের রূপে গুণে সকলকে মুগ্ধ করিতেন।

একবার এক বড়লোকের বাড়ী বিয়ের নিমন্ত্রণ। শ্রীগুরুদেবের মুহুরী বলিলেন, "কত বড় বড় ঘরের মেয়েছেলেরা আসিবে,—তাদের গায় বহুমূল্য গহনা থাকিবে,—আর মা এই বেশে যাইবেন, তা হইতে পারে না।" শ্রীমা বলিলেন, "তাতে কি? মানুষের পরিচয় তো গহনায় নয়।" মুহুরীবাবু বলেন,—"তাতো নয় কিন্তু তবুও সমাজের একটা নিয়ম আছে ত? সমাজে থাকিতে হইলে, সেই নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়।" তিনি নানাভাবে সকলকে বুঝাইতে লাগিলেন, মা চুপ করিয়া গেলেন। তখন মুহুরীবাবু বলিলেন,— "আজ কাছারীতে যে টাকা পাওয়া যাইবে,—তাহা আমি মা'র গহনা এবং ভাল শাড়ী কিনিবার জন্য নিব।" কেহই আপত্তি করিল না। সেদিন কাছারীতে শ্রীগুরুদেব ৫০০ শত টাকা পাইলেন। হরিনারায়ণ বাবু সেই টাকা দিয়া শ্রীমা'র জন্য গহনা গড়াইলেন ও শাড়ী কিনিয়া দিলেন। শ্রীমা নিজের আগ্রহে কখনও কোন অলঙ্কার গড়ান নাই, স্বভাবতঃই যাঁহার রূপের তুলনা ছিল না, অলঙ্কার পরিয়া তাঁর রূপ আর কি বাড়িবে?

প্রতিবৎসরই শ্রীগুরুদেব পূজার ছুটিতে মাকে লইয়া শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগুরুদেবের কাছে যাইতেন। সেবার কোর্ট বন্ধ হইবার পূর্ব্বদিন, এক মক্কেল শ্রীগুরুদেবকে দুইটি সোনার বাড় দেন। প্রত্যেকটির ওজন ১৬ ভরি করিয়া ছিল। শ্রীমা শ্রীবৃন্দাবন যাওয়ার সময় তাহা সঙ্গে লইয়া গেলেন। সেখানে গিয়া তাঁহারা তাঁহাদের গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া বাড় দুইটি দিলেন। শ্রীমাকে বলিতে শুনিয়াছি "তাতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



বাবার কি আনন্দ, একেবারে শিশুর মত আনন্দে ডগমগ। ঘুরিয়া ঘুরিয়া সকলকে দেখান আর বলেন, মাইজী আমাকে দিয়াছেন। সে কি আনন্দ! এতো না হয়, মূল্যবান জিনিস সোনা, কিন্তু সামান্য জিনিস, একখানা গামছা কেহ দিলেও এইরকম আনন্দ করিয়া সকলকে দেখাইয়া বেড়াইতেন। আসলে মহাপুরুষদের নিকট ত বস্তুর মূল্য নয়—যে মন লইয়া দেওয়া হয়—তার মূল্য—ভগবান গীতায় বলিয়াছেন,—পত্র, পুষ্প, ফল, জল, যাহা কিছু দাও তা যত সামান্য হউক ভক্তির সহিত দিলে তা আমি গ্রহণ করি—"অহং প্রযতাত্মনঃ ভক্তি-উপহৃতম্ তৎ অশ্নামি ॥" এও তাই।

ছুটি ফুরাইয়া গেলে তাঁহারা যখন কলিকাতা ফিরিয়া আসিবেন, তখন তাঁহাদের শ্রীগুরুদেব ঐ সোনা শ্রীগুরুদেবের হাতে দিয়া বলিলেন "এই সোনা আমি দিতেছি, এর দ্বারা মাইজীকে বালা গড়াইয়া দিবে।" শ্রীমা বলিয়াছিলেন "এই সোনা দিয়া বালা গড়ান হইয়াছিল। তাছাড়া আর একবার শ্রীবৃন্দাবন গেলে, শ্রীগুরুদেব আমাকে নবরত্নখচিত একটি আংটী দিয়াছিলেন, সেও কোন ভক্ত তাঁহাকে দিয়াছিলেন। তাও কিছুসময় আঙ্গুলে পরিয়া আনন্দ করিয়া সকলকে দেখাইয়া বেড়াইয়াছিলেন। সবাই ভাবিয়াছিল, আংটীটা পাইয়া কত না খুশী। হইবে না? কত মূল্যবান জিনিস. কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই তা কোথায় গেছে খেয়াল নাই। জিনিসের আর কি মূল্য। সত্যিকারের ত্যাগ বৈরাগ্য আর অনাসক্তি একেই বলে।

বাড়ীতে যে সব ছেলেরা থাকিত, তাঁহাদের কোনরূপ বিলাসিতা করার উপায় ছিল না। শ্রীগুরুদেবের নিষেধ ছিল। চুল সমান করিয়া ছাটিতে হইত। স্নান করিয়া চুল আঁচড়াইবার নিয়ম ছিল বটে কিন্তু সিঁথিকাটা চলিত না। তাহাদের হৃদয়স্থ বিলাসিতার সুপ্ত বাসনা মাঝে মাঝে জাগিয়া উঠিত। শ্রীগুরুদেব বাড়ী না

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



থাকিলেই কেহ কেহ সাজগোজ করিয়া বাবু সাজিত। শ্রীমা উপর হইতে তাহা লক্ষ্য করিতেন এবং শ্রীগুরুদেবের বাড়ী ফিরিবার সময় হইয়াছে বুঝিলেই তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দিতেন। কি জানি শ্রীগুরুদেব তাহাদের এজন্য কঠোর শাস্তি দেন, তাই তাঁহার কোমল প্রাণ তাহাদের শাস্তি হইতে বাঁচাইবার জন্য সর্ব্বদা ব্যগ্র থাকিত। শ্রীমায়ের অমৃত-নির্ঝরিণী স্নেহদৃষ্টি সকলের উপরই সমভাবে বর্ষিত হইত। সকলেই মনে করিত শ্রীমা তাকেই সব চাইতে বেশী ভালবাসেন। বাড়ীর ঝি-চাকর হইতে আরম্ভ করিয়া ছাত্র, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব সকলেই শ্রীমায়ের স্নেহগৌরবে গৌরবান্বিত হইতেন। এ তো না হয় মানুষের কথা। তাদের কথা বাদ দিয়া পশুদের বেলাও দেখি,—তাহারাও মায়ের স্নেহ-ভালবাসায় নিজেদের অধিক সৌভাগ্যবান মনে করিত। বাড়ীতে যে সকল গাভী ছিল, শ্রীমা তাদের কাছে গেলে একে অন্যকে ঠেলিয়া মা'র কাছে আসিত এবং তাঁহার গা চাটিত—করুণাময়ী মায়ের করুণার কি অপূর্ব্ব বিকাশ—পশুরাও তাহা বুঝিত, অনুভব করিত। গাড়ীর ঘোড়াটিও শ্রীমাকে দেখিলে আনন্দে হ্রেষাধ্বনি করিত। সর্ব্বজীবে তাঁহার সমভাব স্নেহ ও প্রেম, গীতায় ভগবানের সেই মহতী বাণী স্মরণ করাইয়া দেয়—"যে সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ তে মাম্ এব প্রাপ্নুবন্তি"—যাঁহারা সর্ব্বত্র সমবুদ্ধি এবং সর্ব্বপ্রাণীর কল্যাণকামী—তাঁহারাই আমাকে প্রাপ্ত হন। কাজেই শ্রীমা যে সাধনার সিদ্ধিতে ভগবানকে প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য হইবার কি আছে? ভগবানকে পাইতে হইলে যে সকল গুণ থাকা দরকার এবং যাহার কথা গীতায় ১২শ অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে উল্লিখিত আছে,—সেই সকল গুণ স্বাভাবিকভাবেই মা'র মধ্যে বর্ত্তমান ছিল।



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



শ্রীমায়ের ধৈর্য্য ছিল সর্ব্বসংহা ধরিত্রীর ন্যায়—বুঝি বা তাহাকেও হার মানাইত। কখনও কখনও প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে ভূমিকম্প হইলে, পৃথিবী কম্পিত হয়, কিন্তু মা'র জীবনে সেই কম্পন প্রায় দৃষ্ট হইত না। এ সম্বন্ধে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। বাড়ীর ঝি'র নাম শশী। শশী কাজকর্ম্মে খুব পটু ছিল। তাহার কর্ম্ম যেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিল তেমনি অল্প সময়ে কাজ সম্পন্ন করিতে পারিত। কিন্তু তাহার একটা মহৎ দোষ ছিল,—তাহার রাগ। রাগ হইলে তাহার কোন কাণ্ড-জ্ঞান থাকিত না। প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধ ভুলিয়া মাকে যা নয়,—তা বলিত। চীৎকার করিয়া গালাগালি করিত! কাজেই কোন প্রভুর পক্ষেই ভৃত্যের এইরূপ অকথ্য, অশ্লীল ভাষায় সেই সব গালাগাল, এবং ঔদ্ধত্য সহ্য করা সম্ভব ছিল না। শ্রীমা কিন্তু নীরবে সব সহ্য করিয়া যাইতেন। নূতন কেহ বাড়ী আসিলে ঝি'র ব্যবহারে এবং শ্রীমা'র নীরবতায় আশ্চর্য্য হইতেন,—ভাবিতেন এও কি সম্ভব! ঝি'র অত্যাচার প্রভুর এভাবে নীরবে সহ্য করা। কিন্তু এতো কল্পনার বিষয় ছিল না—বাস্তবিকই চোখের সামনেই তাহা দেখিতে পাইত—দেখিয়া তাহাদের বিস্ময়ের সীমা পরিসীমা থাকিত না। কেহ কেহ শ্রীমাকে বলিতেন—"আপনি শশীকে কিছু বলেন না বলিয়াই তাহার এই ঔদ্ধত্য এবং সাহস দেখা দিয়াছে।" তদুত্তরে শ্রীমা বলিতেন "রাগের মুখে কিছু বলিলে কাজ হয় না,—বরং জিদ আরও বাড়িয়া যায়। আরও বেশী চীৎকার করিয়া পাড়াময় ঘুরিয়া বেড়াইবে সে কি ভাল? রাগ পড়িয়া গেলে ঠাণ্ডা হইলে শান্তভাবে বলিলে কাজ বেশী হয়—আমি ত তাই করি এবং তাতে ফলও হয়।" শ্রীমা'র কথা শুনিয়া কেহ হয়ত বলিলেন—"আপনার কথা হয়ত ঠিকই, তা না হয় বুঝিলাম, কিন্তু আমরা ভাবিয়া পাই না, আপনি এসব অকথ্য গালাগাল সহ্য করেন কি করিয়া।" মা হাসিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS


বলিতেন—"এ আর কি শক্ত কথা। ওর কথা ওর মুখে থাকে। আমার তাহাতে কি? তাহাতো আর আমার গায় খোঁচা দেয় না—তাহাতে আমার গায়ে ফোস্কাও পড়ে না, সুতরাং এ সহ্য করাতে কি আছে,—এবং তা অসম্ভবই বা কেন?" কিন্তু শ্রীগুরুদেব বাড়ী থাকিলে শশীদি ক্ষেপিলে শ্রীমা তাহাকে সামলাইতে বিশেষ চেষ্টা করিতেন, কি জানি শ্রীগুরুদেব রাগ করিয়া তাহাকে ছাড়াইয়া দেন বা কোনরূপ কঠোর শাস্তি দেন,—এই ভয়ে সামান্য ঝি'র প্রতি তাঁহার প্রাণের দরদ—মনের টান কতটা ছিল এতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। সবাই যখন বলিত—'ঝি'র কি অভাব আছে? উহাকে ছাড়াইয়া দেন না কেন? শুধু শুধু ঝামেলা পোহান!" শ্রীমা বলিতেন—"ছাড়াইয়া দেওয়া তো সহজ,—এখনই ছাড়াইয়া দিতে পারি; কিন্তু ছাড়াইয়া দিলে ও খাবে কি? তাহার ঐ স্বভাবের জন্য ত কেহ তাহাকে রাখিবে না। লোকটা কি না খাইয়া মরিবে? তাই ছাড়াইয়া দিই কি করিয়া বল?" একবার বাড়ীর লোক ক্রমাগত উত্যক্ত হইয়া মাকে বেশ করিয়া ধরিয়া বসিল শশীকে ছাড়াইয়া দিবার জন্য। সকলের কথায় মাও তাহাই করিবেন স্থির করিলেন। কিন্তু শ্রীগুরুদেব তাহা শুনিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া তাঁহার কথাই—তাঁহাকে শুনাইয়া দিলেন—"ছাড়াইয়া দিলে সে কোথায় যাইবে—খাইবে কি?" মা'র অন্তর ত ছাড়াইতে চাহিত না, সকলের জোরজবরদস্তিতেই ঐরূপ করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। শ্রীগুরুদেবের কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ ছাড়াইয়া দিবার বুদ্ধি ত্যাগ করিলেন। কোন কোন সময় শশীদি রাগে কাণ্ডজ্ঞান হারাইয়া নিজেই চলিয়া যাইত, কিন্তু কোথাও থাকিতে পারিত না। রাগ পড়িলে নিজ হইতেই চলিয়া আসিত। শ্রীগুরুদেব যখন শ্রীমাকে লইয়া সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান,—তখন শশীদির কি আর্ত্তনাদ—সঙ্গে যাওয়ার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



জন্য কি মাথা কুটাকুটি—শ্রীমা তাহাকে অনেক করিয়া বুঝাইয়া, কয়েক শত টাকা দিয়া প্রতিনিবৃত্ত করেন।

অন্যদিকে দেখিয়াছি শ্রীগুরুদেব যদি তাঁহাকে কিছু বলিতেন, তিনি কোন প্রতিবাদ করিতেন না বটে, কিন্তু নীরবে খুব কাঁদিতেন। তাঁহার কথা যেন সহ্য করিতে পারিতেন না—খুব ব্যথা পাইতেন। সেই ব্যথা অশ্রুরূপে প্রকাশ পাইত।

এইরূপ ঘটনা প্রায় ঘটিত না—ক্বচিৎ কখনো ঘটিলে, শ্রীগুরুদেবই নিজে আসিয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া সান্ত্বনা দিতেন—শান্ত করিতেন। একবারের ঘটনা মনে পড়ে। শ্রীমা তাঁহাকে বলিলেন—"সিন্ধুক ত খালি প্রায়। খরচ কি করিয়া চালাই বলত ?" তিনি যেন আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—"সে কি ? এ মাসে ত প্রচুর আয় হইয়াছে। এর মধ্যেই সব খরচ করিয়া ফেলিয়াছ ?" শ্রীমা আর কোন প্রত্যুত্তর করিলেন না, তাঁহার চোখ হইতে জল পড়িতে লাগিল। তিনি সেই স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়া খুব কাঁদিতে লাগিলেন।" শ্রীগুরুদেব যখন বুঝিতে পারিলেন,—শ্রীমা কাঁদিতেছেন, তখন তিনি তাঁহার নিকট গিয়া বলিলেন—"কাঁদিতেছ কেন বলত ? কাঁদিবার কি হইল ? টাকা নাই, যিনি দিবার তিনিই দিবেন। শ্রীশ্রীঠাকুরজী সর্ব্বদা প্রয়োজনানুরূপ দিতেছেনই—দিবেনও, কাঁদিবার কি হইল ? আমার যেন মনে হইয়াছিল, এবার খরচ অতিরিক্ত হইয়াছে,—কারণ এবার আয় অনেক বেশী হইয়াছে,—তাই বলিয়াছি,—এতে কাঁদিবার কি আছে, কাঁদিও না।" তখন শ্রীমা বলিলেন—"সংসারে কত খরচ তা কি তুমি বুঝ না ? কয়দিন যাবৎ অতিথি-অভ্যাগত বেশী করিয়া আসিতেছেন,—কাজেই খরচ ত বেশী হইবেই। আমি ত টাকা দিয়া নিজের সখের জিনিস কিছু কিনি নাই এবং নিজের জন্য জমাইয়াও রাখি নাই,—কাজেই তুমি ঐরূপ বলিবে কেন ?" তদুত্তরে শ্রীগুরুদেব বলিলেন—"আমি অতশত ভাবিয়া বলি নাই, খরচ যেন বেশী হইয়াছে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



মনে হইয়াছিল তাই বলিয়াছি। তুমি অন্যায়ভাবে খরচ করিয়াছ, তাহা বলি নাই বা ভাবিও নাই। তুমি ভুল বুঝিয়া শুধু শুধু কষ্ট পাইতেছ।” ব্যাপারটা মিটিয়া গেল।

শ্রীমা গুরুদেবের সহিত কখনও কথা কাটাকাটি বা তর্ক করিতেন না—এইরূপ করিতে আমরা কখনও দেখি নাই। তাঁহার কোন কথায় ব্যথা পাইলে নীরবে বসিয়া কিছুক্ষণ কাঁদিতেন। শ্রীগুরুদেব টের পাইলে নিজে যাইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতেন, নিজের ভুল হইলে স্বীকার করিতেন, তাঁহার ভুল হইলে বুঝাইয়া দিতেন। সংসারে যে সব অপ্রিয় ঝগড়া-ঝাটি প্রায় দেখা যায় সেরূপ ঘটনা কখনও ঘটিত না। কলি অর্থাৎ কলহ তাঁহাদের মধ্যে কখনও প্রবেশ করিতে পারে নাই।

পতিব্রতা রমণী বলিলে যাহা বুঝায়, মা বাস্তবিকই তাহাই ছিলেন। আজকালকার দিনে স্বামীর এইরূপ অনুগতা স্ত্রী কল্পনাও করা যায় না। শ্রীগুরুদেব যে শুধু তাঁহাকে ভালই বাসিতেন, তাহা নয়, তাঁহার সঙ্গে মর্য্যাদার সহিত ব্যবহার করিতেন। স্নেহ প্রীতি সেই সঙ্গে মর্য্যাদা—সে এক অপূর্ব্ব ভাব। তাহা না হইলে সত্যকারের ভালবাসা হইতে পারে না। ভালবাসা অর্থ শ্রদ্ধাপূর্ণ আকর্ষণ,—কাজেই মর্য্যাদাবোধই ভালবাসার মূলভিত্তি। যেখানে তাহা নাই,—সেখানে চোখের নেশা আর দেহের আকর্ষণ, দুদিনেই শেষ হইয়া যায়। ঘটে মনের গরমিল,—দেখা দেয় অশান্তি। আজকাল ঘরে ঘরে তাহারই দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রদ্ধাভক্তিহীন ভালবাসা ত আর ভালবাসা নয়,—তাই ভালবাসার নামে যে দেহ ও মনের বিলাস চলে,—তাহার ফলে অশান্তি না হইয়া উপায় কি?

শ্রীগুরুদেব কখনও মায়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করিতেন না—করিবার প্রয়োজনও হইত না—মা যে ছিলেন স্বামীর ইচ্ছারই প্রতিচ্ছায়া। ছোটখাটো মনোমালিন্য যে না ঘটিত তাহা নয়, কিন্তু সেটা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়। সেইরূপ কিছু ঘটিলে শ্রীগুরুদেব কৌশলপূর্ব্বক এমনভাবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



তাহা মিটাইয়া দিতেন যে—কোন পক্ষেরই এই জন্য মনে কোন ক্ষোভ থাকিত না। বরং ইহাতে যেন পরস্পর আরো বেশী করিয়া একে অন্যকে জানিবার-বুঝিবার সুযোগ পাইতেন। কাজেই যাহা প্রথমে অপ্রিয় সংঘটন বলিয়া মনে হইত অন্তিমে তাহা মধুময় ফলই প্রসব করিত। একেবারের একটি ছোট্ট ঘটনা। আমার মাতৃদেবীর মুখে যাহা শুনিয়াছি—এখানে তাহা উল্লেখ করিতেছি।

সেদিন জন্মাষ্টমী ব্রত। বাড়ীর প্রায় সকলেই উপবাস করিতেন। রাত্রি ১২টার পর পূজা ভোগ আরতি হইলে পর সকলে প্রসাদ পাইবেন। শ্রীগুরুদেবের বহু গুরুভাই-বোন, এবং ধর্ম্মবন্ধুরা আসিতেন পূজা দেখিতে, এবং সদ্‌প্রসঙ্গে আনন্দ করিতেন। গভীর রাত্রে প্রসাদ পাইয়া কেহ কেহ বাড়ী যাইতেন। কেহ বা থাকিয়া যাইতেন। যাঁহারা আসিতেন তাঁহারাও অনেকে ফল মিষ্টি লইয়া আসিতেন। জন্মাষ্টমীর বিশেষ ভোগ পাঞ্জরী,—তাহা প্রচুর তৈয়ারী হইত। আমার মা ও শ্রীমা উভয়ে মিলিয়া ফল কাটিতেছেন,—গুরুকান্তদা পূজারী। প্রচুর ফল আনা হইয়াছে,—আসিয়াছেও অনেক। শ্রীমা কিছু ফল পরদিন সকালের ভোগের জন্য একপাশে সরাইয়া রাখিয়াছেন। শ্রীগুরুদেব পূজার আয়োজন কিরূপ কি হইতেছে তাহা দেখিতে আসিয়াছেন। দেখিলেন একপাশে কিছু ফল সরান রহিয়াছে। শ্রীগুরুদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি গো কতকগুলি ফল ঐখানে সরান রহিয়াছে কেন?" শ্রীমা বলিলেন,—"প্রচুর ফল আসিয়াছে, সবটা রাত্রে লাগিবে না,—তাই কাল সকালের ভোগের জন্য কিছুটা সরাইয়া রাখিয়াছি। কাটা ফল ভাল থাকে না। সকালে যাহাদের প্রসাদ পাঠাইতে হইবে,—সকালে ভোগ দিয়া এবং আজকার প্রসাদের সঙ্গে মিশাইয়া দিলেই হইবে।" শ্রীগুরুদেব বলিলেন "আজকার ভোগের জন্যই সব আসিয়াছে—আজ ভোগে দিলেই ভাল হইত না কি?" —"কালও তো ঠাকুরজীর ভোগেই এই সব ফল দেওয়া হইবে।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



শ্রীগুরুদেব আর কিছু বলিলেন না, চলিয়া গেলেন। কিছু সময় পরে আসিয়া শ্রীমাকে বলিলেন—"অনেকক্ষণ বসিয়া আছ,—তোমার শরীর ত ভাল নয়, পূজার অনেক দেরী আছে, তুমি কিছু সময় বিশ্রাম করিয়া লও না কেন?" শ্রীমার শরীর বাস্তবিকই ভাল ছিল না, তিনি ক্লান্তও হইয়াছিলেন, কাজেই তিনি বিশ্রাম করিতে উঠিয়া গেলেন। এদিকে শ্রীমা উঠিয়া যাইতেই শ্রীগুরুদেব আমার মাকে এবং গুরুকান্তদাকে বলিলেন,—"উনি আসিবার পূর্ব্বেই ঐ ফলগুলি কুটিয়া ভোগের জন্য তৈয়ারী করিয়া দাও।" তাঁহারা আদেশ পালন করিলেন। শ্রীগুরুদেব মা'র কাছে গিয়া বলিলেন,—"গুরুকান্ত ও বৌমা তোমার সরাইয়া রাখা ফলগুলি কিন্তু ভোগের জন্য তৈয়ারী করিয়া দিয়া দিয়াছে।" শ্রীমা শুনিয়া বলিলেন,—"তুমি ত তাহাই চাহিয়াছিলে।" এ লইয়া সংঘর্ষ বাধিতে পারিত। অশান্তি এবং মনোমালিন্য সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব ছিল না—কিন্তু শ্রীগুরুদেব এমনভাবে কাজটা সম্পন্ন করিলেন,—কোন অশান্তিই সৃষ্টি হইল না।

শ্রীমা বাৎসল্য রসের প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন। শিশুদের তিনি বড় ভালবাসিতেন। কোন শিশু তাঁহার কোলে উঠিলে কিছুতেই তাহাকে তাঁহার কোল হইতে নামাইয়া আনা যাইত না। শ্রীমায়ের এই বাৎসল্য রস সকলের প্রতিই সমভাবে বর্ষিত হইত।

আমার যখন আট বৎসর বয়স, তখন আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার জন্ম হয়। শ্রীমা-ই তাহার লালন-পালনের ভার গ্রহণ করিলেন। সেই শিশু যে শ্রীমার স্নেহ ভালবাসার কি বুঝিত জানি না—কিন্তু তাহাকে শ্রীমার কোল হইতে আনা যাইত না, কাঁদিয়া অস্থির হইত। এমন কি দুধ খাওয়াইবার জন্যও তাহাকে মা সহজে আনিতে পারিতেন না। শ্রীমার কোলে রাখিয়াই মা অনেক সময় তাহাকে দুধ খাওয়াইতেন। আরও একটু বড় হইলে, যখন কথা বলিতে শিখিল তখন শ্রীমাকেই সে মা বলিয়া ডাকিত এবং মাকে গঙ্গার মা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



বলিত। আমার নাম গঙ্গা,—তাই কেহ কেহ এবং শ্রীমা আমার মাকে গঙ্গার মা বলিয়া ডাকিতেন, সেও তাহাই ডাকিত। শ্রীমা আদর করিয়া তাহার নাম রাখিয়াছিলেন রাখাল। শ্রীমার শিক্ষায় সে যেমন হইয়াছিল শান্ত শিষ্ট, তেমনি হইয়াছিল ভগবদ্ ভক্তিপরায়ণ। বাড়ীতে যেই আসিতেন তিনিই রাখালের সুন্দর স্বভাব ও মধুর আচরণে বিস্মিত হইতেন। শত মুখে তাহার প্রশংসা করিতেন।

শ্রীমা যখন সংসার ছাড়িয়া চলিয়া যান তখন রাখালের বয়স মাত্র সাড়ে তিন বৎসর। বিদায়-বেলা তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া রাখালের কি কান্না। একরকম জোর করিয়াই তাহাকে মা'র কোলে দিয়া তিনি সংসারের নিকট বিদায় গ্রহণ করেন। শ্রীমা সবকিছু করিতেন। সকলের সবরকম প্রয়োজন মিটাইতে তিনি ছিলেন দশভুজা,—কিন্তু অন্তরের দিক দিয়া তিনি ছিলেন নির্লিপ্ত—"পদ্মপত্রমিবাম্ভসা।" তিনি চলিয়া গেলে রাখালকে শান্ত করিতে বহুদিন লাগিয়াছিল,—এমনি ছিল তাঁহার আকর্ষণী শক্তি।

স্বল্পভাষিণী গুরুমা সর্ব্বদা লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিতেই ভালবাসিতেন। সকলের চোখের সামনে নিজেকে তুলিয়া ধরিবার প্রবৃত্তি তাঁহার ছিল না। তাই তিনি যে কতটা অনন্যসাধারণ এবং অধ্যাত্মধনে ধনবতী ছিলেন, তাহা জানিবার এবং বুঝিবার উপায় ছিল না। সাধারণ হইতেও সাধারণ ছিল তাঁহার খাওয়া পরা, চলা ফিরা তাই স্থূলদৃষ্টি সাধারণ মানুষ তাঁহার অধ্যাত্ম সম্পদের কোন খবরই পাইত না। তাহারা তাঁহার প্রাণের পরিচয়—স্নেহের পরিচয়ই পাইত ; তাঁহাকে দয়াবতী মাতৃমূর্ত্তি বলিয়াই জানিত, তাহাতেই তাহারা মুগ্ধ হইত—তৃপ্ত থাকিত। এর বেশী জানিবার বুঝিবার কোন আকাঙ্ক্ষা তাহাদের মনে জাগিত না। এমনি ছিল স্নেহ-দয়া-ভালবাসার পূর্ণ বিকাশ তাঁহাতে। যার ফলে তাঁহার সংস্পর্শে আসিলে সবাই নিজেকে আপনা হইতেই পরিপূর্ণ মনে করিত, খুঁজিয়া পাতিয়া, বুদ্ধি-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



বিচার দ্বারা মা'র বৈশিষ্ট্য বাহির করিবার প্রয়োজন হইত না। তাই এসকলের মূলে যে অনন্যসাধারণ অধ্যাত্মশক্তি অন্তর্নিহিত ছিল তাহা দেখিবার অবকাশ বা প্রয়োজন কাহারও হইত না। শক্তি স্বতঃই প্রকাশমান,—তাহাকে গোপন করিতে হইলে মহাশক্তির প্রয়োজন হয়। শ্রীমা ছিলেন সেই মহাশক্তিধারিণী।

ভক্তের লক্ষণ গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন :—

অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥ (১২।১৬)

শ্রীমা যেন ছিলেন এই বাণীরই মূর্ত্তরূপ। কোন বিষয়ে শ্রীমা পরমুখাপেক্ষী ছিলেন না। ছোট-বড়, কঠিন-সহজ—সর্ব্বদা সব কাজের জন্যই মা প্রস্তুত থাকিতেন। কাজের ছোট বড় তাঁহার কাছে ছিল না। কর্ম্ম যখন ভগবৎ প্রীত্যর্থে করা হয়—কর্ম্ম যখন যজ্ঞস্বরূপ, তখন আর কর্ম্মের ছোট বড় কি আছে? তাই দেখি, বাসন মাজিবার লোক অসুস্থ—মা বাসন মাজিতে বসিয়া গিয়াছেন। গোয়ালের লোক নাই, মা নিজেই গোয়ালঘর পরিষ্কার করিতেছেন। গরুর জন্য খড় কাটিতেছেন—গরুকে সময়মত খাইতে দিতেছেন। অন্যকে ফরমাইস করা তাঁহার স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। সম্মুখে কোন কাজ উপস্থিত হইলে অন্যে করিবে এই ভরসায় তিনি বসিয়া থাকিতেন না—তৎক্ষণাৎ কাজটিতে হাত লাগাইতেন,—দেখিতে দেখিতে কাজটি সুসম্পন্ন হইয়া যাইত। তিনি নিজে যেমন ছিলেন শুচিশুভ্র পবিত্রতার মূর্ত্তরূপ—তাঁহার প্রত্যেকটি কাজও ছিল তদ্রূপ। যে কোন কাজ তিনি করিতেন,—বাসন মাজাই বল আর গোয়ালঘর পরিষ্কার করাই বল—মনে হইত তিনি যেন পূজা করিতে বসিয়াছেন—পূজাই করিতেছেন। প্রত্যেক কর্ম্মকে এইভাবে পূজায় পরিণত করা—অপূর্ব্ব কর্ম্মসিদ্ধি বলা যাইতে পারে। কর্ম্ম বন্ধনের কারণ—ইহাই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু কর্ম্ম যদি হয় পূজার অঙ্গ—যজ্ঞস্বরূপ তবে তাহাই হয় মুক্তির হেতুভূত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



কাজেই উদ্দেশ্য এবং কিভাবে কর্ম্মটি কৃত হইতেছে তাহার উপরই নির্ভর করে কর্ম্মের ছোট বড় ভাল মন্দ বিচার।

সংসার তিনি করিয়াছেন, কিন্তু সংসারী তিনি ছিলেন না। তিনি ছিলেন ঠাকুরজীর সংসারে দাসী মাত্র—তাই সকলের সেবাই তিনি শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম মনে করিতেন। সংসারের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন— সেবার জন্য দাস-দাসী, রান্নার জন্য পাচক, গাড়ী-ঘোড়া— স্বামীর মান, যশ প্রতিষ্ঠা কোন কিছুরই অভাব নাই। প্রতি মাসে সহস্র সহস্র টাকা নিজহাতে খরচ করিতেছেন—যাহার যাহা প্রয়োজন ব্যবস্থা করিতেছেন, কিন্তু আশ্চর্য্য ব্যাপার, সবকিছু করিয়াও যেন কিছুই করিতেছেন না, এমনি অনাসক্ত নিস্পৃহ তিনি। কর্ত্রী তিনি; কারণ যে কাজ করে সেই কর্ত্তা—কিন্তু কর্ত্তৃত্ববোধ তাঁহার নাই—কাজেই কর্ত্রীত্বের জ্বালা ও দুঃখভোগ তাঁহাকে করিতে হয় না। কর্ম্ম হয় দুঃখের কারণ যদি থাকে কর্ম্মে আসক্তি—কর্ম্মে কর্ত্তৃত্ববোধ। কিন্তু শ্রীমা'র তাহা ছিল না তিনি যেমন ছিলেন সর্ব্ববিষয়ে নির্লিপ্ত, তেমনি ছিলেন নিষ্কাম কর্ম্মের আদর্শ। তাই তাঁহার সেবায় থাকিত না কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব। সবাই বোধ করিত মা যেন তাহাকেই সব চাইতে বেশী ভালবাসেন—এবং তাঁহার সেবাতেই বোধ করিত মাতৃত্বের পূর্ণ বিকাশ—স্বীয় গর্ভধারিণীর সেবা এই সেবার নিকট অতি তুচ্ছ।

সবরকম দুঃখের মূলে অভিমান। এই অভিমানের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া একরকম অসম্ভব বলিলেও চলে। বিশেষতঃ যারা ধনী, যাদের আছে লোকবল, আছে সমাজে উচ্চস্থান—মান যশ প্রতিষ্ঠা যাদের সহজপ্রাপ্য—আপনা হইতেই লাভ হইয়া থাকে,—তাঁদের পক্ষে অভিমানী হওয়া তো স্বাভাবিকই, কিন্তু সেই স্বাভাবিকত্বও মার নিকট স্বাভাবিক ছিল না। এই স্বাভাবিকত্বের ব্যতিক্রম ছিলেন মা,—তাই সাংসারিক কোন ঘাত-প্রতিঘাতেই তিনি আহত হইতেন না—বিচলিত হইতেন না। গীতার ভাষায় বলা যায়, তিনি ছিলেন "গতব্যথঃ"।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



কর্ম্মসম্বন্ধেও "সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী।" তাঁকে বলা চলে। কর্ম্মের ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ এবং কর্ম্মে আসক্তিবিহীন হওয়াই "সর্ব্বারম্ভাপরিত্যাগ"। মা'র কর্ম্ম সম্বন্ধে মনোভাব এইরূপই ছিল,—তাই মা'কে "সর্ব্বারম্ভ-পরিত্যাগী"—এই বিশেষণে অবশ্যই বিশেষিত করা চলে। সংসার-সমুদ্রে দুঃখের কালবৈশাখীর ঝড়ে সকলেরই জীবন-তরী সর্ব্বদাই টলটলায়মান, কিন্তু তিনি তাঁহার জীবন-তরণীর হালে বসাইয়াছিলেন—তাঁর শ্রীগুরুদেব তথা ভগবানকে, কাজেই তাঁর জীবন-তরণী বানচাল হইবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সংসার-সমুদ্রের বড় বড় তরঙ্গমালার উপর দিয়া তাঁহার জীবন-তরণী অনায়াস গতিতে বহিয়া যাইত। জীবনের চলার পথ যে এত সহজ,—এত মধুর—এত আনন্দের তাহা দেখিয়া আশ্চর্য্যবোধ হইত। হাঁ জীবন ত তাই। স্বরূপতঃ ত আনন্দই তাঁর স্বাভাবিক অবস্থা, কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন—"আনন্দাদ্ধেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে,"—কাজেই আনন্দ উপাদানে যাহা সৃষ্ট, তাহাতে নিরানন্দ আসিবে কোথা হইতে?—তবুও যে আসে, সেটা তার স্বভাব নয়, স্বভাবের বিকৃতি ; স্বধর্ম্ম নয়—পরধর্ম্ম—ঔপচারিক ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে। কিন্তু মা ছিলেন স্বভাবে স্থিত—স্বধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত—তাই সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় তাঁর অক্ষোভ অবস্থা। মা'র এই অবস্থা একটু ধীরভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিলেই মনে জাগে গীতার সেই অপূর্ব্ব শ্লোক :

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎকামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ॥ (২।৭০)

—চতুর্দ্দিক হইতে সর্ব্বদা জল ভর্ত্তি হইতে থাকিলেও সমুদ্র যেমন পূর্ণ হয় না এবং স্বীয় সীমা অতিক্রম না করিয়া অচলভাবে বর্ত্তমান থাকে, তদ্রূপ বিষয় সকল সর্ব্বদা সম্মুখে উপস্থিত হইতে থাকিলেও, যাঁহার মন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No............
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.
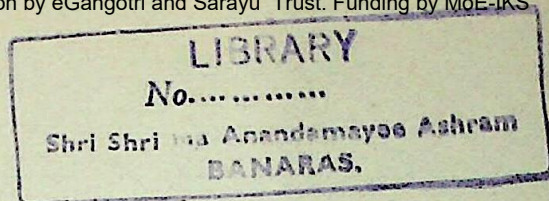
॥ চার ॥

## ব্রজ পরিক্রমা ও গুরুলীলা প্রকাশ

শ্রীমার কোন সন্তান নাই বলিয়া আত্মীয় স্বজন এবং শ্রীগুরুদেবের বন্ধুপত্নীদের অনেকেই দুঃখ করিতেন। তখন শ্রীমা বলিতেন, "আমার ত সন্তানের অভাব নাই—দেখুন না বাড়ী ভর্ত্তি ছেলে, সবাই মিলে রাত দিন 'মা' 'মা' করিতেছে। এতেই আমি তৃপ্ত। সত্যিই আমি সন্তানের অভাব বোধ করি না।" আবার কেহ যদি বলিতেন "ছেলে পিলে নাই,—ভবিষ্যতে এত বড় সংসার ভোগ করিবে কে ?" মা বলিতেন—"কেন ? এরাই ভোগ করিতেছে,—ভবিষ্যতেও এরাই ভোগ করিবে। তবে আপনাদের বন্ধুকে কেউ 'বাবা" বলে না, সবাই বাবু বলে, কাজেই তাঁহার সন্তানের দরকার হইতে পারে। আপনারা দেখিয়া শুনিয়া ভাল একটি মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিন।" তাঁহারা হাসিয়া উত্তর করিতেন—"তা হয় না দিদি!"—"কেন হয় না ? ওঁর এমন কি বয়স হইয়াছে ? কেমন সুপুরুষ! দেখিলে যুবকই মনে হয়, নূতন বৌ নিশ্চয়ই পছন্দ করিবে। আমি ঝগড়া অশান্তি করিব না মোটেই। সতীনে সতীনে ঝগড়া হয় স্বামীর বিছানা এবং সিন্ধুকের চাবি লইয়া। বিছানা ত অনেক দিনই ছাড়িয়া দিয়াছি। চাবি ছাড়িতেও কষ্ট হইবে না। নূতন গৃহিণী আসা মাত্রই তাহার হাতে খুশী মনে চাবি দিয়া নিশ্চিন্ত হইব।" শ্রীগুরুদেবকে বলিতেন—"তোমার ছেলে নাই বলিয়া এদের বড় কষ্ট; তোমার একটা বিয়ের ব্যবস্থা হইতেছে"। শ্রীগুরুদেব বলিতেন—"কাঁধ ত খালি নাই বহিব কি করিয়া ?" হাসির তরঙ্গ উঠিত।

শ্রীগুরুদেব যখন তাঁহার পিতার গয়াশ্রাদ্ধ উপলক্ষে তীর্থযাত্রায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



গমন করেন,—তখন তাঁহার শ্বশুর-শাশুড়ীও সঙ্গে গিয়াছিলেন, সে কথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তীর্থযাত্রা হইতে ফিরিয়া একদিন কথায় কথায় শ্রীগুরুদেব তাঁহার শাশুড়ী ঠাকুরাণীকে জিজ্ঞাসা করেন—"মা! তীর্থযাত্রায় আনন্দ পাইয়াছেন ত?" তখন তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"বাবা! তীর্থদর্শনে আনন্দ ত পাইয়াছি—তাহাতে কোন সন্দেহ নাই কিন্তু আমার মনে একটা দুঃখ রহিয়াছে, তা আর ঘুচিল না!"—"কি দুঃখ মা?"—"আমার অন্নর কোলে ছেলে দেখিলাম না, এই দুঃখ। এই দুঃখ আমার কিছুতেই যাওয়ার নয় বাবা।" —"কেন দুঃখ? এত ছেলের মা হইয়াছেন আপনার মেয়ে, তবুও দুঃখ ঘুচিল না। দুঃখ করিবেন না, ভবিষ্যতে ইনি আরো বহু ছেলের মা হইবেন—তাঁহার বহু সন্তান হইবে। লোকের কয়টি সন্তান হয় বলুন? তাহার হাজার হাজার সন্তান হইবে—হাজার হাজার মুখের 'মা' ডাক শুনিতে পাইবেন।" দিদিমা বলিতেন—'ওসবে আমার মন ভরে না বাবা। আমি মেয়ের কোলে রক্তমাংসের পুতুল দেখিলাম না ত!" শ্রীগুরুদেব বলিতেন,—"অন্য মেয়েদের দেখিতেছেন ত? এই মেয়ের সম্বন্ধে না হয় অন্যরকমই দেখুন।" ইহা শ্রীমা'র ভগিনীর নিকট শুনিয়াছি।

শ্রীগুরুদেবের সংসারে কোনই আসক্তি ছিল না। এত উপার্জ্জন, এত নাম-যশ-প্রতিষ্ঠা, কোন কিছুতেই তাঁহাকে সংসারে বাঁধিতে পারে নাই। কি করিয়া ভগবদ্দর্শন হইবে—তাহাই ছিল তাহার সব চিন্তার সেরা চিন্তা। সংসারের প্রতি তাঁহার কোন আকর্ষণই ছিল না। সংসার ত্যাগ করিয়া যাইবার জন্য সর্ব্বদাই ভাবিতেন। শ্রীমা তাঁহার সংসার ত্যাগের আকুল বাসনা অবগত ছিলেন, তাহাতে তিনি কখনো বাধা দিতেন না—তবে সময় সময় বলিতেন "তুমি যেখানেই যাও, আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে হইবে।" শ্রীগুরুদেবকে যখনই সংসার ত্যাগের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিতে দেখিতেন,—তখনই ঐকথা বলিতেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



যতই দিন যাইতেছে তাঁহার সংসার ত্যাগের বাসনা তীব্র হইতে তীব্রতর হইতেছে, আর যেন পারিতেছেন না। যাইতেই হইবে—সংসার অসহনীয়—বিষবৎ মনে হইতেছে। একদিন কোর্টেই বন্ধু মোহিনী বাবুকে হাতে ধরিয়া বলিলেন, "ভাই, আমি আর পারিতেছি না,—সংসার আমার নিকট অসহ্য বোধ হইতেছে। আর বাধা দিবেন না, আমি কালই সংসার ছাড়িয়া চলিয়া যাইব। আমি চলিয়া গেলে পর গাড়ী, ঘোড়া, স্থাবর, অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করিয়া বাড়ীভাড়া, চাকর-বাকরের মাইনা ইত্যাদি মিটাইয়া দিয়া বাকী টাকা দিয়া ওকে দেশে পাঠাইয়া দিবেন।" তাঁহার এই ব্যাকুলতা ও আর্ত্তি দেখিয়া মোহিনীবাবু কিছুই বলিতে পারিলেন না—নীরব রহিলেন।

শ্রীগুরুদেব কোর্ট হইতে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার কথাবার্ত্তা ও হাবভাব দেখিয়া গুরুমা'র মনে কিরূপ যেন সন্দেহ হইল। মা মোহিনী বাবুকে ডাকাইলেন। মোহিনী বাবুকে শ্রীগুরুদেবের সম্মুখেই মা জিজ্ঞাসা করিলেন—"ইনি কি আবার গৃহত্যাগের মতলব করিয়াছেন না কি? আমার কিরূপ সন্দেহ হইতেছে। ব্যাপার কি বলুন ত!" উত্তরে মোহিনীবাবু কিছু বলিলেন না—নীরব রহিলেন। শ্রীমা'র আর কিছুই বুঝিতে বাকী রহিল না। তিনি আবার বলিতে লাগিলেন—"বেশ ত, সংসার ছাড়িয়া যাইবেন ত যান, আমি তাতে বাধা দিব না,—আপত্তিও করিতেছি না, তবে আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে হইবে।" এই বলিয়া অতি কাতরভাবে রোদন করিতে লাগিলেন। তখন মোহিনী বাবু শ্রীগুরুদেবকে অনেক করিয়া বুঝাইয়া শান্ত করিলেন, তিনিও আপাততঃ প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। এই ঘটনা শ্রীমার মুখেই শুনিয়াছিলাম।

শ্রীযুত মোহিনীমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও হাইকোর্টে ওকালতি করিতেন। ইতি শ্রীগুরুদেবের বন্ধু ছিলেন,—উভয়ের মধ্যে গাঢ় প্রণয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



ছিল। উভয়ই ধর্ম্মবন্ধু—কাজেই গুরুদেব তাঁহার কাছে প্রাণের কথা খুলিয়া বলিতেন এবং জানিতেন, ধর্ম্মবিষয়ে মোহিনীবাবু তাঁহার সহায়ক হইবেন। তাই যতবার তিনি সংসার ছাড়িয়া বাহির হইয়া যাইবেন স্থির করিয়াছেন, ততবারই শ্রীমা'র যথাযথ ব্যবস্থাদি করার ভার মোহিনীবাবুর উপরই দিতে চাহিয়াছেন।

তখন শ্রীগুরুদেব সীতারাম ঘোষের বাড়ীতে আছেন। মোহিনীবাবু তাঁহার স্ত্রীকে কলিকাতায় লইয়া আসিলেন। শ্রীগুরু-দেবের বাড়ীর কাছেই বাড়ী ভাড়া করিয়া তিনি স্ত্রীকে লইয়া বাস করিতে লাগিলেন। শ্রীযুত মোহিনীবাবুর স্ত্রীর অল্প বয়স,—দুইটি সন্তান হইয়াছে। মোহিনীবাবু কোর্টে চলিয়া গেলে, বেচারী একা খালি বাসায় থাকিতে ভয় পাইতেন। শ্রীমা ব্যবস্থা করিলেন, মোহিনীবাবু কোর্টে যাইবার সময় স্ত্রীকে শ্রীমা'র কাছে রাখিয়া যাইবেন, এবং মোহিনী-বাবু কোর্ট হইতে ফিরিবার কিছুসময় পূর্ব্বে শ্রীমা তাঁকে বাসায় পাঠাইয়া দিবেন। এইরূপ ব্যবস্থা হওয়াতে মোহিনীবাবুর স্ত্রী খুবই আনন্দিত হইলেন। শ্রীমা'কে, তিনি নিজের মা অথবা বড় বোনের মতন মনে করিতেন। মা'র এমনি ছিল বন্ধু-বাৎসল্য। যখন যাহার সামান্য অসুবিধা ঘটিয়াছে দেখিয়াছেন,—তখন তাহা দূর করিবার জন্য হাত বাড়াইয়া আগাইয়া গিয়াছেন, সাহায্যদানে প্রার্থনার অপেক্ষা নাই—আপনা হইতেই গিয়াছেন। তাই শ্রীগুরুদেবের বন্ধুরা শ্রীমা'কে শ্রদ্ধা করিতেন, প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন,—জানিতেন, প্রয়োজনের সময় তাঁহার নিকট পিতার সাহায্য, মা'য়ের সেবা না চাহিয়াই পাওয়া যাইবে। মা'য়ের পরকে আপন করিয়া লইবার এবং পরের সুখ দুঃখের সমভাগী হইবার প্রবৃত্তি দেখিয়া গীতার শ্রেষ্ঠ যোগীর লক্ষণের কথা আপনা হইতেই মনে জাগে :

আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুনঃ।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমোমতঃ॥ (৬৷৩২)

৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে অর্জ্জুন ! যিনি সমস্ত ভূতবর্গের সুখদুঃখকে নিজের সুখ দুঃখ বলিয়া অনুভব করেন, আমার মতে তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগী।” এই ভগবদবাক্যের মূর্ত্তরূপ ছিলেন শ্রীমা। সংসারে এইরূপ সুখদুঃখের সমভাগী প্রায় পাওয়াই যায় না—পাওয়া গেলেও কোটিতে গুটিই মিলে।

প্রতি বৎসরই পূজার ছুটিতে শ্রীগুরুদেব শ্রীমা'কে লইয়া তাঁহাদের শ্রীগুরুদেবকে দর্শন করিবার জন্য শ্রীবৃন্দাবন যাইতেন। তাঁহার ধর্ম্মবন্ধুদের মধ্যে কেহ না কেহ সঙ্গে যাইতেন। বৃন্দাবন হইতে ফিরিবার পথে শ্রীগুরুদেব কাশীতে নামিতেন, তাঁহার দিদিমাকে দেখিবার জন্য। সেইবার দিদিমার অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া বৃন্দাবন যাওয়ার পথেই কাশীতে নামিলেন। সঙ্গে আছেন দুইজন ধর্ম্মবন্ধু, শ্রীযুত মোহিনীমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় ও শ্রীযুত কামাখ্যাচরণ নাগ মহাশয়।

পরিব্রাজকাচার্য্য কৃষ্ণানন্দ স্বামীজির কাশীর হাউসকাটরা নামক মহল্লায় একটি বেদবিদ্যালয় ছিল, কিন্তু নানা কারণে তাঁহার সেই বিদ্যালয় উঠিয়া যায়। শ্রীগুরুদেব যখন মোহিনীবাবু ও কামাখ্যাবাবুকে লইয়া কাশীতে উপস্থিত হন, তখন বেদ-বিদ্যালয়ের ঐ বাড়ীটি বিক্রয়ের কথাবার্ত্তা চলিতেছিল। মোহিনীবাবু জানিতেন শ্রীগুরুদেব একদিন না একদিন সংসার ত্যাগ করিবেনই। যাওয়ার সময় তিনি যেমন নিষ্কিঞ্চন হইয়া যাইবেন, ঠিক তেমনি মাকেও আর্থিক বিষয়ে নিঃস্ব রাখিয়াই যাইবেন, কারণ তিনি কিছুই সঞ্চয় করেন না। যদিও তখন তাঁহার মাসিক আয় সহস্র সহস্র মুদ্রা। কাজেই মা'র সংসারিক জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভাবিয়া মোহিনীবাবু খুবই চিন্তান্বিত ছিলেন। কি করিয়া তার একটা ব্যবস্থা হইতে পারে সে সম্বন্ধে তাঁহার মনে একটা ভাবনা ছিল। বেদ-বিদ্যালয়ের বাড়ীটি বিক্রি হইতেছে জানিয়া তাঁহার মনে হইল, ঐ বাড়ীটি যদি মা'র নামে ক্রয় করা যায়,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



তবে মা'র ভবিষ্যতের একটি সংস্থান হইতে পারে। এ-বিষয়ে কামাখ্যাবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করিলে তিনিও মোহিনীবাবুকে সমর্থন করিলেন। উভয়ে শ্রীগুরুদেবের নিকট মা'র নামে বাড়ী ক্রয় করার প্রস্তাব করিলেন, কিন্তু তিনি তাহাতে রাজী নন। তাঁহারাও ছাড়েন না, অবশেষে এককরম জোর করিয়াই তাঁহারা মা'র নামে বাড়ীটি ক্রয় করিলেন। বাড়ীটি অত্যন্ত পুরাতন—কাজেই সংস্কারের প্রয়োজন। শ্রীগুরুদেব একজন কন্ট্রাকটার ঠিক করিয়া শ্রীবৃন্দাবন গেলেন। বাড়ীতে রাখিয়া গেলেন, দিদিমা ও মামীমাকে। তাঁহারা এতদিন ভাড়াটিয়া বাড়ীতে ছিলেন। শ্রীগুরুদেবই তাঁহাদের বাড়ী-ভাড়া ও ভরণ-পোষণের সমস্ত রকম ব্যয়ভার বহন করিতেন। বাড়ীটি ছিল বড় রাস্তার উপর। বিশ্বনাথ, দশাশ্বমেধ ঘাট, বাজার, পোষ্ট অফিস সবই নিকটে ছিল। কাজেই সবদিক দিয়া বাড়ীটি বসবাসের পক্ষে খুব সুবিধাজনক ছিল।

বাড়ী ক্রয় করার পর যখন তাঁহারা শ্রীবৃন্দাবন গিয়া বাড়ী ক্রয়ের কথা তাঁহাদের গুরুদেবকে বলেন, তখন তিনি বলিলেন, "বেশ হইয়াছে, কাশীবাস করিবে। তবে মা'ই কাশীতে তোমার মৃত্যু হইবে না, মণিকর্ণিকায় তোমার দেহ যাইবে না—শেষকৃত্য হইবে না। কিন্তু সেজন্য ভাবিবার কিছু নাই,—যে-স্থানে মৃত্যু হইবে, সেইস্থানই তোমার পক্ষে কাশী হইবে,—দেহান্তে তুমি সাযুজ্য মুক্তি লাভ করিবে।" শ্রীমা বলিলেন "বাবা! আমি কাশীবাস করিব কেন? আমি ত সংসার ছাড়িয়া আসিয়া শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিব। আপিনও ত বলিয়াছিলেন, নূতন আশ্রমে আমার জন্য ঘর করাইবেন।" তাঁহার শ্রীগুরুদেব হাসিয়া বলিলেন, "হ্যা, সে তো করিবই। বৃন্দাবনবাস ও কাশীবাস দুই তোমার হইবে।" শ্রীমা যখনই তাঁহার গুরুদেবের কথা বলিতেন, তখন যেন তিনি আহ্লাদে আটখানা হইয়া যাইতেন। বার বার বলিয়াও গুরুদেব সম্বন্ধে তাঁহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



কথা ফুরাইত না। বলিতেন, "যখনই শ্রীবৃন্দাবন গিয়াছি, মনে হইত বাবা যেন আমাদের অপেক্ষায় পথ চাহিয়া বসিয়াছিলেন—কত আনন্দ, কত আদর করিতেন। তার কি তুলনা আছে? খাইতে বসিয়া ডাকিয়া কাছে বসাইতেন—নিজে খাইতে খাইতে এক এক গ্রাস আমার হাতে তুলিয়া দিয়া বলিতেন, "লে বেটি খা, দেখ্ কৈসা হৈ।" বাবার হাতে মাখা এবং বাবার দেওয়া সেই প্রসাদের যে কি অপূর্ব্ব স্বাদ—অমৃততুল্য মনে হইত, সে যে কি তা তোমাদের বলিয়া বুঝাইতে পারিব না। আমি ত রুটি খাইতে পারিতাম না; ভাল লাগিত না। কিন্তু বাবার দেওয়া ডাল রুটি আমি পেট ভরিয়া খাইতাম। আশ্চর্য্য ব্যাপার! আমার খুব ভাল লাগিত। এমন স্বাদু জিনিস কখনও খাই নাই মনে হইত। আমার কোন বিষয়ে এতটুকু অসুবিধা হয় কি না সে বিষয়ে বাবার তীক্ষ্ণ নজর থাকিত। কোথায়ও কিছু অসুবিধা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহা দূর করিয়া দিতেন। পিতামাতার কাছে গিয়া আদর যত্নে যেরূপ আনন্দে থাকিতাম, এখানে তার চাইতে চতুর্গুণ বেশী আনন্দ উপভোগ করিতাম। পিতামাতার কাছে খাওয়ার কত রকম পরিপাটি, থাকার কতরকম বিধিব্যবস্থা—কিন্তু এখানে সবই সাদাসিধে—সামান্য ডাল রুটি, তাই যেন অপূর্ব্ব—অমৃততুল্য মনে হইত। ভাত ছাড়া আমি অন্য কিছু খাইতে পছন্দ করিতাম না, কিন্তু এখানে আসিলে ভাতের কথা ভুলিয়া যাইতাম, এমনি ছিল তাঁর আদর যত্ন ভালবাসার অতুলনীয় আকর্ষণ। তিনি হাতে করিয়া যাহা দিতেন, তাহাই যেন এক নূতন রূপ লইয়া উপস্থিত হইত। আমার এতটুকু অসুবিধা হইবে ভাবিয়া যেন সবসময় উদ্বিগ্ন থাকিতেন। সে সব ত বলিয়া বুঝান যাইবে না। আবার কখনও কখনও বিপরীত আচরণও করিতেন। সে সব লীলাখেলার অর্থ কি সাধারণের বুঝিবার উপায় আছে? একবারের একটা ঘটনা বলি: ব্রজপরিক্রমায় বাহির হইব শ্রীগুরুদেবের সঙ্গে। আমি হাঁটিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



পারিতাম না বলিয়া আমার জন্য গরুর গাড়ী ভাড়া করা হইল। আমি প্রস্তুত হইয়া গাড়ীতে উঠিতে যাইব, গিয়া দেখি, বাবা গাড়ীর কাছে দাঁড়াইয়া আছেন। আমাকে দেখিয়াই বলিলেন, "বাবু কোথায় শীঘ্র তাকে ডাকিয়া লইয়া আইস।" আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ডাকিয়া আনিবার জন্য আশ্রমের ভিতরে গেলাম। উভয়ে যখন ফিরিয়া আসিলাম তখন দেখি, বাবাও নাই, গাড়ীও নাই। ব্যাপার কি ?

সেখানে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা বলিলেন, "বাবাজী মহারাজকে ত গাড়ীতে চাপিয়া চলিয়া যাইতে দেখিলাম।"

এই কথা শুনিয়া ওঁর তো আনন্দের সীমা নাই। আমারও আনন্দ হইল বটে, তবে সঙ্গে সঙ্গে মহাভাবনা উপস্থিত হইল। কারণ আমি হাঁটিতে অনভ্যস্ত, তদুপরি সেদিন সকালে বহু দেবালয়ে ঠাকুর দর্শন করিতে যাইয়া অনেকটা পথ হাঁটিয়াছিলাম। যেমন ছিলাম ক্লান্ত, তেমনি হইয়াছিল পায়ে ভীষণ ব্যথা। কাজেই আমার অবস্থা শোচনীয়। এখন কি করা যায়। যাইতে হইলে হাঁটিয়া যাওয়া ছাড়া উপায় নাই। হাঁটা আমার পক্ষে একরকম অসম্ভব বলিয়াই মনে হইল। উনি আমার অবস্থা বুঝিলেন— বলিলেন, "আস্তে আস্তে চল, রাস্তায় গাড়ী পাইলেই তোমাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিব।" যাত্রা করিলাম উভয়ে। উনি ত দ্রুতগতি, তাঁর সঙ্গে আমি চলিতে পারিব কেন ? গুরুদেবের সঙ্গলাভের আশায় তিনি আমাকে পেছনে ফেলিয়াই চলিলেন। কিছু দূর যাইয়াই আমার আর সাধ্য রহিল না চলিবার—একে পায়ে ব্যথা—তার উপর গোক্ষুরের কাঁটা পায় বিঁধিতেছিল প্রতি পদক্ষেপে। তাছাড়া রাস্তাও কঙ্করময়। পায়ের পাতা ক্ষত বিক্ষত হইতে লাগিল। উনি আগাইয়া গিয়াও আবার আমার জন্য পিছাইয়া আসেন, বলেন,—"কষ্ট করিয়া আরও একটু চল, গাড়ী পাইলেই তোমাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



তুলিয়া দিব।” পা দিয়া রক্ত পড়িতেছে, কি আর করি, অতিকষ্টে চলিতে লাগিলাম। তখনকার দিনে মেয়েদের জুতা পরার নিয়ম ছিল না। উনিও খালি পায়েই পরিক্রমা করিতেন। অবশেষে লুটেরা হনুমানজীর মন্দির পর্য্যন্ত আসিয়া বসিয়া পড়িলাম। এবং পায়ের যন্ত্রণায় কাঁদিতে লাগিলাম। উনি বলিলেন, “দেখ! আজ আমাদের কত সৌভাগ্য! বাবা ত কখনও গাড়ীতে চড়েন না। আজ গাড়ীতে চড়িয়া যাইতেছেন।” এদিকে কোন গাড়ীও পাওয়া গেল না। তখনকার দিনে গাড়ীর এত প্রাচুর্য্য ছিল না। ইচ্ছা করিলেই গাড়ী পাওয়া যাইত না। উনি আবার আমাকে আস্তে আস্তে চলিতে এবং রাস্তায় টাঙ্গা বা এক্কা পাইলে তাহাতে উঠিয়া বসিতে বলিয়া অগ্রসর হইয়া গেলেন। কি আর করিব, গায়ের চাদর ছিঁড়িয়া সেই নেকড়া দিয়া ক্ষতস্থান বাঁধিয়া ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলাম। অতিকষ্টে কিছু দূর অগ্রসর হইয়া দেখি, বাবা গাড়ীতে বসিয়া আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। উনি দ্রুত গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। ততক্ষণে আমিও বাবার কাছে গিয়া পৌঁছিয়াছি। বাবা অতি মধুর স্বরে বলিলেন, “মাই’র বড় কষ্ট হইয়াছে। মাই, তুমি গাড়ীতে উঠিয়া বস।” এই বলিয়া বাবা গাড়ী হইতে নামিতে উদ্যত হইলে, উনি বলিলেন, “বাবা! আমাদের পরম সৌভাগ্য যে আপনি গাড়ীতে চড়িয়াছেন। আপনি আপনার মাইকে লইয়া গাড়ীতেই চলুন এই আমার প্রার্থনা।” এই বলিয়া তিনি দ্রুত অগ্রসর হইয়া গেলেন। বাবাকে দর্শন করিবামাত্র আমি পায়ের যন্ত্রণা ভুলিয়া গেলাম। পা বেশ স্বাভাবিক ও সুস্থ বোধ হইতে লাগিল। যন্ত্রণা নাই, আশ্চর্য্য ব্যাপার! কি করিয়া যে এইরূপ কাণ্ড ঘটিল বলিতে পারিব না। তবে এইরূপই হইয়াছিল। মন তখন আনন্দে ভরপুর, বাবাকে প্রণাম করিলাম। প্রণাম করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



উঠিতেই বাবা বলিলেন, "মাই, তুমি গাড়ীতে উঠিয়া বস।" আমি বলিলাম "বাবা! আপনার সঙ্গে কি করিয়া সমান আসনে বসিব, এতে অপরাধ হইবে যে। আপনার দর্শনেই আমার সকল কষ্ট দূর হইয়া গিয়াছে। আমি আস্তে আস্তে চলিতে পারিব। আপনি গাড়ীতে যান বাবা!" "না মাই! কোন অপরাধ হইবে না। তুমি ত আমার মেয়ে।" বাবা এমন সস্নেহ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া করুণার্দ্র কণ্ঠে কথাগুলি বলিলেন যে, আমার মনের অপরাধজনিত ভয়, এবং সমস্ত সঙ্কোচ সঙ্গে সঙ্গে দূর হইয়া গেল এবং মন ভক্তিরসে আপ্লুত হইল। আমি বাবাকে প্রণাম করিয়া নিঃসঙ্কোচে তাঁহার কাছে গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম। "মাই! আজ তোমাকে খুবই কষ্ট দিলাম।" "না বাবা! আর ত কোন কষ্টই নাই। আপনাকে দর্শন করিবামাত্র সমস্ত কষ্ট দূর হইয়া গিয়াছে। এই কষ্ট না পাইলে ত আপনার এই অসীম করুণাও উপভোগ করিতে পারিতাম না।" আমার কথা শুনিয়া বাবা শিশুর মতন হাসিতে লাগিলেন। কি মধুর এবং সরল সে হাসি। এইভাবে মাঝে মাঝে পরীক্ষাও করিতেন তাঁহার কঠোরতা এবং কোমলতা সব কিছুর মধ্য দিয়া করুণার ধারাই অজস্র ধারে বর্ষিত হইত। সে কি বলিয়া শেষ করা যায় ?

"একবার এক পরিক্রমান্তে আমরা সকলে আশ্রমে ফিরিয়াছি। তখন বৃন্দাবনে শীত পড়িতে সুরু করিয়াছে। একদিন সন্ধ্যার পর আমার বাইরে শৌচে যাইতে হইয়াছিল। বৃন্দাবনে তখন ভিতরে শৌচের কোন ব্যবস্থা ছিল না—সকলকেই বাহিরে মাঠে-প্রান্তরে শৌচাদি ক্রিয়া সারিতে হইত। আমি বাহিরে রহিয়াছি এমন সময় প্রচণ্ড বেগের সহিত ঝড় ও সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি সুরু হইল। একে সন্ধ্যাবেলা, তার উপর এই ঝড়বৃষ্টি ; ভীত, কম্পিত হইয়া অতিদ্রুত কোন রকমে আশ্রমের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইলাম— দরজা ভিতর হইতে বন্ধ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



দরজা নাড়া দিতে শুরু করিলাম। কিন্তু যতটা জোরের সহিত নাড়া দেওয়ার দরকার ততোধিক জোরের সহিত দরজা নাড়িতে পারিলাম না। কারণ ভিতরে শ্রীগুরুদেব হয়তো ভজনে বসিয়াছেন, তাঁর ভজনে ব্যাঘাত হইতে পারে মনে করিয়া আর দরজায় নাড়া দিতে ইচ্ছা করিল না। সেই প্রচণ্ড বৃষ্টি, ঝড় মাথায় করিয়া ঠাণ্ডার মধ্যেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিলাম। শ্রীগুরুদেবের নির্দ্দেশে যেমন দরজা বন্ধ হইয়াছিল তেমনই তাঁরই নির্দ্দেশে পুনরায় দরজা খোলা হইল। আমার তখন বাক্‌শক্তি রহিত হইয়াছে শীতে জড়বৎ হইয়া গিয়াছি। আমাকে ধরিয়া ঘরে আনা হইল; আগুনের তাপ দেওয়াতে ক্রমে ক্রমে সুস্থ হইয়া উঠিলাম। পরে শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করিতে গেলে তিনি আমার অবস্থা যেন সমস্তই অবগত আছেন এমন ভাবে বলিলেন—"মাই তোমায় পরীক্ষা করিতেছিলাম—তুমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছ, তোমার সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হইবে।" শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করিয়া কিছু নিবেদন করিতে মনস্থ করিয়াছিলাম, কিন্তু শ্রীগুরু মুখসৃত আশীর্ব্বাদ শুনিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া সেই পরম স্নেহময় শ্রীগুরুর চরণে প্রণতঃ হইয়া পড়িলাম।

"পরিক্রমার বিশ্রাম স্থানে পৌঁছিলে উনি প্রথমে শ্রীশ্রীঠাকুরজী ও বাবার ছাতা লাগাইতেন; তৎপর আমাদের তাম্বু লাগাইবার ব্যবস্থা করিতেন। ততক্ষণ আমি বাবার কাছেই বসিয়া থাকিতাম। তাম্বু লাগান হইয়া গেলে,—আমি বাবাকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া গিয়া রান্না করিতাম এবং সকলকে খাইতে দিতাম। একদিন কি হইয়াছিল বলি—আমাদের তাম্বু লাগান হইলে আমি বাবাকে প্রণাম করিয়া উঠিতে যাইব এমন সময় বাবা বলিলেন, "মাই, বস।" কিছু সময় বসিয়া আবার উঠিতে যাইব, আবার বলিলেন —"আর একটু বস।" বসিলাম; আবার উঠিতে চাহিলে বলিলেন, "আর একটু বস।" এদিকে বেলা বাড়িতে লাগিল। সঙ্গে অভয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



বাবু, নগেন বাবু ও মোহিনী বাবু এঁরাও ছিলেন। রান্না করিতে দেরী হইয়া যাইতেছে এদের কষ্ট হইবে,—এই কথা ভাবিয়া খুব উদ্বেগ ভোগ করিতেছিলাম। কিন্তু বাবা উঠিতে গেলেই বাধা দিতেছেন, কি আর করিব বসিয়া রহিলাম। ইতিমধ্যে ঠাকুরজীর ভোগ হইয়া গেলে, গরীব দাসজী যখন বাবাকে প্রসাদ পাইতে ডাকিলেন তখন বাবা বলিলেন "আচ্ছা, মাই তবে তুমি এখন যাও।" ওদের খাইতে দিতে দেরী হইয়া যাইতেছে ভাবিয়া মনে খুবই উদ্বেগ ভোগ করিতেছিলাম। তাড়াতাড়ি বাবাকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া গেলাম। গিয়া দেখি, উনি রান্না চড়াইবার ব্যবস্থা করিতেছেন! আমি লজ্জা ও অপরাধ ভয়ে অধোমুখ হইয়া বলিলাম "সর, আমি করিতেছি, বাবা যে আমাকে কিছুতেই উঠিতে দিতেছিলেন না!"

উনি বলিলেন,—"বাবা কাছে বসাইয়া রাখিয়াছিলেন, ইহা ত পরম সৌভাগ্যের কথা। আজ আমিই রান্না করি। তুমি ত রোজই কর।" আমার আরও লজ্জা বোধ হইল। বলিলাম, "আজ আমার এমনিতেই মনটা খারাপ লাগিতেছে—বসিয়া থাকিলে আরও খারাপ লাগিবে, তুমি উঠ।" বাবার এমনি দয়া, তখনই বাবা উনাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, সঙ্গে সঙ্গে উনি উঠিয়া গেলেন। আমি রান্না করিতে বসিলাম। মনে হইতে লাগিল,—আজ ত সন্ধ্যার পূর্ব্বে কাউকে ভাত খাইতে দিতে পারিব না। তাড়াতাড়ি তিনটা উনুনের ব্যবস্থা করিয়া ডাল, ভাত, তরকারী চাপাইয়াছিলাম। উনুনের কাছ হইতে নড়িবার উপায় নাই—কাছে বসিয়া ঠিক মতন জ্বালানি না দিলেই নিভিয়া যায়। এমন সময় বাবা আমাদের সকলকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমি যাইব না বলিলাম, কারণ গেলে আজ আর ওদের খাওয়া হইবে না। আমার কথা শুনিয়া যিনি ডাকিতে আসিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, "আপনাকেই বিশেষ করিয়া যাইতে বলিয়াছেন।" মনে ভয় হইল,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



কি জানি কি অপরাধ করিয়াছি। উঠিয়া যাইতে যাইতে মনে হইল, আজ রান্নাও হইবে না, অধিকন্তু জিনিসগুলিও নষ্ট হইবে। বাবার কাছে গেলে তিনি হাসিমুখে বলিলেন। "মাই! গরীব দাস আজ খুব ভাল রসুই করিয়াছে, একটু খাইয়া দেখ", এই বলিয়া কণিকা কণিকা প্রসাদ নিজেই সকলের হাতে দিলেন। সকলেরই পেট ক্ষুধায় জ্বলিতেছিল। সেই কণিকা প্রসাদ পেট পর্য্যন্ত পৌঁছিল কি না বলা সন্দেহ। তবে জিভ ত স্বাদ অনুভব করে, তাতে সেই প্রসাদ অমৃততুল্য বোধ হইল। আরও এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল, ঐ প্রসাদ মুখে দিবার সঙ্গে সঙ্গে সকলেরই ক্ষুধার জ্বালা দূর হইয়া গেল, সকলেই শান্ত হইলেন। বাবা বলিলেন—"তোমাদের ত দেরী হইয়া গেল, যাও এখন যাইয়া খাইতে বস।" অভয় বাবু বলিলেন,—"আজ আমাদের রান্নাই হয় নাই।" বাবা হাসিয়া বলিলেন "হাঁ, আজ মাই বাবার কাছে বসিয়াছিল, তবে মাইও নিশ্চিন্ত ছিল না, তোমাদের জন্য খুবই চিন্তিত ছিল। যাওয়ার সময় বাবাকে প্রণাম করিতেও ভুলিয়া গিয়াছিল।" সকলে হাসিয়া উঠিলেন। বাবাও খুব হাসিলেন। আমি লজ্জায় তখনই বাবাকে প্রণাম করিলাম। বাবা বলিলেন, "রোজ বাবার আগেই খাও বলিয়া মনে মনে সকলেই কুণ্ঠা বোধ কর, দেখ মাইর কত কৃপা, আজ মাই তোমাদিগকে বাবার আগে খাইতে দিল না।" এই কথায় সবাই খুব আনন্দ করিলেন। এইরূপ কথায় কথায় সময় কাটিতেছে। আমি ভাবিতেছিলাম রান্না হইল না, বাবার আগে খাওয়ার শাস্তি আজ ভালভাবেই হইবে। রাত্রির আগে আজ আর কাহারও খাওয়া জুটিবে না। বেলা ত গেছে, উনুনও গেছে। বাবা আবার বলিলেন—'যাও সকলে গিয়া খাইতে বস।" অভয় বাবু বলিলেন—"রান্না ত হয় নাই, দেরী আছে। বৌদি! যান, রান্না করুন, আমরা ততক্ষণ বাবার কাছে বসি।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



বাবা বলিলেন—"না না, এখনই যাও, গিয়া খাইতে বস, আর এখানে বসিতে হইবে না।" অগত্যা সকলকেই উঠিতে হইল। ইতিমধ্যে উনুন নিভিয়া গিয়াছে এবং যাওয়াই স্বাভাবিক—ভাবিতে ভাবিতে রান্নার স্থানে গিয়া উপস্থিত হইতেই রান্না করা অন্ন ব্যঞ্জনের সুগন্ধ পাইয়া আশ্চর্য্য হইলাম। কিছু বুঝিতে না পারিয়া একে অন্যের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিলাম। সকলেরই চোখে মুখে একটা বিস্ময়ের ভাব। আমি তাড়াতাড়ি হাঁড়ি কড়ার ঢাক্‌না খুলিয়া দেখি ডাল, ভাত, তরকারী সব রান্না হইয়া আছে। অদ্ভুত ব্যাপার। কাহারও মুখে কোন কথা নাই। বিস্ময়বিমুগ্ধচিত্তে সকলেই হতবাক। একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া সকলেই বুঝিলেন, এ সর্ব্বশক্তিমান গুরুরই খেলা, তাঁহার ইচ্ছায় কি না হইতে পারে। তাঁহার ইচ্ছায় স্বয়ং অন্নপূর্ণা আসিয়া রান্না করিয়া দিয়া গিয়াছেন এ স্বীকার না করিয়া উপায় কি? বাস্তব সত্যকে কি করিয়া অস্বীকার করা যাইবে। ধন্য গুরুদেব! তোমার কৃপায় আমরাও ধন্য। সকলে শ্রীগুরুদেবের জয় দিয়া প্রসাদ পাইতে বসিলেন। সেই অন্ন ব্যঞ্জনের কি অপূর্ব্ব স্বাদ। এমন কোন ভাষা নাই—যাহার দ্বারা সেই অপূর্ব্ব স্বাদের বর্ণনা করা যাইতে পারে। খাওয়া ও বিশ্রামের পর সকলে রাসলীলা দর্শনে গিয়াছিলাম। সেই লীলা দর্শন করিতে করিতে বাবার লীলার কথা বারবার আমাদের মনে উদিত হইতেছিল। ভগবদ্ লীলা যেমন অন্তহীন, বাবার লীলাও তেমনি অনন্ত—অপার। সে সম্বন্ধে নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা হইতেছিল। বাবার প্রত্যেকটি কথায়, আচার-আচরণে ও ব্যবহারে সর্ব্বদাই করুণার অজস্র ধারা —কৃপার অমৃতধারা বর্ষণ হইত। তাঁহার সম্বন্ধে সত্যই বলা চলে তিনি ছিলেন, "লীলাতনু ও কৃপাবিগ্রহ," বাবার কথা বলিতে যাইয়া শ্রীমা বালিকার ন্যায় আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইতেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



কখনও কখনও বা গুরুগম্ভীর হইতেন, কখনও বা অশ্রুমুখী গদগদ কণ্ঠি হইতেন।

যেমন শ্রীগুরুদেব তেমনি পতিদেব। উভয়েরই আদেশ পালনে শ্রীমা আপ্রাণ চেষ্টা করিতেন। এ ছিল তাঁহার জীবনের মহান্ ব্রত—শ্রেষ্ঠতম সাধনা। তাঁহার শ্রীগুরুদেব তাঁহাকে বলিয়াছিলেন —"মাই, সর্ব্বত্র এক ভগবানই বিরাজিত -সর্ব্বজীবে তাঁহাকেই দেখিতে চেষ্টা করিও।" এই আদেশ পালনে শ্রীমা ছিলেন ত্রুটিবিচ্যুতিহীন।

বাড়ীতে বহু লোক, স্থানাভাবে প্রত্যেকের মশারী খাটান সম্ভবপর ছিল না। শ্রীমা'র ঘরেও মা একা শুইতেন না—কাজেই তাঁহার ঘরেও মশারী খাটাইবার সুবিধা ছিল না—মশারী ছাড়াই তাঁহাকে শুইতে হইত। সর্ব্বজীবে ভগবান আছেন—তাঁহার শ্রীগুরুদেবের এই কথা তাঁহার মনে কিরূপ গাঁথিয়া গিয়াছিল, তাহার একটি অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত: তাঁহার সমস্ত শরীর মশায় ছাইয়া ফেলিয়াছে —কিন্তু তিনি কখনও মশা মারিতেন না। কেহ যদি বলিতেন, "মারুন, মারুন," তদুত্তরে মা বলিতেন, "মারিয়া কি লাভ হইবে, এদের মারিয়া কি শেষ করা যাইবে? তা কখনও হইবে না, তখন বেচারীদের মারিব কেন।" কখনও বলিতেন, "মারার কথা বলিও না, কত আর রক্ত খাইবে? এ শরীরটা ত ওদের কাছে অন্তহীন বিরাট! ওদের খাদ্য আমাদের গায়ের রক্ত, খাইবে না। আমরা নিজের খাদ্য খাইতেছি, ওরা ওদের খাদ্য খাইতেছে —খাইবে না? কতটুকু শরীরই বা ওদের কত রক্তই বা খাইবে? খাইয়া নিক।"

কোন খাদ্যে পিপীলিকা বসিয়াছে, ছাড়ান দরকার। কিন্তু তিনি পিপীলিকা মারিতেন না। আস্তে আস্তে পাত্রটি নামাইয়া আনিতেন, মাটিতে অন্য এক পাত্রে পিপীলিকার উপযোগী কিছু খাদ্য রাখিয়া পাত্রটি আস্তে আস্তে নাড়িতে থাকেন, যাতে পিপীলিকাগুলি বাহির হইয়া যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



এবং খাদ্য হইতে যাতে বঞ্চিত না হয় সেজন্যই পাশে মাটিতে রক্ষিত অন্য খাদ্যের ব্যবস্থা। এমনি ছিল তাঁহার সর্ব্বজীবে দয়ার ভাব—

"জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

মার সর্ব্বজীবের প্রতি ব্যবহারে এই বাক্যের সার্থকতা দেখিতে পাওয়া যাইত। কেহ যদি বলিত—"ধন্য আপনার ধৈর্য্যের, একটি পিপীলিকার জন্যও আপনার কত সাবধানতা।" তদুত্তরে মা বলিতেন —"এতেও অন্যায় হইতেছে, ওরা নিশ্চয়ই খাইতেছিল, আমি ওদের খাওয়ায় বিঘ্ন ঘটাইতেছি, তাড়াইতেছি, কষ্ট দিতেছি। আমরা খাইতে বসিলে, কেহ যদি এইরকম করে, তাহা হইলে কেমন মনে হইবে আমাকে বল ত?" "আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু"—আর কাকে বলে!

"শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্"—অধ্যাত্মসৌধের চাবিকাঠি হইল শ্রদ্ধা। সেখানে প্রবেশ করিতে হইলে, শ্রদ্ধারূপ চাবিকাঠি দিয়াই তার অর্গল মুক্ত করিতে হয়। জন্মস্বত্বে মাও পাইয়াছিলেন এই শ্রদ্ধা—তাই কি গার্হস্থ্যজীবনে—কি অধ্যাত্মজীবনে প্রবেশদ্বার অতি সহজেই তিনি উন্মুক্ত করিতে পারিয়াছিলেন। এর একটি অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত: মা'র কুলগুরুর পুত্র এবং পুত্রবধূ মন্দির প্রতিষ্ঠার সময় শ্রীবৃন্দাবন গিয়াছিলেন। গুরুপুত্রের বয়স খুবই কম ছিল, আর বধূ ত একেবারে বালিকা! মা'ত বহুদিন পূর্ব্বেই শ্রীশ্রীকাঠিয়াবাবাজী মহারাজের নিকট দীক্ষিত হইয়াছেন,—কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে,—মা প্রত্যহ আরতির পর দু'বেলা গুরুপুত্র ও পুত্রবধূকে শ্রদ্ধাভরে প্রণাম করিতেন। ওঁরা আপত্তি করিলে শুনিতেন না,—অনেক সময় ওঁরা সসঙ্কোচে পলাইয়া যাইতেন। কেহ যদি এ-বিষয়ে গুরুর কথা তুলিয়া কিছু বলিত, তদুত্তরে মা বলিতেন, "গুরু কি দুই হয়, গুরু ত একই, শিষ্যের প্রয়োজনে নানারূপে প্রকাশ হন। মূলে কিছুই ভেদ নাই।" সত্যিকারের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



গুরুভক্তি আর গুরুনিষ্ঠা একেই বলে। গুরু ত আর গুরুর পঞ্চভৌতিক দেহমাত্রই নয়—গুরু হইল গুরুশক্তি—ভগবদ্‌শক্তি যাহা সর্ব্বব্যাপী সকলের মধ্যে বিরাজমান। বিশ্বগুরু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই বলিয়াছেন—

"ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা"—

—অব্যক্তরূপী আমার দ্বারা এই সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

॥ পাঁচ ॥

## শ্রীগুরুর তিরোভাব ও মায়ের অবস্থা

শ্রীগুরুর তিরোভাব ও মায়ের অবস্থা বার বার আমাদের মনে উদিত হইছিল। একবার মায়ের জীবনে শ্রীগুরুদেব বহুভাবে মায়ের নিকট প্রকাশিত হইয়া তাঁর বিভূতি প্রদর্শন করতঃ মাকে অশেষ কৃপা করিয়াছেন এমনি কয়েকটি ঘটনা যেমন যেমন শুনিয়াছি, সাধারণ পাঠক পাঠিকাগণের মনোরঞ্জনের জন্য এইখানে তাহা লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিব।

একবার ওকালতি ব্যবসায় উপলক্ষে আমার শ্রীগুরুদেব কলিকাতা ছাড়িয়া কয়েকদিনের জন্য মফঃস্বলে গিয়াছিলেন। কলিকাতায় তখন খুব চোরের উপদ্রব। দোতলায় উঠিয়া জানালার দ্বারা ভিতরে প্রবেশ করিয়া চোর এমন কয়েকটি বাড়ীতে চুরি করিয়াছে—পাড়ার সকলেই খুব ভীত, সন্ত্রস্ত। সেই সময়ে মা তাঁহার একটী অল্প বয়স্ক বালক ভ্রাতাসহ সেই বাড়ীতে থাকিতেন। শয়ন ঘরের জানালা-দরজাসকল রাত্রে খোলা রাখিয়াই মায়ের শয়ন করিবার রীতি। কিন্তু সেই সময়ে চোরের ভয়ে এতই ভীত হইয়াছিলেন যে, দরজা-জানালা বন্ধ রাখিয়াই তাঁহাকে শয়ন করিতে হইত। কিন্তু একদিন রাত্রে এমন অবস্থা হইল —ঘরের একটি জানালা না খুলিয়া পারিলেন না। সভয়ে তিনি ঘরের একটি জানালা খুলিলেন। জানালা খুলিতেই এক অভাবনীয় দৃশ্য মা দেখিলেন—সম্মুখেই শ্রীগুরুদেব সহাস্যবদনে জানালার ধারে দণ্ডায়মান! শ্রীগুরুদেব বলিলেন—"মাই, তোমারা ডর কাহেকো, হাম্‌তো তোমারি সঙ্গমে সদাই রয়তেহেঁ।" এই কথার পর শ্রীগুরুদেব অন্তর্হিত হইলেন— নিমেষের মধ্যে মায়ের শরীরের ভয়ের ভাব দূর হইয়া অসাধারণ সাহসের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



সঞ্চার হইল। এবং পূর্ব্ববৎ জানালা-দরজা খুলিয়া পরম নিশ্চিন্তে শয়ন করিতে লাগিলেন।

একবার মায়ের শরীর খারাপ, সামান্য জ্বর হইয়াছে। তখন বাড়ীতে অন্য স্ত্রীলোক কেহ নাই। আমার শ্রীগুরুদেব ভিন্ন আর কেহ তখন উপস্থিত ছিলেন না। সেই দিন রাত্রে মায়ের জ্বরের বেগ অতিশয় বৃদ্ধি পায়। যন্ত্রণায় তিনি অতিশয় কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন—কিন্তু মুখে কোন প্রকার যন্ত্রণার প্রকাশ পায় নাই—পাছে স্বামীর নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটে, সেই কারণে মুখ বুজিয়া যন্ত্রণা সহ্য করিতে থাকেন। ইত্যবসরে তাঁর শ্রীগুরুদেব মায়ের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া মায়ের মাথা নিজ ক্রোড়ে রাখিয়া হাত বুলাইতে লাগিলেন। মুহূর্ত্তের মধ্যে মায়ের জ্বর ও বেদনা দূর হইয়া শরীরে দিব্য আনন্দের বন্যা আসিল। তিনি উঠিয়াই শ্রীগুরুদেবকে দণ্ডবৎ করিতে যাইবেন, দেখিলেন শ্রীগুরুদেব অন্তর্হিত হইয়াছেন। দণ্ডবৎ করিতে পারিলেন না বলিয়া মায়ের খুবই অনুতাপ হইয়াছিল।

মায়ের দীক্ষার দুই বৎসর পর বৃন্দাবনে নূতন মন্দিরে নির্ম্মিত হইয়াছে এবং উহাতে শ্রীশ্রীরাধাবিহারীজীউর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সময় মা আশ্রমে একটি ঘরে বসিয়া আছেন এমন সময়ে মায়ের শ্রীশ্রীগুরুদেব সেখানে আসিয়া উপস্থিত। মায়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"মাই' তোমার এই ঠাকুরজীকে অতিশয় সামর্থী (কেরামতি) বলিয়া জানিবে। তুমি এই সময় যাইয়া তোমার মনে যাহা যাহা ইচ্ছা হয় সেই সকল বরই মাগিয়া লও। ইহাতে সঙ্কোচ করিও না; যাহা মনে উদিত হয়, তাহাই প্রার্থনা করিবে।" মা গুরুদেবের আদেশ মত উঠিয়া ঠাকুরজীকে দণ্ডবৎপূর্ব্বক মনের অভিলাষ জানাইলেন। তৎপর শ্রীগুরুদেব তাহাকে তাঁহার ধুনীর ঘরে (ভজন ঘর) ডাকাইয়া মা যে যে ইচ্ছা ঠাকুরজীর নিকট করিয়াছিলেন সমস্ত ইচ্ছাগুলিই পুনরাবৃত্তি করিয়া কোন্‌টি হইবে কোন্‌টি হইবে না,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



তাহাও বলিয়া দিলেন। শ্রীগুরুদেবের অলৌকিক মাহাত্ম্য মাকে মুগ্ধ করিল।

শ্রীশ্রীগুরুদেবের লীলার বহু প্রকাশ নানাভাবে মায়ের জীবনে ঘটিয়াছে এমন সব ঘটনা সন্নিবেশিত হইলে এই গ্রন্থের কলেবর যথেষ্ট বৃদ্ধি হইবে মনে করিয়া তাহা এক্ষণে আর উদ্ধৃত করিলাম না।

এই সময়ে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতই কলিকাতায় থাকাকালীন মায়ের জীবনে দুঃসংবাদ আসিয়া উপস্থিত হইল। (১৩১৬ সালের ৯ই মাঘ মধ্যাহ্ন বেলায় 'টেলিগ্রাম' আসিল "শ্রীশ্রীকাঠিয়া বাবা মহারাজ ৮ই মাঘ ভোর রাত্রে দেহত্যাগ করিয়াছেন।") শ্রীশ্রীগুরুদেব তখন কোর্টে। টেলিগ্রাম আসিয়াছে, কি বার্ত্তা—সকলের মনে ঔৎসুক্য। শ্রীশ্রীমায়ের আদেশে টেলিগ্রাম খুলিয়া পড়া হইল। বড়ই দুঃসংবাদ "১৩১৬ সালের ৮ই মাঘ ভোর রাত্রে শ্রীশ্রীকাঠিয়া বাবা মহারাজ দেহত্যাগ করিয়াছেন।" সংবাদ শুনিয়া শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী বজ্রাহতের ন্যায় পড়িয়া গিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন—তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ শীতল হইয়া গেল। বাড়ীতে তখন বিশেষ কেহ নাই। সকলেই স্ব স্ব কর্ম্মে চলিয়া গিয়াছেন। আমার মাতৃদেবী, ঝি-চাকর ও ২।৪ জন ছাত্র ছিলেন—সকলেই মায়ের চৈতন্য সম্পাদনে যত্নশীল হইলেন—কোন ফল হইল না; শরীর পূর্ব্ববৎ শীতল হইয়াই রহিল, জ্ঞান হইল না। আমার জননী অবশেষে চিকিৎসক ডাকাইলেন এবং মা হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া গিয়াছেন এই সংবাদ দিয়া কোর্টে একজনকে পাঠাইলেন। চিকিৎসক আসিয়া উপযুক্ত ব্যবস্থা করিলে ধীরে ধীরে চৈতন্য হইল, কিন্তু তিনি অত্যন্ত কাতরস্বরে "বাবা, বাবা" করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে তাঁহাকে কেহ সান্ত্বনা দিতে পারে নাই। তিনি বলিতে লাগিলেন, "আমি এক্ষণে যথার্থ পিতৃহীন হইলাম।" পরবর্ত্তী-কালে শ্রীশ্রীমায়ের মাতৃ-বিয়োগের সংবাদ আসিয়াছে, কিন্তু তাহাতে তাঁহাকে এমন করিয়া রোদন করিতে ও কাতর হইতে দেখি নাই।



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



শ্রীশ্রীমায়ের অসুস্থতার সংবাদ শুনিয়া শ্রীশ্রীগুরুদেব তাড়াতাড়ি বাড়ীতে আসিয়া শ্রীমায়ের নিকট যাইতেই তিনি অত্যন্ত ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। শ্রীমহারাজজী সান্ত্বনা দিয়া কি হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কথা বলিতে পারিলেন না, কোনরকমে টেলিগ্রামটি তাঁহার হাতে তুলিয়া দিলেন। টেলিগ্রাম পড়িয়া শ্রীমহারাজজীও বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। শ্রীমহারাজজী ও শ্রীমা উভয়ের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া বাড়ীর ঝি, চাকর ও অন্যান্য সকলেই রোদন করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে সকলেই আসিতে লাগিলেন এবং সংবাদ শুনিয়া শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িতে লাগিলেন। যে বাড়ীতে শ্রীশ্রীকাঠিয়া বাবার চিঠি আসিলে সকলের মধ্যে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দের ঢেউ খেলিত, সেই কাঠিয়া বাবার তিরোভাব সংবাদে সে বাড়ী যে শোক সমুদ্র হইবে সে আর আশ্চর্য্য কি? বাবা মহারাজজী তাঁহার সকল গুরুভাই-ভগ্নীদের এই দুঃসংবাদ পাঠাইলেন। সেইবার যখন পূজার ছুটির পর বৃন্দাবন হইতে শ্রীশ্রীমাকে নিয়া বাবা মহারাজজী কলিকাতা আসেন, তখন শ্রীশ্রীকাঠিয়া বাবাজী মহারাজ বলিয়াছিলেন—সংবাদ পাইলেই যেন বাবাজী মহারাজ বৃন্দাবন আসেন। সুতরাং তিনি নিজেকে সংযত করিয়া বৃন্দাবন যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইলেন এবং শ্রীশ্রীমাকেও সঙ্গে লইতে চাহিলেন। কিন্তু শ্রীমা 'বাবা শূন্য আশ্রমে গিয়া কি করিবেন' বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। শ্রীমায়ের কাতর অবস্থা দেখিয়া এবং বৃন্দাবনে আরো কাতর হইয়া পড়িতে পারেন মনে করিয়া তাঁহাকে আর সঙ্গে নিলেন না। কলিকাতায় একটি ভাণ্ডারা হইবে, তাহার যথোচিত ব্যবস্থা করিয়া শ্রীমায়ের শরীরের প্রতি তত্ত্বাবধান করিতে একজনকে বলিয়া সেই রাত্রেই বাবাজী মহারাজ বৃন্দাবন চলিয়া গেলেন।

ত্রয়োদশ দিবসে কলিকাতায়ও শ্রীশ্রীকাঠিয়া বাবাজী মহারাজের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



প্রসন্নতার নিমিত্ত ভাণ্ডারায় সাধু-ব্রাহ্মণাদি ভোজনের ব্যবস্থার ভার শ্রীশ্রীমায়ের উপরই রহিল। মায়ের গুরুভ্রাতা-ভগ্নীগণ নিত্য আসিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন এবং বাবার ভাণ্ডারার নিমিত্ত উৎসাহিত করিতে লাগিলেন ; কিন্তু শ্রীশ্রীমায়ের কোন উৎসাহ, শান্তি নাই। তিনি কাতর হইয়া পড়িলেন এবং বাবার দর্শনের নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন—দিনরাত 'বাবা দেখা দাও', 'বাবা তুমি কোথায়', 'একবার আমায় দেখা দাও' এইভাবে রোদন করিতেছেন। আহারনিদ্রা নাই —সকলেই এমত অবস্থায় ভাণ্ডারার বিষয়ে হতাশ হইতেছেন, কোন ব্যবস্থা হইতেছে না। অবশেষে সপ্তম দিবসে রাত্রে শ্রীশ্রীকাঠিয়া বাবা মহারাজ প্রসন্ন জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তিতে শ্রীমাকে দর্শন ও সন্ত্বনা দিলেন। শ্রীমা শান্ত হইলেন, সকলেই হঠাৎ মায়ের পরিবর্ত্তন দেখিয়া বিস্মিত, হইলেন গুরুভাই-ভগ্নীরা জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলেন—"হ্যাঁ, বাবা এতদিন দুঃখ দিয়ে তবে কৃপা করেছেন। অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তিতে দর্শন দিয়া বলেন—"মাই আমার কি মৃত্যু আছে? এ তো জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগের মত জীর্ণ দেহ ত্যাগ করেছি—বিষেতে দেহটা জীর্ণ হয়েছিল। দ্রব্যগুণ ত আছে, তাকে বাধা দিই কেন?" আমি বল্লাম—"বাবা, সে শুনব না। যখন মন খুব খারাপ হবে তখন আমাকে দর্শন দিতেই হবে—এই প্রতিশ্রুতি না দিলে আমি ছাড়ব না। বাবা আমার মাথায় হাত রেখে বল্লেন—"আচ্ছা তাই হবে, তবে মন আর এত খারাপ হবে না মাই!" ব্যস্ তারপরই অন্তর্হিত। কিন্তু আশ্চর্য্য আর আমার দুঃখ নেই, মনটা বাবার দর্শনে এক নির্ম্মল আনন্দে ভরপুর ; বাবা সব ঠিক করে দিয়েছেন।" তারপর শ্রীমা বাবার ভাণ্ডারার সমস্ত বন্দোবস্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। ত্রয়োদশ দিবসে বহু সাধু-ব্রাহ্মণ সেবা গীতাদি পাঠ, কম্বল ও বস্ত্রাদি দান ইত্যাদি শ্রীশ্রীকাঠিয়া বাবার প্রীতির নিমিত্ত বহু সৎ অনুষ্ঠান হইল, তাঁহার গুরুভ্রাতা-ভগ্নীগণ ও অন্যান্য বহুলোক এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিলেন। বৈকালে বাবার লীলা-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu  Trust. Funding by MoE-IKS



কথা আলোচনা হইল—রাত্রে শ্রীরেবতীমোহন সেন মহাশয়ের কীর্ত্তন হইয়া অনুষ্ঠান সমাপ্ত হইল। তৈলচিত্রে শ্রীকাঠিয়া বাবা মহারাজ যেন দিব্যজ্যোতি ছড়াইয়া সহাস্যবদনে প্রকাশ হইয়াছিলেন—যেন মুহূর্ত্তেই তিনি কথা বলিলেন। সকলেই সেই অনুপম রূপ অপরূপ প্রকাশ দর্শনে অভিভূত হইয়াছিলেন। সেই দিনের সমস্ত ব্যাপারই এক অলৌকিক ভাবময় হইয়াছিল—সবই যেন স্বয়ং হইয়া যাইতে লাগিলেন।

শ্রীবৃন্দাবনের ভাণ্ডারা সমাপন করতঃ শ্রীশ্রীগুরু মহারাজজী কলিকাতায় আসিয়া ভাণ্ডারার দিনের অলৌকিক কাহিনী শুনিয়া বাবার কৃপা স্মরণ করতঃ সাশ্রুনেত্র হইলেন। বৃন্দাবনের ভাণ্ডারার কাহিনীও সকলেই শুনিলেন। শ্রীশ্রীমা হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"এখানেও বাবা বৃন্দাবনসহ সেদিন প্রকাশ হইয়াছিলেন—বাড়ীটা সেদিন পরিবর্ত্তিত হয়ে বৃন্দাবন হয়ে গিয়েছিলো। আমি তাই দেখেছি—আর বাবা স্বয়ংই ভাণ্ডারার সব পরিচালিত করেছেন, কোন্ দিক দিয়ে কি করে সব হয়ে গেল। আমরা এসব জানতামও না, বাবাই সব ব্যবস্থা করলেন।" এর উত্তরে বাবাজী মহারাজ বলিলেন—'তোমার প্রতি বাবার অসীম কৃপা, তুমি ঘরে বসেই বাবাকেও পেলে শ্রীবৃন্দাবন আশ্রমও পেলে, তুমি বাবাশূন্য আশ্রম দেখবে না বলেছিলে, বাবা বৃন্দাবনসহ তোমাকে দর্শন দিলেন; তুমি ধন্য।" শ্রীশ্রীমা সাশ্রুনেত্রে ও লজ্জায় মাথা নত করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

॥ ছয় ॥

## বৃন্দাবনে মন্দির প্রতিষ্ঠা, মায়ের কর্ম্মব্যস্ততা ও বিভূতি প্রকাশ

শ্রীবৃন্দাবনে নূতন মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। এইবার প্রতিষ্ঠা হইবে। ১৩২২ সালের ৩রা জ্যৈষ্ঠ অক্ষয় তৃতীয়াতে মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন ধার্য্য হইল। দেশের আত্মীয়স্বজন, পরিচিত-অপরিচিত সকলকেই পত্রের দ্বারা জানান হইল—প্রতিষ্ঠা উৎসবে যিনি যাইতে ইচ্ছা করেন তিনি কলিকাতায় চলিয়া আসুন, যাওয়া এবং খাওয়া-থাকার সমস্ত ব্যয়ভার শ্রীগুরুদেব বহন করিবেন। কলিকাতার বন্ধুবান্ধবদেরও একথা জানাইয়া দেওয়া হইল। এমন সুবর্ণ-সুযোগ পারতপক্ষে কে ত্যাগ করিবে। দেশ হইতে দলে দলে লোক আসিয়া কলিকাতার বাসা ভর্ত্তি হইতেছে,—আর মা অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া সকলের সবরকম সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সু-ব্যবস্থা করিয়া দিতেছেন। গ্রাম-দেশের লোক পুর্ব্বে কলিকাতায় আসে নাই,—অতএব তাহাদিগকে কালীঘাটে কালীদর্শন, গঙ্গা-স্নান ছাড়াও বিশেষ বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন। এক দলকে কালীঘাট পাঠাইতেছেন—অন্যদলকে চিড়িয়াখানা দেখাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন, একদল দক্ষিণেশ্বর রওনা হইয়াছে,—অন্যদল ইডেন গার্ডেন দেখিতে যাইতেছে,—যার যেমন প্রয়োজন, তদনুরূপ ব্যবস্থা হইতেছে,—একা মা'ই সবরকম ব্যবস্থা করিতেছেন। সকলের সকল প্রকার সুবিধা-অসুবিধার দিকে মা'র সতর্ক দৃষ্টি। সবাই নিশ্চিন্ত নির্ভাবনায় দেখিয়া শুনিয়া-হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইতেছেন। মা'র কোলে শিশু যেমন নিশ্চিন্ত নির্ভাবনায় হাত-পা নাড়িয়া খেলা করে, এও ঠিক তেমনি। সকলেরই মনের ভাব—মা আছেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



কি করিতে হইবে, না-করিতে হইবে,—কোথায় যাইতে হইবে, কি দেখিতে হইবে, সব মাই ঠিক করিয়া দিবেন—আমাদের এ লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন কি? কার্য্যতঃ মা-ই সব ব্যবস্থা করিতেছিলেন। কথায় বলে, দশহাতে দশদিক সামলান, মা'র তখনকার অবস্থা দেখিয়া—একথার অর্থ কি, ঠিক ঠিক বুঝা যাইত। শুধু আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবকে নিমন্ত্রণ করিলেই ত নিমন্ত্রণ শেষ হইবে না, তীর্থে তীর্থে মন্দিরে মন্দিরে যে দেব-দেবীরা রহিয়াছেন তাঁহাদেরও ত নিমন্ত্রণ করা চাই। শ্রীগুরুদেব, কালীঘাট গিয়া ব্রহ্মময়ী কালীমাতাকে নিমন্ত্রণ করিলেন। তৎপর কাশীতে বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা, গয়াতে গদাধর, পুরীতে জগন্নাথদেব এবং জটিয়া বাবাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিলেন। মা পুরী যাইতে চাহিয়াছিলেন—কিন্তু দেখা গেল মা পুরী গেলে, বাড়ী-ভর্ত্তি এত লোকের খাওয়া-থাকার ব্যবস্থা ইত্যাদি করার মতন আর কেহ নাই—কাজেই ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও মা'র পুরী যাওয়া হইল না। শ্রীগুরুদেব আগেই শ্রীবৃন্দাবন রওয়ানা হইয়া গিয়াছেন—আর পথে পথে প্রতি তীর্থের তীর্থদেবতাকে নিমন্ত্রণ করিয়া যাইতেছেন এ এক অপূর্ব্ব ব্যাপার। এমন নিমন্ত্রণের কথা বোধ হয় পূর্ব্বে কেহ কখনও শুনে নাই। শ্রীগুরুদেব ত চলিয়া গেলেন,—আর এদিকে মাকে একা এতগুলি লোকের সব রকম ব্যবস্থা করিয়া সবদিক সামলাইতে হইতেছে। মা-ও দশভুজার ন্যায় দশদিক সামলাইতেছেন। মা'র তখনকার সেই কর্ম্মব্যস্ত মূর্ত্তি দেখিয়া মনে বিস্ময় জাগিত. মনে হইত এ কি মানবী, না দেবী! প্রশ্নের সদুত্তর হইল, মানবী ত বটেই,—তবে দেবীই মানবীরূপে এইসব লীলা করিতেছেন।

প্রায় তিনশত উৎসবযাত্রী সমবেত হইয়াছেন। তাঁহাদের জন্য গাড়ী রিজার্ভ করা হইয়াছে। সকলেরই সঙ্গে বিছানাপত্র মোটঘাট রহিয়াছে। তাছাড়া কেহ কেহ আবার নিজের বাগানের মিষ্টি কুমড়া, চালকুমড়া লইয়া আসিয়াছেন উৎসবের জন্য। উৎসবের নাম করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



কতদূর হইতে এসব আনা হইয়াছে,—কাজেই এগুলি যেভাবেই হউক লইয়া যাইতেই হইবে। শ্রীমা'র গুরুভ্রাতা জানকী সামন্ত মহাশয় কয়েক বস্তা কুমড়া এবং দরিদ্র নারায়ণদের দান করিবার জন্য এক বস্তা নূতন পয়সা দিয়াছেন লইয়া যাইবার জন্য।

নির্দ্দিষ্ট দিনে যাত্রার পূর্ব্বে এক সমস্যা দেখা দিল। এত লোকজন ও মালপত্র লইয়া যাইবার ঘোড়ার গাড়ী পাওয়া যাইতেছে না। তখনকার দিনে বাস, লরী ও টেক্সির প্রচলন ছিল না। ট্রাম অবশ্য চলিত, কিন্তু ট্রামে ত আর মাল লইয়া যাওয়া যাইবে না; সবাই চিন্তায় পড়িলেন। কি করা যায়, এ লইয়া সলা পরামর্শ চলিতে লাগিল—কল্পনা-জল্পনার অন্ত নাই, কিন্তু কোনরূপ সিদ্ধান্তেই পৌঁছান যাইতেছে না। কারণ প্রয়োজন বহু গাড়ীর—তা পাওয়া না গেলে, শুধু কথায় কি হইবে। এদিকে ট্রেন ছাড়ার নির্দ্দিষ্ট সময় আগাইয়া আসিতেছে,—বসিয়া থাকিলে চলিবে না,—যেভাবেই হউক সব কিছু লইয়া ষ্টেশনে পৌঁছিতে হইবে তাহা না হইলে উৎসবে যাওয়াই হইবে না। সকলের সকল রকম পরামর্শ শেষ হইলে পর শ্রীমা আগাইয়া আসিলেন, তাঁহার পরামর্শ লইয়া। তাঁহার সেই পরামর্শ শুধু ফাঁকা কথা ছিল না—ছিল সমস্যার বাস্তব সমাধান। তিনি বলিলেন—"যে কয়খানা গাড়ী পাওয়া যাইতেছে তাহাতে শিশু বৃদ্ধ বৃদ্ধা ও মাল দিয়া ষ্টেশনে পাঠাও। এদিকে আরও গাড়ীর সন্ধান করিতে থাক। যে সব গাড়ী লোক ও মাল লইয়া হাওড়া যাইতেছে তাহারা ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় লোক ও মাল লইয়া হাওড়া যাইবে,—এইরকম ব্যবস্থা কর। আর আমি পায় হাঁটিয়া ষ্টেশনে যাইতেছি, যাহারা যাহারা পার আমার সঙ্গে আইস," এই বলিয়া তিনি রাস্তায় নামিয়া হাঁটিতে আরম্ভ করিলেন, যেমন বলা তেমনি কাজ! তিনি দ্রুত চলিতে লাগিলেন কাউকে কিছু বলিবার অবকাশ দিলেন না। আমার পিতা ও মাতা রাখালকে কোলে নিয়া শ্রীমায়ের সঙ্গে চলিলেন আমিও দৌড়িলাম। এরপরই সাধু মহাত্মাগণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



উচ্চৈঃস্বরে গগনভেদী ভগবৎ নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে করজোড়ে ভাবে বিভোর হইয়া চলিয়াছেন, তাঁহাদের দিব্যোন্মাদ অবস্থা। কিন্তু তাঁহারা সাধুরা ভাবের বহিঃপ্রকাশ হইতে যেন দিতেছেন না, সাশ্রুনেত্রে গম্ভীর ভাবে ধীর পদবিক্ষেপে চলিয়াছেন, কাহারও মুখ হইতে যেন রক্ত ফুটিয়া বাহির হইতেছে—চোখ মুখ এমনি লাল হইয়াছে, তথাপি শান্ত সমাহিত। ইহার পর বাঙ্গালী কীর্ত্তনের দল। শত শত ধ্বজ-পতাকায় আকাশ সমাচ্ছন্ন, খোল-করতাল, জপমালা ইত্যাদি হস্তে তারক-ব্রহ্ম নামে আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়া চলিয়াছেন নৃত্য করিতে করিতে। মহা সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হইয়াছে—কেহ কেহ সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়াছেন। কেহ কাঁদিতেছেন, কেহ গড়াগড়ি দিতেছেন, কেহ উচ্চ হুঙ্কারে কাহাকেও জড়াইয়া ধরিতেছেন। খোল বাদকগণ প্রমত্ত, উদ্দণ্ড নৃত্য করিতেছেন। সংজ্ঞাহীন গণকে দর্শকগণ ধরাধরি করিয়া একধারে সরাইতেছেন—নয়ত প্রমত্ত হাজার হাজার লোক তাঁহাদের উপর দিয়া মাড়াইয়া যাইবেন। তাঁহাদের কানে নামব্রহ্ম দিতেছেন কেহ। কেহ কেহ এমন ভাবে পড়িতেছেন, মনে হইতেছে শরীরের সব হাড় বুঝি ভাঙ্গিয়াই গেল। কিন্তু আশ্চর্য্য, অক্ষত শরীর। কীর্ত্তনের বিরাম নাই, নৃত্যের বিরাম নাই, সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িবারও বিরাম নাই। সে এক মহাভাবের মহাপ্রকশ। সকলেই প্রায় বাহ্যজ্ঞান শূন্য, ভাবের আবেগে প্রমত্ত হইয়া নাম গহিয়া চলিয়াছেন। গ্রীষ্মকাল, প্রচণ্ড তপন, কোন দিকে কাহারও নজর নাই। ভক্তগণ বড় বড় পাখা দ্বারা হাওয়া করিতে করিতে চলিয়াছেন। কেহ শীতল জল সিঞ্চন করিতেছেন কেহ বা ঘর্মবারি মুছাইতেছেন। সঙ্গে সঙ্গে অবস্থার মোড় ঘুরিয়া গেল। অবস্থার সঙ্গে নূতন ব্যবস্থা আপনা হইতেই সংঘটিত হইল—এত সময় যাহারা গাড়ী না হইলে কি করিয়া যাইব বলিতেছিলেন, তখন কিন্তু তাঁহারাও মা'র পেছনে পেছনে ছুটিতে লাগিলেন—সবারই মুখে এক কথা "আমিও হাঁটিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



যাইব" "আমিও হাঁটিয়া যাইব।" মায়েরা শিশুদের কোলে লইয়াই ছুটিলেন, দেখিতে দেখিতে সকলেই রাস্তায় নামিয়া পড়িল। একান্তই চলিতে অক্ষম, এইরূপ কয়জন বৃদ্ধ-বৃদ্ধা এবং মালপত্র ছাড়া আর সবাই মা'র পেছনে পেছনে "আমিও হাঁটিয়া যাইব" "আমিও হাঁটিয়া যাইব" বলিয়া ছুটিতে লাগিল। 'শ্রীমা অন্নপূর্ণার ঘাটে গিয়া গঙ্গার তীরে তীরে চলিতে লাগিলেন। তাঁহার সঙ্গে চলিয়াছে, আড়াইশ-পৌনে তিনশ লোকের এক বিরাট বাহিনী—অপূর্ব্ব সে মিছিল, পথচারীরা উৎসুক নয়নে চাহিয়া দেখেন। মা ত পায় হাঁটিয়া চলিতে মোটেই অভ্যস্ত নন, তাছাড়া এমন অনেক কুলবধূ আছেন, যাঁহারা কখনও এভাবে রাস্তায় বাহির হন নাই। কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্য ব্যাপার, সবাই ছুটিয়া চলিয়াছে—উৎসাহ আনন্দে সকলেরই ডগমগ অবস্থা। বাগবাজার হইতে হাওড়া ষ্টেশন, পথ বড় কম নয়। যখন ষ্টেশনে সবাই পৌঁছিয়া গেলেন, তখন একে অন্যের মুখের দিকে তাকাইতেছেন—ভাবটা হইল, এতটা পথ কি করিয়া চলিয়া আসিলাম, কোন ক্লান্তি নাই—এ যেন স্বপ্নে দেশদেশান্তর ভ্রমণ। যে মা ব্রজপরিক্রমায় যাওয়ার সময় কিয়দ্দুর হাঁটিয়াই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, লুটেরা হনুমানজীর মন্দিরে গিয়াই বসিয়া পড়িয়াছিলেন, এবং কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলেন, সেই মাই আজ তার চতুর্গুণেরও বেশী পথ যেন যাদুমন্ত্র-বলে সকলকে লইয়া অতিক্রম করিলেন। হাঁ, যাদুমন্ত্রই ত। আজ মা সত্য সত্যই শক্তির প্রকাশ করিলেন—শক্তির খেলা দেখাইলেন; যাহা তিনি কখনও করিতেন না—কিন্তু আজ তাহা না করিয়া উপায় ছিল না, তাই করিলেন। আর সেদিন ছিলেন সর্ব্বশক্তিমান গুরুর সঙ্গে। বাপের আদরের মেয়ে—আদরের দুলালী—সেদিন নিজের শক্তির উপর নির্ভর করিয়া চলেন নাই, চলিয়াছিলেন পিতার দিকে তাকাইয়া, তাঁহার স্নেহ ভালবাসার উপর নির্ভর করিয়া। স্নেহ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



ভালবাসার যাহা ধর্ম্ম—পরমুখাপেক্ষিতা, সেইদিন তাই প্রকাশ পাইয়াছিল। কিন্তু আজ এতগুলি লোককে যেমন করিয়াই হউক ষ্টেশনে পৌঁছাইতে হইবে—তাই শক্তির এ খেলা তাঁহাকে দেখাইতেই হইল। কিন্তু সেটা এমনি বিনা আড়ম্বরে যে, কেহ কিছু বুঝিতেই পারিল না—সবারই মনের ভাব—কি করিয়া কি হইল কিছুই বুঝিতেছি না।

ষ্টেশনে পৌঁছিয়া ছাত্রদের সাহায্যে সবাই রিজার্ভ কামরায় স্ব স্ব স্থান অধিকার করিয়া বসিল। স্ত্রীলোক ও পুরুষ পৃথক পৃথক কামরায় উঠিলেন। গাড়ীগুলির ভিতর দিয়া এক কামরা হইতে অন্য কামরায় যাওয়ার রাস্তা ছিল। শিশুদের জন্য দুধ, বড়দের জন্য ফল-মিষ্টি, পুরী-তরকারীর ব্যবস্থা ছিল। ব্যবস্থার কোন ত্রুটি ছিল না—যাঁহার যেরূপ অভিরুচি খাইতে পারিবেন।

ট্রেন চলিতে আরম্ভ করিল। সকলেই গুরুজীর জয় দিয়া নিজ নিজ আসনে শান্তিতে সুস্থ হইয়া বসিলেন। যথাসময়ে শিশুরা দুধ এবং বড়রা ফল মিষ্টি পুরী তরকারী যাহার যা অভিরুচি তাই খাইয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন। মা'র ব্যবস্থা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর—কাহারও কোন অসুবিধা নাই। আনন্দে শান্তিতে রাত্রি অতিবাহিত হইল।

পরদিন সকালে মোগলসরাই ষ্টেশনে আমাদের গাড়ী পৌঁছিল। আমাদের কামরা কাটিয়া রাখিয়া ট্রেন চলিয়া গেল। ষ্টেশনে লোক ছিল, সবরকম ব্যবস্থাই ছিল—সকলকে লইয়া গিয়া ধর্ম্মশালায় তোলা হইল। সেখানে স্নানের জল দিবার লোক, রান্নার লোক এবং অন্যান্য সবরকম ব্যবস্থা শ্রীগুরুদেব পূর্ব্বেই করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন। বিধবা এবং অন্যান্য যাঁহারা চাকরের হাতে রান্না খাইবেন না তাঁহাদের জন্য পৃথক রান্নার ব্যবস্থা হইল। আমার মা, মাসিমা ও কাকীমারা রান্না করিতে লাগিলেন। রান্না হইয়া গেলে তাঁহারাই পরিবেশন করিলেন। পথের মধ্যে স্নানাহারের ব্যবস্থা, সেও কেমন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। অন্নদাময়ীই ত আনন্দময়ী কাজেই আনন্দময়ীর ব্যবস্থায় নিরানন্দের স্থান কোথায়? সকলে স্নানাহার শেষ করিয়া বিশ্রাম করিল। রাত্রে আবার যাত্রা সুরু হইল। সমস্ত রাত কাটাইয়া পরদিন সকালে ট্রেন হাতরাস পৌঁছিল। এখানে গাড়ী বদল করিয়া বৃন্দাবনের গাড়ীতে উঠিতে হইবে। 'বৃন্দাবনের ট্রেন বিকালের দিকে। সুতরাং হাতরাসেও মোগলসরাই-এর ন্যায় স্নানাহার ও বিশ্রামের ব্যবস্থা ঠিক ছিল। শ্রীমা'র বিশ্রাম নাই ; কার কি অসুবিধা—তাই দেখিয়া বেড়াইতেছেন, এবং যাহার যাহা প্রয়োজন তাহারই ব্যবস্থা করিতেছেন। কতস্থানের কতলোক আসিয়াছে—ভিন্ন ভিন্ন রুচি, কিন্তু সকলেরই ইচ্ছামতন ব্যবস্থা হইতেছে, মাই যথাযথভাবে সব ব্যবস্থা করিতেছেন—ক্লান্তি নাই,—প্রফুল্ল মুখ—প্রসন্ন মন। আনন্দময়ী মা সকলকেই অকুণ্ঠচিত্তে আনন্দ বিতরণ করিয়া যাইতেছেন।

সন্ধ্যায় শ্রীধাম বৃন্দাবনে পৌঁছিলাম। শ্রীশ্রীরাধাবিহারীজীর জয়ধ্বনি করিয়া সকলে ট্রেন হইতে নামিলেন। কেহ কেহ সাশ্রুনেত্রে ব্রজে গড়াগড়ি দিলেন। সকলেরই মনে আনন্দ যেন উপচাইয়া পড়িতেছে। যথাযোগ্য স্থানে সকলেরই আসন পাতা হইল।

এই সময় বৃন্দাবনে ভীষণ গরম। পশ্চিমের গরমে বাঙালী অভ্যস্ত নহে। বাঙালীর পক্ষে তাহা অনেকটা অসহনীয়ই হইয়া থাকে। তাই বরফের সরবতের ব্যবস্থা, প্রচুর হাতপাখা এবং ঘরে ঘরে টানা পাখার ব্যবস্থা, শ্রীমা নিজেই সব করিতেছেন—করাইতেছেন। তাঁহার সস্নেহ কারুণ্যামৃতধারা সকলের উপর সমভাবে বর্ষিত হইতেছে। সকলেই সুখী—কাহারও কোন কিছুর অভাব নাই—অসুবিধার নালিশ নাই।

১৩২২ সালের ২রা জ্যৈষ্ঠ হইতেই উৎসব সুরু হইল। উপরে নহবৎখানায় সানাইয়ের সুমধুর রাগিণী,—সকলের মনপ্রাণ আকর্ষণ করিয়া বাজিতেছে। আশ্রমপ্রাঙ্গণে বিশাল যজ্ঞবেদী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



নির্ম্মিত হইয়াছে। চতুর্দ্দিক কদলীবৃক্ষ, আম্রপল্লব ও পুষ্পমালায় সুন্দর করিয়া সাজান হইয়াছে। যজ্ঞবেদীর চতুর্দ্দিকে ধ্বজপতাকা-সকল পত্‌পত রবে উড়িতেছে—যেন মঙ্গলবার্ত্তা—উৎসবের বিজয়-বার্ত্তা ঘোষণা করিতেছে। নাটমন্দির ও দেবমন্দির পত্র-পুষ্পে সুসজ্জিত হইয়াছে। বিশাল প্রাঙ্গণের একপার্শ্ব ঘিরিয়া তিন দিন যাবৎ অহোরাত্র লাড্ডু কচুরি প্রস্তুত হইতেছে। সব মিলাইয়া এই সকল দ্রব্য পর্ব্বতপ্রমাণ দাঁড়াইয়াছে। দেখিয়া মনে বিস্ময় জাগে! শত শত লোক এই কাজ করিতেছে—কিন্তু কোন হৈ চৈ চেঁচামেচি নাই—নীরবে শান্তিতে কাজ হইয়া যাইতেছে। দেখিলে মনে হয় সকলেই যেন স্ব স্ব কার্য্যের দ্বারা ভগবানের পূজা করিতেছেন। এমনি নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধাভক্তির সঙ্গে সবাই কাজ করিয়া যাইতেছেন। ভগবান গীতায় বলিয়াছেন ঃ

"স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ সিদ্ধি বিন্দতি মানবঃ।"

—এই সাধনাই চলিয়াছে। এই বৃহৎ কর্ম্মের মধ্যেও যে শান্তভাব, তাহা ভগবৎ করুণা এবং স্থানমাহাত্ম্যই স্মরণ করাইয়া দেয়। বাংলাদেশে এইরূপ বৃহৎ কর্ম্মে প্রাণান্তকর হৈ চৈ হইয়া থাকে। কি যেন মহামারী ব্যাপার—সবাই শ্রান্ত ক্লান্ত বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে। আর এখানে তার বিপরীত দৃশ্য। কর্ম্ম যখন অহং কর্ত্তৃত্বে করা হয় তখনই বোঝা। কর্ম্ম যখন ভগবৎ প্রীত্যর্থে করা হয়—তখনই পূজা।

৩রা জ্যৈষ্ঠ অক্ষয় তৃতীয়ার পুণ্য দিন। প্রাতঃকাল হইতেই বেদবিদ্ ব্রাহ্মণগণ পঞ্চ রংএর যন্ত্রে যজ্ঞবেদীকে মণ্ডিত করিলেন। সারি সারি পূর্ণকুম্ভ পঞ্চপল্লব ও ডাবে সুসজ্জিত হইল। নানাবিধ পূজার উপকরণে যজ্ঞবেদী পূর্ণ—মনোহর—মনোরম সে দৃশ্য। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ সুললিত কণ্ঠে সমবেতভাবে সাম গান সুরু করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



শ্রীগুরুদেব প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্পবাক্য পুরোহিতের নির্দ্দেশে পাঠ করিলেন। বিলাতি বাদ্যের ঐকতান আকাশ-বাতাস মুখরিত করিতেছে।

এইবার বৃন্দাবন পরিক্রমায় বাহির হইবেন শ্রীশ্রীরাধাবিহারীজি এবং শ্রীশ্রীকাঠিয়া বাবাজী মহারাজের তৈলচিত্র। পুরাতন আশ্রমের রাধাবিহারীজিই নূতন আশ্রমে প্রতিষ্ঠিত হইবেন। তাঁহাদের নিয়াই পরিক্রমা! সুসজ্জিত পুষ্প-বিমানে শ্রীশ্রীরাধাবিহারীজিকে স্থাপন করা হইল, ভক্তগণ মনের আনন্দে সেই বিমান স্কন্ধে বহন করিয়া চলিয়াছেন। তৎপশ্চাৎ শ্রীশ্রীকাঠিয়া বাবাজী মহারাজের বিমান। সারি সারি হাতি-ঘোড়া। মহাবীর-মূর্ত্তিশোভিত সুবর্ণখচিত পতাকাসকল হস্তে ধারণ করিয়া কেহ কেহ সেই সঙ্গে চলিয়াছেন। কত শত সাধু মহাত্মা—অপূর্ব্বভাবে বিভোর তাঁহারা। বিপুল বাদ্যভাণ্ডের উচ্চরোল আকাশে বাতাসে ছড়াইয়া পড়িতেছে। শ্রীশ্রীরাধাবিহারীজির মুখমণ্ডল উজ্জ্বল দিব্যজ্যোতিতে উদ্ভাসিত। শ্রীশ্রীকাঠিয়া বাবাজী মহারাজের প্রতিকৃতি হইতেও যেন দিব্যজ্যোতি বিচ্ছুরিত হইতেছে। সঙ্গে আছে রাসধারীরা, কীর্ত্তনের দল—সকলেরই এক দিব্যোন্মাদ অবস্থা। যেমন চলিয়াছেন গৃহত্যাগী সাধু মহাত্মারা, তেমনি চলিয়াছেন গৃহী ভক্তগণ। শত শত, সহস্র সহস্র আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার সে কি অপরূপ মিছিল। পথের দুই পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সহস্র সহস্র নরনারী সেই অনুপম স্বর্গীয় দৃশ্য অপলক নেত্রে চাহিয়া দেখিতেছেন। একে বৃন্দাবন ধাম,—সেই সঙ্গে এমন দিব্য পরিবেশ—যাকে বলে মণিকাঞ্চন যোগ। অতুলনীয় অবর্ণনীয় সে দৃশ্য। এমন মহাভাবের প্রকাশ পূর্ব্বে কখনও দেখেন নাই ইহাই সকলে মুক্তকণ্ঠে একবাক্যে বলিতে লাগিলেন।

শ্রীগুরুদেব ও শ্রীমা শ্রীশ্রীরাধাবিহারীজির বিমানের পশ্চাৎ পশ্চাৎ কিছুদূর চলিয়া আশ্রমে ফিরিয়া গেলেন। প্রতিষ্ঠা কার্য্যের জন্য তাঁহাদের উপস্থিতির প্রয়োজন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



মিছিল রেল লাইন ছাড়াইয়া সহরের দিকে চলিয়াছে। সে স্থানে ব্রজবাসিগণ ভক্তিভাবে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। মন্দিরের সম্মুখে আসিলে, মন্দিরের পূজারিগণ শ্রীশ্রীর ধাবিহারীজির আরতি করিলেন, স্তব পাঠ করিলেন। সাধু-মহাত্মারা ভগবানের জয়বাক্য উচ্চারণে আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়া তুলিতেছেন। ভগবদ্‌ভাবে বিভোর হইয়া কেহ কেহ হুঙ্কার দিতেছেন, কাহারো কাহারো নয়ন হইতে প্রেমাশ্রু ঝরিতেছে। দেবতার স্বর্গ বুঝি মানবের ধূলার ধরণীতে নামিয়া আসিয়াছে! কেহ কেহ বলিতেছেন, আজ বৈকুণ্ঠদর্শন হইল। ভক্তের অনুভূতি আদি অন্তহীন, সে দিব্য অনুভূতির বর্ণনা করে কার সাধ্য।

এইভাবে বৃন্দাবন পরিভ্রমণ করিয়া শ্রীশ্রীরাধাবিহারীজি ও শ্রীশ্রীকাঠিয়া বাবাজী মহারাজ আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। বেদজ্ঞ-ব্রাহ্মণগণ বেদমন্ত্রের দ্বারা অভ্যর্থনা করিয়া শ্রীশ্রীরাধাবিহারীজিকে নাটমন্দিরে অভিষেকের স্থানে নিয়া বসাইলেন। অভিষেক ক্রিয়া আরম্ভ হইল বেদমন্ত্রে অর্চ্চনা করিয়া শাস্ত্রনির্দ্দেশিত উপহার-সকল ভগবানকে দান করা হইতেছে। এইভাবে অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে পর শ্রীশ্রীরাধাবিহারীজিকে জয়ধ্বনি করিতে করিতে শ্রীমন্দিরে নূতন বেদীতে বসান হইল। শঙ্খ-ঘণ্টা বাজিতেছে, পুরনারীদের মুখে উলুধ্বনি, ঋত্বিকদের মুখে বেদগান, সব মিলিয়া এক মহাভাবের সৃষ্টি হইল।

প্রতিষ্ঠাকার্য্য সুরু হইল। তার কতরকম বিধি-বিধান! অভিজ্ঞ পুরোহিতগণ প্রতিষ্ঠার কার্য্য—পূজার অঙ্গসকল নিপুণভাবে করিয়া যাইতেছেন। সহস্র সহস্র নরনারী দাঁড়াইয়া অপলক-নেত্রে তাহা দর্শন করিতেছেন। এইভাবে প্রতিষ্ঠাকার্য্য সম্পন্ন হইলে পর, রাজোচিত ভোজ্যদ্রব্যে শ্রীশ্রীরাধাবিহারীজির ভোগ দেওয়া হইল। ভোগান্তে আরতি। শ্রীশ্রীরাধাবিহারীজির মন্দিরের বামদিকের ঘরে শ্রীশ্রীদাদাগুরুজীর তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠিত হইল। শ্রীশ্রীদাদাগুরুজীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



মন্দিরের সম্মুখের দালানে শ্রীশ্রীমহাবীর সঙ্কটমোচনদেব প্রতিষ্ঠিত হইয়া সকলপ্রকার সঙ্কটমোচনে নিরত হইলেন।

এইবার সাধুভোজন। দলে দলে তাঁহারা আসিতেছেন, ভোজনান্তে দক্ষিণা লইয়া চলিয়া যাইতেছেন। পুরী, তরকারী, লাড্ডু, কুচুরী, রায়তা প্রভৃতি প্রসাদের ব্যবস্থা হইয়াছিল। সবই অপর্য্যাপ্ত কাজেই আকণ্ঠভোজনের ত্রুটি হইল না। সাধুদের পর ব্রজবাসী এবং দরিদ্র-নারায়ণ সেবা হইল। অন্যদিকে বহুদেশ হইতে আগত শত শত নরনারী প্রসাদ পাইতে বসিলেন। শ্রীমা দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাঁহাদের পরিবেশন করাইলেন। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত এইভাবে ভোজনপর্ব্ব চলিল। প্রসাদের ভাণ্ডার যেন অক্ষয়-ভাণ্ডার —সহস্র সহস্র মূর্ত্তি প্রসাদ পাওয়ার পরও দেখা গেল অপর্য্যাপ্ত প্রসাদ উদ্‌বৃত্ত। তিন দিন সমানে যে আসিল তাকেই আকণ্ঠ-ভোজন করান হইল। যাঁহারা বিদেশ হইতে আসিয়াছেন,—তাঁদের সকলকেই বাড়ী লইয়া যাইবার জন্য বড় বড় পুঁটুলি বাঁধিয়া প্রসাদ দেওয়া হইল। শ্রীমা স্বয়ং এই ব্যবস্থা করিলেন।

প্রতিষ্ঠা-উৎসবের শেষ হইয়াছে। কিন্তু আশ্রম ভর্ত্তি লোক। কাজেই উৎসব আর শেষ হইল কোথায়? প্রতিদিনই উৎসব চলিয়াছে। যাঁহারা নূতন বৃন্দাবন আসিয়াছেন,—তাঁহারা মা'র ব্যবস্থা মতন সকাল-সন্ধ্যা মন্দির দর্শন করিয়া বেড়াইতেছেন। পায়ে হাঁটিয়াই সকলে মন্দিরে মন্দিরে যাইতেছেন,—পদব্রজে দর্শনেই মাহাত্ম্য বেশী। যে সকল কুলবধূ কখনো রাস্তায় চলিয়া অভ্যস্ত নহেন,—তাঁহারাও মা'র উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া মথুরা পর্য্যন্ত পায় হাঁটিয়া চলিয়া গেলেন। বাগবাজার হইতে হাওড়া ষ্টেশনে যাওয়ার অভিজ্ঞতার কথা তাঁহারা ভুলিতে পারেন নাই—কাজেই এ-বিষয় তাঁহাদের মনে যে ভয় বা সঙ্কোচ ছিল তাহা আর নাই,—সকলেই ভাবেন কেন পায় হাঁটিয়া যাইতে পারিব না? নিশ্চয়ই পারিব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



প্রতিষ্ঠা-উৎসব মঙ্গল মত শেষ হইয়াছে—সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীগুরুদেবকে কলিকাতা ফিরিতে হইবে। শ্রীমা আবার সেই বিরাট-বাহিনী সঙ্গে লইয়া কলিকাতা যাত্রা করিলেন। অন্যান্য তীর্থদর্শনের অভিপ্রায়ে পথে পথে অনেকে নামিয়া গেলেন। শ্রীমা যথাসময়ে বাগবাজারের বাড়ীতে পৌঁছিলেন। তীর্থদর্শনের জন্য যাঁহারা পথে পথে নামিয়া গিয়াছিলেন,—তাঁহারাও কাশী, গয়া, প্রয়াগ, বিন্ধ্যাচল, বৈদ্যনাথ, প্রভৃতি ধাম দর্শন করিয়া একে একে ফিরিয়া আসিতে লাগিলেন। আবার বাগবাজারের বাড়ী লোকে ভরিয়া গেল—উৎসবমুখর হইয়া উঠিল। সকলেই মনের আনন্দে গঙ্গা-স্নান করেন, কালীঘাটে কালীমাকে দর্শন করিতে যান,—দ্রষ্টব্য-স্থানগুলি দেখিয়া বেড়ান। মায়ের কাছে ছোট সন্তান যেমন চিন্তা-ভাবনাহীন,—সকলেরই সেই ভাব—সবাই জানেন, মা আছেন, সব ব্যবস্থা তিনিই করিবেন, দায়িত্ব তাঁহার। আর বাস্তবিকই তাই—সকলের সকল রকম দায়িত্ব তিনিই বহন করিতেছেন। এইবার বিদায়ের পালা। সকলেরই সংসার আছে। একে একে সবাই দেশের দিকে রওয়ানা হইতেছেন। মা বড়দের নূতন কাপড় এবং ছোটদের জামা দিলেন। সেও এক বিরাট ব্যাপার। শ্রীবৃন্দাবনের উৎসবের প্রসাদ ত সকলের সঙ্গে আছেই। বিদায়ের বেলা চোখে জল মুখে হাসি সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। মায়ের স্নেহ-ভালবাসার এমনি অপূর্ব্ব খেলা যে, বিদায়-বেলা সকলকেই যেমন কাঁদাইতেছেন, তেমনি হাসাইতেছেন,—যুগপৎ সে হাসি-কান্না। শ্রীমা তাঁর ভ্রাতৃবধূকে ও ছোটজাদিগকে সোনার চুড়ি এবং আমাদিগকে সোনার বালা গড়াইয়া দিলেন।

উৎসব সমাপ্ত হইলে, শ্রীশ্রীরাধাবিহারীজির সেবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া শ্রীগুরুদেব কলিকাতা ফিরিয়া আসিলেন। মন্দির হইয়াছে, মন্দিরে শ্রীশ্রীঠাকুরজী অধিষ্ঠিত হইয়াছেন,—এইবার শ্রীবৃন্দাবন গিয়া তাঁহার চরণতলেই পড়িয়া থাকিবেন সঙ্কল্প করিলেন। মন্দির-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



নির্ম্মাণে বহু অর্থ ব্যয় হইয়াছিল। উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ হাতে না থাকায়, ঋণ করিয়াই তাহা সম্পন্ন করা হয়। এখন এই ঋণ শোধ করিতে হইবে—এই ঋণ শোধ হইলেই তাঁহার সংসার ত্যাগে আর কোন অন্তরায় থাকে না। ভগবান স্বয়ংই বলিয়াছেন,—তাঁহার স্মরণ মননে যিনি একান্তচিত্ত, তাঁহার যোগক্ষেম তিনিই বহন করেন। শ্রীগুরুদেব এখন সেই অনন্যচিত্ত ভক্ত—কাজেই, তাঁহার বৃন্দাবনবাসের অন্তরায়,—ঋণশোধের অর্থ অত্যল্পকাল মধ্যেই আসিয়া গেল। ঋণশোধ করিয়াও হাতে প্রচুর অর্থ রহিয়া গেল।



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

॥ সাত ॥

## সন্ন্যাস দীক্ষা, বৃন্দাবন ত্যাগ ও কাশীবাস

১৯১৫ খৃষ্টাব্দের পূজার ছুটির পূর্ব্বে শ্রীগুরুদেব হাইকোর্ট ত্যাগ করেন। যেদিন হাইকোর্ট ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসেন সেদিনকার সে দৃশ্য ছিল অভূতপূর্ব্ব! মাসিক সহস্র সহস্র মুদ্রা আয়ের কর্ম্মস্থল ত্যাগ করিয়া তিনি চলিয়াছেন,—অর্থকে ধূলি-মুষ্টির ন্যায় তুচ্ছ মনে করিয়া সেই কর্ম্মস্থলকে পেছনে ফেলিয়া রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইলেন—তাঁহার সহকর্ম্মী অন্যান্য শ্রেষ্ঠ ব্যবহারজীবিগণ অবাক বিস্ময়ে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন—তাঁহাদের মুখে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। কেহ কেহ একান্ত শ্রদ্ধাভরে তাঁহার পদধূলি মাথায় তুলিয়া লইলেন। তৎপর তিনি শ্রীমাকে নিয়া দেশের বাড়ী গেলেন—আত্মীয়-স্বজনের বাড়ী বাড়ী গিয়া বড়দের আশীর্ব্বাদ লইয়া ছোট্টদের আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় লইলেন। যাঁহাদের তিনি মাসিক সাহায্য করিতেন—তাঁহাদেরও এককালীন দুইশ, চারশ, পাঁচশ করিয়া দিয়া বিনীত-ভাবে বলিলেন, "আমরা সংসার ছাড়িয়া যাইতেছি—আর সাহায্য করিতে পারিব না। আপনারা সকলে আমাদের আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমাদের যাত্রা শুভ হয়।" তাঁহার এইরূপ ব্যবহারে সকলেরই মন আনন্দে এবং কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইল—সকলেই পরিপূর্ণ-হৃদয়ে তাঁহাদের জন্য শ্রীভগবানের চরণে প্রার্থনা জানাইলেন। শ্রীমা ও শ্রীগুরুদেব আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধব সকলের প্রসন্নতা ও মঙ্গল ইচ্ছা মস্তকে বহন করিয়া দেশ হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন।

কলিকাতার বাসাও তুলিয়া দিবেন। ঝি, চাকর, পাচক, ছাত্রগণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংসার ত্যাগের প্রাক্কালে
পতিসহ শ্রীশ্রীমা অন্নদা দেবী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
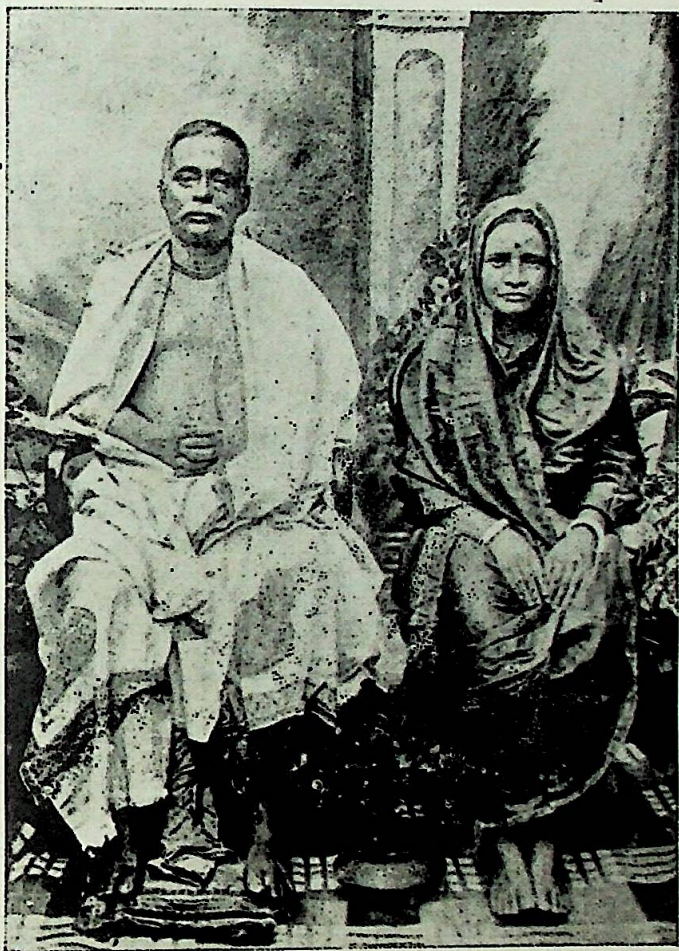


সকলেই কাঁদিতে কাঁদিতে বিদায় লইতেছে। গরু বাছুর, বাড়ীর আসবাবপত্র যাঁর যেমন ইচ্ছা লইয়া গেলেন। এ যেন 'বিশ্বজিৎ-যজ্ঞ' —সর্ব্বস্বদানের মহান ব্রত। আমার মা একপাশে দাঁড়াইয়া চোখের জলে বুক ভাসাইতেছেন। শ্রীমা তাঁকে বলিলেন—"সবাই সবকিছু নিতেছে, তুমি ত কিছু নিলে না,—তুমিও কিছু নাও" মা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—"আপনারাই চলিয়া যাইতেছেন,—জিনিস দিয়া কি হইবে।" শ্রীমা বলিলেন, "সংসারে থাকিতে হইলে জিনিসের প্রয়োজন আছে,—তুমি যা হয় কিছু নাও।" তখন সবই নেওয়া হইয়া গিয়াছে, শুধু নুন পিষিবার বড় শিল নোড়াটা অবশিষ্ট ছিল, শ্রীমা'র আগ্রহে মা বলিলেন, "তবে এইটাই আমার থাকুক।" পরম-যত্নে তাহা রাখিয়াছিলেন। পরে যখন কলিকাতার বাসা তুলিয়া দিয়া কাশীবাস করিতে যান, তখন তা শিবপুর আশ্রমে দিয়া যান।

শ্রীগুরুদেব, শ্রীমাকে বলিলেন "দেখ, তোমার শরীর সুস্থ নয়, আশ্রমবাসের কঠোরতা তোমার পক্ষে অসহনীয় হইতে পারে। খাওয়া পরার ভাল ব্যবস্থা এবং অন্য কোনরূপ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থাই আমি করিতে পারিব না—আমি একেবারে নিঃস্ব হইয়া, ফকির হইয়া যাইতেছি—ভগবান যদি খাইতে দেন খাইব,—কোন দিন যদি খাইতে না দেন, তবে সেটাকেও তাঁহার কৃপা বলিয়াই মনে করিব। এই কঠোরতা তোমার এই ভগ্ন শরীরে সহ্য হইবে কেন? অতএব তুমি, কাশী, কলিকাতা অথবা দেশে দেবরদের কাছে কিংবা ভাইএর কাছে থাক, ভরণপোষণের সবরকম ব্যবস্থা আমি করিয়া দিয়া যাইব। মা'র সেই একই উত্তর, "তুমি যেখানে যাইবে, আমিও সেখানেই যাইব,—আমাকে ফেলিয়া তুমি যাইতে পারিবে না।"

শ্রীরামচন্দ্র বনে গমনকালে, সীতা দেবী তাঁহার সহগামিনী হইতে চাহিলে, বনবাসের ক্লেশ স্মরণ করাইয়া দিয়া শ্রীরামচন্দ্র তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চাহিলে, সীতা দেবী বলিয়াছিলেন—"ফল-মূল-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



পত্র যাহা তুমি আনিয়া দিবে, তাহা অল্পই হউক আর অধিকই হউক তাহাই আমার নিকট অমৃতোপম বলিয়া মনে হইবে এবং তাতেই আমি সন্তুষ্ট থাকিব। আমি মনে করি তোমার সঙ্গই আমার স্বর্গ এবং সঙ্গহীনতাই আমার পক্ষে নরক। অতএব তুমি এ সম্বন্ধে কিছু না ভাবিয়া প্রসন্নমনে আমাকে সঙ্গে লইয়া চল—

পত্রং মূলং ফলং যত্তু অল্পং বা যদি বা বহু।
দাস্যসে স্বয়মাহৃত্য তন্মেঽমৃতরসোপমম্ ॥
যস্ত্বয়া সহ স স্বর্গো নিরয়ো যস্ত্বয়া বিনা।
ইতি জানন্ পরাং প্রীতিং গচ্ছ রাম ময়া সহ ॥

শ্রীমা'র উত্তরও ছিল সীতা দেবীর এই কথারই প্রতিধ্বনি। "আমি তোমাকে ছাড়িয়া সুখে থাকিতে চাই না; স্বাদু বা অস্বাদু অল্প বা অধিক তোমার সঙ্গে থাকিয়া যাহা প্রাপ্ত হইব—তাহাই আমার নিকট অমৃততুল্য মনে হইবে। অতএব তুমি আমাকে সঙ্গে যাইতে বারণ করিও না—প্রসন্নমনে আমাকে সঙ্গে লইয়া চল।" মা'র ন্যায় সতী সাধ্বী পতিপরায়ণা রমণীর ইহা ছাড়া আর কি বলিবার থাকিতে পারে?

১৩২২ সালের ৩০শে কার্ত্তিক শ্রীমা সংসার আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া পতিদেবতার সহিত বানপ্রস্থাশ্রমে 'গুরুদ্বারায়' বাস করিবার জন্য শ্রীবৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করিলেন। যাত্রার প্রাক্কালে শ্রীমা গাত্র হইতে অলঙ্কারগুলি খুলিতে গেলে, উপস্থিত সকলেই একবাক্যে বাধা দিতে লাগিলেন। বিদায়বেলা তাঁহাদের মনে আর কষ্ট দেওয়া অনুচিত বিবেচনা করিয়া মাও প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। সেই বিদায় দৃশ্য মর্ম্মবিদারক—শোকাবহ। গরু-বাছুরগুলি অবোলা জীব—তাহারও উর্দ্ধমুখ হইয়া হাম্বা হাম্বা রবে কাঁদিতে লাগিল। আমরাও চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। আমার ছোট ভাই রাখালকে এতাদন শ্রীমাই লালন পালন করিয়াছেন,—সে কি বুঝিল জানি না, সেও শ্রীমাকে জড়াইয়া ধরিয়া 'মা' 'মা'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। শ্রীমা অতিকষ্টে একরকম জোর করিয়াই তাহাকে অন্যের কোলে দিয়া ধীর পদবিক্ষেপে যাইয়া গাড়ীতে উঠিলেন—স্বামীর পার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন। সংসারের নিকট তাঁহাদের এই শেষ বিদায়ের দৃশ্য কাহাকেও বা রাজপুত্র বুদ্ধের প্রব্রজ্যা, আবার কাহাকেও বা রামের সহিত সীতার বনে গমনের কথা মনে করাইয়া দিল। শ্রীগুরুদেব স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত বিষয় সম্পত্তি দান করিয়া একেবারে রিক্ত নিঃস্ব। একবস্ত্রে তাঁহার যাত্রা স্মুরু হইল ভূমার সন্ধানে। শ্রীগুরুদেবের আশ্রমাভিমুখে যাত্রার পাথেয় বাবদ কোন বন্ধু বস্ত্রাঞ্চলে কিছু টাকা বাঁধিয়া দিলেন। শ্রীগুরুদেব কিন্তু সে সংস্থানও না রাখিয়াই যাত্রা করিয়াছিলেন। শ্রীবৃন্দাবন ষ্টেশনে পৌঁছিলে দেখা গেল,—তখনও তাঁহার বস্ত্রাঞ্চলে ছয় টাকা চার আনা রহিয়াছে,—তিনি ষ্টেশনেই ব্রজবাসিগণকে তাহা বিতরণ করিয়া দিয়া একেবারে শূন্য হস্তে, নিষ্কিঞ্চন হইয়া শ্রীগুরুদেবের পাদমূলে যাইয়া উপনীত হইলেন। "ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যো" —মানুষ বিত্তের দ্বারা তৃপ্ত হইতে পারে না—শ্রীগুরুদেবের জীবন ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল। তাঁহার সম্বন্ধে বাস্তবিকই বলা চলে, যাহা নচিকেতাকে যমরাজ বলিয়াছেন :—

নৈতাং সৃঙ্কাং বিত্তময়ীমবাপ্তো।
যস্যাং মজ্জন্তি বহবো মনুষ্যাঃ॥ (কঃ উঃ ১।২।৩)

"যে ধনপ্রাচুর্য্যের পথে গমন করিয়া শত সহস্র মানুষ মোহপঙ্কে নিপতিত হইয়াছে," সেই পথ তিনি অবলম্বন করেন নাই।

এতদিন শ্রীগুরুদেব শ্রীশ্রীরাধা বিহারীজির সেবার জন্য মাসে মাসে টাকা পাঠাইতেন। তাই তাঁহার ধর্ম্মবন্ধুগণ তাঁহার সংসার ত্যাগের সঙ্কল্প অবগত হইয়া বলিয়াছিলেন—"আরো কিছুকাল কাজ করিয়া শ্রীশ্রীরাধাবিহারীজির সেবার ভালরূপ সংস্থান করিয়া সংসার ত্যাগ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



করুন।" তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন "যিনি জগৎসংসারের মালিক,— ক্ষুদ্র পিপীলিকাটির পর্য্যন্ত প্রতিদিনকার আহারের ব্যবস্থা যিনি করিতেছেন, তাঁহার সেবার ব্যবস্থা আমি কি করিতে পারি বলুন ? তিনি আমাকে দেখিবেন, না, আমি তাঁহাকে দেখিব ?"

শ্রীগুরুদেব এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া শ্রীবৃন্দাবন আসিয়াছিলেন যে, প্রতিদিনকার ভিক্ষালব্ধ বস্তুর দ্বারা ঠাকুরজীর সেবাপূজা করিবেন— তাহাতে যে প্রসাদ জুটিবে তাহাই আশ্রমস্থ সকলে মিলিয়া ভাগ করিয়া খাইবেন। কিন্তু তাঁহার শ্রীগুরুদেবের কৃপায় তাঁহাকে ভিক্ষা করিতে বাহির হইতে হয় নাই. তিনি আশ্রমে আসিবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরাধাবিহারিজীর সেবার প্রয়োজনানুরূপ অর্থ আসিতে লাগিল। তাঁহাকে বহুবার গদগদভাবে সাশ্রুনেত্রে বলিতে শুনিয়াছি—"বাবা! শ্রীশ্রীঠাকুরজী আমাকে একদিনের জন্যও ভিক্ষায় বাহির হইতে দেন নাই। আশ্রমবাসের সঙ্গে সঙ্গেই অযাচিতভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরজীর সেবার প্রয়োজনীয় অর্থ আপনা হইতেই আসিতে লাগিল।

শ্রীশ্রীদাদাগুরুজী মহারাজ আশ্রমের যে নক্‌সা তৈরী করাইয়াছিলেন, তাহাতে আশ্রমের পিছনের অংশে শ্রীমা'র থাকিবার উপযুক্ত করিয়া বাসগৃহ, রান্নাঘর, পায়খানা ইত্যাদির ব্যবস্থা ছিল। তদনুযায়ী বাড়ী তৈয়ারী হওয়ায়, শ্রীমা সুবিধামতেই ঐখানে বাস করিতে লাগিলেন। একা থাকিতে একটু অসুবিধা বোধ করাতে মামীমাকে কাশী হইতে আনান হইল। কাশীর বাড়ীর অর্দ্ধাংশ মামীমা ভাড়া দিয়া আসিয়াছিলেন। সেই ভাড়ার টাকা আসিত তদ্দ্বারা তাঁহার খরচ সঙ্কুলান হইত। আমার পিতাও কিছু কিছু করিয়া টাকা পাঠাইতেন। তাছাড়া শ্রীমা ও মামীমার প্রয়োজনীয় কাপড় তিনি দিতেন। শ্রীমা'র আশ্রয়েই আমরা লালিত পালিত, তথাপি বাবার সেই সামান্য সাহায্যটুকু পর্য্যন্ত তিনি কত না কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিতেন। বাবাকে বলিতেন "আপনার জন্যই বৃন্দাবন আসিয়া কাপড়ের অভাব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



কখনও বুঝিতে পারি নাই।” মহতের স্বভাবই ক্ষুদ্রকে বৃহৎ করিয়া দেখা—অন্যের দোষ নহে, গুণ খুঁজিয়া বাহির করা।

শ্রীমা যখন গৃহস্থাশ্রমে ছিলেন, তাঁহার সেবা ও সহায়তার জন্য সর্ব্বদা দুইটি চাকর, দুইটি পাচক ও একটি ঝি নিযুক্ত ছিল। তাছাড়া আশ্রিতদের মধ্যে কতজন তাঁহার সেবার জন্য, তাঁহার আদেশ পালনের জন্য উন্মুখ হইয়া থাকিতেন। অতুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যে সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব লইয়া বাস করিতেন। আর শ্রীগুরুর আশ্রমে আসিলেন একেবারে রিক্ত নিঃস্ব হইয়া। বৃদ্ধ বয়স, অসুস্থ শরীর, কোন লোক নাই—তাঁহার সেবা করে। হাতে টাকা নাই যে লোক নিযুক্ত করেন। প্রতিদিন সকালে এত বড় আশ্রম স্বহস্তে ঝাড়ু দেন। ভাঁড়ারের সমস্ত কাজ ঝাড়া বাছা, ভাঁড়ার দেওয়া, রান্নার বাসন মাজা ইত্যাদি সবই মনের আনন্দে করিয়া যাইতে লাগিলেন। তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি, সংসার ছাড়িয়া আসার সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতার বিপুল ঐশ্বর্য্য, সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের কথা, আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব প্রভৃতির স্মৃতি সকলই তাঁহার স্মৃতিপথ হইতে চলিয়া গেল। সুতরাং তিনি নিরুদ্বেগ ও নিশ্চিন্ত। এমনি ছিল তাঁহার বৈরাগ্য। কিন্তু বাইরে তাহা বুঝা যাইত না। অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মত ত্যাগ বৈরাগ্য ছিল তাঁহার সহজাত। লোকচক্ষুর অন্তরালে তাহা প্রবাহিত হইত। তাঁহার সমস্ত কাজকর্ম্ম সেবাবৃত্তি ছিল তাঁহার সাধনারই অঙ্গস্বরূপ। এইভাবে তিনি সেবা ও সাধনায় ডুবিয়া গিয়া জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্যের দিকে আগাইয়া চলিলেন।

শ্রীগুরুদেব সংসার ছাড়িবার পূর্ব্বে শ্রীমাকে বলিয়াছিলেন। মা যেখানে খুসী থাকতে পারেন, তাঁহার সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপনের সবরকম বাবস্থা তিনি করিয়া দিয়া যাইবেন। কিন্তু শ্রীমা সে কথায় রাজী হইবেন কি করিয়া? কোন পতিপরায়ণা রমণী কি স্বামীর ত্যাগ বৈরাগ্যের আদর্শ অনুসরণ না করিয়া বিলাসসুখে জীবন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



যাপন করিতে পারেন? তাই শ্রীমাও সর্ব্বত্যাগী স্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণে ত্যাগ বৈরাগ্যে উদ্বুদ্ধ হইয়া অমৃত-পথের অভিযাত্রীরূপে শ্রীবৃন্দাবন আসিলেন শ্রীগুরুর আশ্রমে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে।

শ্রীগুরুদেব বৃন্দাবন আসিয়া সুকঠোর তপস্যায় রত হইলেন। কুঠারের সম্মুখস্থ ছোট্ট একটি ঘরে থাকিয়া তিনি সাধন ভজন করিতেন। আশ্রমের যাবতীয় কাজ শ্রীঠাকুরজীর সেবা-পূজা, রান্না, বাসনমাজা, বাজার-হাট সমস্তই তিনি নিজে করিতেন, তদুপরি সমস্ত রাত জাগিয়া জপ ধ্যান করিতেন। বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার নেই নিরলস সেবাকার্য্য, সুকঠোর তপশ্চর্য্যা যেই দেখিত সেই মুগ্ধ হইত—অবাক বিস্ময়ে চাহিয়া থাকিত। কাশীরাম নামক একজন অতি সজ্জন ভক্ত ব্রাহ্মণ শ্রীশ্রীঠাকুরজীর সেবা-পূজার সাহায্য করিতেন।

সেবা ও সাধনায় শ্রীগুরুদেব ও শ্রীমা'র দিনগুলি বেশ আনন্দেই কাটিতে লাগিল। কিন্তু পরিবর্ত্তনশীল জগতে নিরবচ্ছিন্ন সুখ বা শান্তি কোথায়? এই সময় শ্রীগুরুদেবের দুই জন গুরুভাই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। একজনের নাম দ্বারকা দাসজী, অন্যজনের নাম মহেন্দ্র চক্রবর্ত্তী। উভয়েই পূর্ব্ববঙ্গের লোক এবং শ্রীমা'র আশ্রয়ে কলিকাতার বাসায় থাকিয়া পড়াশোনা করেন। শ্রীশ্রীদাদাগুরুজী মহারাজ যখন কলিকাতা আসিয়াছিলেন তখন মহেন্দ্রবাবু তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। দ্বারকা কাকাজী ও দীক্ষা নিতে চাহিয়াছিলেন—কিন্তু দাদাগুরুজী তাঁহাকে দীক্ষা দিতে রাজী হন নাই। তারপর শ্রীগুরুদেবের সঙ্গে দ্বারকা কাকাজী বৃন্দাবন গিয়া দাদাগুরুজীর সেবায় নিযুক্ত হন। কিন্তু তখনও দীক্ষার্থী হইয়া বিফলমনোরথ হইলেন। দাদাগুরুজী কিছুতেই তাঁহাকে দীক্ষা দিবেন না—অবশেষে শ্রীগুরুদেব ও শ্রীমা'র প্রার্থনায় দাদাগুরুজী তাঁহাকে দীক্ষা দিলেন। তিনি আর গৃহে ফিরিলেন না, সাধু সমাজেই রহিয়া গেলেন, সাধুদের বেশ ধারণ করিয়া। দাদাগুরুজী দেহে থাকা কালেই,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



তাহার চরিত্রের নানারকম দোষ প্রকাশ পায়, তখন দাদাগুরুজী বলিয়াছিলেন, "ঐ শালাকো তো হম দীক্ষা নহী দেতে, পর বাবুজীকা বিনতিপর দিয়া হৈ।"

অভাবনীয়রূপে শ্রীগুরুদেবের সন্ন্যাস এবং ব্রজবিদেহী মহন্ত পদ লাভ হয়। সে সবের বিস্তৃত বিবরণ তাঁহার জীবনীগ্রন্থে রহিয়াছে,—এখানে আর তাহা বর্ণনা করিলাম না। শ্রীমহেন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় এতদিন সন্ন্যাস লন নাই, এইবার শ্রীগুরুদেবের নিকটই সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। তাঁহার নাম হইল রাধেশ্যাম দাস। এমনি মজা, দ্বারকা দাসজী এবং রাধেশ্যাম দাসজী উভয়েই তাঁহাদের পূর্ব্বজীবনের কথা ভুলিয়া গেলেন। নিজেদের সর্ব্ব বিষয়েই শ্রীগুরুদেবের সমকক্ষ মনে করিতে লাগিলেন। এইরূপ করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, সর্ব্বতোভাবে শ্রীগুরুদেব ও শ্রীমা'র বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। পূর্ব্বে শ্রীমা'র আশ্রয়ে থাকাকালে তাঁহারা শ্রীমাকে মা বলিয়া ডাকিতেন, এক্ষণে তাঁহাকে অপদস্থ করিবার মানসে—'বৌদিদি' বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করেন। অন্যকে অপদস্থ করিবার জন্য মানুষের মন কত রকম ফন্দিফিকিরই না বাহির করিতে জানে!

শ্রীগুরুদেব সন্ন্যাস নেন নাই, এবং গুরুমার সহিত আশ্রমে বাস করিতেছেন, এতৎ সমস্ত অবগত থাকা সত্ত্বেও ব্রজের অন্যান্য মহন্তরা তাঁহাকে সন্ন্যাস দিয়া ব্রজবিদেহী মহন্ত পদে অভিষিক্ত করেন। শ্রীমায়ের নিকট শুনিয়াছি ঐ দিনই শ্রীগুরুদেব শ্রীমাকে সন্ন্যাস দীক্ষা দেন।

তাঁহার মহন্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আশ্রমে সাধু সমাগম দিনের পর দিন বাড়িয়া চলিল। ভগবদ্ ইচ্ছায় সাধুসেবার প্রয়োজনীয় অর্থও আসিতে লাগিল। কিন্তু দ্বারকাদাসজী ও রাধেশ্যামদাসজী সাধুদের লইয়া শ্রীমা'র বিরুদ্ধে দল পাকাইতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীমাকে আশ্রম হইতে সরাইতে হইবে ইহাই ছিল তাঁহাদের মতলব। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, "সাধুর আশ্রমে স্ত্রীলোক থাকিবে কেন? মহন্তের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



আবার স্ত্রী কি ?" এক দিক দিয়া দেখিতে গেলে কথাটা ঠিকই—কিন্তু সূক্ষ্মভাবে দেখিতে গেলে বিদ্বেষ প্রসূত তাঁহাদের এসব কথা সমর্থনযোগ্য নয় ; কারণ শ্রীমা সাধারণ রমণী ছিলেন না, দীর্ঘকাল যাবৎ তিনি ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করিয়া আসিতেছেন এক্ষণে তাঁহার পরিণত বয়স। স্বেচ্ছায় অতুল ঐশ্বর্য্য, সুখভোগ ত্যাগ করিয়া স্বামীর সঙ্গে ত্যাগ-বৈরাগ্যের পথ অবলম্বন করিয়াছেন, সে সব কথাও এস্থলে বিচার্য্য, কিন্তু ঈর্ষ্যাই যেখানে কর্ম্মের প্রেরক সেখানে ন্যায়-অন্যায় ভাল-মন্দের সঠিক বিচারের অবকাশ কোথায় ? সাধারণ লোক বাহির দেখিয়া বিচার করে—কর্ম্মের মূলে যে সত্য অন্তর্নিহিত থাকে, তাহারা তাহা দেখিতে পায় না,—এক্ষেত্রেও তাহা দেখিতে না পাইয়া ওদের সঙ্গে আশ্রমবাসী অন্যান্য সাধুরাও যোগ দিয়া মহা আন্দোলন সৃষ্টি করিলেন। শ্রীগুরুদেব কিছুদিন ধৈর্য্য ধরিয়া সবদিক পর্য্যবেক্ষণ করিলেন, তারপর বুঝিলেন, শ্রীমাকে আশ্রম হইতে না সরান পর্য্যন্ত এই আন্দোলন কিছুতেই বন্ধ হইবে না। অগত্যা মাকে কাশীর বাড়ীতে পাঠানই স্থির করিলেন। শ্রীমা স্বামীর সঙ্গে থাকিতে পাইবেন বলিয়াই সংসারের রাজঐশ্বর্য্য ছাড়িয়া আসিয়াছিলেন,—তিনি ধনজন, ভোগসুখ কিছুই চাহেন নাই, চাহিয়াছিলেন স্বামীর সঙ্গে, সেই আদর্শেই জীবন যাপন করিতে, তাহাতেও তখন বিঘ্ন উপস্থিত হইল। অন্যদিক দিয়া স্বামীর শান্তি সম্মান বজায় রাখিতে হইলে, তাঁহাকে আশ্রম ছাড়িয়া যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। অবশেষে শ্রীবৃন্দাবন আশ্রম—স্বামীসঙ্গ ত্যাগ করিয়া শ্রীমা কাশী আসিলেন দুঃখভারাক্রান্তহৃদয় লইয়াই তিনি বৃন্দাবন আশ্রম ত্যাগ করিলেন। দ্বারিকা দাসজীই তাঁহাকে কাশীতে রাখিয়া গেলেন।

শ্রীমা মামীমাসহ কাশী আসিলেন মনে দারুণ বিরহ বেদনা লইয়া। পরন্তু তাঁহার এই বিরহ বেদনা "প্রতি অঙ্গ কাঁদে মোর প্রতি অঙ্গ লাগি" এই শ্রেণীর বিরহ নহে। ইহা আত্মপ্রেমের দুর্জ্জয় আকর্ষণ। শ্রীশ্রীমায়ের ইষ্ট আরাধ্য দেবতা অচল শ্রীবিগ্রহেই মাত্র সীমিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



ছিলেন না। শ্রীমায়ের দেবোপম স্বামী তাঁহার সচল বিগ্রহ সাক্ষাৎ ভগবান ছিলেন চিরদিন। তৎপরে শ্রীশ্রীগুরুদেব সচল ভগবান জীবনে তাঁহার প্রকাশ হন এবং এই ভগবদ্‌ভাব ক্রমশঃ তাঁহার সেবা ও সাধনার সহিত সর্ব্বভূতে ব্যাপ্ত হইতে থাকে। সুতরাং শ্রীমা তাঁহার পতিরূপী পরমাত্মার বিরহে কাতর হইবেন তাহা অতি স্বাভাবিক।

শ্রীমাকে দেখিয়াছি কর্ত্তব্যের অনুরোধে সবই হাসিমুখে, প্রসন্নতার সহিত করিয়া যাইতেছেন। কিন্তু অন্তরে আত্মানুরাগের প্রবল আকর্ষণ-প্রিয় আত্মদেবতার বিরহের দরুণ বেদনায় সর্ব্বদাই ক্লিষ্টা। তাঁহাকে দর্শন করিলেই পরমাত্মাস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ-বিরহিণী তপঃক্লিষ্টা শ্রীরাধিকা ও মহর্ষি বাল্মীকির তপোবনে আত্মারাম শ্রীরাম বিরহিণী পরম তপস্বিনী শ্রীজানকীকেই স্মরণ হইত। অবসর পাইলেই তিনি নির্জ্জনে বসিয়া শ্রীকৃষ্ণ বিরহের গীতসকল অতি কাতরস্বরে গান করিতেন—বক্ষস্থল তাঁহার নেত্রজলে ভাসিয়া যাইত। দেহত্যাগের কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার শ্রীঅঙ্গে মুখে যে অপূর্ব্ব জ্যোতি ফুটিয়া উঠিয়াছিল, সেই সময় হইতে তাঁহার সেই বিরহ বেদনা অন্তর্হিত হয়। সম্ভবতঃ ঐ সময়ে তিনি তাঁহার পরমাত্মস্বরূপ পতি দেবতার সহিত চিরমিলিত একীভূত হইলেন। তখন তাঁহার গীতোক্ত: "সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি। ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ।" অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়া খুব সম্ভব গীতার অষ্টাদশাধ্যায়োক্ত "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি। সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥ ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ। ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥ এই অবস্থা খুলিয়াছে। তিনি যেন আনন্দে ডগমগ—আনন্দ যেন সামলাইতে পারিতেছেন না—উথলিয়া পড়িতেছে। যিনি চিরদিন ভাব গোপনে অভ্যস্তা, ভাবগম্ভীরা। তিনি যেন তেজোময়ী আনন্দময়ী চপলা বালিকা। তাঁহার বিরহ বেদনার চির অবসান হইয়াছে—তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



প্রিয়ার সহিত চির মিলিত আত্মারাম আত্মবরণ হইয়াছেন। যদিও দেহত্যাগের পূর্ব্বে তিন দিনের হৃদপিণ্ডের যাতনায় দেহ ক্লিষ্ট মলিন হইয়াছিল পরন্তু তিনি দেহে থাকিয়াও উঃ আঃ ইত্যাদি দেহের ব্যথা ব্যঞ্জক ক্রিয়া করিয়াও স্বীয় আনন্দ স্বরূপেই স্থিত ছিলেন। দেহত্যাগের পূর্ব্বক্ষণে পুনঃ শ্রীমুখে—সারা শরীর সেই বিমল জ্যোতিপ্রভা ফুটিয়া উঠিয়াছিল। ইহা তৎকালে উপস্থিত সকলেই দর্শন করিয়াছেন। বাড়ী-ভাড়া যাহা পাওয়া যাইত, তাহাতে দুজনের ব্যয় সঙ্কুলান হওয়া কঠিন। তাছাড়া মা চিরদিনই বহুলোকের আশ্রয়দাত্রী,—তাঁহার কাশীতে আসার সঙ্গে সঙ্গে আত্মীয় অনাত্মীয় অনেকেই আসিয়া জুটিতে লাগিল। এদিকে ভগবানও অনন্যচিত্ত ভক্তের অভাব-পূরণে মনোযোগী হইলেন। শ্রীগুরু-দেবের মামাত ভাই অবনীনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় তখন সীতাপুরে ওভার-সিয়ারী কাজ করিতেন; এই সময় তিনি এক ছুটিতে কাশী আসেন এবং শ্রীমায়ের অসুবিধা দেখিয়া আর কর্ম্মস্থলে ফিরিয়া গেলেন না—কাশীতেই মা'র আশ্রয়ে রহিয়া গেলেন। এবং এখানেই একটা কাজের ব্যবস্থা করিলেন। ইহাতে মা'র কতকটা সুবিধা হইল। এই সময় শ্রীমা'র পূর্ব্বাশ্রমের এক বিধবা ননদও আসিলেন। শ্রীমা'র পরিশ্রম অনেকটা কমিল। অবশ্য শ্রীমা পরিশ্রম করিতে কখনো পরাঙ্মুখ ছিলেন না। তবে বার্দ্ধক্যে এবং রোগে কার্য্যে কতকটা অক্ষমও হইয়াছিলেন। ইহা ছাড়া পুরাতন ঝি শুক্রার মা, তাহার দুই পুত্র ও পুত্রবধূকে লইয়া বহুদিন যাবৎ বাড়ীর নীচের তলায় বাস করিতেছে। অবনী কাকা পুরাতন ভাড়াটে তুলিয়া দিয়া নূতন ভাড়াটে বসাইলেন, তাহাতে কিছুটা আয় বাড়িল। নিজেও কিছু উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। আমার পিতাও কিছু সাহায্য করিতেন। তাছাড়া দৌলতপুর হিন্দুএকাডেমীর প্রতিষ্ঠাতা হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ উকীল, শ্রীগুরুদেবের বিশেষ বন্ধু ব্রজলাল শাস্ত্রী মহাশয়ও প্রতিমাসে কিছু কিছু করিয়া পাঠাইতেন। শ্রীভগবদ্‌ইচ্ছায় শ্রীমা'র আর্থিক ব্যবস্থা একরূপ হইয়া গেল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



যাঁহার জীবনযাত্রা বহুজন সুখায়—বহুজন পরিপালনায়, তিনি একা থাকিবেন কি করিয়া ? কাজেই শ্রীমার কাশীর বাড়ীতে নিত্য নূতন লোক সমাগম হইতে লাগিল। পরিচিত-অপরিচিত, কত লোক কাশী আসিয়া মা'র আশ্রয়ে সুখে এবং শান্তিতে বাস করিয়া তীর্থকৃত্য সমাপন করেন, মা প্রসন্নমনে সকলকেই পরম সমাদরে গ্রহণ করেন এবং "পুনরাগমনায় চ" বলিয়া বিদায়-সম্ভাষণ করেন। এই সময় বৃদ্ধা ঠাকুরমা খুঁব অসুস্থ হইয়া পড়িলেন, সেবার লোক চাই। শ্রীমা আমার পিতাকে এই কথা জানাইলেন। পিতৃদেব দেশ হইতে ঠাকুরমার বিধবা কন্যা নিত্য পিসীমাকে কাশীতে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন। ইহার কিছুদিন পর অবনীকাকাও তাঁহার স্ত্রীকে কাশীতে আনিলেন। আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে যাঁহারা বৃদ্ধাবস্থায় কাশীপ্রাপ্তির আশায় কাশীবাস করিতে ইচ্ছুক তাঁহারা আসিয়া মা'র আশ্রয়ে বাস করেন। মা সকলকে সমান আদরে গ্রহণ করেন, কাউকেই বিমুখ করিয়া ফিরাইয়া দেন না—এমনি উদার এবং করুণার্দ্রহৃদয়ের অধিকারিণী ছিলেন তিনি। সুবিশাল বটবৃক্ষের ন্যায় শ্রীমা চিরদিনই বহুজনের স্নেহচ্ছায়াদাত্রী—আশ্রয়দাত্রী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No...........
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.
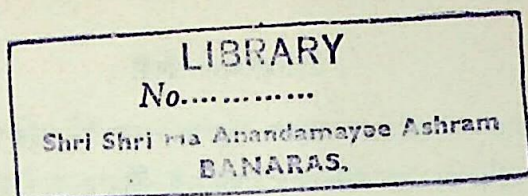
॥ আট ॥

## পুরীগমন, মায়ের বিভূতি প্রকাশ

শ্রীগুরুদেবের সাধনের অগ্রগতি ছিল বিস্ময়কর। প্রতিটি দিনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সাধনসম্পদও বাড়িয়া চলে। শুধু মনের নহে দেহেরও অদ্ভুত পরিবর্ত্তন। তিনি যেন নিত্য নূতন মানুষ হইয়া যাইতেছেন। তাঁহার দেহের এই পরিবর্ত্তন, তাঁহার শ্রীগুরুদেবেরই রূপান্তর বলা যাইতে পারে। যে দেখে সেই আশ্চর্য্য হয়। ধ্যাতা ধ্যেয়ের স্বরূপ, শিষ্য গুরুর স্বরূপ প্রাপ্ত হয়—এ শুধু কথার কথা নয়—সত্যিকারের সাধনে তা অবশ্যই হইয়া থাকে,—শ্রীগুরুদেবকে যিনি দেখিতেন তিনি একথা স্বীকার করিতেন।

শ্রীগুরুদেব একবার কলিকাতা আসেন সকলেরই ইচ্ছা। এ-সম্বন্ধে চেষ্টা-চরিত্র যে হইতেছে না—তাহা নহে, কিন্তু কি জানি কেন সে চেষ্টা ফলপ্রসূ হইতেছে না। অবশেষে ১৩২৮ সালের ২৯ জ্যৈষ্ঠ আমার পিতৃদেব তপোবালা দেবীর কাছ হইতে এক পত্র পাইলেন,—তাহাতে লেখা আছে, আষাঢ়ের প্রথম বা দ্বিতীয় দিনে শ্রীমা কাশী হইতে কলিকাতা আসিয়া আমাদের বাসায় ২।১ দিন থাকিয়া পুরী যাইবেন। পিতৃদেবকে ঐ পত্রে এইরূপ অনুরোধ করা হইয়াছিল যে তিনি যেন শ্রীমাকে নিয়া অবশ্যই একবার তপোবালাদের বাড়ী যান। পত্র পড়িয়া আমরা আনন্দে আত্মহারা। তাঁহার সর্ব্বরকম সুখ-সুবিধা কিসে হইবে, সেইজন্য আমরা ব্যস্ত হইয়া উঠিলাম। যদিও জানি, জাগতিক সুখ-সুবিধার কাঙ্গাল তিনি ছিলেন না। অধ্যাত্মসম্পদে সম্পদবতী তিনি, সর্ব্বাবস্থায় সকল সময়েই সুখী—আনন্দে স্থিত। বাহিরের প্রিয়-অপ্রিয় পরিবেশ তাঁহার অন্তরের প্রশান্তি ভঙ্গ করিতে পারিত না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



আমরা শ্রীমা কখন আসিবেন, কখন আসিবেন, এই বুঝি আসিলেন, মনের এইরূপ ভাব লইয়া তাঁহার শুভাগমনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

১৩২৮ সালের ৩রা আষাঢ় আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার অন্নপ্রাশনের দিন ধার্য্য হইয়াছে। পূর্ব্বদিন বৈকালে আমরা রাশিকৃত তরকারী নিয়া বসিয়াছি কুটিবার জন্য। এমন সময় শ্রীমা'র বাগবাজারের বাড়ীর বৃদ্ধ পাচক হাসিমুখে আসিয়া উপস্থিত, বলিল—"শ্রীমা আজ সকালে বাগবাজারের বাড়ীতে আসিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গী দ্বারকাদাসজী —আমাদের বাড়ী চিনেন না তাই বাগবাজারের বাড়ীতে নিয়া তাঁকে তুলিয়াছেন। ঐ বাড়ীতে এখন মোহিনী চক্রবর্ত্তী মহাশয় আছেন। তিনি আর এখন মাকে ছাড়িতে রাজী নন। তাই শ্রীমা পাচককে পাঠাইয়াছেন আমাদের লইয়া যাইবার জন্য। শ্রীগুরুদেব উজ্জয়িনীকুম্ভের পর পুরী গিয়াছেন এবং পুরী হইতে দ্বারকাদাসজীকে কাশী পাঠাইয়াছেন, মাকে পুরী নিয়া যাইবার জন্য। মা কালই পুরী চলিয়া যাইবেন।

শ্রীমায়ের আগমন সংবাদে আমরা আনন্দে লাফাইয়া উঠিলাম। তখনই সবাই মিলিয়া বাগবাজারের বাড়ী রওয়ানা হইলাম।

ছুটিতে ছুটিতে বাগবাজারের বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দেখি স্বর্ণ-প্রতিমাসম শ্রীমা ঘর আলো করিয়া বসিয়া আছেন। মা'ত খুবই সুন্দরী—তপঃপ্রভাবে সে সৌন্দর্য্য শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে,—অপরূপ রূপ ধারণ করিয়াছেন—আরো জ্যোতির্ম্ময়ী—আরো উজ্জ্বল-কান্তি হইয়াছেন।

শ্রীমা আমাকে বালিকাবস্থায় রাখিয়া গিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে আমি বড় হইয়াছি, আমার জীবনে মস্ত বড় পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। আমার বিবাহ হইয়াছিল—আমি বিধবা হইয়াছি। মা কাঁদিতে লাগিলেন। শ্রীমাও অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলেন না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা ননী নবাগত শিশু, শ্রীমা তাহাকে কোলে লইয়া আদর করিতে লাগিলেন। শ্রীমায়ের লালিত-পালিত রাখাল দেশে গিয়াছে। মা বাবা কত কথাই বলিতে লাগিলেন, তার কি শেষ আছে? বেশী কথা আমার সম্বন্ধেই হইল। বাবা মা বলিলেন—"গঙ্গা ত দাদার কাছে দীক্ষা নিতে চায়। আমাদেরও তাই ইচ্ছা। দাদার শ্রীচরণে ওকে দিতে পারিলে আমরা নিশ্চিত হই, আপনারাই ওর একমাত্র আশ্রয়। দাদা ওকে দীক্ষা দিবেন ত?" শ্রীমা বলিলেন "কেন দীক্ষা দিবেন না? নিশ্চয়ই দিবেন।"

শ্রীমা তপোবালাদের বাড়ী যাইবেন। তপোবালা শ্রীমায়ের গুরুভ্রাতা নগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের কন্যা। নগেন্দ্র মিত্র মহাশয় শ্রীগুরুদেবের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। সকলে মিলিয়া শ্যামপুকুর ষ্ট্রীটে তাঁহার বাসায় গেলাম। শ্রীমাকে পাইয়া সকলেই আনন্দিত হইলেন, আবার সেই সঙ্গে তাহাদের নগেন্দ্রবাবুর বিরহের শোক-সিন্ধুও উথলিয়া উঠিল। কয়েকমাস পূর্ব্বে নগেন্দ্রবাবু দেহরক্ষা করিয়াছেন।

রাত্রি প্রায় ৯টা। দ্বারকাদাসজী শ্রীমাকে লইয়া বাগবাজার রওনা হইতেছেন, শ্রীমা গাড়ীতে উঠিয়াছেন, কিন্তু কি জানি কেন আমার মনের মধ্যে একান্ত ইচ্ছা জাগিয়াছে, শ্রীমার সঙ্গে পুরী যাই,—এত লোকের সম্মুখে শ্রীমাকে এই কথা বলিতে পারি নাই,—এইবার বাবাকে চুপি চুপি আমার মনের কথা বলিলাম। বাবা তখনই গাড়ী থামাইয়া, শ্রীমাকে আমার ইচ্ছা জানাইলেন। শ্রীমা প্রসন্নমনে আমার যাওয়া অনুমোদন করিলেন।

গাড়ীতে আমরা বাসায় ফিরিতেছি, মা'র মনে কিন্তু—"কিন্তু ভাব"—শ্রীগুরুদেবকে না জিজ্ঞাসা করিরা যাওয়া উচিত হইবে কি না—সেখানে কি অবস্থায় পড়িব ইত্যাদি কথা বলিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম, "জ্যাঠাইমা যেভাবে থাকিবেন, আমিও সেইভাবেই থাকিতে পারিব, কোন অসুবিধা হইবে না।" মা'র মনের 'কিন্তুভাব'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



কিছুতেই যাইতেছে না দেখিয়া বাবা বলিলেন, "আচ্ছা, কাল আমি যাইয়া বৌঠাকুরাণীকে ভাল করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার মত জানিয়া আসিব।" রাত্রি-প্রভাতেই বাবা শ্রীমার কাছে চলিয়া গেলেন। তাঁহাকে সমস্ত কথা বলিলেন, —তিনি প্রসন্নমনেই আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইবেন বলিয়া দিলেন!

অন্নপ্রাশনের দৈবকাজ সম্পন্ন হইল। খাওয়া-দাওয়া চলিতেছে। আমি বেলা ৪টার সময় মাসতুতো ভাই এর সঙ্গে শ্রীমা'র কাছে চলিয়া গেলাম। যথাসময়ে আমরা ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। স্নানযাত্রা আগতপ্রায়—তাই ষ্টেশনে পুরী-যাত্রীর ভীষণ ভিড়। নির্দ্দিষ্ট সময়ে ট্রেন ছাড়িল। আমরা পরদিন সকালে পুরী পৌঁছিলাম। আমরা ষ্টেশন হইতে জটিয়া বাবার মঠে গিয়া শ্রীগুরুদেবের চরণপ্রান্তে উপনীত হইলাম। কিঞ্চিদধিক একবৎসর পর শ্রীমা, শ্রীগুরুদেবের সহিত মিলিত হইলেন।

শ্রীমা আমাকে দেখাইয়া শ্রীগুরুদেবকে বলিলেন, "দেখ, কি মেয়ে রাখিয়া গিয়াছিলে, আর এখন কি দশা হইয়াছে।"

শ্রীগুরুদেব বলিলেন,—"এও ঠাকুরজীর দয়াই, যদি ব্রহ্মচর্য্যের জীবন ঠিকমতন যাপন করিতে পারে সুখী হইবে, জীবন ধন্য হইবে, দুঃখ কিসের?" সকলের কুশল-সংবাদ শ্রীগুরুদেব আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

ছয় বৎসরে শ্রীগুরুদেবের চেহারার এমন আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইয়াছে যে, আমাদের সেই পুরাতন জ্যাঠামহাশয়কে তাঁহার মধ্যে আর খুঁজিয়া পাইলাম না! এমন কি, শ্রীমা সঙ্গে না থাকিলে,—তাঁহাকে চিনাই আমার পক্ষে কঠিন হইত। মা'ইত পিতাকে চিনাইয়া দেয়, ইহাই ত চিরন্তন রীতি।

মঠের সেবাইত শ্রদ্ধেয় সারদা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের খুব আদর যত্ন করিতে লাগিলেন,—কোন বিষয়ে অসুবিধা না হয় সে বিষয়ে সতর্ক থাকিতেন।



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



সকালবেলা নুন লঙ্কা দিয়া পাকাল প্রসাদ, তারপর ১০টায় গোঁসাইজীর ভোগ চিড়াভাজা, মিষ্টি প্রসাদ, তারপর বৈকালে মন্দির হইতে মহাপ্রসাদ আসিলে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সকলে তাহা খাইতেন।

শ্রীগুরুদেব আশ্রমের বাহিরের অংশে একটা চালার ঘরে থাকিতেন। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার দুইজন সাধু-চেলা, বনমালী দাসজী ও অনন্তদাসজী ছিলেন। আমি প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় শ্রীমা'র সঙ্গে তাঁহাকে প্রণাম করিতে যাইতাম। প্রণাম করিয়া তাঁহার কাছে বসিতাম। একদিন শ্রীমা শ্রীগুরুদেবকে বলিলেন "গঙ্গার বাবা বলিয়া দিয়াছেন,—মেয়েকে দীক্ষা দিয়া যেন নিয়া নেন; মেয়ে দাদারই, তিনি যাহা ভাল মনে করেন, মেয়ের সম্বন্ধে সেই ব্যবস্থাই করেন যেন।" শ্রীগুরুদেব কিছু সময় চুপ করিয়া থাকিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কিরে, দীক্ষা নিবি?" আমি বলিলাম "হাঁ নিব।"

আমি ছোট বেলা, জ্যাঠাইমা ও জ্যাঠামহাশয়ের সঙ্গে এক পাতে খাইতে চাহিতাম। তখন তাঁহারা সঙ্গে লইয়া খান নাই। কিন্তু শ্রীমা সে কথা ভুলিয়া যান নাই,—এতদিন পর শ্রীমা আমাকে বলিলেন "আমার সঙ্গে খাবি?—আয়। মহাপ্রসাদের উচ্ছিষ্টদোষ হয় না।" এখন বড় হইয়াছি, ছোট বেলার সেই আগ্রহ না থাকিলেও শ্রীমার সেই সাদর আহ্বানে আনন্দের সহিত তাঁহার সঙ্গে বসিয়া মহাপ্রসাদ খাইলাম। অন্য একদিন শ্রীগুরুদেব পুরুষদের সঙ্গে বারান্দায় মহাপ্রসাদ পাইতে বসিয়াছেন, সেই সময় শ্রীমা তাঁহাকে বলিলেন "ছোট বেলা গঙ্গা তোমার সঙ্গে খাইতে চাহিত, তখন ত তাকে সঙ্গে নিয়া খাও নাই,—মহাপ্রসাদে ত উচ্ছিষ্টদোষ নাই, এখন তাহাকে নিয়া খাও।" শ্রীগুরুদেব আমার দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কিরে খাবি? তবে আয়!" এই আহ্বানে মনে মনে খুশী হইলাম বটে, কিন্তু সঙ্কোচ বোধ হইতে লাগিল। শ্রীমা বলিলেন "এমন সুযোগ আর পাইবি না, যা যা।" অন্যেরাও এ আমার পক্ষে পরম সৌভাগ্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



বলিয়া উৎসাহ দিতে লাগিলেন। অবশেষে সঙ্কোচ কাটাইয়া আমি যাইয়া তাঁহার সঙ্গে খাইতে বসিলাম। তিনি মাখিয়া মাখিয়া আমার হাতে তুলিয়া দেন—আমি মনের আনন্দে খাইতে লাগিলাম। সেই প্রসাদের কি অপূর্ব্ব স্বাদ—আজও তাহা ভুলিতে পারি নাই, মুখে যেন লাগিয়া আছে। সন্তানের মা'র সঙ্গে খাইবার ছোট্ট আবদারটী এতদিন পরেও মা ভুলেন নাই—অথচ এর মধ্যে তাঁহার জীবনের কত পরিবর্ত্তনই না হইয়াছে। সুযোগ পাওয়া মাত্র সন্তানের সেই আবদারটী পূরণ করিলেন। সন্তান কিন্তু ছোট বেলাকার সেকথা ভুলিয়াই গিয়াছিল। কিন্তু মাতৃত্ব নিত্য, তার তো হ্রাস-বৃদ্ধি নাই—তাই সন্তানের অভাব পূরণের ইচ্ছাটিও তাঁহার মধ্যে চিরন্তন। আর সেই চিরন্তন ইচ্ছাটী সম্পাদন করিয়া মাতৃ-মহিমার জয় ঘোষণা করিলেন। শ্রীমা এমনি বিশ্ব-মাতৃত্বে—নিত্য-মাতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা মঠাধ্যক্ষ শ্রীযুত সারদা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ব্যবস্থায় সুন্দরভাবে দর্শন হইল। শ্রীগুরুদেব ও শ্রীমার সঙ্গে সেই দর্শনে যে আনন্দ পাইয়াছিলাম তাহা অবর্ণনীয়।

শ্রীগুরুদেব যখন শ্রীবৃন্দাবনে নূতন আশ্রম প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে পুরীতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে নিমন্ত্রণ করিতে গিয়াছিলেন, তখন শ্রীমাও তাঁহার সঙ্গে পুরী যাইতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীগুরুদেব তখন তাঁহাকে সঙ্গে নিয়া যান নাই,—কারণ তখন বাড়ী ভর্ত্তি উৎসবের যাত্রী। শ্রীমা চলিয়া গেলে তাঁহাদের দেখাশোনার অসুবিধা হইবে মনে করিয়াই শ্রীগুরুদেব তখন তাঁহাকে যাইতে বারণ করিয়াছিলেন—তাহাতে শ্রীমা মনঃক্ষুণ্ণ হইলে, শ্রীগুরুদেব বলিয়াছিলেন, "এখন নাই বা গেলে, ভবিষ্যতে আমার সঙ্গেই তোমার জগন্নাথ দর্শন হইবে।" আজ স্নানযাত্রায়—এক সঙ্গে জগন্নাথদেবকে দর্শন করার পর সন্ধ্যায় যখন শ্রীমা শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করিতে গেলেন, তখন শ্রীগুরুদেব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



তাঁহাকে বলিলেন, "কি, তোমার পুরী আসা এবং আমার সঙ্গে জগন্নাথ দর্শন হইল ত ? আমি ত বলিয়াছিলাম, পরে হইবে।" শ্রীমা অভিমানের সুরে বলিলেন—"তুমি ত আর আন নাই, সারদাবাবু আনাইয়াছেন তাই আসা হইল।" তদুত্তরে শ্রীগুরুদেব বলিলেন, "তোমার ইচ্ছা ত পূর্ণ হইয়াছে, জগন্নাথদেবই আনাইয়াছেন।" শ্রীমাকে বাস্তবিকই, মঠাধ্যক্ষ সারদাবাবুই দ্বারিকা দাসজীকে পাঠাইয়া আনাইয়াছিলেন।

শ্রীগুরুদেবের গুরুভ্রাতা, প্রেসিডেন্সি কলেজের গণিতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত সারদা প্রসন্ন দাসগুপ্ত পুরীতে একটি বাড়ী করিয়াছেন। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা শ্রীগুরুদেব ঠাকুরজীসহ ঐ বাড়ীতে গিয়া কিছুদিন বাস করেন।

স্নানযাত্রার পরদিন শ্রীগুরুদেব শালগ্রামজী এবং দাদা গুরুজীর প্রতিকৃতিসহ সাধুদের সঙ্গে লইয়া সারদা বাবুর বাড়ী গেলেন। শ্রীমা কিন্তু গেলেন না। কথা ছিল পরদিন সকালে কীর্ত্তন শুনিতে শ্রীমা ঐ বাড়ী যাইবেন, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহাও হইল না।

স্নানযাত্রার পরদিন শেষ রাত্র হইতে শ্রীমার দাস্ত ও বমি আরম্ভ হইল। ক্রমাগত দাস্ত বমি হওয়ায় খুবই দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন। সেবাশুশ্রূষা এবং ডাক্তারের ব্যবস্থা ভালই হইল। আমি খুবই ভয় পাইলাম। মনে মনে কেবল জগন্নাথদেবকে ডাকি ভাল করিয়া দিবার জন্য। শ্রীগুরুদেবকে খবর দেওয়া হইল। তিনি খবর শুনিয়া বলিলেন, "এখন গেলেও ভাল, থাকিলেও ভাল।" তিনি আর সেদিন আসিলেন না। বেলা ৯টায় দাস্ত বন্ধ এবং ১১টায় একটু নিদ্রার ভাব হইল। পরদিন সকালে শ্রীগুরুদেব আসিলেন। সারদা বাবু তাঁহাকে বসিতে আসন দিলেন, কিন্তু তিনি বসিলেন না। দাঁড়াইয়া থাকিয়াই শ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেমন আছ ?" শ্রীমা অতি কষ্টে "একটু ভাল আছি" বলিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। শ্রীগুরুদেব বলিলেন, "কিছু হইবে না, ভাল হইয়া যাইবে। চিড়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



ভিজাইয়া লেবু দিয়া খাও।" এই বলিয়া চলিয়া গেলেন। শ্রীগুরুদেবের নির্দ্দেশ অনুযায়ী চিড়া ভিজাইয়া লেবু দিয়া শ্রীমাকে খাইতে দেওয়া হইল। অসুখ আর বাড়িল না, তিনি ক্রমশঃ সুস্থ হইয়া উঠিলেন।

শ্রীগুরুদেবের সঙ্গে আমরা একদিন সাক্ষীগোপাল দর্শনে গিয়েছিলাম। সঙ্গে আছেন সাধুরা আর অনন্তমোহন রায় ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। মন্দিরের নিকটেই শ্রীমৎ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীজি মহারাজের আশ্রম। পূর্ব্বেই আশ্রমে খবর দেওয়া হইয়াছিল যে আমরা যাইয়া আশ্রমে উঠিব। ষ্টেশনে কোনরূপ যান বাহনের ব্যবস্থা নাই, কাজেই হাটিয়াই আমরা ব্রহ্মচারিজী মহারাজের আশ্রমে গেলাম। তাঁহার দুইজন ভক্ত পরম সমাদরে আমাদের গ্রহণ করিয়া থাকার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। কিছু সময় পরই আমরা গোপালজীর দর্শনে রওয়ানা হইলাম। বড় মনোরম স্থানে মন্দিরটি অবস্থিত। গোপালজীর দর্শনও বড় সুন্দর—দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে মনপ্রাণ আনন্দে পূর্ণ হইয়া যায়। মন্দিরের পূজারী গোপালজীর আবৃত চরণযুগল কাপড় খুলিয়া আমাদের দেখাইলেন। শ্রীগুরুদেব ও শ্রীমা উভয়েই প্রণামী দিলেন। দর্শনান্তে প্রদক্ষিণ প্রণাম শেষ করিয়া মন্দির প্রাঙ্গণে আসিলে, সঙ্গীয় পাণ্ডাজী একটী তমাল বৃক্ষ দেখাইলেন। বড়ই আশ্চর্য্য ব্যাপার প্রতি শাখায় কৃষ্ণনাম লেখা রহিয়াছে, তৎপরে শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড দর্শন করিলাম। স্থানটির এমনই মাহাত্ম্য যে বৃন্দাবনের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। শ্রীগুরুদেব পুনঃ পুনঃ বলিতেছিলেন, এযেন শ্রীবৃন্দাবন। এখানে কয়েকটি নিম গাছ থাকিলে আর কোন কথাই ছিল না। মন্দিরের পূজারীজি আমাদের প্রচুর প্রসাদ দিলেন। আমরা পরম তৃপ্তির সহিত সকলে সেই প্রসাদ ভোজন করিলাম।

আশ্রমে ফিরিয়া শ্রীমা-ই রান্না করিলেন। শ্রীমৎ অনন্তদাসজী তাঁহার সাহায্যকারী ছিলেন। শ্রীমা ছিলেন শান্ত স্বভাবা, কিন্তু কাজ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



করিতেন ক্ষিপ্রহস্তে এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাহা সম্পন্ন করিতেন। অনেক সময় কাজটি হইয়া গেলে, ভাবিয়া আশ্চর্য্য হইতাম—কি করিয়া এত অল্প সময়ে কাজটি সম্পন্ন হইয়া গেল। আধ ঘণ্টার মধ্যে ডাল ভাত ডালনা ভাজা বড়া ও শুকতো রান্না করিয়া ফেলিলেন। শ্রীগুরুদেব ভোগ নিবেদন করিলেন।

শ্রীমা সকলকে পরিবেশন করিলেন। প্রসাদের অমৃততুল্য স্বাদের কথা সকলেই বার বার বলিতে লাগিলেন। একে শ্রীমার রান্না, তদুপরি শ্রীগুরুদেব ভোগ নিবেদন করিয়াছেন, কাজেই তাহা যে অমৃততুল্য হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? সকলের খাওয়া হইয়া গেলে আমি ও মা প্রসাদ পাইলাম।

শ্রীগুরুদেব পূর্ব্বেই ভুবনেশ্বর দর্শন করিয়া গিয়াছেন। কাজেই এইরূপ স্থির ছিল, তিনি সাধুদের নিয়া পুরী চলিয়া যাইবেন, আমরা কাকাজীর সঙ্গে ভুবনেশ্বর দর্শন করিতে যাইব। আমরা ভুবনেশ্বর রওয়ানা হইলাম। ট্রেনে ভীষণ ভিড়। যে কামরায় উঠিয়াছিলাম সেখানে একটি কলেরার রোগী। কাকাজী পরবর্ত্তী ষ্টেশনে অন্য কোন কামরায় স্থান পাওয়া যায় কিনা দেখিতে গেলেন। ইতিমধ্যে একটি অপরিচিত ভদ্রলোক আসিয়া শ্রীমাকে অতি বিনীতভাবে বলিলেন, "মা, আমার সঙ্গে আসুন আপনাদের অন্য কামরায় বসিবার ব্যবস্থা করিয়া দিব। আমরা তাঁহার সঙ্গে গেলাম। তিনি অতি যত্নের সহিত আমাদের একটি গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া বসিবার ভাল রকম ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। মালপত্র আনিয়া গুছাইয়া দিলেন। এদিকে কাকাজী ঘুরাঘুরি করিয়া সুবিধা মতন কোন গাড়ী না পাইয়া ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়া দেখেন আমরা সেই কামরায় নাই। তিনি আশ্চর্য্য হইলেন এবং চিন্তিত হইয়াই আমাদের খোঁজাখুঁজি করিতে লাগিলেন। কোথাও দেখিতে না পাইয়া গঙ্গা, গঙ্গা বলিয়া চীৎকার করিতেছেন তাঁহার ডাক শুনিয়া আমিই তাঁহাকে ডাকিয়া নিলাম। তিনি আমাদের কামরার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



কাছে আসিয়া আমরা বেশ সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে বসিয়া আছি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া শ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমরা এখানে আসিলাম কি করিয়া? শ্রীমা নির্ব্বাক। কিছুই বলিলেন না। আমি বলিলাম—“কেন? আপনি যাকে পাঠাইয়াছিলেন আমরা ত তাঁর সঙ্গেই এখানে আসিয়াছি! তিনি অতি যত্নের সহিত আমাদের এখানে বসাইয়া দিয়া, শ্রীমাকে প্রণাম করিয়া এইমাত্র চলিয়া গেলেন, আপনি কি তাঁকে দেখেন নাই?” কাকাজী খুবই আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন “সে কি? আমি ত কাউকে পাঠাই নাই? আমি ঘুরাঘুরি করিয়া কোন গাড়ীতে স্থান দেখিতে না পাইয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখি তোমরা নাই। তবে কি বৌদির জানা কোন লোক তোমাদের এখানে বসাইয়া দিয়া গেছেন?” আমি বলিলাম—“না ত, ও লোকটি আমাদের পরিচিত নয় ত।” কাকাজী বিস্ময়ে নির্ব্বাক। শ্রীমাও কিন্তু নির্ব্বাক; ভালমন্দ কিছুই বলিতেছেন না। ব্যাপারটা কিছুই বুঝিলাম না। মনে হইল ইহাতে কোন রহস্য আছে।

আমরা রাত্রি ১২ টায় ভুবনেশ্বর ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। ব্রহ্মচারীজি মহারাজের পাণ্ডা লণ্ঠন ও গরুর গাড়ী নিয়া উপস্থিত ছিলেন। তখনকার দিনে গোযান ছাড়া অন্য কোন গাড়ীর ব্যবস্থা ছিল না।

আমরা চলিতে আরম্ভ করিলাম। রাস্তার দুই ধারে গভীর জঙ্গল। ভীষণ বাঘের ভয়। একস্থানে আসিলে পাণ্ডা বলিলেন,—“এখানে প্রায়ই বাঘ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই স্থানকে বাঘের আড্ডাস্থল বলা যাইতে পারে।” সঙ্গে সঙ্গে বাঘের গর্জ্জন শোনা গেল। আমরা ভয়ে কাঁপিতে লাগিলাম—গরু দুইটা দাঁড়াইয়া রহিল। গাড়োয়ান “বাবু, বাঘ ডাকুচি” বলিয়া সজোরে টিন বাজাইতে লাগিল। বাঘ লাফ দিয়া গাড়ীর পাশে আসিয়া পড়িল। অন্ধকারে তাহার চোখ দুইটি জ্বলিতেছে। গরু দুইটী ভয়ে গাড়ী উল্টাইয়া ফেলে আর কি! পাণ্ডা ভয়ে কাঁপিতেছে—তাঁহার হাত হইতে লণ্ঠন পড়িয়া গেল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



গাড়োয়ানের হাত হইতেও টিন পড়িয়া গিয়াছে। সকলেই ভয়ে-ত্রাসে হতবুদ্ধি। ভীষণ সঙ্কটাপন্ন অবস্থা। এমন সময় মা, "দেখি কি হইয়াছে" বলিয়া গাড়ীর ভিতর হইতে মুখ বাহির করিয়া ব্যাঘ্রের দিকে তাকাইতেই ব্যাঘ্র নিঃশব্দে পলায়ন করিল। এত-সহজে এই বিপদ হইতে আমরা পরিত্রাণ পাইব ভাবি নাই। কিসে কি হইল বলা কঠিন,—তবে যেরূপটি ঘটিয়াছিল তাহা বলিলাম। তখন বুঝি নাই, এখন মনে হয়, শ্রীমা'র দৈবশক্তিই সেদিন আমাদিগকে ব্যাঘ্রের কবল হইতে রক্ষা করিয়াছিল। যাঁহার শক্তিতে এতবড় একটা ঘটনা ঘটিয়া গেল, তাঁহার হাবভাব চাল-চলনে তার কিছুই প্রকাশ পাইল না। মা এমনি করিয়াই নিজেকে সবকিছুর অন্তরাল করিয়া রাখিতেন। যাহা হউক অল্পক্ষণ-মধ্যেই নিরাপদে আশ্রমে পৌঁছিলাম।

পরদিন গৌরীকুণ্ডে স্নান, এবং বিন্দু-সরোবরের জল স্পর্শ করিয়া ভুবনেশ্বরের মন্দির দর্শন করিতে গেলাম। দর্শনান্তে কিছু প্রসাদ পাইয়া খণ্ডগিরি, উদয়গিরি দেখিবার জন্য গমন করিলাম। সেখানেও ব্যাঘ্রের গর্জ্জন শুনিতে পাইয়া আমরা বেশীদূর অগ্রসর না হইয়া ফিরিয়া আসিলাম। আশ্রমে আসিয়া সকলে অনন্ত বাসুদেবজীর প্রসাদ পাইলাম এবং তখনই ট্রেন ধরিয়া বিকালে পুরী পৌঁছিলাম।

পরদিন মা গেলেন শ্রীগুরুদেবকে দর্শন করিতে। শ্রীগুরুদেব ভুবনেশ্বর দর্শন কিরূপ হইল জানিতে চাহিলেন। মার মুখে বাঘের গল্প শুনিয়া খুব হাসিলেন আর বলিলেন—"তোমাদের ভুবনেশ্বরের গাড়ীতে বুঝি খুব ভিড় হইয়াছিল? বসিতে কষ্ট হইয়াছিল?" মা বলিলেন "হাঁ, খুবই কষ্ট হইয়াছিল। দ্বারিক গেল ভাল জায়গা খুঁজিতে, এদিকে একজন আসিয়া আমাদের সেই কামরা হইতে নামাইয়া লইয়া গেলেন এবং একটি ফাঁকা কামরায় বেশ সুবিধা-মতন বসাইয়া দিয়া অন্তর্হিত হইয়া গেলেন।" শ্রীগুরুদেব জিজ্ঞাসা করিলেন "যিনি তোমাদের সুবিধা-মতন বসাইয়া দিয়া গিয়াছিলেন তাঁকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



চিনিয়াছিলে ত?" "হাঁ, চিনিব না কেন?" মা হাসিয়া এইরূপ উত্তর করিলেন। তাঁহাদের কথা তাঁহারাই বুঝিলেন, আমরা কিছুই বুঝিলাম না।

শ্রীগুরুদেব বলিলেন, "২০শে আষাঢ় গঙ্গার দীক্ষা হইবে।" মা শুনিয়া বলিলেন, "বাঁচা গেল, এদিকে গঙ্গা যে আমাকে নিত্য জিজ্ঞাসা করে, কবে দীক্ষা হইবে।"

সমস্তিপুর হইতে হরিপদবাবু সস্ত্রীক আসিয়াছেন দীক্ষার্থী হইয়া। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই বড় ভক্তিমান। তাঁহারা শ্রীমাকে দর্শন করিতে আসিয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া দ্রষ্টব্য-স্থানগুলি দর্শন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে মা রাজী হইলেন। পরদিন মা কাকাজীসহ তাঁহাদিগের সহিত দর্শনে বাহির হইলেন। মা'র সঙ্গে মন্দিরে মন্দিরে দেবদর্শন খুবই আনন্দজনক এবং একটা বিশেষত্ব আপনা হইতেই অনুভব করা যায়।

শ্রীগুরুদেব বলিয়া পাঠাইলেন, স্বর্গদ্বারে আমাকে মস্তকমুণ্ডন করিতে হইবে তৎপর সমুদ্র-স্নান ও মহাপ্রসাদ দ্বারা শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। পরদিন সকালে কাকাজী শ্রীমা-সহ আমাকে লইয়া গিয়া ঐসব করাইলেন। সেদিন আবার শ্রীগুরুদেব বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, মার্কণ্ডেয় সরোবরে সঙ্কল্প-পূর্ব্বক স্নান করিয়া, সর্ব্ব-সঙ্কল্প বিবর্জ্জিত হইতে যেন চেষ্টা করি। তদনুসারে দীক্ষার চার দিন পূর্ব্বে সরোবরে স্নান করিয়া উঠিলে কাকাজী একটি বন্ধ খাম আমার হাতে দিলেন। তাহাতে একটি মন্ত্র লেখা ছিল। তাছাড়া এই কথাও লেখা ছিল, দীক্ষার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অহর্নিশ যেন ঐ মন্ত্র জপ করিতে চেষ্টা করি; এবং মন্ত্র কণ্ঠস্থ হইলে কাগজটাকে যেন নরেন্দ্র-সরোবরে বিসর্জ্জন দেই। আমি মন্ত্র পাইয়া নিজেকে ধন্য বোধ করিলাম।

২০শে আষাঢ় সকালে কাকাজী আমাকে ও মাকে শ্রীগুরুদেবের কাছে লইয়া গেলেন। গতকাল শ্রীগুরুদেবের জ্বর হইয়াছিল, যদিও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



আজ জ্বর নাই তথাপি শরীর বিশেষ ভাল নয়। কিছু খাইবেন না বলিলেন। আমি তাঁহাকে প্রণাম করিলে বলিলেন, "দীক্ষার সময় বিকাল চারিটায়। এখন বসিয়া নাম কর এবং কণ্ঠিমালা কতকগুলি খোলা আছে, তাহা গাঁথিয়া রাখ।" শ্রীমৎ অনন্তদাসজী সূতা ও মালা আমাকে দিলেন গাঁথিবার জন্য। শ্রীমা সমুদ্রের দিকে বারান্দায় জপ করিতে বসিলেন। আমি মালা গাঁথিতে লাগিলাম। শ্রীগুরুদেবও ঘরে নিজ আসনে ধ্যানস্থ হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইল সাক্ষাৎ শঙ্কর যেন ধ্যানস্থ আছেন।

বেলা বারটার পর শ্রীমা বাবাকে বলিলেন, "একেবারে উপবাস থাকিবে কেন? কিছু খাও।" শ্রীগুরুদেব বলিলেন, "চিড়া ভাজা আদা নুন সহ খাইতে পারি।" শ্রীমা ঘি দিয়া চিড়া ভাজিয়া আদা-নুন-সহ ভোগ দিলেন এবং তাঁহাকে খাইতে দিলেন। তিনি খুব সামান্যই গ্রহণ করিলেন। কাকাজী সকলকে প্রসাদ দিলেন। দীক্ষার পূর্ব্বে আমি খাইব না বলিলাম, সেই কথা তিনি শ্রীগুরুদেবকে বলায় তিনি বলিলেন "এ প্রসাদ খা, কিছু দোষ হইবে না।" তাঁহার জন্য একটা ঘটিতে করিয়া দুধ আনা হইয়াছিল, সেই দুধ হইতে সামান্যই খাইলেন, তৎপর ঘটিটা আমাকে দিয়া বলিলেন "নে খা।" তাঁহার আদেশে চিড়া ভাজা ও দুধ প্রসাদ পাইলাম।

বিকাল চার ঘটিকায় প্রথমে বাবার মুহরী হরিনারায়ণ দাশগুপ্তের দীক্ষা হইল ও তৎপর আমার দীক্ষা হইল। তারপর হরিপদবাবু, অনন্তবাবু সস্ত্রীক দীক্ষাপ্রাপ্ত হইলেন। সেদিন আরো কয়েকজনের দীক্ষা হইয়াছিল। দীক্ষার পর শ্রীগুরুদেবের প্রসাদ পাইতে হয়। বাজার হইতে মিষ্টি আনান হইল, তাহাই ভোগ দিয়া শ্রীগুরুদেব এক কণিকামাত্র গ্রহণ করিলেন। তারপর সেই প্রসাদ সকলকে বাটিয়া দেওয়া হইল। সন্ধ্যার অল্প পূর্ব্বে আমরা মঠে ফিরিয়া আসিলাম।

পরদিন আমার মনে হইল, মন্ত্রের যেন একটু গোলমাল করিয়াছি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



ঠিক হইতেছে না। মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি শ্রীগুরুদেবকে দর্শন করিতে যাইবেন কিনা, গেলে তাঁহার সঙ্গে মন্ত্রটী ঠিক করিয়া জানিয়া আসিব। মা বলিলেন "রাস্তাঘাটে ভীষণ ভিড়, যানবাহনও পাওয়া যায় না,—শরীরও তেমন ভাল নয়, কাজেই যাওয়া হইবে না।" মন্ত্রের কথা তাঁহাকে বলিলে তিনি বলিলেন, কাকাজী দুধ নিয়া আসিলে, তাঁহাকে মন্ত্রের কথা বলিয়া দিবেন,—তিনি পরদিন ঠিক করিয়া লিখাইয়া আনিবেন। ব্যবস্থাটা আমার পছন্দ হইল না। আশ্রমের মহিলাদের সঙ্গেও যাইতে অনুমতি দিলেন না। বলিলেন, "অসম্ভব ভিড় যদি হারাইয়া যাও?" আমি বলিলাম, "তাঁহাদের হাত ধরিয়া থাকিব; তাছাড়া আসা-যাওয়ায় রাস্তা চেনা হইয়া গিয়াছে।" তাতে বলিলেন, "মহিলারা সমুদ্রের তীরে বেড়াইয়া সন্ধ্যার পর ফিরিবেন, রাত্রে বাহিরে থাকা ঠিক নয়।" আমি তখন নিরুপায় হইয়া ভাবিতে লাগিলাম কি করা যায়। তখন হঠাৎ একটা কথা মনে হইল, শ্রীমৎ কুলদানন্দজী প্রতিদিন ঘোড়ার গাড়ীতে সমুদ্র-তীরে বেড়াইতে যান, তাঁহার গাড়ীতে ত ফিরিতে পারি।" মাকে একথা বলাতে মা বলিলেন, 'তোমার যা ইচ্ছা কর।" উত্তরটা খুব প্রসন্ন মনের মনে হইল না। তবু মন্দের ভাল, এতেই অনুমতি পাইয়াছি মনে করিলাম।

গোসাঁইজীর আশ্রমের পাশেই শ্রীমৎ ব্রহ্মচারীজি মহারাজের ঠাকুরবাড়ী। আশ্রমের একটি ভগ্নীকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া প্রার্থনা জানালাম, তিনি রাজী হইলেন। বিকেলে আশ্রমের দিদিদের সঙ্গে মহানন্দে শ্রীগুরুদেবের কাছে চলিয়া গেলাম। তাঁহাকে মন্ত্রের কথা বলা হইল। তিনি মুখে এবং কাগজে লিখিয়া তাহা বলিয়া দিলেন। পরে মন্ত্রলিখিত কাগজটী নরেন্দ্র সরোবরে দিতে বলিলেন। শ্রীগুরুদেবের শরীর সেদিনও বেশী ভাল ছিল না। সন্ধ্যায় তাঁহাকে প্রণাম করিয়া সমুদ্র তীরে ব্রহ্মচারীজি মহারাজের কাছে গেলাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



তাঁহাকে প্রণাম করিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম তিনি কখন ফিরিবেন। অবশেষে সন্ধ্যার পর তাঁহার গাড়ীতে আশ্রমে ফিরিলাম। আশ্রমে পৌঁছিয়া দেখি মা নরেন্দ্র সরোবরের তীরস্থ আশ্রমের দরজায় উদ্‌গ্রীব হইয়া বসিয়া আছেন, আমি কখন ফিরিব এই চিন্তায়। আমি যাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতেই বলিলেন—"ধন্য সাহস তোর। অপরিচিত স্থান, আর এই ভিড়, কি সাহসে রাত পর্যন্ত বাহিরে রইলি ?" আমি বলিলাম—"আমি ব্রহ্মচারিজীর গাড়ীতে ফিরিব তাতো বলিয়াই গেছিলাম। তিনি ফিরিতে দেরী করিলেন, তাই দেরী হইল, তা না হইলে বেলা থাকিতেই ফিরিতাম।" তখন মা বলিলেন, "গাড়ীতে আসিবে এই খেয়াল আমার ছিল না। আমি কেবল ঘর বাহির করিতেছি। আর নানান দুশ্চিন্তা মনে উঠিতেছে।" তখন বলিলাম, "শ্রীগুরুদেব কাল শুক্তার ঝোল দিয়া অন্নপ্রসাদ পাইবেন। কাকাজী বলিয়া দিয়াছেন, হরিনারায়ণ বাবুর সঙ্গে সকালে আপনাকে চলিয়া যাইতে।" মা এই কথা শুনিয়া খুসী হইলেন।

পরদিন সকালে শ্রীমা প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া হরিনারায়ণদার সঙ্গে আমাকে নিয়া শ্রীগুরুদেবের কাছে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে প্রণাম করিতেই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "এখন তোমরা আসিয়াছ কেন ?" শ্রীমা বলিলেন—"কাল যে বলিয়া দিয়াছ, আজ আসিয়া শুকতা ভাত রান্না করিতে।" শ্রীগুরুদেব বলিলেন—"আমি বলিয়াছি ? কে তোমাদের বলিল ?" "হরিবাবু"। শ্রীগুরুদেব হরিবাবু বলিয়া ডাক দিতেই তিনি বুঝিলেন ব্যাপার সুবিধা নয়—ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। কাছে আসিলে শ্রীগুরুদেব তেজের সহিত বলিলেন—"আপনাকে কে বলিয়াছে, ওঁকে সকালে আসিয়া রান্না করিতে হইবে ? কার কথায় নিয়া আসিয়াছেন ?"

হরিবাবু কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন—"দ্বারিকদাসজী বলিয়াছিলেন।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



"দ্বারিকের কথাতেই নিয়া আসিলেন? একবার আমাকে জিজ্ঞাসাও করিলেন না?"

হরিবাবু নিরুত্তর। কাকাজী 'যঃ পলায়তি স জীবতি' পন্থা অবলম্বন করিলেন। শ্রীমা সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইয়া দরজায় বসিয়া আছেন। শ্রীগুরুদেব হরিনারায়ণ বাবুকে বলিলেন, "এখানে রান্নার কোনই ব্যবস্থা নাই। আপনি এদের দিয়ে আসুন।" তার পর মাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, "তুমি কাঁদিতেছ কেন? আমি ত তোমাকে কিছুই বলি নাই। এখনো এসব ত্যাগ করিলে না? তবে আর সংসার ছাড়িয়া আসিলে কেন। সব ছাড়িলে, অভিমান ছাড়িবে না?" মা নিরুত্তর। শ্রীগুরুদেব আসনে উপবিষ্ট; শান্ত সমাহিত ভাব—ধ্যান-নিমীলিত নিস্তব্ধ-মূর্ত্তি। এমন সময় হরিবাবু সস্ত্রীক উপস্থিত। মাকে প্রণাম করিয়া দিদি শ্রীমার বিষণ্ণতার কারণ কি জানিতে চাহিলে যা যা ঘটিয়াছে, আমি তৎসমস্ত তাঁহাকে বলিলাম। তিনি সব কথা শুনিয়া মাকে বলিলেন "মা! আপনারই যদি এইরূপ হয়,—তবে আমরা আছি কোথায়?" কথাটার মধ্যে যেন একটু আত্মশ্লাঘার ভাব প্রকাশ পাইল—আমার মনে এইরূপ মনে হইয়াছিল। মা কিন্তু কথা শুনিয়া একটু হাসিয়াছিলেন মাত্র। হরিপদ দাদার স্ত্রী বাবাকে প্রণাম করিতে গেলে তিনি হাসিয়া বলিলেন—"মাই, যাঁদের দেবীর অংশে জন্ম তাঁদের আত্মমর্য্যাদাবোধ এবং পতির প্রতি অভিমান একটু বেশীই হয়।" ইহা শুনিয়া দিদি একটু লজ্জিত হইয়া বলিলেন—হ্যাঁ বাবা "আমি তা ঠিক বুঝতে পারি নাই।" হরিপদ দাদার স্ত্রীকে বাবাজী মহারাজ এইভাবে শিক্ষা দেওয়াতে আমরা অতি মাত্রায় আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। কারণ, দিদি শ্রীমাকে যাহা বলিয়াছিলেন সেই কথা বাবাজীর কর্ণগোচর হইবার নহে, কারণ তিনি দূরে ঘরে আসনে বসিয়াছিলেন শ্রীমা বাহিরে বারান্দায় সিঁড়ির দরজার কাছে বসিয়াছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



যাঁহার দেবীর অংশে জন্ম তাঁহার লীলা বোঝা কি বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিতে সম্ভব ?

হরিবাবুর স্ত্রী বলিলেন "মা, আপনি যাইবেন না, রান্না করুন, আমি সব যোগাড় করিয়া দিব।" কিন্তু মা তাতে রাজী নন, প্রস্থানোদ্যতা এমন সময় সেখানে জেলাশাসক সখীচাঁদবাবু আসিয়া উপস্থিত। তিনি হরিবাবুর স্ত্রীর নিকট সব শুনিয়া বলিলেন—"মা, আপনার কিছুতেই যাওয়া হইতে পারে না। আমি রান্নার বাসন-পত্র ও জিনিস পাঠাইয়া দিতেছি। আপনি রান্না করুন, আমরা সকলে প্রসাদ পাইব। আমি মহারাজজীকে এই কথা বলিতেছি।" সখীচাঁদবাবুর প্রস্তাবে শ্রীগুরুদেব প্রসন্ন-মনে অনুমতি দিলেন। সখীচাঁদবাবু তাড়াতাড়ি বাড়ী গিয়া চাকরের হাতে সব জিনিস-পত্র পাঠাইয়া দিলেন।

আমরা সকলেই পরম উৎসাহে রান্নার যোগাড় করিতে লাগিয়া গেলাম। শ্রীগুরুদেবও আসন ছাড়িয়া উঠিয়া আসিলেন, কি কি রান্না হইবে বলিয়া দিলেন, এবং মাকে খুব ভাল করিয়া রান্না করিতে উৎসাহ দিলেন। নীচে নামিয়া আসিয়া সবরকম ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। আমাকে ও অনন্তদাসজীকে কিরূপ কি করিতে হইবে বলিয়া দিতেছেন। মার মনে আর দুঃখ নাই। আনন্দে উৎসাহে প্রসন্ন-মনে রান্না আরম্ভ করিলেন। মার রান্না খুব তাড়াতাড়ি হইত। কয়েক রকম তরকারীই রান্না করিলেন। দেখিতে দেখিতে রান্না শেষ হইল। শ্রীগুরুদেব ভোগ লাগাইলেন। অনন্তদাসজী সমস্ত প্রসাদ উপরে বহন করিয়া আনিলেন। শ্রীগুরুদেব সকলকে নিয়া বারান্দায় প্রসাদ পাইতে বসিলেন। মা পরিবেশন করিলেন, সকলে পরম আনন্দে তৃপ্তির সহিত ভোজন করিলেন। প্রসাদ অমৃতস্বাদু—সকলেই বলিতে লাগিলেন,—এমন রান্না কখনো খান নাই। শ্রীমা'র ইচ্ছা পূর্ণ হইল। শ্রীগুরুদেবকে রান্না করিয়া খাওয়াইতে আসিয়াছিলেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



মাঝখানে একটু গোলমাল সৃষ্টি হইয়াছিল—মনে হইয়াছিল, তা বুঝি আর হইল না—কিন্তু মা ত সত্যসঙ্কল্প, কাজেই তাঁর ইচ্ছা মিথ্যা হইবে কি করিয়া? ভগবান মিথ্যা হইতে দিলেন না। বৈকালে আমরা মঠে ফিরিয়া আসিলাম।

২২শে আষাঢ় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের নব-যৌবন দর্শন। শ্রীযুক্ত সারদাবাবুর সুব্যবস্থায় শ্রীমা ও আমাদের দর্শনে কোন অসুবিধা হইল না।

শ্রীগুরুদেবও দর্শনে গিয়াছিলেন। একসঙ্গে গুরুগোবিন্দ ও গুরুমা'র দর্শন পরম সৌভাগ্যের কথা—সেই সৌভাগ্য লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলাম। পরদিন রথযাত্রা—সেদিনও দর্শন খুব ভালভাবেই হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



## শ্রীগুরুর কৃপা ও ভগবৎ দর্শন

আষাঢ়ী-সংক্রান্তিতে উল্টা-রথ। সেদিন দর্শনান্তে বৈকালের গাড়ীতে শ্রীগুরুদেব সকলকে লইয়া কলিকাতা যাত্রা করিলেন। হাওড়া ষ্টেশনে শ্রীযুক্ত মোহিনীবাবু এবং আরও অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত মোহিনীবাবু তাঁহার বাড়ীতে সকলকে লইয়া গেলেন। শ্রীগুরুদেবের ঐ-বাড়ীতে যাওয়ার তেমন ইচ্ছা ছিল না, তিনি বলিয়াছিলেন, "ঐ বাড়ীতে দীর্ঘকাল বাস করিয়া গিয়াছি, —গেলে পূর্ববস্মৃতি জাগ্রত হইতে পারে।" তদুত্তরে মোহিনীবাবু বলিলেন—"বাড়ী ত আপনার ছিল না। ছিল ত ঠাকুরজীর, এখনো ঠাকুরজীরই আছে, আপনি ত ঠাকুরজীর বাড়ীই যাইবেন।" শ্রীগুরুদেব আর কিছু বলিলেন না। মোহিনীবাবু তাঁহাকে ঐ বাড়ীতেই লইয়া গেলেন। বাড়ীটি তখন দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া মধ্যে দেওয়াল উঠিয়াছে। মোহিনীবাবু সম্মুখের অংশ নিয়া আছেন।

শ্রীগুরুদেবের আগমন-বার্ত্তা আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সকলের মধ্যে দেখিতে না দেখিতে ছড়াইয়া পড়িল। দলে দলে লোক তাঁহাকে দর্শন করিতে আসেন। এর-ওর কাছে শুনিয়া পূর্ব্বে যাঁহারা তাঁহাকে জানিতেন না তাঁহারাও মহাপুরুষের দর্শন-লালসায় আসিতে লাগিলেন। মোহিনীবাবুর বাড়ীতে আনন্দের হাট বসিল—আনন্দ-মেলায় আনন্দের বেচা-কেনা চলিতেছে। সেই সময়কার ঘটনা স্মরণ করিলে আজও মন-প্রাণ আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠে। এখানে অনেকের দীক্ষাও হইল।

প্রতিদিন প্রায় ৪০।৫০ মূর্ত্তি প্রসাদ পান। মা-ই সব রান্না করেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



আমি সব যোগাড়-যন্ত্র করিয়া দেই। অনন্তদাসজীকে শ্রীগুরুদেব মা'র নিকট রান্না শিখিতে ও রান্না বিষয়ে তাঁহাকে সাহায্য করিতে বলিয়া দিয়াছিলেন,—তিনি তাই করেন। শ্রীমা'র শরীর ভাল নয়, তথাপি অসীম আনন্দে ও উৎসাহে রান্না করিয়া যাইতেছেন। শ্রীগুরুদেব রাত্রে অনন্তদাসজীকে রান্না করিতে বলিলেন,—তাতে মা'র কিছুটা বিশ্রাম হইবে এবং তিনিও রান্না বিষয়ে পাকা হইতে পারিবেন,—শ্রীগুরুদেব এইরূপ বলিয়াছিলেন!

বিশদিন এইভাবে মহানন্দে দেখিতে দেখিতে কাটিয়া গেল। তৎপর ঝুলন-যাত্রার পূর্ব্বে সকলকে কাঁদাইয়া শ্রীগুরুদেব বৃন্দাবন-যাত্রা করিলেন। মাও সঙ্গে গেলেন,—মোগলসরাই-এ গাড়ী বদল করিয়া কাকাজী তাঁকে কাশী পৌঁছাইয়া দিবেন।

শ্রীগুরুদব আমাকে কাশী যাইয়া শ্রীমা'র কাছে থাকিতে আদেশ করিলেন। তদনুসারে ১৩২৯ সালের আশ্বিন মাসে আমি পিতা-মাতার স্নেহ-ছায়া ত্যাগ করিয়া কাশীতে শ্রীমা'র পদপ্রান্তে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। এখানে রাস্তার দিকের তিনতলার ছোট্ট ঘরটিতে মা থাকিতেন। তাঁহারই পার্শ্বে আমার থাকিবার ব্যবস্থা হইল। শ্রীমা ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উঠিয়া শৌচাদি সারিয়া জপধ্যানে ডুবিয়া যাইতেন। বেশ কিছুটা বেলা হইলে উঠিতেন। এবং আমাকে নিয়া দশাশ্বমেধ- ঘাটে স্নান করিতে যাইতেন। স্নানান্তে বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণা দর্শন করিয়া প্রয়োজনীয় তরিতরকারী কিনিয়া বাড়ী ফিরিতেন। তিলক স্বরূপ করিয়া তাঁহার গুরুদেবের পূজা করিতেন। তৎপর কিছু জল-খাবার খাইয়া তরকারী কুটিতে বসিতেন। রান্না অধিকাংশ দিন কাকীমাই করিতেন। শ্রীমা রান্না কি হইবে তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। সমস্ত ব্যবস্থা করা হইয়া গেলে শ্রীমা একটু গীতা পড়িতেন। তারপর পুনরায় মালা লইয়া জপে বসিতেন। ভোগ হইলে প্রসাদ পাইয়া কিছুসময় বিশ্রাম করিতেন এবং বেলা তিনটায়



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



পাঠে বসিতেন। তৎপর শৌচ স্নান করিয়া পুনরায় মালা লইয়া সন্ধ্যা-পর্য্যন্ত জপ করিতেন। সন্ধ্যারতির পর করমালা লইয়া শুইয়া জপ করিতেন। কখনও বা সুমধুর-স্বরে গান করিতেন। এইসময়ে আপন মনে ভক্তিমূলক গান এবং শ্রীরাধার বিরহাত্মক গানই বেশী করিতেন। গান করিতে করিতে তাঁহার দুই-চোখ হইতে দরবিগলিতধারে অশ্রু প্রবাহিত হইত। তাঁহার মুখমণ্ডল রক্তিম আভায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। কিন্তু সে-সব লক্ষ্য করা সবসময় সম্ভব হইত না, কারণ তিনি অন্ধকারে শুইয়া গান করিতেন। তাঁহার চক্ষে আলো সহ্য হইত না। তাঁহার কণ্ঠস্বর বীণা-বিনিন্দিত মধুর ছিল। সুর-তাল-লয়ের তাঁহার স্বাভাবিক বোধ ছিল। একটি গান তাঁহাকে প্রায়ই গাইতে শোনা যাইত। মনে হইত গানটি যেন তাঁহার কণ্ঠে আনন্দে নৃত্য করিতেছে। গানটি এই :

কুটিলে তোর স্বভাব গেল না
কৃষ্ণ নিন্দা মন্দ কথা তা বই জান না।
ওলো কৃষ্ণ যে জগতের পতি
কৃষ্ণ বিনা নাই লো গতি
সে চরণে তোর হয় না মতি
করে বেড়াস কু-মন্ত্রণা।
আমার সে কৃষ্ণের কথা ব্যাস-তন্ত্রে ভাগবত গীতা
ও কুটিলে জানিস নে কি তা
মনের কালি (তোর) যে ঘোচে না।
আয় লো আনন্দে মিলি হাতে দিয়ে করতালি
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি নাচি সবে হয়ে মগনা।
ও কুটিলে ছাড় সরম, ঘুচে যাবে মনের ভ্রম
তুই পাবি লো কৃষ্ণপ্রেম,
সে রসে হবি পরিপূর্ণা॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



শ্রীমার রাত্রে নিদ্রা খুব কম হইত। রাত্রে নিদ্রাভঙ্গ হইলে কখনও কখনও করুণ রসাত্মক গান করিতেন। সে গান এমন তন্ময় হইয়া করিতেন যে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান থাকিত না। কখনও বা শুক-সারী সংবাদ, কখনও বা জটিলা-কুটিলা সংবাদ গাইতেন। আবার কখনও বা শ্যামা-সঙ্গীত গাইতেন—শ্যামা-সঙ্গীত তাঁহার বড় প্রিয় ছিল। রামপ্রসাদী গান তাঁহার কণ্ঠে অপূর্ব্ব শুনাইত।

তাঁহার মধ্যে যে অলৌকিক শক্তি ছিল তাহা তিনি প্রকাশ করিতেন না। ক্বচিৎ কখনো প্রকাশ হইয়া পড়িলেও স্থূলদৃষ্টিতে তাহা বুঝিবার উপায় ছিল না; কারণ তাঁর চাল-চলন, আচার-ব্যবহার এমন সাধারণ ছিল যে, তার মধ্যে কোন বিশেষ কিছু ঘটিলে তাহা লক্ষ্যের বিষয়ীভূত হইত না।

অনেকদিন মা-বাবার কোন সংবাদ না পাইয়া আমি খুবই চিন্তিত হইলাম এবং চঞ্চল হইয়া উঠিলাম। মা আমাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিতেন, "চিন্তার কোন কারণ নাই, তোর মা-বাবা ভালই আছেন।" কিন্তু তাঁর কথা বিশ্বাস হয় না, আমি খুবই অস্থির হইয়া উঠিলাম। মা আমার এই অবস্থা লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "চিন্তা করিস না,—আজই তোর বাবার চিঠি পাইবি।" কার্য্যতঃ তাঁহার কথাই সত্য হইল, আমিও চিঠি পাইয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। কখনো কখনো মা'র পা টিপিতে টিপিতে ক্লান্ত হইয়াছি, উঠিবার জন্য মন চঞ্চল হইয়াছে, আশ্চর্য্যের ব্যাপার যখনই আমার মনের ঐরূপ অবস্থা হইত তখনই মা বলিতেন—"হইয়াছে, এখন থাক।" কখনও কখনও লজ্জিত হইয়া বলিতাম—"আর একটু টিপি।" মা হাসিয়া বলিতেন, "আর যে পারিতেছিস না।" এইরূপ ছোট্ট ছোট্ট বিষয়ে অনেক সময় মায়ের অন্তর্য্যামিত্বের পরিচয় পাওয়া যাইত।

১৩৩০ সালের বৈশাখ মাস। শ্রীমা'র নামে শ্রীগুরুদেবের এক চিঠি আসিয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন, শ্রীযুত সারদাবাবু তাঁহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



ভবানীপুরের নূতন বাড়ীতে ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করিয়া গৃহপ্রবেশ করিবেন। শ্রীমা ও তাঁহাকে ঐ প্রতিষ্ঠা-উৎসবে যাওয়ার জন্য বিশেষ করিয়া অনুরোধ জানাইয়াছেন। অতএব তিনি অমুক দিন শ্রীবৃন্দাবন হইতে যাত্রা করিয়া আসিতেছেন। স্থির হইল—মোগলসরাই ষ্টেশনে যেন নির্দ্দিষ্ট দিনে কাকা আমাদের শ্রীগুরুদেব যে ট্রেনে আসিতেছেন, সেই ট্রেনে তুলিয়া দেন। এই সংবাদে আমি ত আনন্দে আত্মহারা। মাও নিশ্চয়ই খুশী হইয়াছেন, কিন্তু বাহির হইতে তাহা বুঝিবার উপায় ছিল না, কারণ তিনি ভাব চাপিয়া রাখিতেই ভালবাসিতেন। আমি খুব উৎসাহের সহিত জিনিসপত্র গুছাইতে লাগিলাম।

নির্দ্দিষ্ট দিনে আমরা কাকার সঙ্গে মোগলসরাই ষ্টেশনে আসিলাম। মা শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করিলেন—আমিও করিলাম। তিনি সকলের কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীমা বলিলেন, "মামীমা বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছেন,—ফিরিবার পথে একদিনের জন্য হইলেও যেন শ্রীগুরুদেব কাশীতে নামিয়া তাঁহাকে দেখিয়া যান।" আমাদের মেয়েদের গাড়ীতে তুলিয়া দিতে বলিলেন।

শ্রীমৎ অনন্তদাসজী বড় বড় ষ্টেশনে গাড়ী থামিলে আমাদের খবর লইতেন এবং এক ষ্টেশনে ফল মিষ্টি প্রসাদ দিয়া গেলেন। মা সহজে ট্রেনে কিছু খাইতে চাহিতেন না। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মেয়ে। আচার-নিষ্ঠার পরিবেশে লালিত-পালিত। তবে শুচিবায়ুগ্রস্ত তিনি ছিলেন না। তাঁহার আচার-নিষ্ঠা বিচারহীন ছিল না,—সব বিষয়েই তিনি বিচার-বিবেচনা করিয়া চলিতেন।

পরদিন সকালে আমরা হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। শ্রীযুত সারদাবাবু গাড়ী নিয়া ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীগুরুদেব বলিলেন, "হাওড়া ঘাটে তিনি গঙ্গা-স্নান করিয়া বাড়ী যাইবেন।" আমরাও তাঁহার সঙ্গে গঙ্গা-স্নান করিলাম।

সারদাবাবুর বাড়ীতে আবার আনন্দের হাট বসিল। দলে দলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



লোক মহাপুরুষ দর্শন করিতে আসেন। প্রতিদিন বহুলোক প্রসাদ পায়—মা-ই রান্না করেন। একদিন দুপুরে শ্রীগুরুদেব প্রসাদ পাইতে বসিয়াছেন। শ্রীমা, সারদাবাবুর মা প্রভৃতি কেহ কেহ সেখানে রহিয়াছেন। আমি হাওয়া করিতেছি। শ্রীগুরুদেব কথায় কথায় শ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"গঙ্গা রাঁধিতে পারে?"—"হাঁ"—"কেমন রাঁধে?"—"রাঁধে ত ভালই,—তবে অভ্যাস কই!"—"নিত্য প্রসাদ পাইবার লোক বাড়িতেছে, এখনই ৬০।৭০ জন হইতেছে। ছুটির দিনে ১০০ জনেরও বেশী হয়। ক্রমশঃ আরো লোক বাড়িবে। তোমার শরীর অসুস্থ। এত আগুনের তাপ সহ্য হইবে কেন? অসুস্থ হইয়া পড়িবে। গঙ্গাকে রাঁধিতে দাও, তুমি কাছে থাকিয়া দেখাইয়া দিও।" আমাকে বলিলেন,—"কিরে, রান্না করিতে পারিবি ত?" আমি খুব আনন্দের সহিত বলিলাম,—"হাঁ পারিব বাবা!" বাবা বলিলেন,—'তবে আজ রাত হইতেই ওকে রাঁধিতে দাও।" আমার আনন্দের সীমা-পরিসীমা রহিল না। আমার রান্না শ্রীশ্রীঠাকুরজীর ভোগ লাগিবে—বাবাজী মহারাজ প্রসাদ পাইবেন, এ কত সৌভাগ্যের কথা! আমি রান্না আরম্ভ করিতাম, শ্রীমা দাঁড়াইয়া থাকিয়া দেখাইয়া দিতেন। এমনি করিয়া তাঁহার নির্দ্দেশে আমি রান্না করিতাম এবং শিখিতাম। মাঝে মাঝে শ্রীমাও বাবাজী মহারাজের প্রিয় তরকারী রান্না করিতেন।

এইবার বহুলোকের দীক্ষা হইল। ভড় পাড়ার প্রফুল্লদা, বিজয়দা, নেপাদি প্রভৃতির দীক্ষা এই বাড়ীতেই হয়। দীক্ষার পর কেহ কেহ শাঁখা, সিঁন্দুর, কাপড়, আলতা দিয়া মাকে পূজা করিতেন। আবার কেহ কেহ স্বর্ণালঙ্কারও দিতেন। মা তো সর্ব্বত্যাগী—সন্ন্যাসিনী, ভাল কাপড়, অলঙ্কারের কি প্রয়োজন। তিনি এ-সকল প্রসাদস্বরূপ অন্যকে বিলাইয়া দিতেন।

গ্রীষ্মকালটা সকলের আগ্রহাতিশয্যে বাবাজী মহারাজ কলিকাতায় রহিয়া গেলেন; তৎপর ঝুলনের কিছু পূর্ব্বে শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



পথিমধ্যে মামীমার বিশেষ অনুরোধে তাঁহাকে দেখিবার জন্য একদিনের জন্য কাশী নামিলেন। কাশীতে আসিলে তিনি মণিকর্ণিকায় স্নান ঢুণ্ডিরাজ গণেশ, বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণা ও কালভৈরব দর্শন করিতেন। তিনি বলিতেন—"কাশীর প্রধান তীর্থ মণিকর্ণিকা,—মুখ্য দেবতা ঢুণ্ডিরাজ গণেশ, বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণা ও কালভৈরব।" এবারও স্নান, দর্শনাদি করিলেন। শেষবার যখন কাশী আসেন, তখন লু লাগিয়া তাঁহার শরীর খুবই অসুস্থ ছিল। তথাপি তিনি ডুলি করিয়া স্নান-দর্শনাদি করিলেন। অবশ্য তাঁহার ন্যায় সিদ্ধমহাপুরুষের আর এসবের কি প্রয়োজন; কিন্তু তিনি বহু নরনারীর গুরু, অতএব লোকসংগ্রহার্থ তিনি কাশী আসিলেই কখনও স্নান দর্শনাদি বাদ দিতেন না। কাশীতে একদিন থাকিয়া তিনি বৃন্দাবন চলিয়া গেলেন।

শ্রীমার চরিত্রের আরেকটি বিশেষত্ব ছিল—কাহারো মনের ক্লেশ দূর করিবার জন্য তিনি নিজের খ্যাতি-অখ্যাতি মানসম্মানের কথা ভুলিয়া গিয়া যে কোন কর্ম্ম করিতে দ্বিধা বোধ করিতেন না। এতৎদ্বারা ইহাই সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, শ্রীমার প্রত্যেকটি কর্ম্মের মূলে নিজের অহংএর তুষ্টি বা পুষ্টি থাকিত না, থাকিত জগৎকল্যাণের অভীপ্সা,—তাই তাঁহার ছোট-বড় প্রত্যেকটি কর্ম্মই যজ্ঞরূপে পরিণত হইত। যজ্ঞ অর্থ ভগবৎ প্রীত্যর্থে অর্পণ। আবার যাহা ভগবানে অর্পিত হয়—তাহার ফল মহতী কল্যাণ ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না। কাজেই শ্রীমার কর্ম্মের মূল রহস্য অবগত হইলে দেখা যায় তাহা কতনা গভীর, কতনা উদার! এসম্বন্ধে একটি ঘটনা মনে পড়ে। কাশীতে শ্রীমার একজন গুরু-ভগিনী বাস করিতেন। যে-কোন কারণেই হউক তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে দুর্নাম রটিয়াছিল। সকলেই তাহা জানিত এবং শ্রীমাও তাহা অবগত ছিলেন। সেই গুরু-ভগিনীটি লজ্জায় কাহারো সঙ্গে বড় মিশিতেন না। এবং দুর্নামের ভয়ে, তাঁহার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব কেহই তাঁহার বাড়ী যাইতেন না। তাঁহার একটী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



বিবাহিতা কন্যা ছিলেন। ঐ কন্যার পরপর কয়টি কন্যার পর একটি পুত্রসন্তান জন্ম গ্রহণ করে। তাহারই অন্নপ্রাশনের ব্যবস্থা ঘটা করিয়া হয়। যথাসময়ে পুত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষ্যে শ্রীমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার বাড়ী নিয়া যাইবার দুরাকাঙ্ক্ষা তাঁহার হৃদয়ে জাগ্রত হইল। কিন্তু সবাই যখন তাঁকে হীন পতিত বলিয়া ত্যাগ করিয়াছেন এবং ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন, তখন কোন সাহসে তিনি সতী-শিরোমণি, সাধিকাগ্রগণ্যা শ্রীমাকে পুত্রের অন্নপ্রাশনে নিমন্ত্রণ করিবেন? অথচ তাঁহার হৃদয়ে এই ইচ্ছাটি এমনি দুর্ব্বার হইয়া উঠিয়াছে যে, তিনি কিছুতেই আর নিজেকে সামলাইয়া রাখিতে না পারিয়া একদিন যাইয়া শ্রীমা'র নিকট উপস্থিত হইলেন এবং হৃদয়ের গোপন ইচ্ছাটি অতি ভয়ে ও সঙ্কোচে শ্রীমা'র নিকট নিবেদন করিলেন। জগজ্জননী শ্রীমা, সন্তানের কোন্ অপরাধই না মায়ের নিকট ক্ষমার্হ? তাই শ্রীমা কাহারো কোন কথা গ্রাহ্য না করিয়া অন্নপ্রাশনের নির্দ্দিষ্ট দিনে, তাঁহার গুরু-ভগিনীর গৃহে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। গুরু-ভগিনীর সমস্ত লজ্জা অপমান এমনি ভাবে তিনি ঘুচাইয়া দিলেন। তাঁহার মাতৃত্ব যে বাস্তবিকই বিশ্ব-মাতৃত্বে রূপায়িত হইয়াছিল ইহা তাহার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ নয় কি? এই ঘটনাটি উপলক্ষ্য করিয়া শ্রীমার সহিত আমার জীবনের প্রথম সংঘাতের সূত্রপাত হইল। শ্রীমা তাঁহার ঐ গুরু-ভগিনীর বাড়ী গমন করেন, ইহা আমার মোটেই ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু মা শুধু নিজেই গেলেন না,—আমার একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমাকে জোর করিয়া লইয়া গেলেন। আমার পক্ষে আমার ভালমন্দের ভার তাঁহার উপর ছাড়িয়া দেওয়াই উচিত ছিল, কারণ তিনিই ছিলেন আমার অভিভাবিকা। আর তিনি এমন কিছু সাধারণ রমণী ছিলেন না – কর্ম্মের ভাল মন্দ না বুঝিয়া—তার সুদূরপ্রসারী ফল না জানিয়া তাঁর খেয়াল খুসী মতন কর্ম্ম করিয়া যাইবেন। একথা যে আমি জানিতাম না, তাহা নহে, কিন্তু জানিলে কি হইবে? প্রারব্ধ কে খণ্ডন করিবে? তাই, নিজেকে ন্যায়-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



অন্যায়ের শ্রেষ্ঠ বিচারক মনে করিয়া, তাঁহার গুরু-ভগিনীর বাড়ী যাওয়াটা ঘোরতর অন্যায় বলিয়া,—তাঁহার এবং আমার যাওয়ার সম্বন্ধে ঘোরতর প্রতিবাদ করিতে লাগিলাম। কিন্তু মা আমার ঐ প্রতিবাদ গ্রাহ্যই করিলেন না। নিজে ত গেলেনই, অধিকন্তু আমার শত রকম আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া জোর করিয়াই আমাকে সেখানে লইয়া গেলেন। সেই মহিলা তাঁহাকে পাইয়া হাতে স্বর্গ পাইলেন। পরম আদরের সহিত তাঁহাকে পরিবেশন করিয়া খাওয়াইলেন। আমাকেও খাইতে হইল। একান্ত অনিচ্ছার সহিত খাইলাম বটে কিন্তু যে-কোন কারণেই হউক, বাড়ী ফিরিয়া আসার পর বমি হইয়া প্রবল জ্বর দেখা দিল। জ্বর অবশ্য পরদিনই ছাড়িয়া গেল। মা কিন্তু তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করাতে আমার প্রতি অপ্রসন্ন হইলেন। এবং তাহার সুদূরপ্রসারী ফল যাহা ফলিয়াছিল,—ক্রমশঃ তাহা প্রকাশ করিব।

ভাদ্র মাসে শ্রীবৃন্দাবন হইতে চিঠি আসিয়াছে শ্রীগুরুদেব খুব অসুস্থ—জ্বরাক্রান্ত হইয়া পরিক্রমা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। আমরা সকলেই খুব চিন্তিত হইলাম। শ্রীমা যাওয়ার জন্য অনুমতি চাহিয়া পত্র দিলেন। কিন্তু শ্রীগুরুদেব পত্রোত্তরে তাঁহাকে এখন যাওয়ার প্রয়োজন নাই বলিয়া জানাইলেন। এদিকে বৃন্দাবন হইতে পতিতপাবন দাসজী মাকে লিখিয়াছেন,—বাবাজী মহারাজ খুবই অসুস্থ,—তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা ঠিক মতন হইতেছে না, আপনি যতশীঘ্র সম্ভব চলিয়া আসুন। মা এই পত্র পাইয়া যেমন হইলেন চিন্তিত, তেমনি যাওয়ার জন্য হইলেন ব্যস্ত। কিন্তু কার সঙ্গে যান ? কাকা ছুটি পাইবেন না। মা'র মন ছটফট করিতে লাগিল যাওয়ার জন্য—কিন্তু উপায় কি ? সঙ্গী না পাইলে যানই বা কি করিয়া। এমন সময় কালীনাথবাবু সস্ত্রীক আসিয়া উপস্থিত বৃন্দাবন যাওয়ার পথে। কথায় বলে ভাগ্যবানের বোঝা ভগবান বহন করেন। খুব ভাল সঙ্গী জুটিয়া গেল, কিন্তু বাবার অনুমতি না লইয়া যান কি করিয়া, এ নিয়া মা চিন্তায় পড়িলেন,—অথচ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



মা আর এক মূহূর্ত্তও থাকিতে পারিতেছেন না, এমনি মায়ের অবস্থা। কালীনাথবাবু সব শুনিয়া মাকে বলিলেন, "মা, আপনি চলুন। আমি বাবাকে বলিব, আমি নিয়া আসিয়াছি, বাবা কিছুই বলিবেন না।" শ্রীমা'ত যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হইয়াই আছেন,—কাজেই তাঁহার সঙ্গে আমাকে লইয়া শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করিলেন।

আমরা শ্রীবৃন্দাবন পৌঁছিয়া দেখি শ্রীগুরুদেব একেবারে শয্যা-শায়ী; জ্বর, তদুপরি অর্শের যন্ত্রণা—তিনি একেবারে অস্থিচর্ম্ম-সার হইয়াছেন। যাহা হউক শ্রীমা সেবা শুশ্রূষার ভার নিলেন। পথ্য তৈয়ারী করিয়া খাওয়ান,—আমি তাঁহাকে সাহায্য করি। কয়েকদিন পর শ্রীগুরুদেবের জ্বর কিছুটা কমিল বটে, কিন্তু অর্শের যন্ত্রণা কমিল না, বাড়িয়াই চলিয়াছে। এজন্য নানারমক ঔষধ ব্যবহার করিতেছেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইতেছে না।

শ্রীমা যখন বাবাকে খাইতে দিতেন তখন তাঁহার কাছে বসিতেন। সেই সময় বাবা তাঁহার নিকট কাশীর সকলের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা ও খবর লইতেন। কথায় কথায় শ্রীমা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,—আমি খুব বেশী এর-ওর-তার কাছে চিঠি লিখি—চিঠি লিখিয়া পয়সা ও সময় নষ্ট করি। শ্রীমা যখন বাবার কাছে বসিতেন, আমি তখন রান্নার বাসনগুলি মাজিয়া রাখিতাম।

শ্রীমার ঐ কথার পর এক সময় শ্রীগুরুদেবের কাছে গেলে তিনি আমাকে খুব তিরস্কার করিলেন। আমি সহ্য করিতে না পারিয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম। অন্য একদিন, আমি কার কাছে চিঠি লিখি, কি লিখি ইত্যাদি বিষয় জানিতে চাহিলে আমি সত্য কথাই বলিলাম। কাশী আমার কেমন লাগে জানিতে চাহিলে, ভাল মন্দ যখন যেরূপ মনে হইত, সবই তাঁহাকে বলিলাম। তিনি জানিতে চাহিলেন, আমি বাহিরে কোথাও খাইতে যাই কিনা। এই কথার পরে, শ্রীমার সেই গুরু-বোনের বাড়ী খাওয়ার কথা বলিলাম। আমার কথা শুনিয়া শ্রীগুরুদেব অত্যন্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



বিরক্ত হইলেন, এবং বলিলেন, গৃহীর হাতে খাওয়াই নিষেধ, তদুপরি তিনি যদি খাওয়া সম্বন্ধে এইরূপ অনিয়ম করেন—তবে আর তাঁহার হাতে খাইবে না। সেদিন দ্বিপ্রহরে শ্রীমা তাঁহাকে খাইতে দিয়া তাঁহার নিকট বসিলেন, আমি বাসন মাজিতে চলিয়া গেলাম। শ্রীমা যখন তাঁহার কাছ হইতে উঠিয়া আসিলেন, দেখিলাম খুবই কাঁদিতেছেন। শ্রীমা অন্যের অত্যাচার অপমান নীরবে সহ্য করিতেন, কাউকে কিছু বলিতেন না। কিন্তু শ্রীগুরুদেব সামান্য কিছু বলিলেও সহ্য করিতে পারিতেন না। ভীষণ কষ্ট পাইতেন,—তাঁহার খুব অভিমান হইত। সেদিন খাইতেও পারিলেন না। কেন কাঁদিতেছেন, কি হইয়াছে জানিতে চাহিলাম, কিন্তু কিছুই বলিলেন না—তবে মনে হইল, আমার উপর খুব অসন্তুষ্ট হইয়া আছেন। ব্যাপার কি কিছুই বুঝিলাম না। অথচ জিজ্ঞাসা করিয়াও কোন উত্তর পাই না।

শ্রীমা অনন্তদাসজীকে পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন, তিনি যখন কি হইয়াছে জানিতে চহিলেন, তখন শ্রীমা বলিলেন যে, শিশুকাল হইতে আমাকে কন্যাবৎ পালন করিয়া আসিতেছেন, আর সেই আমিই,—তাঁহার বিরুদ্ধে শ্রীগুরুদেবের নিকট নালিশ করিয়াছি—তাঁহাকে অপমান করিয়াছি ইত্যাদি। শ্রীমার প্রাণে এ বিষয়ে এত ব্যথা লাগিয়াছিল যে, তিনি কয়দিন ধরিয়া এজন্য সমানে কাঁদিতেছিলেন এবং শ্রীগুরুদেবকেও খাইতে দিয়া আর তাঁহার কাছে বসেন না। বাধ্য হইয়া ঐ সময় আমি তাঁর কাছে যাই—ইত্যবসরে মা বাসন মাজিতে বসিয়া যান, বারণ করিলেও শোনেন না। কি করিব ভাবিয়া পাই না—অবশেষে শ্রীগুরুদেবের নিকট সব কথা খুলিয়া বলিলাম। তখন তিনি বলিলেন "দেবীকে গিয়া বল, তিনি না আসিলে আমি খাইব না।" শ্রীগুরুদেব সংসার আশ্রম ছাড়ার পর হইতে শ্রীমাকে 'দেবী' বলিয়া ডাকিতেন। তখন তিনি আসিলেন। শ্রীগুরুদেব তাঁহাকে অনেক করিয়া বুঝাইলেন এবং সান্ত্বনা দিলেন। তাঁহার কথায় মা অনেকটা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



প্রবোধ পাইলেন, এবং কিছুটা শান্তও হইলেন,—কিন্তু আমার প্রতি তাঁহার অপ্রসন্নতা রহিয়া গিয়াছে মনে হইল। পরে কথা প্রসঙ্গে আমি একদিন বাবাজী মহারাজকে ঐ মহিলার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম তিনি এইরূপ ঘোরতর অন্যায় করেছেন, কাঠিয়া বাবা মহারাজও তাঁকে পরিত্যাগ করেছেন?

বাবা মহারাজজী অত্যন্ত জোরের সহিত বলিলেন "না-না ছাড়িবেন কেন? একবার গ্রহণ করলে আর কখনও ছাড়েন না।" বলিয়া পরে স্বাভাবিক কণ্ঠে বলিলেন, 'তবে হ্যাঁ, কঠিন দণ্ড দিয়া নির্মল করে নিবেন।'

শ্রীবৃন্দাবনে তখন বানরের ভীষণ উপদ্রব। শ্রীমা যেখানে থাকিতেন, সে দিককার উঠান খোলা ছিল, সুতরাং ছাত হইতে দলে দলে বানর উঠানে নামিয়া আসিত এবং একটু সুযোগ পাইলেই ঘরে ঢুকিয়া সমস্ত জিনিসপত্র লণ্ডভণ্ড করিত। এইভাবে শ্রীমার রান্নার দ্রব্যও কতদিন নষ্ট করিয়াছে। তখন শ্রীমা প্রস্তাব করেন, উঠানটি লোহার শিক দিয়া ঘেরাও করা হউক, এজন্য যা খরচ লাগিবে, তাহা তিনি দিবেন। গুরু ভাই-বোনদের মধ্যে যাঁহারা কাশী যাইতেন,—তাঁহারা মাকে প্রণামী দিতেন,—সেই টাকাই কিছু তাঁহার হাতে আছে।

শ্রীগুরুদেব মা'র প্রস্তাব সমর্থন করিলেন, এবং মিস্ত্রি ডাকাইয়া তাঁর ইচ্ছা মতন কাজটি সম্পন্ন করাইলেন। বানরের উৎপাত হইতে রক্ষা পাওয়া গেল। শ্রীমা এখন নিশ্চিন্ত-মনে, রান্না-বান্নার কাজ করিতে পারেন।

শ্রীগুরুদেবের চিকিৎসা ত চলিয়াছে, কিন্তু জ্বর কিছুতেই ছাড়ে না, অল্প অল্প জ্বর লাগিয়াই আছে। দিনের দিন ভীষণ দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছেন তবে অর্শ চিকিৎসায় কিছুটা কাজ হইয়াছে,—অনেকটা কমিয়াছে।

ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ কাটিল, পৌষও যায় যায়,—কিন্তু জ্বরের বিরাম নাই। ব্রজলাল শাস্ত্রী মহাশয় বায়ু পরিবর্ত্তনের কথা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



বলিলেন। সাধুরা সকলেই এই কথায় সায় দিলেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের মধুপুরে কুশমা পল্লীতে নিজের বাড়ী আছে,—সেখানে যাওয়া ঠিক হইল। যথাসময়ে শ্রীগুরুদেবের সহিত মা, আমি, অনন্তদাসজী মধুপুরের বাড়ীতে গিয়া পৌঁছিলাম। সেখানে সব রকম ব্যবস্থা শাস্ত্রী-মহাশয় পূর্ব্বেই করিয়া রাখিয়াছিলেন। মার শরীরও ভাল নয়। মধুপুর কলিকাতার নিকটবর্ত্তী হওয়ায় কলিকাতা হইতে কেহ কেহ বাবাকে দর্শন করিতে আসিতেন,—ফলে প্রসাদ পাওয়ার লোক দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। শ্রীগুরুদেব একদিন শ্রীমাকে ডাকিয়া বলিলেন —"দেখ, তোমার শরীর ভাল নয়, ক্রমশঃ লোক বাড়িতেছে, এত লোকের রান্না করিতে গেলে আগুনের তাপে তোমার শরীর খারাপ হইবে। আমি বলি, গঙ্গাকে রাঁধিতে দাও, তুমি কাছে থাকিয়া দেখাইয়া দিও।" শ্রীমা বাবার কথায় কিছু বলিলেন না, একে ত রান্না তাঁহার খুব প্রিয় কাজ,—তার উপর বাবাজী মহারাজের জন্য রান্না তিনি করিবেন না, এই কথায় তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন।

যাহা হউক, আমিই রান্না করি। মাও মাঝেমাঝে রান্না করিতে যান, কিন্তু কি জানি কেন, বাবার সে রান্না পছন্দ হয় না। মাকে বলেন "তুমি কি রান্না ভুলিয়া গিয়াছ,—তোমার রান্না ত পূর্ব্বের মতন হয় না —তুমি কত ভাল রান্না করিতে! তোমার শরীর ভাল নয় তাই এইরূপ হয়, আমার কথা ত শুনিবে না।" বাবার এই কথায় মা অত্যন্ত ব্যথা পাইলেন। এবং আমার ধারণা হইতে লাগিল ক্রমশঃ মা'র আমার প্রতি বিরক্তির মাত্রা বাড়িয়া চলিয়াছে। আমিও কি করিব, কাকে কি বলিব ভাবিয়া পাই না। বড়ই উদ্বেগ ও অশান্তি ভোগ করিতে লাগিলাম।

একদিন মা কথায় কথায় বাবাকে বলিয়াছিলেন, গঙ্গা অত্যন্ত তৈল খরচ করে। বাবাজী মহারাজ আমাকে ডাকিয়া ভীষণ বকিলেন। তারপর খবর নিয়া যখন জানিলেন,—যে পরিমাণ তৈল এ কয় দিনে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



খরচ হইয়াছে—তাহা অন্যায় কিছু নয়। তখন মাকে খুব কড়া করিয়া বলিলেন—"এত লোকের রান্নায় এই পরিমাণ তৈল ত লাগিবেই।" মা মনের দুঃখে শয্যা নিলেন। সেদিন বাবাজী মহারাজের প্রসাদ পাওয়া হইয়া গেলে—তাঁহাকে প্রসাদ পাইতে ডাকিলাম, কিন্তু তিনি কিছুতেই খাইবেন না। আমি ও অনন্তদাসজী যখন বলিলাম, তিনি না খাইলে আমরাও খাইব না, তখন তিনি আসিয়া খাইতে বসিলেন বটে, কিন্তু কিছুই খাইতে পারিলেন না।

আমি একদিন বাবাকে বলিলাম,—"আপনি এভাবে মাকে বকেন, মা তাতে খুব দুঃখ পান,—একে ত শরীর খারাপ তার উপর এই অশান্তিতে তাঁহার শরীর দিন দিন আরও খারাপ হইতেছে।" শ্রীগুরুদেব আমার কথার উত্তরে বলিলেন—"দেবীর এখন একটা দুর্ভোগের সময় আসিয়াছে। ভোগ ত ক্ষয় হওয়া চাই,—তাই এই রকম ব্যবস্থা।" আমি আর কি বলিব, মা বিষণ্ণ মনে দিন কাটাইতে লাগিলেন। আমারও মনে শান্তি নাই, খুব আসোয়াস্তি। এই সময় মোহিনীবাবু আসিলে,—তিনি মাকে বিষণ্ণ দেখিয়া, তাহার কারণ কি জানিতে চাইলেন। তখন মা তাঁহাকে বলিলেন,—"বাবাজী মহারাজ তাঁহাকে রাঁধিতে দেন না। রান্না করিলে বলেন, ভাল হয় না, গঙ্গার পক্ষ লইয়া আমাকে যখন তখন বকেন, ইত্যাদি"। মোহিনীবাবু বাবাজী মহারাজের ধর্ম্মবন্ধু—উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় প্রণয় একথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তিনি মার কথা শুনিয়া আমাকে খুব বকিলেন। এবং বাবাজী মহারাজকেও বকিলেন এবং বলিলেন,—"কেন আপনি ওঁকে রান্না করিতে বারণ করেন?" তদুত্তরে বাবা বলিলেন, "দেবীর শরীর ভাল নয়,—এত লোকের রান্না, আগুনের তাপ তাঁর সহ্য হইবে না—তাই বারণ করি।" মোহিনীবাবু বলিলেন—"শারীরিক কষ্ট অপেক্ষা মানসিক কষ্টের যাতনা অধিক।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



তখন বাবাজী মহারাজ বলিলেন—"মোহিনীবাবু! আপনি ত জানেন না, দেবীর এখন শরীর-মনের একটা ক্লেশের সময় আসিয়াছে। এবং এর প্রয়োজনও আছে। বাবাজী মহারাজ এর সকল ভোগ কাটাইয়া নিবেন ত, তাই এঁর বুদ্ধির বিভ্রম ঘটাইয়াছেন—তাঁর জ্ঞান আচ্ছাদিত করিয়াছেন। ইনি ত এইরূপ নন, আপনি ত তা জানেন। মানসিক বিকৃতিহেতু হাতের রান্না পর্য্যন্ত খারাপ হইয়াছে—বিকৃত হইয়াছে। ওঁর রান্না ত পূর্ব্বে কত খাইয়াছেন, এখন উনি রান্না করুন, খাইয়া তুলনা করিয়া দেখুন। আপনি দুঃখ করিতেছেন, বাবাজী মহারাজ ওঁর কল্যাণই করিতেছেন।"

মোহিনীবাবু বাবাজী মহারাজকে কিছু বলিলেন না—আর বলিবারই বা কি আছে? তিনি মাকে অনেক করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু মার মন কিছুতেই বুঝ মানিল না। এই রকম অশান্তিতে মা'র ও আমার দিন কাটিতে লাগিল। বাবাজী মহারাজ মুখে বকেন ঝকেন, কিন্তু তাঁহার মনে কোন বিক্ষোভ নাই, তিনি শান্ত সমাহিত। সব কিছুতেই মঙ্গলময়ের মঙ্গল ইচ্ছা তিনি দেখিতে পান—বুঝেন, কাজেই স্থূলদৃষ্টিতে প্রিয়-অপ্রিয় ঘটনা, তাঁহার নিকট মঙ্গলময়ের মঙ্গল বিধান ছাড়া আর কিছু নয়।

একদিন বাবাজী মহারাজ মাকে খাওয়ার জন্য ডাকিয়া পাঠাইলেন, কিন্তু মা আসিলেন না, শুইয়া শুইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বাবাজী মহারাজ আমাকে বলিলেন,—"তুই যাইয়া ওঁর নিকট ক্ষমা চা এবং খাইতে ডাকিয়া আন।" আমারও কান্না পাইল, আমি গিয়া তাঁহার পায়ে মাথা রাখিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম। মা বলিলেন, "তোর দোষ কি; তুই ক্ষমা চাইবি কেন?" যাহা হউক মা খাইতে আসিলেন, কিন্তু কিছুই খাইতে পারিলেন না।

এই সব দেখিয়া শুনিয়া আমি অত্যন্ত ভীত হইলাম। আমার জন্যই মা'র এই দুঃখ যাতনা ভোগ ভাবিয়া একদিন বাবাকে খুব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



কাতরভাবে বলিলাম,—"বাবা! আপনি মাকে আমার পক্ষ হইয়া এমন ভাবে বকেন কেন? তাঁহার এই ক্লেশের জন্য ত আমার অপরাধ হয় —অকল্যাণ হয়।" বাবা তদুত্তরে বলিলেন—"তুই কি করিয়াছিস যে তোর অকল্যাণ হইবে! দেবীর একটা ভোগক্ষয়ের সময় আসিয়াছে, সেজন্য বাবাজী মহারাজ তাঁর জ্ঞান আবৃত করিয়া বুদ্ধিভ্রষ্ট করিয়াছেন। দেখিতেছিস না,—তাঁর রান্না যে এত ভাল ছিল তাহা পর্যন্ত বিকৃত করিয়াছেন। দেবীর ভোগ এই ভাবে ক্ষয় হইতেছে। তুই ত উপলক্ষ্য মাত্র।" আমি সকাতরে বলিলাম—"কেন বাবা! আমাকে উপলক্ষ্য করিলেন কেন?" বাবা বলিলেন—"সে কিরে! তুই কি ভগবানের কোন ইচ্ছাই মানিতে চাহিস না? তিনি তাঁহার একটা ক্ষুদ্র কাজের জন্য তোকে নিমিত্ত—উপলক্ষ্য করিয়াছেন—তাও মানিতে চাহিস না—তাঁহার ইচ্ছা পালন করিতে চাহিস না? এঁ্যা, তবে আর ভগবানের হইবে কি করিয়া? নিজের মনমতনই চলিবে? তাঁহার ইচ্ছা মতন চলিবে না?" আমি অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া বলিলাম,—"বাবা! আমার যে অপরাধ হইতেছে।" বাবা বলিলেন —"অপরাধ হয়, তার ব্যবস্থা প্রয়োজন মতন তিনিই করিবেন। ভগবৎ ইচ্ছা—ভগবৎ বিধানকে মানিতে—স্বীকার করিতে অভ্যাস কর। আমিত তাঁহারই চরণে তোকে সঁপিয়া দিয়াছি। তাঁহার দাসী হইয়াছ, সেটা স্মরণ রাখিতে চেষ্টা কর। তাঁহার ইচ্ছাতেই নিজের ইচ্ছাকে মিলাইয়া দাও, নিজেকে সর্ব্বতোভাবে তাঁহার হাতে ছাড়িয়া দাও, তবে তো ধন্য হইবে।" আমি আর কি বলিব, চুপ করিয়া রহিলাম।

মধুপুরে একদিন শ্রীমা দেশলাই রোদে দিয়াছিলেন—উহা হাওয়ায় নীচে পড়িয়া যায়, আমি উঠাইয়া রাখি। তখন আমার শরীর মাসিক ধর্ম্মগ্রস্ত ছিল। শ্রীমা দেখিয়া বলিলেন—"ওকি! তুই দেশলাই ছুঁলি কেন?" আমি বলিলাম, "ওটাত কাঠের, ওটা ছুঁলে কি দোষ হয়?"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



তিনি বলিলেন, "নিশ্চয়। এই সময় শরীরের এক বিশেষ বদ্‌গুণ প্রকাশ পায়, সেইজন্য এই সময়ে যে জিনিষই স্পর্শ করা হয় তাহাতেই সেই দোষ লিপ্ত হয়, দ্রব্য অপবিত্র অশুচি হয়, সেইজন্য কোন কিছুই স্পর্শ করিতে নাই। তোমার গুরুদেব বলেন বিলাতেও এসব কিছু মানে না। কিন্তু ওখানে ফুল বিক্রি করেন যে মহিলারা, ওরা দেখিয়াছেন এই সময়ে ওরা যে ফুলে হাত দেন, সেই ফুল শুকাইয়া ম্লান হইয়া যায়। সেজন্য ঐ সময়ে ওরা ফুল স্পর্শ করেন না। সুতরাং বোঝ—শরীরে এই সময় একটা বিপর্য্যয় ভাবের আক্রমণ হয়। অত্যন্ত তমোগুণ বৃদ্ধি পায়। ঋষিগণত দিব্যদর্শী, সেইজন্য এই সময়ে তিনদিন কোন কিছু স্পর্শ করা, স্নানাদি করা পর্য্যন্ত নিষেধ। শান্ত মনে নির্জ্জনে শ্রীভগবৎ নাম নিয়া সম্পূর্ণ বিশ্রামে থাকিবে। কোন পরিশ্রম করাও নিষিদ্ধ। এই সময়ে সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম বর্জ্জিত হইয়া থাকা কর্ত্তব্য। কোন কিছু করিলে শরীরেরও ক্ষতি হয়—সেজন্য আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রও বিশেষভাবে নিষেধ করিয়াছেন। স্ত্রী দেহের বিশেষজ্ঞ সুবিখ্যাত ডাক্তার বামনদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয় আয়ুর্ব্বেদ-উক্ত নিষেধবাক্য সকল যেমন পুরুষ দর্শন, সূর্য্য-চন্দ্র দর্শন, হাঁটা-চলা, বাক্যালাপ, হাস্যাদি, কেশ বিন্যাসাদি, স্নানাদি প্রত্যেকটি বিষয়ের উল্লেখকরতঃ কোন ব্যাপারে শরীর-মনের বিশেষতঃ জরায়ুর কিরূপ ক্ষতি করে তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করিয়াছেন—ইহার ফলে সন্তান সৃষ্টি ও প্রসব সঙ্কট কিরূপ হয় তৎসমুদয়ও বিশেষরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহা কিছুদিন ধারাবাহিকভাবে কোনও পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল—কাজেই এগুলি সর্ব্বতোভাবে পালন করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। তোমাদের গুরুদেব তো এটা খুব মানেন। চতুর্থ দিনে নখ কাটিয়া মাথা শরীর সোডা সাবান দ্বারা পরিষ্কার করিয়া স্নান করিয়া সূর্য্য দর্শন প্রণাম করিতে হয়। বিছানাপত্র কম্বল ছাড়া সব কিছু জলে ধৌত করিতে হয়। কম্বলে গঙ্গাজল বা তুলসীপাতার জল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS


ছিটাইয়া রোদে দিতে হয়। ঐ সময়ে খাট-পালঙ্কে শুইতে নাই; একেবারে পৃথকভাবে কাঁথা-কম্বলে শুইতে হয়। ঐ সময়ের ব্যবহৃত বস্ত্রাদি ধোপা বাড়ী দিলে তবে শুদ্ধ হয়। ধোপায় না দিলে ব্যবহার করিতে নাই, এমন কি ঐ কাপড় পরিধান করিয়া দেবকার্য্য কিংবা নিজের জপ-তপাদিও করিতে নাই। তিনদিন পৃথকভাবে থাকা—চতুর্থ দিনে স্নানান্তে ঠাকুরের কোন কাজ হয় না—রান্না-খাওয়ার কাজ করা চলে না; নিজের জপ সন্ধ্যাদি ও অন্য সব করা চলে। পঞ্চম দিনে স্নানান্তে সব করা চলে। কিন্তু শরীর একেবারে পরিষ্কার না হওয়া পর্য্যন্ত কোনরূপেই দেবকার্য্য করা চলে না। প্রত্যেক মেয়েদের এই বিষয় ভালরূপ জানা প্রয়োজন। বর্ত্তমানে যে নানান রকম প্রসব সঙ্কট, নানাবিধ স্ত্রীরোগ, তাহার মূলে এই সব অত্যাচার-অনাচার জনিত মনে রাখিও। এই সময়ে অগ্নি স্পর্শ বিশেষভাবে নিষিদ্ধ। নদী পুষ্করিণী স্পর্শও নিষিদ্ধ। গঙ্গাদি তীর্থ ত বিশেষভাবে নিষিদ্ধ। পূর্ব্ববঙ্গে ও দক্ষিণ ভারতে এই বিধিনিষেধ খুব ভালভাবে মানা হয়। বাড়ীতে অন্য স্ত্রীলোক কেহ না থাকিলে পুরুষরাই এই সময়ে রন্ধনাদি যাবতীয় কাজ চালান। বাংলা হইতেও দক্ষিণ ভারতে এই নিয়ম খুব কঠোরভাবে পালন করা হয়।

শ্রীবাবাজী মহারাজও এই ব্যাপারে যে নীতিশিক্ষা দিতেন তার একটি কাহিনী এইখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ করি। মধুপুরে থাকাকালীনই এই ঘটনাটি ঘটে।

মধুপুর পার্ব্বত্য প্রদেশ। কঙ্কর-মরুময় ভূমি। ওখানে চাউলে অত্যন্ত কাঁকর পাথর থাকে; চাউল ভালভাবে না বাছিয়া ব্যবহার করা চলে না। আমাদের মাননীয় বর্ষীয়সী গুরুবোন সমস্তিপুরের হরিপদ ঘোষ মহাশয়ের স্ত্রী তখন মধুপুরে আসিয়াছেন। তিনি চাউল বাছার কাজে বসিয়াছেন। আমি তখন সর্ব্ব কর্ম্ম হইতে দূরে অস্পৃশ্য হইয়া আছি। দিদি আমাকে বার বার চাউল বাছিতে বলিতে লাগিলেন। আমি



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



যতই নিষেধ বলিয়া জানাই তিনি ততই আমায় এ কজে নিযুক্ত করিতে চাহেন। তিনি বলেন, চাউল শুকনো জিনিষ ধোয়া হইয়া যাইবে ইহাতে কোন দোষ হইবে না। যদি কেহ কিছু বলেন আমি তাহার জবাব করিব। একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে চাউল বাছিতে বসিয়াছি। স্বল্প পরেই শ্রীগুরুদেব সেখানে আসিয়া হাজির এবং আমাকে চাউল বাছিতে দেখিয়া অত্যন্ত তিরস্কার করিতে লাগিলেন। তখন দিদি বলিলেন—চাউলত শুকনো জিনিষ। ধোয়া হবে, ওতে কি দোষ বাবা? বাবা ইহার অনিষ্টকারিতার কথা বিশেষভাবে বলিলেন এবং শ্রীমায়ের কথিত বিলাতের ফুল বিক্রেতার কথা শোনাইলেন। তখন দিদি বলিলেন—আচ্ছা বাবা! বাজারের সব জিনিষ—চাল, ডাল, তরিতরকারী ইত্যাদি যাবতীয় দ্রব্যইত মেয়েরা ঐ সময় স্পর্শ করে, ওরা তো ওসব মানে না তবে সে জিনিষ কি করিয়া চলে? বাবা বলিলেন—'দ্রব্যং মূল্যেন শুধ্যতি' শাস্ত্রকারগণ বলেন দ্রব্য মূল্য দ্বারা ক্রীত হইলেই শুদ্ধ হইয়া যায়—তার সব দোষ মূল্যের সঙ্গে চলিয়া যায়। তারপর আর যেন অশুদ্ধ না হয় সেই ভাবে রাখিতে হয়। তখন অশুদ্ধ হইলে আর চলে না। সেই চাউল ভৃত্যকে দিয়া দেওয়া হইল। আরও বলিলেন এই বিষয়ে তোমরা দেবীর নিকট হইতে বিস্তারিত জানিয়া লইও।

দিদি বলিলেন, তবে বাবা এই অবস্থায় যদি কাহারও মৃত্যুকাল উপস্থিত হয় তবে ছোঁয়া, গঙ্গাজল দেওয়া, চরণামৃত দেওয়া, তিলকাদি করিয়া দেওয়াত চলিবে না! তবে তার জন্য কি করা হইবে? গতিই বা তার কেমন হইবে বাবা, বলুন। বাবা হাসিয়া বলিলেন—অত ভাবিও না, ঠাকুর যাকে পার করিবেন তখন ও অবস্থায় মৃত্যু হইবে না। যদিই বা হয়, ওতে গতি তার আটকাইবে না মাই।

মধুপুরের জলবায়ুর গুণে বাবাজী মহারাজ অনেকটা সুস্থ হইয়াছেন। দলে দলে লোক তাঁহাকে দর্শন করিতে আসেন। অনেকে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



একদিন মা বৈদ্যনাথজীর দর্শনে যাইতে চাহিলেন। শ্রীগুরুদেব অনন্তদাসজী ও আমাকে তাঁহার সঙ্গে দিয়া পাঠাইয়া দিলেন। সেদিন কি এক বিশেষ মেলার দিন ছিল—গাড়ীতে ও মন্দিরে অসম্ভব ভিড় ছিল। যাহা হউক মা সঙ্গে থাকাতে আমাদের পথে এবং দর্শনে কোন অসুবিধা বা কষ্ট হইল না। অনেকবারই লক্ষ্য করিয়াছি, শ্রীমা সঙ্গে থাকিলে,—যেখানে কষ্ট পাওয়া অবশ্যম্ভাবী সেখানে সব রকম অসুবিধা আপনা হইতেই দূর হইয়া যায়। মা ভগবানের বিশেষ কৃপাপাত্রী—ইহা যে তাঁরই কৃপার দান তাহা বলাই বাহুল্য।

বাবাজী মহারাজ সুস্থ হইয়াছেন। গুরুভ্রাতা প্রফুল্লদা ও বিজয়দার একান্ত ইচ্ছা বাবা শিবপুর তাঁহাদের ভড়পাড়ার বাড়ীতে যাইয়া কিছুদিন থাকেন। কলিকাতায় আরো কেহ কেহ তাঁহাকে কলিকাতা যাওয়ার জন্য প্রার্থনা জানাইয়া পত্র দিয়াছিলেন। এই ভাবে নানা জনের আকুল আগ্রহে বাবাজী মহারাজ কলিকাতা যাইতে স্বীকৃত হইলেন এবং ২১শে বৈশাখ কলিকাতা যাত্রা করিবেন বলিয়া চিঠি দিলেন।

নির্দ্দিষ্ট দিনে শ্রীগুরুদেব সকলকে নিয়া কলিকাতা যাত্রা করিলেন। সন্ধ্যায় হাওড়া ষ্টেশনে পৌছিলাম। গুরুভাইরা বাবাকে ও শ্রীমাকে ফুলের মালা দ্বারা ভূষিত করিলেন। যথাসময়ে প্রফুল্লদা'দের বাড়ী পৌছান গেল। সেবার অপূর্ব্ব ব্যবস্থা—অতুলনীয় বলিলেও চলে। এখানে শ্রীমা নেপাদি ও কমলাদির আন্তরিক সেবা যত্নে অনেকটা সুস্থ হইলেন।

ক্রমশঃই বাড়ীতে লোকসমাগম বাড়িতে লাগিল; প্রাণখোলা এঁদের সেবা—সবলের প্রতি সমান ব্যবহার। বিদেশ হইতেও অনেকে বাবাকে দর্শন করিতে এবং দীক্ষা নিতে আসিতেছিলেন। শ্রীগুরুদেব এদের সেবা-যত্নে খুবই সন্তুষ্ট হইলেন।

প্রফুল্লদার একটি কুকুর ছিল। বাবা আসিলে পর প্রফুল্লদা খুব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



সাবধানে কুকুরটিকে দূরে সরাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেন। একদিন রাত্রে কুকুরটি প্রফুল্লদার হাত ছাড়াইয়া গিয়া বাবার ঘরে উপস্থিত হইল। বাবার মশারীর ভিতর মাথা ঢুকাইয়া বাবার পায়ের আঙ্গুল চাটিতে লাগিল। বাবা ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিয়া বসিলেন এবং কুকুরটিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"হো গয়া, হো গয়া।" প্রফুল্লদা কুকুরটিকে নিয়া বাহির হইয়া গেলেন। প্রফুল্লদার খুব ভয় হইয়াছিল, অস্পৃশ্য কুকুরের এই কাণ্ডে বাবা হয়ত রাগ করিবেন—বিরক্ত হইবেন; কিন্তু বাবা কিছুই বলিলেন না। কুকুরটিকে নিয়া যখন প্রফুল্লদা বাহির হইতেছিলেন, তখন কুকুরটি একদৃষ্টে বাবার দিকে তাকাইয়া ছিল, বাবা তখন বলিলেন, "অব যাও, হো গয়া তোমরা কাম।"

ইহার কয়েকদিন পরে বাবা সাধুদের সঙ্গে বরিশাল রওয়ানা হইয়া গেলেন। আমি ও শ্রীমা প্রফুল্লদার বাড়ীতে রহিয়া গেলাম। পরে যখন কুকুরটি দেহত্যাগ করে, তখন বাবা বলিয়াছিলেন—কোন বিশেষ কারণে এক মহাপুরুষ কুকুরদেহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; মুক্ত হইয়া গেলেন।

কিছুদিন পর বাবা বরিশাল হইতে ফিরিয়া আসিলে, মোহিনী বাবুর একান্ত আগ্রহে শ্রীগুরুদেব আমাদের সকলকে নিয়া তাঁহার বাড়ী গেলেন। মোহিনীবাবুর বাড়ীতে আবার আনন্দের হাট বসিল।

আমরা যখন মধুপুরে ছিলাম, তখন বাবা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, সংস্কৃত পড়িব কিনা। আমি আনন্দের সহিত সম্মতি জানাইয়াছিলাম। দৌলতপুর কলেজের অধ্যাপক আমাদের গুরু-ভ্রাতা সস্ত্রীক মধুপুর গিয়াছিলেন শ্রীগুরুদেবকে দর্শন করিতে। কথায় কথায় তিনি বাবাকে বলিয়াছিলেন, তাঁহার স্ত্রী একা একা বাসায় থাকিতে বড় অসুবিধা বোধ করেন, যদি কোন ভাল স্ত্রীলোক পাওয়া যায় তবে তিনি রাখিতে পারেন। আমি সংস্কৃত পড়িতে রাজী আছি বলায় বাবা ভাবিতেছিলেন, কোথায় রাখিয়া আমাকে সংস্কৃত পড়ান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu  Trust. Funding by MoE-IKS



যাইতে পারে। সুধীরদার ঐ কথায় বাবা বলিলেন, দৌলতপুর কলেজের সঙ্গে যে টোলবিভাগ রহিয়াছে,—সেখানে যদি আমার সংস্কৃত পড়ার ব্যবস্থা করা যায়—তবে আমাকে তাঁহার বাসায় রাখিতে পারেন। সুধীরদা আনন্দে এই প্রস্তাবে রাজী হইলেন।

সুধীরদা গরমের ছুটিতে পুনরায় বাবকে দর্শন করিবার জন্য মোহিনীবাবুর বাড়ী আসিলেন। সুধীরদার বড় মেয়ে যশোদা তখন শিশু। মোহিনীবাবুর বাড়ীতে একটি পাহাড়িয়া ছেলে রসুইয়া ছিল। যশোদা ঐ ছেলেটিকে দেখিলেই ভয়ে চীৎকার করিত। শ্রীমাকে একদিন তাহা দেখাইলে, মা বলিলেন, "পূর্ব্ব জীবনে যশোদা ঐ ছেলেটির নিকট ভীষণ আঘাত পাইয়াছে। এখন তাকে দেখিলেই সেই স্মৃতি মনে জাগিয়া উঠে, তাই ভয়ে চীৎকার করে।"

এই বাড়ীতে একদিন একটি ছোট্ট মেয়ে কাঁদিতেছিল। তাহার পিতা মেয়েটিকে শান্ত করিবার জন্য বলিলেন,—"চুপ কর, আম দিব, পেয়ারা দিব" ইত্যাদি। শ্রীমা ঐ কথা শুনিয়া ভদ্রলোককে বলিলেন, "যাও, এখনই পেয়ারা এবং আম নিয়া আস। যাহা দিবে না, তাহা বলিয়া তোমরা নিজেরাই শিশুদের মিথ্যা বলিতে শিখাও। এইভাবে শিশুরা পিতা-মাতার নিকটই মিথ্যা বলিতে শিক্ষা করে। যাও এখনই বাগবাজার গিয়ে যাহা পাও নিয়ে আস।" ভদ্রলোক খুবই লজ্জিত হইলেন, তখন আম বা পেয়ারার সময় ছিল না।

শ্রীমৎ ধনঞ্জয় দাসজী টোলে পড়িতে পড়িতেই পড়া ছাড়িয়া আসিয়া সাধু হন। বাবার ইচ্ছা তাঁহাকেও পড়ান। সুধীরদার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া দৌলতপুর তাঁহার পড়ার ব্যবস্থা হইল। তিনি সুধীরদার বাসায় থাকিবেন। আমি তাঁহার কাছে ব্যাকরণ পড়িব।

মা কিন্তু আমার দৌলতপুরে সুধীরদার বাসায় থাকিয়া পড়া অনুমোদন করিলেন না—খুবই আপত্তি করিতে লাগিলেন। কিন্তু অন্য কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব নয় বলিয়া বাবা আমাকে দৌলতপুর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



পাঠানই স্থির করিলেন। শ্রীমা ছোট বেলা হইতে আমাকে কন্যাবৎ পালন করিয়া আসিতেছেন। আজ তাঁহার অমতে এই ব্যবস্থা হইতেছে, ইহা তিনি সহিতে পারিলেন না। মাতৃহৃদয় সন্তান বাৎসল্যে উদ্বেল হইয়া উঠিল। তাঁহার চোখ হইতে অশ্রুবন্যা প্রবাহিত হইতে লাগিল। মা ত পূর্ব্বেই আমার ওপর অপ্রসন্না ছিলেন, এই ব্যাপারে তাঁহার অপ্রসন্নতা আরও বাড়িবে বলিয়া ভীত হইলাম। কিন্তু আমারই বা কি করিবার আছে? বাবাজী মহারাজের ব্যবস্থাই বা অমান্য করি কি করিয়া? আমার কেবলই ভয় হইতে লাগিল—মায়ের মনে কষ্ট দিয়া সেখানে গিয়া আবার না জানি কোন বিপদে পড়ি !

নির্দ্দিষ্ট দিনে শ্রীগুরুদেব মাকে সঙ্গে নিয়া শ্রীবৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করিলেন—পথে কাশীতে মাকে নামাইয়া দিয়া যাইবেন।

সুধীরদার সঙ্গে আমিও দৌলতপুরে যাত্রা করিলাম। সেখানে তাঁহারা আমাকে আদরযত্নে মর্যাদার সহিতই রাখিলেন। আমার পাঠ সুরু হইল। কিন্তু কিছুদিন যাইতে না যাইতেই ম্যালেরিয়া ও অম্বলের রোগ আমাকে আক্রমণ করিল। শুধু দৈহিক ভোগ নয়, নানা কারণে মানসিক ভোগও সুরু হইল। পড়া ভালই চলিতেছিল—আমি ভাল ভাবে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলাম।

এই বৎসর শ্রীহট্টবাসীদের একান্ত আগ্রহ ও প্রার্থনায় বাবাজী মহারাজ শ্রীহট্ট যাইতে স্বীকৃত হইলেন। মায়ের একমাত্র ভ্রাতা আশু মামা নূতম মন্দির তৈয়ারী করিয়াছেন—বাবা গেলে তাহা প্রতিষ্ঠা হইবে—মাকেও বিশেষ করিয়া যাওয়ার জন্য লিখিয়াছেন—মার যাওয়া ঠিক হইল। আমি মার সঙ্গে যাইতে চাহিয়াছিলাম কিন্তু বাবা মত দিলেন না। বাবা শ্রীহট্ট যাওয়ার পথে আমাদের গুরুভ্রাতা যোগেশদার বাটী নৈহাটিতে একদিনের জন্য বিশ্রাম করিবেন ঠিক ছিল—আমি ও সুধীরদা সেখানে গিয়া শ্রীগুরুদেব ও শ্রীমাকে দর্শন করিয়া আসিলাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



শ্রীহট্ট ভ্রমণ শেষ করিয়া শ্রীমা সহ বাবা শিবপুর আসিয়া কয়েক দিন অবস্থান করিয়া শ্রীবৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে শ্রীমাকে কাশীতে নামাইয়া দিয়া গেলেন।

পর বৎসর বৈশাখ মাসে ভক্ত-শিষ্যদের একান্ত আগ্রহে বাবা কলিকাতা আসিলেন। শ্রীমাও কাশী হইতে আসিলেন। আমিও সুধীরদার সঙ্গে আসিয়া বাবাকে দর্শন করিলাম। শ্রীমাকে দর্শন করিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। দেখিলাম তাঁহার চেহারায় চোখ মুখের অনির্ব্বচনীয় পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। আমিও সঙ্গে রহিয়া গেলাম। শ্রীমায়েরও রূপের পরিবর্ত্তন যেন নিত্যই ঘটিতেছে লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। চোখ মুখ জ্যোতির্ম্ময়, দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্ত্তন হইতেছে, অঙ্গের কান্তি যেন সোনা গলিয়া পড়িতেছে। তিনি তো সর্ব্বদাই সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়াই থাকিতেন, এবার সেই আবরণ আরো বাড়িয়াছে। চক্ষুদ্বয় ঘোমটাদ্বারা সর্ব্বদাই ঢাকিয়া রাখিতে চান। পূর্ব্বের ন্যায় কথাবার্ত্তা নাই, সর্ব্বদাই যেন অন্তরে ডুবিয়া আছেন। আমার গুরুভাই-বোনেরা দর্শন প্রণাম করিতে আসিলে প্রায়ই নীরবে আশীর্ব্বাদ করেন। তাঁহারা "মায়ের শরীর কি ভাল যাইতেছেনা" বলিয়া উঠিয়া পড়েন। লোকসঙ্গ যেন আর সহ্য হইতেছে না।

শিবপুরে কিছুদিন থাকার পর ব্রজলাল শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার ভ্রাতা মুকুন্দদার নূতন বাড়ী বালীগঞ্জে বাবাজী মহারাজ ও শ্রীমাকে নিয়া গেলেন। মাও ইদানীং একটু ঘোমটা বেশী দ্বারা চোখ পর্য্যন্ত ঢাকিয়া রাখিতেন প্রায় সর্ব্বদা। সেই অবস্থায়ই সন্ধ্যারতির পর বাবাকে প্রণাম করিতে গেলেন। বাবা তাঁহাকে বলিলেন—"এখন ত পূর্ব্বের সম্বন্ধ নাই, এখন আমাদের গুরুশিষ্য সম্বন্ধ এই কথা মনে রাখিয়া ব্যবহার করিও।"

এখানে যে ঘরে শ্রীমায়ের থাকার ব্যবস্থা হইল সেই ঘরে একখানি সুন্দর পালঙ্ক ছিল। কার কোথায় থাকার ব্যবস্থা হইয়াছে ইত্যাদি দেখিতে দেখিতে বাবাজী মহারাজ সেই ঘরে আসিলেন। পালঙ্ক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



খানা দেখিয়া আমাকে বলিলেন—দেখিস, তুই যেন পালঙ্কে সোয়াবসা করিস না। সাধু ব্রহ্মচারীদের এসব ব্যবহার করতে নেই"। শ্রীমায়ের জন্য চৌকি পাতা হইয়াছিল।

এই সময় একদিন ব্রজলাল শাস্ত্রী মহাশয় মাকে বলিলেন, "মহন্ত মহারাজ সংসার ছাড়িয়া যাইবার পূর্ব্বে এক মোকর্দ্দমায় এক থলি মোহর পান। আমার দরকার আছে বলিয়া আমি তাহা তুলিয়া লই। তাহাতে চার হাজার টাকার মোহর ছিল। আমি ঐ টাকা ব্যাঙ্কে রাখিয়াছি—এবং তারই সুদ ১২৲ টাকা মাসে মাসে আপনাকে পাঠান হয়।" শ্রীমা ঐটাকার কথা জানিতেন না,—কাজেই ঐ ১২৲ টাকা ব্রজলাল শাস্ত্রী মহাশয়ের সাহায্য বলিয়াই মনে করিতেন ব্রজলাল শাস্ত্রী মহাশয় যখন এই টাকা তুলিয়া নেন,—তখন শ্রীগুরুদেব তাঁকে কোন প্রশ্নই করেন নাই—আর এত দিনে হয়ত তাহা ভুলিয়াই গিয়া থাকিবেন।

কিছুদিন হয় শাস্ত্রী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ হইয়াছে। শ্রীমা নববধূকে তাঁহার স্বর্ণ তাবিজজোড়া দিলেন। ছোট ছেলে মধু বালক। তাহার স্ত্রীর জন্য কানের ইয়ারিং জোড়া শাস্ত্রী মহাশয়ের হাতে দিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন,—"এখন আপনার কাছেই থাকুক, বৌ যখন আসিবে তখন আপনিই দিবেন।" তদুত্তরে মা বলিলেন,—"না, আপনার কাছেই রাখুন—বৌ আসিলে আপনিই তাকে দিবেন।" মা ত জানিতেন যে আর বেশীদিন তিনি স্থূলদেহে থাকিবেন না—কাজেই যথোপযুক্ত ব্যবস্থাই তিনি করিলেন।

মুকুন্দদার বাড়ীতে আনন্দের হাট বসিয়াছে। দলে দলে লোক বাবাকে দর্শন করিতে আসেন। অনেকের দীক্ষাও হইতেছে। এদিকে ঝুলনযাত্রার দিন আগাইয়া আসিতেছে—ঝুলনের পূর্ব্বে বাবাকে বৃন্দাবন পৌঁছিতে হইবে।

ইতিমধ্যে শ্রীযুত সুধীরদা দৌলতপুরের কাজ ছাড়িয়া পাটনা বি এন্

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



কলেজে কাজ লইয়াছেন। দৌলতপুরের বাসা তুলিয়া দিয়া তিনি পাটনা চলিয়া গেলেন। আমার মার সঙ্গে পুনরায় কাশী যাওয়া ঠিক হইল।

নির্দ্দিষ্ট দিনে বাবাজী মহারাজ আমাদের লইয়া শ্রীবৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে কাশীতে একদিন থাকিয়া চলিয়া গেলেন।

কাশী আসিলাম। সেই যে দৌলতপুরে ম্যালেরিয়া জ্বর এবং অম্বলের রোগে আক্রান্ত হই,—তাহা সম্পূর্ণ সারে নাই। কয়েক দিন ভাল থাকিতাম। আবার মাঝে মাঝে দেখা দিত। কাশী আসিবার পর জ্বর এবং অম্বলের বমি সুরু হইল। আমার কিন্তু ধারণা শ্রীমার অমতে, তাঁকে দুঃখ দিয়া যে দৌলতপুর গিয়াছিলাম, তারই ফলে আমার এই দুর্ভোগ চলিয়াছে। একদিন প্রবলভাবে জ্বর আসিল, খুব কাঁদিলাম এবং পুনঃপুনঃ তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। মা ত মূর্ত্তিমতী ক্ষমা। ক্ষমা করিলেন। বলিলেন—"তোর দোষ কি? সত্যই তোর কোনও দোষ নাই। তবুও যে এইরূপ ঘটিল তাহা বাবাজী মহারাজেরই কাণ্ড। এবং একে তাঁর দয়াই বলিব। আমারও প্রারব্ধ ক্ষয়ের জন্য এসবের দরকার ছিল। তিনিই আমার বুদ্ধির বিভ্রম ঘটাইয়া এত সব কাণ্ড করিলেন। বুদ্ধির বিভ্রম ত বিনা কারণে ঘটে না। জগৎটা যে কার্য্যকারণ সম্বন্ধে বদ্ধ। কাজেই কারণ বিনা কোন কার্য্যই হয় না ত। এই বুদ্ধিভ্রংশের কারণ হইল, সেই গুরু-ভগিনীর বাড়ীতে তাঁর হাতে খাওয়া। বাবাজী মহারাজ ঐ খুৎ পাইয়াই অজ্ঞানের কালিমা চোখে লেপিয়া দিলেন এবং সত্য-দর্শনের অন্তরায় স্বরূপ একখানা কালো পর্দ্দা আমার সম্মুখে টাঙ্গাইয়া দিলেন। আমি ওঁর হাতে না খাইলে খুবই ব্যথা পাইত, সে তো এক ঘরে হইয়াই ছিল, ঐ উপলক্ষ্যে সমাজে উঠিবার চেষ্টায় ছিল। আমি না গেলে এবং না খাইলে, অনেকেই যাইত না, খাইত না। আমি ত ঠাকুরের প্রসাদই খাইব ভাবিয়াছিলাম। হাঁ, ঠাকুরের প্রসাদই খাইলাম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



সত্য, ঠাকুরের প্রসাদ কি নয়? প্রসাদ যেমন সত্য, বস্তুগুণও তেমনি সত্য, বিধিনিষেধও তেমনি সত্য। এই ছিদ্র পাইয়াই বাবাজী মহারাজ বুদ্ধির বিভ্রম ঘটাইয়া আমার ভোগক্ষয়ের ব্যবস্থা এই ভাবে করিলেন। এ সমস্তেরই প্রয়োজন ছিল আমার কল্যাণের জন্য। এতদিন তাহা বুঝি নাই,—এখন তাহা বুঝিতেছি। তোর কোনই দোষ নাই। তোরও এসবের প্রয়োজন ছিল মঙ্গলের জন্য—পরে বুঝিতে পারিবি। মঙ্গলময়ের মঙ্গলচক্র ঘুরিতেছে, আমরা তা বুঝি না বলিয়াই অন্যকে দোষারোপ করি এবং দুঃখ পাই। তুই কাঁদিস না, তোর এই অসুখ সারিয়া যাইবে।" মা যে সাধারণ ছিলেন না, এই ঘটনা অবলম্বন করিয়া তাহা বুঝা যায়। প্রারব্ধ ভোগের জন্যই ত দেহ ধারণ। সাধারণ-অসাধারণ সকলকেই প্রারব্ধ ভোগ করিতে হয়। সাধারণ অজ্ঞানী সেই প্রারব্ধ ভোগের কারণ না জানিয়া হা-হুতাশ করে,—ভগবানের অবিচার বলিয়া তাঁকে গাল দেয়, আর অসাধারণ জ্ঞানী এর কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ দেখিতে পাইয়া, একে ভগবৎ করুণা বলিয়া বুঝিতে পারেন। ভোগ সকলকেই করিতে হইবে,—তবে অজ্ঞানের ভোগ আর জ্ঞানের ভোগের এই পার্থক্য।

মা'র সত্য দৃষ্টি সাময়িকভাবে আবৃত হইলেও, তাঁহার জ্ঞান-সূর্য্যের উপর অজ্ঞানমেঘ স্থায়ী হইতে পারে নাই,—ইহাই তার প্রমাণ।

মা সাধারণতঃ এইসব কথা বড় বলিতেন না। সেদিন এত কথা বলার পর, তিনি নিজেকে যেন অনেকটা প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন মনে করিয়া সঙ্কুচিত হইলেন, এবং সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। অসাধারণ যে অসাধারণ, তাহা আত্মপ্রচার দ্বারা দেখাইতে হয় না, আপনা হইতেই প্রকাশ হইয়া পড়ে। মা'র কথা তো আর মিথ্যা হইতে পারে না, আমার জ্বর ছাড়িয়া গেল, আর হয় নাই। অম্বলের রোগও কমিয়া গেল, শরীর সুস্থ হইল। তবে স্বাস্থ্যভঙ্গের সেই মূল সূত্র।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

॥ দশ ॥

## দিব্যজ্ঞান ও দেহত্যাগ

কাশীতে আমার পড়ার কোনই ব্যবস্থা হইল না। বাবাজী মহারাজের ব্যবস্থানুযায়ী আমি শিবপুরে প্রফুল্লদাদের বাড়ী থাকিয়া পড়িবার জন্য চলিয়া আসিলাম।

১৩৩৫ সালের পূজার ছুটিতে বিজয়দা ও নেপাদির সঙ্গে শ্রীবৃন্দাবন গেলাম। সেই সময় কাশী হইতে পত্র আসিল যে, শ্রীমা খুবই অসুস্থ। চিকিৎসায় কোনই কাজ হইতেছে না। বিজয়দা বাবাকে বলিলেন যে, গুরুমাকে কলিকাতা নিয়া গিয়া চিকিৎসা করাইতে চান বাবাজী মহারাজ তাঁহার প্রস্তাবে রাজী হইলেন।

আমরা কাশী আসিলাম। শ্রীমায়ের রূপের ও ভাবের পরিবর্ত্তন দ্রুত হইতেছে এই সময়ে স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। শরীরের কান্তি ঔজ্জ্বল্য বস্ত্রের সযত্ন আবরণ ভেদ করিয়া যেন ফাটিয়া পড়িতেছে। চলেন-ফিরেন—মনে হয় যেন একটি জ্যোতিঃপুঞ্জ ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। অধিকাংশ সময়ই নিজ ঘরে আসনে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করতঃ বসিয়া থাকেন অথবা আপাদমস্তক আবৃত করিয়া শুইয়া থাকেন। পূর্ব্ববৎ সেবা কার্য্যে বিশেষ আসেন না। কথাবার্ত্তাও বিশেষ বলেন না, বলিলেও চক্ষুদ্বয় প্রায় অবগুণ্ঠনে ঢাকিয়া বলেন। তাঁহার মামী-শাশুড়ী ভীত চিন্তিত হন, বলেন, "বউমা শরীরটা কি ভাল না গো, কবিরাজকে ডাকি।" শ্রীমা বলেন, "না ত, ভাল আছি, কিছু তো হয় নাই—একটু চুপ চাপ থাকতে ইচ্ছা করছে।" মনে হইতে লাগিল এইবার তিনি আত্ম সাক্ষাৎকারের ভাবে ভরপূর—ব্রহ্মজ্যোতি সর্ব্বাঙ্গে বিচ্ছুরিত। "ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি" শ্রুতির প্রত্যক্ষ-মূর্ত্তি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



সেই জ্যোতি ও ভাবকে ঢাকিয়া রাখিতে তিনি সর্ব্বদা সচেতন। কিন্তু প্রস্ফুটিত ফুলের সৌন্দর্য্য ও সুগন্ধকে কি বস্ত্র দ্বারা আবৃত-লুক্কায়িত রাখা যায়? তিনি চিরদিন আত্মগোপনশীলা। আজ মানব জীবনের এই চরম পরম প্রকাশকে যে গোপন করিবেন সে আর আশ্চর্য্য কি? এই ভাবাবস্থায় বেশ কিছু দিন গেল। শ্রীমা ধীরে ধীরে নিজেকে স্বাভাবিক করিয়া ফেলিলেন, কিন্তু সেই স্বাভাবিকতাও অস্বাভাবিকতার রংয়েই রঞ্জিত রহিল। আমূল পরিবর্ত্তন একটা অঘটন যে ঘটিয়া গিয়াছে সেই ছাপ সর্ব্বাঙ্গে সর্ব্ব আচরণে প্রকাশ রহিয়াই গেল। শত প্রচেষ্টায়ও ফেলিয়া আসা পিছনের ভাবকে টানিয়া আনা যায় কি?

শ্রীমা রোগ যাতনায় অত্যন্ত কাতর। তাঁহার সেই স্বর্ণ বর্ণ কালো হইয়া গিয়াছে। দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। দুই তিন দিন কাশীতে থাকিয়া আমরা মাকে লইয়া কলিকাতা আসিলাম।

আমাদের গুরুভ্রাতা ডাক্তার অমূল্যদা আসিয়া মাকে দেখিলেন এবং হাওড়ার তদানীন্তন প্রসিদ্ধ ডাক্তার প্রবোধবাবুকে আনিয়া দেখাইলেন। তাঁহার ব্যবস্থা অনুযায়ী চিকিৎসা চলিতে লাগিল। প্রথমটা উপকারও হইল। অনেকটা ভাল হইলেন। কিন্তু আমাদের একান্ত দুর্ভাগ্য দু'দিন যাইতে না যাইতে আবার রোগের বাড়াবাড়ি। কলিকাতা হইতে বড় ডাক্তার আসিলেন। ব্যবস্থা করিলেন, রোগের একটু উপশম হইল, কিন্তু স্থায়ী হইল না। তখন কবিরাজী চিকিৎসার কথা পরামর্শ করিয়া ঠিক করা হইল। সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ যোগেন্দ্রনাথ ষড়দর্শনতীর্থ মহাশয় আসিলেন। এক সময় তিনি ছাত্রাবস্থায় বাগবাজারের :বাড়ীতে শ্রীমার আশ্রয়ে ছিলেন।

চিকিৎসা আরম্ভ হইল। সঙ্গে সঙ্গে ফল হইল। আহারে রুচি আসিল। পিত্তশূলের ব্যথাও কমিল—প্রায় নাই বলিলেই চলে। সকলেই আশান্বিত হইলাম, এইবার মা সুস্থ হইবেন। কিন্তু দু'দিন যাইতে না

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



যাইতেই,—আমাদের সেই আশা নিরাশায় পরিণত হইল। আবার সেই ভীষণ ব্যথা দেখা দিল। এখন অন্য কবিরাজ দেখাইবার কথা উঠিল। পরামর্শে স্থির হইল, বিখ্যাত কবিরাজ শ্যামাদাস বাচস্পতিকে দেখান হউক। তিনি আসিলেন। চিকিৎসা চলিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে উপকার দেখা দিল—মা ক্রমশঃ সুস্থ হইতে লাগিলেন। দুর্ব্বলতাও কমিতেছে, চলাফেরার কষ্ট নাই। রোগমলিন দেহ আবার স্বর্ণকান্তি ধারণ করিল। অঙ্গজ্যোতি অপূর্ব্ব। তাহা এত উজ্জ্বল যে, তাহা বেশীক্ষণ তাকাইয়া দেখা যায় না। অপূর্ব্ব প্রসন্নতা মায়ের মুখে। সেই প্রসন্নতা ও দেহের সৌন্দর্য্য অবর্ণনীয়। যে দেখে সেই মুগ্ধ হয়। আমরা তাঁহাকে কত দেখিয়াছি। কিন্তু তাঁহার এমন অপূর্ব্ব রূপ আমরা পূর্ব্বে কখনো দেখি নাই। অপার্থিব সেই রূপ বর্ণনা করি কি সাধ্য! কাশীতে যে প্রকাশকে তিনি অতি যত্নে ঢাকিয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেন, এইবার সেইরূপ, সেইভাবকে ঢাকিয়া রাখার প্রচেষ্টা শ্রীমায়ের একেবারেই আর ছিল না—উহাই যেন তখন স্বাভাবিক ভাব তাঁহার। মাকে সেই সময় দেখিয়া সহজে বুঝা যাইত, মার এই রূপের পিছনে অপার্থিব-জীবন—সিদ্ধ-জীবন খেলা করিতেছে,—তারই বহিঃপ্রকাশ এই রূপ-মাধুর্য্যে। মা যদিও কথাবার্ত্তায় কখনও তাঁর অপার্থিব জীবনের কথা কিছু বলিতেন না,—তথাপি ফুল ফুটিলে যেমন তাহার গন্ধ লুকান থাকে না, আকাশে-বাতাসে তা ছড়াইয়া পড়ে,—তেমনি মার এখনকার অবস্থা, মার সিদ্ধ-জীবনেরই পরিচায়ক। কাউকে বলিয়া দিতে হইত না, যে দেখিত সেই তাহা বুঝিতে পারিত। গুরুকৃপায় মার অধ্যাত্ম জীবন পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। সে পূর্ণতা আনন্দস্বরূপতা। মার সেই আনন্দময় মূর্ত্তি চতুর্দ্দিকে আনন্দ ছড়াইতেছে। প্রফুল্লদার বাড়ীতে আনন্দের মেলা বসিয়াছে। ভক্তগণ দলে দলে আসিয়া মাকে দর্শন করেন। দর্শন করিয়া তাহাদের সংসার-জ্বালা দূর হয়,—হৃদয়-মন আনন্দে পূর্ণ করিয়া লইয়া ফিরিয়া যান।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



মফঃস্বল হইতেও অনেকে দর্শন করিতে আসেন। শূন্যহৃদয়ে আসিয়া সকলেই পূর্ণ-হৃদয় লইয়া বাড়ী ফিরেন। এমনি অপার্থিব খেলা চলিয়াছে। আমরা নিশ্চিন্ত হইলাম। মার সম্বন্ধে মনের সমস্ত উদ্বেগ আমাদের দূর হইয়া গেল। মহা আনন্দে আমাদের দিন কাটিতে লাগিল।

জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি হঠাৎ একদিন বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হইল। আমাদের সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। মা আবার অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। অবস্থা দেখিয়া শ্যামাদাস কবিরাজ মহাশয় হতাশ হইলেন। চিকিৎসা ত করাইতেই হইবে, ফল যাই হউক। পুনরায় ডাক্তার ডাকা হইল। ইন্‌জেকসনে ব্যথা কমে, আবার ২।৩ দিন যাইতে না যাইতেই 'যথাপূর্ব্বং তথা পরং।' বাড়ীর আনন্দের হাট ভাঙ্গিয়া গেল। সবাই ম্রিয়মাণ। কি করিবেন, কি হইবে, কেহই কিছু ঠিক করিতে পারিতেছে না।

বাবাজী মহারাজকে সমস্ত অবস্থা জানাইয়া পত্র দেওয়া হইল। তিনি জানাইলেন, চিকিৎসকের পরামর্শ অনুসারে চলিত।

প্রতি গ্রীষ্মে ভক্ত শিষ্যগণের একান্ত আগ্রহে বাবাজী মহারাজ কলিকাতা আসেন। এবারও তাঁহাকে আসিবার জন্য প্রার্থনা জানাইয়া পত্র দেওয়া হইল। প্রত্যুত্তরে বাবা জানাইলেন, ঠাকুরজীর একটা জমি কিনার ব্যাপারে খুব ব্যস্ত, এই সময় তাঁহার আসা সম্ভব হইবে না। মা এতদিন এ সম্বন্ধে কোন কিছু বলেন নাই,—পুনরায় শরীর খারাপ হওয়াতে, প্রায়ই তিনি বাবাজী মহারাজের কথা জিজ্ঞাসা করেন। আমরা সকলে মিলিয়া আসিবার জন্য প্রার্থনা জানাইলাম। এবারও উত্তর আসিল, এখন যাওয়া একেবারে অসম্ভব।

মাকে দেখিলাম খুবই ব্যস্ত এবং অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন। বলিলাম —"আপনি চিঠি দিন আসিবার জন্য। আপনি বলিয়া দিন আমি লিখিয়া লইতেছি।" তাহাই হইল, মা বলিয়া গেলেন, আমি লিখিয়া লইলাম। দু'চার দিনের জন্য হইলেও একবার আসুন—এই ছিল মার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



প্রার্থনা। পত্রের বিস্তৃত উত্তর আসিল। আসার অসুবিধার কারণ বিস্তারিত লিখিয়াছেন। পত্রের শেষ দিকে এইরূপ লেখা ছিল—"কোনও চিন্তা করিও না, আমার সঙ্গে দেখা তোমার হইবে। নিশ্চিন্ত মনে বাবাজী মহারাজের উপদেশ মতন নাম কর।" এই চিঠি পড়িয়া শ্রীমা বাবাজী মহারাজ সম্বন্ধে নীরব হইলেন এবং এখন হইতে তাঁহাকে নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগ মনে হইতে লাগিল।

চিকিৎসার ত্রুটি হইতেছে না। সকলে মিলিয়া সেবাযত্নও প্রাণপণ করিতেছেন। প্রফুল্লদা মুক্তহস্তে সাধ্যের অতিরিক্ত খরচ করিয়া যাইতেছেন। কখনও ভাল, কখনও মন্দ, এইভাবে চলিতেছে। আশা-নিরাশায় সকলেই দোদুল্যমান।

৪ঠা আষাঢ় অবস্থা আবার খুব খারাপ হইল। ইন্‌জেক্‌সন দেওয়া হইল, কিন্তু তা কার্য্যকারী হইল না। সবরকম চিকিৎসা, সেবা-শুশ্রূষা ব্যর্থ করিয়া দিয়া অসুখ উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছে। সেই অনুপম সৌন্দর্য্য আবার মসীমলিন হইল। বাবাজী মহারাজকে টেলিগ্রাম করা হইল। উত্তর কি আসিল না আসিল, সেদিকে খেয়াল করিতে ইচ্ছা জাগিল না,—মন এতই খারাপ ছিল।

যাতনায় মার সর্ব্ব শরীর নীল, ওষ্ঠদ্বয় কাল হইয়া গিয়াছে। তাঁহার সেই অসহ্য যাতনা দেখিয়া আমিও অস্থির হইয়া পড়িলাম। অবশেষে ৬ই আষাঢ় রাত্রে ঠাকুর ঘরে গিয়া সাশ্রুনেত্রে করযোড়ে প্রার্থনা করিলাম—"বাবা! মার কষ্ট আর দেখা যায় না। দরকার নাই আর আমাদের। তাঁকে এই যাতনা হইতে মুক্তি দিন। আপনার কাছে নিয়া নিন।" প্রার্থনার পর মনটা যেন অনেকটা হালকা হইল।

রাত্রে সকলের খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপার শেষ করিয়া মার শয্যাপার্শ্বে গিয়া বসিয়াছি। সমস্ত দিন ত প্রায় মার কাছে বেশীক্ষণ বসিবার সময় পাই না। রাত্রে দুইটায় প্রফুল্লদা আসিয়া আমাকে জোর করিয়া তুলিয়া দিলেন, কিছু সময় বিশ্রাম করিবার জন্য। একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



উঠিয়া গেলাম। বিছানায় শুইলাম। মনে উদ্বেগ, ঘুম আসিবে কেন ? কখন কি হয় এই চিন্তা। কিছু সময় পরে কেমন যেন একটা তন্দ্রার মতন ভাব—অথচ জাগিয়াই আছি। সেই অবস্থায় দেখিতে পাইলাম একজন দীর্ঘকায় গৌরবর্ণ পুরুষ দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহার পক্ক শ্মশ্রু ও কেশ। গলায় শুভ্র যজ্ঞোপবীত। জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি। সেই সময় শ্রীমা দেহত্যাগ করিয়াছেন। ঐ পুরুষটি মার দেহ-সংস্কারের ব্যবস্থা করিতেছেন। তাঁহার কার্য্য তিনি স্থির ধীরভাবে করিয়া যাইতেছেন,—কোন চাঞ্চল্য নাই। দুইখানা খাটিয়া আনা হইয়াছে। একখানা মার জন্য, অপরখানা মা যে ঘরে আছেন তারই উপরের ঘরের দেওয়ালে বাহির দিকে বাঁধিয়া রাখা হইতেছে। আমি বলিলাম, "দুখানা খাটিয়া কেন ? আর একখানা বাঁধিয়াই বা রাখিতেছেন কেন ?" সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষটি উত্তরে বলিলেন—"এক মাস পরে এই বাড়ী হইতে আর একজন যাইবেন—তার জন্য এই খাটিয়া বাঁধা রহিল।" তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বসিলাম। সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্য অন্তর্হিত হইল। আমি ছুটিয়া মার কাছে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

নেপাদির এক ভগিনী হাঁফানি রোগে দীর্ঘকাল যাবৎ ভুগিতে-ছিলেন, সেই জ্যোতিষ্মান পুরুষের কথায় আমি মনে করিয়াছিলাম মাসান্তে ইনিই বোধ হয় দেহরক্ষা করিবেন, এবং তাঁরই জন্য খাটিয়া বাঁধা রহিল। মাসান্তে এই বাড়ীর একজন দেহরক্ষা করিলেন বটে, তবে ইনি নহেন—দিবা। দিবা এই বাড়ীর একমাত্র বালিকা—নেপাদির ভ্রাতুস্পুত্রী।

শ্রীমার অবস্থা ক্রমশঃ খারাপের দিকেই চলিয়াছে। অমূল্যদা আসেন, যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করেন, কিন্তু কোনই উপকার হইতেছে না।

সেদিন বেলা ১০টায় পায়খানার ঔষধ দিয়াছিলেন অমূল্যদা—২টার সময়ে পায়খানা হইল—যেন পেটখালি হইয়া গেল ব্যাথাটা কমিয়া গেল,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



এবং যাতনা মুক্ত হইয়া আরামবোধ করিতে লাগিলেন। কমলাদি ও মাসীমা তাঁহার পরনের কাপড় বদলাইয়া দিলেন। অমূল্যদা যাওয়ার সময় বলিয়া গিয়াছিলেন, দুইটার সময় আবার আসিবেন। এই সময় মা বলিলেন—"অমূল্য যে বলিয়া গিয়াছিল, আবার আসিবে,—কই সে তো আসিল না—আমার যে প্রাণ যায়।" এই কথা বলিয়া অভ্যাস মত বাম-কাতে শুইলেন এবং মাথার কাপড় কপাল পর্য্যন্ত টানিয়া দিলেন। পরনের কাপড় দিয়াই সর্ব্বাঙ্গ বেশ করিয়া আচ্ছাদন করিলেন। 'প্রাণ যায়' বলাতে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—খুব কষ্ট হইতেছে কি? তদুত্তরে মা বলিলেন "কোনও কষ্ট আর নাই, এখন ত আনন্দ।" দাস্ত হওয়ার পর ব্যথা কমার সঙ্গে সঙ্গে চেহারার আবার অদ্ভুত পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সেই রোগমলিন দেহ আর নাই, সমস্ত দেহে স্বর্ণকান্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে,—দেহ হইতে অপূর্ব্ব জ্যোতি বাহির হইতেছে। ক্ষণে ক্ষণে দেহের এইরূপ পরিবর্ত্তন খুবই আশ্চর্য্যজনক।

মা আমার প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন "এখন আর কষ্ট নাই, কেবল আনন্দ!" আমি মনে করিয়াছিলাম,—কথাটা এমনি বলিয়াছিলেন,—এই কথার কোন গুরুত্ব আমি দেই নাই। আমি স্নান করিয়া এখনও তিলকস্বরূপ করি নাই। উষাকে মার কাছে থাকিতে বলিয়া আমি তিলকস্বরূপ করিতে চলিয়া গেলাম। অল্পক্ষণ মধ্যেই আমি তিলকস্বরূপ করিয়া ফিরিয়া আসিলাম। আসিয়া দেখিলাম মার মুখমণ্ডলে এক অপূর্ব্ব জ্যোতি—চক্ষু দুইটি স্থির। আমি ছুটিয়া বাহির হইয়া গিয়া বিজয়-দা ও আশু মামাকে এই খবর দিলাম। বিজয়দা ডাক্তারের জন্য ছুটিলেন। আশু মামা আসিয়া মার পাশে বসিলেন। আমি মার মুখে ঠাকুরজীর চরণামৃত দিলাম, আশু মামাও দিলেন। ব্যস! দীপ নির্ব্বাণ হইল। সঙ্গে সঙ্গে সেই অপূর্ব্ব জ্যোতিও অন্তর্হিত হইল।



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



১৩৩৬ সালের ৭ই আষাঢ় ৬৭ বৎসর বয়সে স্নানযাত্রার পুণ্য দিবসে শ্রীমার মহাপ্রয়াণ। পূর্ণিমা তিথি—বেলা সাড়ে তিন ঘটিকায় আমরা মাতৃহারা হইলাম।

প্রফুল্লদা আপিসে ছিলেন, তাঁকে ফোনে খবর দেওয়া হইল। তিনি আসিলেন, ফুল, মালা, খাট ও গরদের কাপড় লইয়া। মাকে সেই গরদের কাপড় পরান হইল। ফুল-মালা-চন্দনে সাজাইয়া খাটে শোয়ান হইল। খবর পাইয়া দলে দলে ভক্তগণ আসিতে লাগিলেন শেষ দর্শন করিবার জন্য। প্রাণহীন দেহ কিন্তু কোন বিকৃতি নাই, সজীব মনে হইতেছিল, যেন গভীর ঘুমে নিমগ্ন,—শান্তিতে এবং আনন্দে শুইয়া আছেন। অম্লান সেই মুখমণ্ডল প্রস্ফুটিত কমলসদৃশ। অনুপম—অতুলনীয় সে সৌন্দর্য্য। সেই শ্মশান-যাত্রায় বিরহ আছে, শোক নাই, ব্যথা আছে, বেদনা নাই। দেহান্তে যাঁহারা উর্দ্ধলোকে গমন করেন, তাঁহাদের বিরহশোক সাধারণ লোকের মৃত্যুর ন্যায় মোহ সৃষ্টি করে না। সেই বিরহ-ব্যথাও অন্যপ্রকার—মনকে নিম্নগামী করে না।

শিবপুর বাঁশতলার শ্মশানঘাটে ঘৃত-চন্দন-কর্পূরবাসিত মার সেই ব্রহ্মরূপ দেহ, ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে অর্পণ করা হইল। আশু মামা শেষকৃত্য সব করিলেন। অগ্নিদেব দেখিতে দেখিতে সেই পূতদেহ আত্মসাৎ করিয়া লইলেন। সেই সময় সামান্য এক পশলা বৃষ্টি হইয়াছিল, ইহা শুভ লক্ষণ বলিয়া পরে বাবার মুখে শুনিয়াছিলাম।

রাত্রি প্রায় ১০ টায় চিতাগ্নি নির্ব্বাপিত হইল। শূন্য মন, শূন্য হৃদয় লইয়া সকলে গৃহে ফিরিলেন। মায়ের আবির্ভাব ঝুলন পূর্ণিমা তথা রাখী-পূর্ণিমার মিলনক্ষণে। তিরোভাব জগন্নাথদেবের স্নান-যাত্রার পুণ্যাভিষেক পূর্ণিমাতে। আবির্ভাব ও তিরোভাবও দুই-ই শুক্রবারে। শ্রীগুরুদেবের আবির্ভাব ও তিরোভাবও শুক্রবারে। অপূর্ব্ব যোগাযোগ! তাঁহাদের মিলন দিনটি অজ্ঞাত। কে জানে সেই শুভদিনটিও শুক্রবারেই ছিল কিনা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



শ্রীমার গুরুদেব বলিয়াছিলেন,—তাঁহার শরীর মনিকর্ণিকায় যাইবে না,—অতএব তাঁহার যে এইবার কাশী যাওয়া হইবে না, তাহা তো তিনি জানিতেনই। তাঁহার গুরুদেব এও বলিয়াছিলেন, তিনি যে স্থানে দেহত্যাগ করিবেন, সেই স্থানই কাশী হইবে। শ্রীগুরুর বরে দেহে থাকিতেই তাঁহার সংসার-বন্ধন কাটিয়া গিয়াছিল। অতএব তিনি মুক্তিস্বরূপা ছিলেন—কাশী ত তাঁহার করতলে। শাস্ত্রে লিখিত আছে, উত্তরবাহিনী গঙ্গার পশ্চিম তট কাশীসম। শিবপুরে যে স্থানে তিনি দেহত্যাগ করেন তাহাও শাস্ত্র-বিচারে কাশীই।

এইবার প্রশ্ন উঠিল, মায়ের শ্রাদ্ধাদি কার্য্য কিরূপ হইবে। আশু-মামা মায়ের একমাত্র ভ্রাতা, এসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া বাবাজী মহারাজকে পত্র লিখিলেন। তদুত্তরে বাবাজী মহারাজ যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, —তাহার মর্ম্মার্থ এইরূপ :—শ্রীমা তাঁহারই সহিত সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া বানপ্রস্থাশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সন্ন্যাসের সময় মা'রও সন্ন্যাস হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার শ্রাদ্ধাদিকার্য্য কিছুই হইবে না। ত্রয়োদশ দিবসে শ্রীবৃন্দাবনে তাঁহার ভাণ্ডারা হইবে। শিবপুরেও তাঁহার প্রীতির নিমিত্ত ত্রয়োদশ দিনে ভাণ্ডারা হয় যেন। সেই সঙ্গে বিজয়দাকে লিখিলেন, কলিকাতা ও কাশীতে মায়ের গহনা ও নগদ টাকা যাহা আছে, তাহা লইয়া তিনি যেন শীঘ্র বৃন্দাবনে চলিয়া যান।

এখানে বাবাজী মহারাজকে লিখিত আমার একখানা চিঠির কথা এবং তাহার উত্তরে তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা উল্লেখ করা যাইতেছে।

মায়ের বিশেষ অসুস্থতার সময় মায়ের নিরাময়ের জন্য প্রার্থনা জানাইয়া এবং শ্রীমা তাঁহাকে দর্শনের জন্য খুবই ব্যকুল এই কথা লিখিয়া শ্রীগুরুদেবকে এক পত্র দিয়াছিলাম। তদুত্তরে তিনি লিখিয়াছিলেন যে, এখন তাঁহার আসা সম্ভব হইবে না। শ্রীমা সুস্থ হইবেন এবং তাঁহার সহিত দেখা হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



শ্রীমার দেহত্যাগের পূর্ব্বে শ্রীগুরুদেব আসিলেন না। তাঁহাকে আসিবার জন্য শ্রীমা স্বয়ং এবং আমরা সকলেই কাতরভাবে প্রার্থনা জানাইয়াছিলাম, কিন্তু আমাদের প্রার্থনা স্থূলদৃষ্টিতে ফলপ্রসূ হইতে না দেখিয়া, আমি তাঁহার বাক্য মিথ্যা হইয়াছে মনে করিয়া রূঢ়-ভাষায় তাঁহাকে এক পত্র লিখিলাম। আমি লিখিয়াছিলাম, তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠুর। শ্রীমায়ের এত আগ্রহ সত্ত্বেও তিনি একটি বারের জন্যও দেখা দিতে আসিলেন না এবং তিনি যে লিখিয়াছিলেন শ্রীমা সুস্থ হইবেন,—এবং তাহার সহিত দেখা হইবে, তাঁহার সেই বাক্যও মিথ্যা হইল। নেহাৎ স্থূলবুদ্ধি আমি মায়ের দেহত্যাগের ঘটনা অবলম্বনে আমার বুদ্ধিভ্রংশ হওয়াতেই আমি শ্রীগুরুদেবকে ঐরূপ লিখিয়া বসিলাম। যাহা হউক তিনি ত গুরু, ক্ষমাই তাঁহার ধর্ম্ম। শিষ্য ত অপরাধ করিবেই আর গুরুও ক্ষমা করিবেন, এক্ষেত্রে তাহাই হইল। আমার পত্রের উত্তরে যাহা লিখিলেন, তাহাতে আমি যে এত বড় অন্যায় করিয়াছি, তাহার কোন উল্লেখই নাই। তাঁহার পত্র এইরূপ :—

ওঁ হরি

শ্রীবৃন্দাবন

২৫।৬।২৯

পরম কল্যাণীয়েষু,—

প্রিয় গঙ্গা।

তোমার পত্র পাইয়াছি। দেবী যে সব রোগ কাশীতে ভোগ করিতেছিলেন, মাথাঘোরা, পেটের অজীর্ণতা প্রভৃতি তাহা তো শিবপুরে চিকিৎসার দ্বারা সারিয়াই গিয়াছিল। ভগবান সমস্ত রোগমুক্ত করিয়া তাঁহাকে লইয়া গিয়াছেন। এইবার তাঁহার শরীর বাঁচিয়া উঠিলে, আরও অনেক বৎসর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



জীবিত থাকিবার সম্ভাবনা ছিল। তাহাতে তাঁহার বার্দ্ধক্য-নিবন্ধন ক্লেশ হইত এবং তৎপূর্ব্বে আমার দেহান্ত হইতে পারিত, তাহাতে তিনি অতিশয় ক্লেশ পাইতেন। আমার তদ্রূপ ইচ্ছা ছিল না। ভগবান তাঁহাকে এই সময় লইয়া গিয়া এই সকল ক্লেশ হইতে মুক্ত করিয়াছেন। তিনি বিষ্ণুপদে--বৈকুণ্ঠে স্থান পাইয়াছেন। অত্র মঙ্গল; তোমরা সকলে আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে।

আশীর্ব্বাদক
শ্রীসন্ত দাস

এই পত্র পাইয়া শ্রীগুরুদেবের প্রতি আমার যে অবিশ্বাস ও মনে যে বিদ্রোহ জাগিয়াছিল, তাহা দূর হইল।

মায়ের অভাবে চতুর্দ্দিক শূন্য বোধ হইতে লাগিল। মন অত্যন্ত খারাপ। বিজয়-দা ও আশুমামা বৃন্দাবন যাইবেন, খুবই ইচ্ছা হইতে লাগিল, তাঁহাদের সঙ্গে শ্রীবৃন্দাবন যাই। অনুমতি চাহিয়া বাবাকে পত্র লিখিলাম। পত্রোত্তরে তিনি অনুমতি প্রদান করিলেন।

এইবার মা কাশী হইতে আসিবার সময় তাঁহার দশ ভরির "নেকলেস"টি সঙ্গে আনিয়াছিলেন। আশুমামা আসিলে তাঁহার হাতে নেকলেসটি দিয়া বলিলেন—"ইহা কমলার বৌকে দিবার জন্য রাখিয়া দে। বৌ আসিলে দিবি।" আশুমামা বলিলেন—"এখন আপনার কাছে থাকুক, সে ত এখন বালক, কবে বৌ আসিবে ঠিক নাই। বৌ আসিলে, আপনি বৌ দেখিয়া দিবেন।" "না তোর কাছেই থাকুক, বৌ আসিলে তুই দিবি।" আশুমামা এই কথায় কাঁদিয়া ফেলিলেন। "আর কাঁদিস কেন? আমি কি আজই মরিব বলেতিছি।"

শ্রীমা এইবার কাশী হইতে প্রস্তুত হইয়াই যেন আসিয়াছিলেন। তাই এই সব ব্যবস্থা করিয়া যাইতেছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



শরীর ছাড়িবেন জানেন; কিন্তু এ বিষয়ে তাঁহার কোন উদ্বেগ বা চাঞ্চল্য নাই। মাঝে যখন সুস্থ হইয়া উঠিলেন, তখন আমরা কাশী যাওয়ার কথা বলিলে, তিনি যাইব কি যাইব না, কিছুই বলিতেন না, চুপ করিয়া থাকিতেন। কাশী হইতেও চিঠি আসিয়াছে, কিন্তু তারও কোন উত্তর দেয় নাই।

আমরা যথা সময়ে কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়া শ্রীবৃন্দাবন আশ্রমে পৌঁছিলাম। শ্রীগুরুদেবের নির্দ্দেশ মত কলিকাতা এবং কাশীতে মায়ের যে টাকা, অলঙ্কার ও মূল্যবান বস্ত্র ছিল, তাহা লইয়া গিয়াছিলাম। দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে বাবাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে বসিলে তিনি বলিলেন, "দেবী, অতি সুসময়ে পরমানন্দে দেহত্যাগ করিয়া বিষ্ণুলোকে গিয়াছেন। তাঁহার জন্য শোক করা উচিত নয়। প্রফুল্লরা সকলে যেরূপ সেবা করিয়াছে তাহারা দেবীর বিশেষ আশীর্ব্বাদে পরম কল্যাণই লাভ করিবে" তারপর আমাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "তোর প্রতি দেবীর যে বিরক্তিভাব ছিল, তাহা আর একেবারেই ছিল না। এখন হইতে তিনি তোর বিশেষ কল্যাণ সাধন করিবেন। এরা সকলেই তাঁর বিশেষ আশীর্ব্বাদভাজন হইবেন।" এই কথা শুনিয়া মনটা হালকা হইল। শূন্য মন পূর্ণ হইল—শোক দূরে পলায়ন করিল।

দেখিলাম বাবাজী মহারাজের ঘরে তাঁহার আসন, ঝুলি ও বিছানা বাঁধা রহিয়াছে,—কোথাও যাওয়ার প্রস্তুতি যেন।

বাবাকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিতে লাগিলেন, "৭ই আষাঢ় পুনরায় টেলিগ্রাম আসিল, দেবীর হার্ট ক্রমশঃই দুর্ব্বল হইতেছে,—যেন টেলিগ্রাম পাওয়া মাত্র চলিয়া যাই। আমার ত যাওয়ার ইচ্ছা ছিল না। আমার যাওয়ার ইচ্ছা নাই দেখিয়া সেইদিন অনন্তদাসজী ভীষণ বিরক্ত হইয়া জিদ ধরিল যে আমাকে যাইতেই হইবে। আমি বলিলাম, 'হার্ট যখন ক্রমশঃ দুর্ব্বল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



হইতেছে, তখন ত যাওয়া বৃথা। আমি গিয়া পৌঁছান পর্য্যন্ত তিনি থাকিবেন কি?" অনন্তদাস কিছুতেই মানিবে না, বলিল—'ডাক্তার যখন যাইবার জন্য তার করিয়াছে,—তখন বুঝিয়া-শুঝিয়াই করিয়াছে। নিতান্ত দেখা না হয়, না হইবে, তবুও যাইতে হইবে। এতদিন ধরিয়া সকলে লিখিয়া লিখিয়া হয়রাণ, এখন তার করিয়াছে, আপনাকে যাইতেই হইবে। কেন যাইবেন না।' অনন্তদাসের এত আগ্রহ - কি আর করি! বলিলাম, "তবে যাওয়ার ব্যবস্থা কর। এখন গাড়ী নাই, বৈকালের গাড়ীতে যাইতে হইবে। জানি ত যাওয়া হইবে না। তবুও বলিলাম, প্রস্তুত হও জিনিস-পত্র বাঁধ। বৈকালে স্নান করিয়া স্বরূপ করিতেছি,—তখনই রওয়ানা হইতে হইবে। তার আসিল দেবীর দেহান্ত হইয়াছে। সেই সকল এখনো বাঁধা রহিয়াছে।"

পরে সেদিনকার আর একটি ঘটনা, এক সাধু গুরুভাইয়ের মুখে শুনিলাম। সেই সাধু গুরুভাইটি তখন বাবাজী মহারাজের সেবা করিতেন—সব সময় কাছে কাছে থাকিতেন। তিনি বলিলেন—"বেলা ৪টায় বাবার রওয়ানা হইবার কথা। বাবার সঙ্গে পথে খাবার দিবার ব্যবস্থা করিয়া আসিয়া দেখি তিনটা বাজিয়া গিয়াছে, বাবা তখনও নিদ্রিত। ভাবিলাম ব্যাপার কি? কোথাও যাইতে হইলে বাবা একঘণ্টা আগে প্রস্তুত হইয়া বাহির হইয়া পড়েন—আর আজ একি কাণ্ড! তাড়াতাড়ি গা পা টিপিতে লাগিলাম ঘুম ভাঙ্গাইবার জন্য। কিন্তু কই ঘুম ত ভাঙ্গিতেছে না। অথচ অন্য সময় দেখিয়াছি যেন গভীর ঘুমে অচেতন, গায়ে হাত দেওয়া মাত্রই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন 'কে?' আর সেদিন এত টিপাটিপিতেও কোন সাড়া নাই। ঘড়িতে ৩-২৫ মিনিট। আমি আর থাকিতে পারিলাম না, দেরী হইয়া যাইতেছে। আমি বাবাকে ঠেলিতে লাগিলাম ও ডাকিতে লাগিলাম।' অনেকক্ষণ পরে বাবা সাড়া দিলেন। মনে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



হইল কোন সুদূর প্রদেশ হইতে যেন কথা বলিতেছেন! আবার চুপ হইয়া গেলেন। উঠেনও না। এই ভাবে ৮।১০ মিনিট কাটিয়া গেল, আমি ডাকিতেছি, হঠাৎ সাড়ে তিনটায় জাগ্রত হইয়া বলিলেন, 'হইয়া গিয়াছে।' আমি বলিলাম, "হ্যাঁ সব ত প্রস্তুত আপনি উঠিতেছেন না কেন? সাড়ে তিনটা বাজিয়া গিয়াছে।" তখন বলিলেন, "ওহো! বড় দেরী হইয়া গেল, না? আচ্ছা, আমি চট্ করিয়া স্নান করিয়া নেই।" এই বলিয়া স্নানে চলিয়া গেলেন। স্নানান্তে স্বরূপ করিতেছেন। দেরী হইয়া গিয়াছে, তাই অনন্ত-দাসজী খুব ব্যস্ত হইয়া জিনিস-পত্র বাহির করিতেছেন। সেই সময় তার আসিল, "গুরুমা নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন।"

গুরুভাইটির কথা শুনিয়া মনে হইল, বাবাজী মহারাজ ঐ ভাবে ঘুমের ভান করিয়া গুরুমাকে দর্শন দিতে গিয়াছিলেন। তিনি ত লিখিয়াইছিলেন—গুরুমার সহিত তাঁহার দেখা হইবেই, এবং স্থূল দেহে থাকিতেই দেখা হইবে। বুঝিলাম, সেই দর্শন দানের জন্যই দেহ ত্যাগের প্রাক্কালে ঐ ভাবে গিয়াছিলেন। শাস্ত্রে আছে, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ কামচারী হন, ইচ্ছা মাত্র যেখানে সেখানে গমন করিতে পারেন। আমরা দেখিলাম না বটে, কিন্তু শ্রীমার ইচ্ছা এমনি করিয়াই শ্রীগুরু-দেব পূরণ করিয়াছিলেন এবং শ্রীমার দেহ ত্যাগের পূর্ব্বের কথা হইতেও বুঝা গিয়াছিল, তিনি মহারাজজীর দর্শন পাইয়াছিলেন। সতী-সাধ্বী রমণীর ইচ্ছা, ব্রহ্মজ্ঞ স্বামী অপূরণ রাখিবেন কি করিয়া! মা ছিলেন সত্যসঙ্কল্প, কাজেই ভগবানই পতিরূপে সেই ইচ্ছা পূরণ করিলেন।

শ্রীমৎ অনন্ত দাসজীকে শ্রীমা পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। শেষ সময় দেখা হইল না, এজন্য তাঁহার মনে খুব ক্ষোভ হইয়াছিল। এবং আর দেখা হইবে না ভাবিয়া তিনি খুব ব্যাকুল হইয়া পড়িতেন। সন্তানের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



দুঃখ কি মা সহিতে পারেন? তাই সন্তানকে দেখা দিতে—সান্ত্বনা দিতে মা আসিলেন।

অনন্তদাসজী তখন শ্রীশ্রীরাধাবিহারীজীর সেবা-পূজা, করিতেন। শেষ-রাত্রি। ৪টা বাজিয়াছে। অনন্তদাসজী ঠাকুরজীর সেবার জন্য মন্দিরে প্রবেশ করিবেন—দরজা খুলিয়াই দেখেন, অন্ধকার ঘর আলোকিত। উজ্জ্বল আলো—মনোরম জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তিতে শ্রীমা মন্দিরে দাঁড়াইয়া আছেন। কপালে সিন্দুর বিন্দুটি জ্বলিতেছে। পরনে লাল পাড় গরদের কাপড়। দেখিতে না দেখিতে শ্রীমা শ্রীশ্রীরাধিকা-জীর অঙ্গে মিলাইয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঘর পুনরায় অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল। অনন্তদাসজী আনন্দে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন। তখনই ছুটিয়া গিয়া বাবাজী মহারাজের কাছে ঘটনাটি বিবৃত করিলেন। সব শুনিয়া বাবাজী মহারাজ বলিলেন—"ঠিকই দেখিয়াছ। আমার শ্রীগুরু-দেবের বর ছিল তিনি স্বারূপ্য মুক্তিলাভ করিবেন। শেষ সময়ে দেখা হইল না বলিয়া তোর মনে ক্লেশ ছিল 'ত, সেজন্যই তিনি দর্শন দিলেন।"

মাতৃহারা সন্তানের দুঃখের কথা বলিবার ভাষা নাই,—আমরাই বা তাহা কি করিয়া প্রকাশ করিব? যিনি গেলেন, তিনি ত আনন্দধামেই গেলেন। মা'র শ্রীগুরুদেবের বর ছিল, তিনি সাযুজ্য মুক্তি লাভ করিবেন। কিন্তু অন্ধ আমরা তাহা দেখিতে পাই না। অবিশ্বাসী আমরা শুনিয়াও তাহা বিশ্বাস করিতে পারি না, কাজেই আমরা দুঃখ পাই। দুঃখের মূলে যে অজ্ঞান, ইহাই তার প্রমাণ। তাঁহার দেহবিমুক্ত আত্মা বিশ্বাত্মার সহিত একীভূত হইয়াছে—তিনি এখন সর্ব্বত্র সকলের মধ্যে। এ যে শুধু আমাদের কথার কথা নয়—সে সম্বন্ধে ২।১টী ঘটনা আমরা পরে উল্লেখ করিব।

অনন্তদাসজীকে মা'র এইরূপ দর্শনদানের কথা শুনিয়া বুঝিয়া-ছিলাম, মা সত্যই মৃতুঞ্জয়ী হইয়াছেন—বৈকুণ্ঠে গমন করিয়াছেন। কিন্তু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



এখানে আমার মনে একটি সন্দেহ উপস্থিত হইল তাই আমি বাবাজী-মহারাজকে বলিলাম—"বাবা! শ্রীশ্রীমা রাধিকাজীর সঙ্গে মিশিয়া গেলেন এ কথা যদি সত্য হয়, তবে তো দাদাগুরুজীর বাক্য ঠিক হইল না। দাদাগুরুজী যে মাকে স্বারূপ্য মুক্তির বর দিয়াছিলেন। স্বারূপ্য মুক্তি অর্থ তো নারায়ণের স্বরূপ প্রাপ্ত হওয়া।" বাবা তদুত্তরে বলিলেন—"স্বারূপ্য মুক্তি মানে লক্ষ্মীনারায়ণের স্বরূপ প্রাপ্ত হওয়া বা শ্রীরাধাকৃষ্ণের স্বরূপ প্রাপ্ত হওয়া—একই কথা—ভেদ কিছুই নাই জানিও।"

আমরা শ্রীমায়ের যে সকল অলঙ্কার কলিকাতা ও কাশী হইতে নিয়া আসিয়াছি,—তাহা বিক্রি করা হইল, নগদ টাকাও কিছু ছিল, সেই সঙ্গে ভক্তগণের প্রেরিত টাকার দ্বারা তথায় বিরাটভাবে ভাণ্ডারার আয়োজন হইতে লাগিল। ত্রয়োদশ দিনে ভাণ্ডারা হইবে।

ব্রজমণ্ডলের সমস্ত সাধু নিমন্ত্রিত হইলেন। ব্রজবাসী বহু ব্রাহ্মণকেও নিমন্ত্রণ করা হইল। দশম দিন হইতে লাড্ডু, কচুরী ও অন্যান্য মিষ্ট দ্রব্য তৈয়ারী হইতেছে। দ্বাদশ দিনের রাত্রি হইতে পুরী ভাজা আরম্ভ হইল। ত্রয়োদশ দিবসে তরকারী, রায়তা প্রস্তুত হইল—সব মিলিয়া পর্ব্বত-প্রমাণ ভোগের সামগ্রী তৈয়ারী হইয়াছে। দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়।

মন্দিরে শ্রীশ্রীঠাকুরজী ও রাধিকাজীর অপরূপ রূপ খুলিয়াছে। দেখিয়া দেখিয়া আশা মিটে না। চোখ ফিরান যায় না। এ এক অপূর্ব্ব ব্যাপার! শ্রীমৎ অনন্তদাসজী আরতির সময় মন্দিরের দরজা খুলিলে সেই অপরূপ রূপ দর্শনে সকলেই বিমোহিত! আজিকার এই রূপ অভিনব। এমনটি আর কখনও দেখা যায় নাই। শ্রীগুরুদেব আরতির সময়ে চক্ষুদ্বয় মুদ্রিত করিয়া আছেন। শ্রীমুখমণ্ডল রক্তিম আভায় সমুজ্জ্বল—নয়নে আনন্দাশ্রু।

আরতির পর নাট-মন্দিরে কীর্ত্তন সুরু হইল। আর শ্রীশ্রীদাদা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



গুরুজীর্ দরজায় ভাগবত পাঠ। উৎসবের আয়োজন ত সবদিক দিয়াই সুসম্পন্ন হইয়াছে। কিন্তু ভীষণ গরম—কাহারো সোয়াস্তি নাই। এই গরমে, সাধুসেবা কি করিয়া হইবে। তাঁহারা শান্তিতে খাইতে পারিবেন না। নিজেদের মধ্যে এইরূপ আলোচনা চলিয়াছে। এইবার ব্রজে বৃষ্টি নাই,—চতুর্দ্দিক খাঁ খাঁ করিতেছে—মরুভূমি সদৃশ। মানুষের যেমন কষ্ট হইতেছে, তেমনি পশুগণেরও কষ্টের সীমা নাই। খাদ্যাভাবে গরু-বাছুর, মহিষগুলি অস্থিচর্ম্মসার হইয়াছে। এবার ব্রজের বড় অকাল। বৃষ্টির অভাবে শস্য হইবে না—অন্নাভাব দেখা দিবে। সকলের মনে এই আশঙ্কা—এই ভয়।

নিমন্ত্রিত সাধুগণ দলে দলে আসিতেছেন, কেহ বা কীর্ত্তনে যোগ দিতেছেন,—কেহ বা বসিয়া বা দাঁড়াইয়া কীর্ত্তন শুনিতেছেন। বেলা ১১টায় শ্রীশ্রীঠাকুরজীর ভোগ আরম্ভ হইল। সেই সময় আকাশে একখণ্ড কাল মেঘ দেখা দিল। ক্রমশঃ সেই কাল মেঘ আকাশমণ্ডল ছাইয়া ফেলিল। আমরা ভাবিলাম, মেঘে রৌদ্র চাপা পড়িল। যাহা হউক, ভক্ত ও সাধুগণ উন্মুক্ত আকাশ তলে বসিয়া প্রসাদ পাইবেন, সেই উত্তপ্ত রৌদ্র হইতে তো রক্ষা পাইবেন।

কিন্তু না, আমাদের আশার অতিরিক্ত ফল ফলিল। শ্রীমন্দিরে ভোগ আরতি আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি সুরু হইল। এক ঘণ্টা কাল এইভাবে প্রবল বারিপাতের পর বর্ষণ ক্ষান্ত হইল। উত্তপ্ত ধরণীতল শীতল হইল। সমস্ত ব্রজমণ্ডলের অগ্নিজ্বালা নিবারণ হইল। ব্রজবাসীদের বুকে আশা, মনে আনন্দ, চোখে দীপ্তি দেখা দিল, ব্রজের অকাল দূর হইবে, ইন্দ্রদেবের কৃপায় শস্য ভালই হইবে।

আশ্রমটী বর্ষা-স্নাত হইয়া সুন্দর রূপ ধারণ করিয়াছে। এইবার শান্তি ও আরামে সাধুগণ ভোজন করিতে পারিবেন। সমবেত সাধুমণ্ডল, মা'র জয় দিতে লাগিলেন। তাঁহারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিতে লাগিলেন,—মা'র পুণ্যফলে ব্রজের প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



কাটিয়া গিয়া সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছে। ছোট-বড়, পুরুষ-নারী, সাধু-অসাধু সকলেরই মুখে এই কথা,—মায়ের কৃপাতেই আজ এই অঘটন ঘটিয়াছে। আবার কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন—'হইবে না? মা কি সাধারণ রমণী ছিলেন? তাঁর ইচ্ছায় কি না হইতে পারে? তিনি যখন দেখিলেন, অনাবৃষ্টিতে ব্রজের অন্নাভাব হইবে, তিনি যখন দেখিলেন, শত শত সাধু ভক্ত আরামে শান্তিতে প্রসাদ পাইতে পারিবেন না,—তখন তিনি কি করিয়া স্থির থাকিতে পারেন? সকলের কল্যাণের জন্য এবং শান্তির জন্য ব্যবস্থা তাঁহাকে করিতেই হইল। তাই এই অঘটন সংঘটিত হইল।" মায়ের জয়,—ধন্য ধন্য রব সমানে চলিয়াছে,—এ যেন থামিতে চায় না।

আশ্রমের সর্ব্বত্র সাধুগণ সারি সারি প্রসাদ পাইতে বসিলেন। পরিবেশন হইতেছে লাড্ডু, কচুরী, পুরী, তরকারী, রায়তা প্রভৃতি। পরিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে দিবোদাসজী জয় দিতে লাগিলেন। ভগবান্ এবং পূর্ব্বাচার্য্যগণের নামের এই জয়। দিবোদাসজী পূর্ব্বাচার্য্যগণের নাম একে একে বলিয়া যাইতেছেন, আর সেই সঙ্গে সাধুগণ সমবেতভাবে মহা উল্লাসে 'জয়" শব্দ উচ্চারণ করিতেছেন। সাধুকণ্ঠের সেই জয় শব্দ হৃৎকর্ণের অমৃত-রসায়ণ।

সাধুগণ প্রসাদ পাইতে লাগিলেন। সকলকেই এক টাকা করিয়া দক্ষিণা দেওয়া হইল। অপূর্ব্ব সে দৃশ্য। ত্যাগ বৈরাগ্যের মূর্ত্ত-বিগ্রহ এই সকল সাধু। অথচ ভোজনে তাঁহাদের কি আনন্দ! ভগবানের প্রসাদ তাঁহারা ভোজন করিতেছেন, তাই তাঁহাদের এত আনন্দ। সাধুদের ভোজন দেখিলে প্রসাদের মাহাত্ম্য সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয়। পরম পরিতৃপ্তির সহিত তাঁহাদের ভোজন সমাপ্ত হইল। পুণ্যবতী ভাগ্যবতী, বিশ্বজননীস্বরূপিণী মা'য়ের জয় দিতে দিতে তাঁহারা স্ব স্ব স্থানে ফিরিয়া যাইতে লাগিলেন। তৎপর ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য ভক্ত ও বিদেশাগত গুরুভাই-বোন প্রসাদ পাইতে বসিলেন। শত শত দরিদ্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



নারায়ণকেও প্রসাদ বিতরণ করা হইল। এইভাবে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত প্রসাদ বিতরণ চলিল। তৎপর রাত্রে বাবাজী মহারাজের প্রসাদ পাওয়ার পর আমরাও প্রসাদ পাইলাম। অমৃতস্বাদু সেই প্রসাদ—সেই স্বাদ জীবনে ভুলিবার নয়।

মায়ের ভাণ্ডারার দিনের সেই বৃষ্টির ফলে সেবার ব্রজমণ্ডলে প্রচুর শস্য জন্মিয়াছিল। প্রত্যাশিত অন্নাভাবের স্থলে, অন্নের প্রাচুর্য্য মায়ের অভাবনীয় কৃপা ছাড়া আর কি? এযে শুধু আমাদেরই কথা তা হয়—শ্রীমৎ অনন্ত দাসজীর মুখে শুনিয়াছি, ভাণ্ডারার প্রায় দুই মাস পরে তিনি যখন ব্রজপরিক্রমায় গিয়াছিলেন তখন ব্রজের গ্রামে গ্রামে মায়ের মহিমা কীর্ত্তিত হইতে শুনিয়াছেন। সকলেরই মুখে এক কথা, পুণ্যবতী মায়ের কৃপাতেই ব্রজে এইবার অকাল হইতে পারে নাই, —প্রচুর শস্য জন্মিয়াছে। গুরুকৃপালব্ধ সিদ্ধ-জীবন মায়ের পুন্যকাহিনী, —তপস্যার প্রভাবের কথা সমস্ত ব্রজমণ্ডল ভরিয়া এমনিভাবে কীর্ত্তিত হইয়াছে।

উৎসবান্তে একদিন শ্রীগুরুদেব কথায় কথায় বলিলেন—"দেখ, দেবীর পুণ্যপ্রভাব, গত কয় বৎসর যাবৎ ব্রজে অনাবৃষ্টি চলিয়াছে, এবারও বৃষ্টির কোন লক্ষণই দেখা যাইতেছিল না। ব্রজবাসিগণ ও পশুগণ খাদ্যভাবে কষ্ট পাইতেছিল হঠাৎ কিরূপ বৃষ্টি হইয়া গেল। সাধুগণ ঠাণ্ডা হইয়া শান্তিতে ও আনন্দে তৃপ্তিপূর্ব্বক প্রসাদ পাইলেন, এ তাঁর পুণ্য প্রভাব ছাড়া আর কি বল?"

"দেবী সর্ব্বদা সকল কার্য্যে আমার সহায়তা করিয়াছেন। যদি তিনি বাধা দিতেন, তবে অধ্যাত্ম-জীবনে আমার অগ্রসর হওয়া কঠিন হইত। তাঁহার ন্যায় নির্ব্বিকার চিত্ত, পবিত্র ও নির্ম্মল স্বভাব রমণী খুব কমই দেখা যায়।" বাবা যখন গুরুমার এভাবে প্রশংসা করিতেছিলেন, তখন আনন্দে তাঁর মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল—তাঁহার কণ্ঠ গদগদ--চক্ষু সজল, সেই সময়কার বাবার সেই ভাববিহ্বল অবস্থা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



দর্শনে আমাদেরও হৃদয় মার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে উদ্বেল হইয়া উঠিল—আমরা অশ্রুপূর্ণ নেত্রে মনে মনে তাঁহাকে সশ্রদ্ধ দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করিলাম।

আমাদের শ্রদ্ধেয় গুরুভ্রাতা শ্রীযুত জিতেন্দ্রনাথ রায়, গুরুমার দেহান্তের পর বাবাজী মহারাজকে কঠোর ভাষায় এক চিঠি লিখেন। সেই চিঠিতে মৃত্যুশয্যায় শায়িত গুরুমা তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেও তিনি আসিয়া দর্শন না দেওয়াটা মোটেই তাঁহার পক্ষে উচিত হয় নাই এবং ইহা তাঁহার পক্ষে নিষ্ঠুরতা ছাড়া আর কিছুই নয় এইরূপ লিখিয়াছিলেন।

চিঠি পড়িয়া বাবা শিশুর ন্যায় হাসিতে লাগিলেন এবং আনন্দের সঙ্গে আমাদিগকে সেই চিঠি দেখাইলেন। জিতেনদা অকপটে তাঁহার মনের কথা লিখিয়াছিলেন, ইহাই ছিল বাবার প্রসন্নতার কারণ। সেই চিঠির উত্তরে বাবা তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন ঃ

> "তোমরা দুঃখ করিও না। দেবী শেষ সময়ে আমার দর্শন পাইয়াছেন, এবং এখনও সর্ব্বদাই আমার দর্শন পাইতেছেন।"

আমাদের এক গুরুভগিনী মা'র দেহান্তের পর শ্রীগুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করেন—"হাঁ বাবা, মাঠাকুরাণীর শরীর ছাড়ার খবর পাইয়া আপনি কাঁদিয়াছিলেন কি?"

ভগিনীটির এই সরলতায় প্রসন্ন হইয়া বাবা বলেন—"না মা-ই আমি ত কাঁদি নাই।"

—"সে কি কথা বাবা! আপনার এতটুকু কষ্ট হয় নাই?"

—"না মাই, দেবীর জন্য কষ্ট হইবে—আর কাঁদিব কিরে! আমার বাল্যকালে মা মারা গেলে, সকলে ত আমাকে ঘিরিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আমাকে কিন্তু এই মৃত্যু-শোক স্পর্শই করিল না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



সবাই ভাবিল কি নিষ্ঠুর ছেলে। কাজেই দেবীর দেহান্তে কান্না আসিবে কি করিয়া বল? তাছাড়া তিনি বিষ্ণুপদে—বৈকুণ্ঠে গিয়াছেন—ভগবৎস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার জন্য দুঃখ করিব কেন মাই,—ইহা তো আনন্দের কথা। শরীরে থাকিলে তো কষ্টই পাইতেন।"

হাঁ, ইহাই মা'র সম্বন্ধে শেষ কথা—মা বিষ্ণুপদে—
বৈকুণ্ঠ গমন করিয়াছেন—ভগবৎস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



## উপসংহার

শ্রুতি বলিয়াছেন, যাঁহারা আত্মাকে এবং আত্মার সত্যকামাদি গুণকে অবগত হইয়া প্রয়াণ করেন,—দেহ পরিত্যাগ করিয়া গত হয়েন, তাঁহারা সমস্ত লোকে কামচার হয়েন—যথেচ্ছাক্রমে সমস্ত লোকে বিহার করিতে পারেন—"য ইহাত্মানমনুবিদ্য ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্ কামাংস্তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি।" শ্রীশ্রীমাও যে এই অবস্থা লাভ করিয়াছিলেন, নিম্নলিখিত ঘটনাগুলি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

একটি মহিলা বাবাজী মহারাজের নিকট বহুবার দীক্ষাপ্রার্থী হইয়াও ব্যর্থ মনোরথ হন,—কিছুতেই বাবাজী মহারাজ তাঁকে দীক্ষা দিবেন না।

প্রয়াগের কুম্ভে বাবাজী মহারাজ গিয়াছেন—আমরাও গিয়াছি। সেই মহিলাটিও কুম্ভে আসিয়া বাবাজী মহারাজের নিকট পুনরায় দীক্ষা প্রার্থনা করেন, কিন্তু এইবারও বাবাজী মহারাজ তাহাকে দীক্ষা দিতে অস্বীকার করিলেন। মহিলাটী দারুণ মনোব্যথা পাইয়া সেই রাত্রে বহুক্ষণ কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়েন। তারপর তখন বোধ হয় নিদ্রা পাতলা হইয়াছে—তন্দ্রার ভাব। এমন সময় দেখিতে পাইলেন শ্রীমা উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তিতে তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান—তাকে বলিতেছেন—"দেখ চারু, উঠ তুই আর কাঁদিস না। কাল তুই ওঁকে আমার নাম করিয়া তোকে দীক্ষা দিতে বল্‌বি। যদি তাতেও তিনি তোকে দীক্ষা নাই দেন, দুঃখ করিস না, আমি তোকে দীক্ষা দিব।" তাহার তন্দ্রা ছুটিয়া গেল। বাকী রাত্রিটা আনন্দে, আশায় এবং উৎকণ্ঠায় কাটাইয়া প্রভাত হইতে না হইতেই বাবাজী মহারাজের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



কাছে ছুটিয়া গেলেন এবং সমস্ত ঘটনা তাঁহাকে বলিলেন। তাহার কথা শুনিয়া বাবা কিছু সময় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রহিলেন—তারপর বলিলেন—"তোমাকে সাধুসেবা করাইতে হইবে—সমবেত সাধুদের ভোজন দাও—তাহাতে তুমি পাপমুক্ত হইবে। তারপর আগামী পরশ্ব তোমাকে দীক্ষা দিব।" মহিলাটি আনন্দের সহিত সাধুসেবার ব্যবস্থা করিলেন। সাধুসেবার পর নির্দ্দিষ্ট দিনে তাহার বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইল—দীক্ষাপ্রাপ্ত হইল। এই গুরুভগিনীটির কাছে আরও শুনিয়াছি, যখনই তিনি কোন বিপদে পড়েন, তখনই মা তাহাকে দর্শন দেন, এবং সেই বিপদ হইতে রক্ষা করেন।

এইবার আমার একটি অভিজ্ঞতার কথা এখানে বর্ণনা করিতেছি। ১৩৪০ সালের ফাল্গুন মাস। বাবাজী মহারাজের সঙ্গে রংপুর গাইবান্ধা যাইতেছি। গুরুভ্রাতা শ্রীযুত বীরেন্দ্র রায় মহাশয় নিয়া যাইতেছেন। বীরেনদার শালী ও মাসীমার সঙ্গে আমাকেও মেয়েদের গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন। যথা সময়ে গাড়ী ছাড়িল। কিন্তু গাড়ীর ছাড়ার পর হইতে বৃদ্ধা মাসীমা কেবল সাংসারিক কথা বলিতে লাগিলেন। এত সাংসারিক কথা আমার ভাল লাগিতে-ছিল না। আমি অস্থির হইয়া ভাবিতে লাগিলাম কি করি—কোথায় যাই। আমাদের কামরাটি বেশ বড়, তার দুই দিকে বারান্দার মতন ছিল। আমি আসিয়া সেখানে দাঁড়াইলাম। বারান্দায় অন্তদিকে গিয়া দেখি একটি দরজা—দরজাটা খুলিয়া দেখি মস্তবড় কামরা, তাহাতে তিনটা ছোট ছোট ঘর রহিয়াছে, কেউ কোথাও নাই, একেবারে খালি কামরা। আমি বাঁচিলাম। ঐ গাড়ীতে চলিয়া গেলাম। ঈশ্বরদি ষ্টেশনে গাড়ী থামিলে, স্থানীয় গুরুভ্রাতা-ভগিনীগণ আসিয়া বাবাকে দর্শন করিয়া গেলেন। যথাসময়ে ঈশ্বরদি হইতে গাড়ী ছাড়িল। আমি তখন একটা শূন্য কামরার বেঞ্চিতে লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িলাম এবং চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আপন মনে চীৎকার করিয়া



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



গান করিতে লাগিলাম। "দার্জ্জিলিং মেইল" ঝড়ের বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। নিশ্চিন্ত মনে গান গাহিতেছি। এইভাবে বেশ কিছুক্ষণ কাটিবার পর, চক্ষু খুলিয়া দেখি, আমার পায়ের দিকে বারান্দায় এক দীর্ঘকায় পুরুষ মুগ্ধ ও অনিমেষ নেত্রে আমার দিকে তাকাইয়া স্থিরভাবে দণ্ডায়মান। দেখিয়া আমি ভয়ে শিহরিয়া উঠিলাম। পুরুষটি ঐ দিকের কামরার পথটি আগুলিয়াই দাঁড়াইয়াছিল। আমার কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় অবস্থা, এমন সময় হঠাৎ দেখি শ্রীমা সম্মুখে দাঁড়াইয়া। বলিলেন —"ভয় কি? উঠ।" ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্ধান! মার কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমি নির্ভয় হইলাম। ভয়-ভীতি কোথায় উড়িয়া গেল। ভিতরে একটা শক্তি এবং সাহস অনুভব করিলাম। মনে হইল আমাকে আবার কে কি করিবে। আমি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বসিলাম এবং ছুটিয়া গিয়া ভদ্রলোকের বুকের কাছে দাঁড়াইলাম। তর্জ্জনী উত্তোলন করিয়া, তীব্র দৃষ্টিতে তাকাইয়া তেজের সহিত তাঁহাকে বলিলাম—"আপনি কেমন ভদ্রসন্তান? চোরের মতন মেয়েদের গাড়ীতে ঢুকিয়াছেন, আপনার একটু লজ্জা-ভয় নাই? ভাল চান ত এই দিকে সরিয়া আসুন।" আশ্চর্য্য ব্যাপার! লোকটি নির্ব্বাক যন্ত্রচালিতের ন্যায় আমার প্রদর্শিত পথের দিকে সরিয়া গেলেন। পথ পাইয়া আমি দরজা খুলিয়া তৎক্ষণাৎ সেই গাড়ীতে ঢুকিয়া তাঁহাকে পুনরায় বলিলাম—"আপনি ভদ্রসন্তান, তাই ছাড়িয়া দিলাম। নয়ত গাড়ী থামাইয়া আপনাকে পুলিশে দিতাম। সাবধান, এইরূপ কাজ আর কখনো করিবেন না। গাড়ী থামিলে নামিয়া যাইবেন।"

দরজা বন্ধ করিয়া আমি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। বুঝিলাম মাই আজ আমাকে রক্ষা করিয়াছেন,—আমাকে শক্তি দিয়া ভদ্রলোককে ঐভাবে শাসাইয়াছেন। তাহা না হইলে আমার কি সাধ্য ছিল যে তাঁর সম্মুখে দাঁড়াই। সে ভদ্রলোক সর্ব্বপ্রকারেই আমার অপেক্ষা বলবান। আমাকে আক্রমণ করিলে কি করিতে পারিতাম? কিন্তু আশ্চর্য্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



ব্যাপার ! মার কথার সঙ্গে সঙ্গে ভয় এবং দুর্ব্বলতা কোথায় চলিয়া গিয়াছিল, অভূতপূর্ব্ব শক্তিতে নিজেকে শক্তিমতী মনে করিয়াছিলাম। এই ঘটনায় ভাল করিয়াই বুঝিলাম, ব্রহ্মস্বরূপা মা আমাদের—সেই ব্রহ্মময়ীর কোলেই আমরা সর্ব্বদা রহিয়াছি। অভয়া তিনি তাঁর কোলে আবার ভয় কোথায় ? গাইবান্ধা পৌঁছিয়া বাবাজী মহারাজকে সব বলিলে, তিনি বলিলেন—"হাঁ, তিনি ত সঙ্গেই আছেন। বুঝিলে ত এখন ?"

যতই দিন যাইতেছে, মায়ের কৃপাও কত ভাবেই না অনুভব করিতেছি। তিনি যে আজ সর্ব্বস্বরূপা—সর্ব্বত্র বিরাজমানা, যত্র-তত্র তাঁর দর্শন পাইয়া তাহা বুঝিতে পারিয়া ধন্য হইতেছি।

"আমি ছাড়া জগতে দ্বিতীয়া আর কে আছে ? সবই ত আমি— "একৈবাহং জগত্যত্র্য দ্বিতীয়া কা মমাপরা।" স্বরূপভূতা মার সম্বন্ধেও একথা অবশ্যই বলা চলে।

আরেকটি ঘটনা। খুব সম্ভব ১৩৪০ সালের শ্রাবণ মাস। বাবাজী মহারাজ শিবপুর আশ্রমে আছেন। একদিন বাবা পুরী হইতে লিখিত একখানা চিঠি পাইলেন। চিঠিখানা লিখিয়াছেন পরম শ্রদ্ধাস্পদ সারদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, জটিয়াবাবার মঠের সেবায়েৎ। তিনি লিখিয়াছেন— "সন্ধ্যা আরতি ও কার্ত্তনের পর সাধনে বসিয়াছি। সমস্ত ঘরটি আলোকিত করিয়া হঠাৎ অন্নদা দেবী আমার সম্মুখে আবির্ভূতা হইলেন। আমি উঠিয়া বসিতে আসন দিলাম। বসিলেন। সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ করিয়া বলিলাম—"আদেশ করুন।" মা বলিলেন—"মহৎ কৃপা পাইয়াছেন, সাধনে ডুবিতে চেষ্টা করুন।" বলিয়াই উঠিয়া পড়িলেন। বলিলাম— "বসুন মা, বসুন।" তিনি বলিলেন—"না আর বসিবার উপায় নাই যে ; কুষ্টিয়ায় সুশীলা* মারা গিয়াছে। তার দেহের অন্তিম-সংস্কার

*সুশীলা দেবী শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর এক ভগিনীর কন্যা। ইনিও শ্রীগুরুদেবের নিকট দীক্ষিতা ছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



বিধিপূর্ব্বক যাহাতে হয়, তার ব্যবস্থা যে আমাকেই করিতে হইবে। যাই, দেরী হইয়া যাইতেছে। বলিয়াই অন্তর্হিতা হইয়া গেলেন। সুশীলা মাই কে ? তাহার অন্তিম সংস্কারাদি কিরূপ কি হইল জানিতে উৎসুক আছি।"

সেদিনই কুষ্ঠিয়া হইতে সুশীলাদির স্বামী মহেন্দ্র চক্রবর্ত্তীর এক বিস্তৃত চিঠি পাইলাম। তিনি লিখিয়াছেন, এক মাস ৭ দিন পূর্ব্বে তোমার ভগিনী একটি কন্যা প্রসব করেন—অশৌচান্তের পরই তাহার কলেরা হয়। তিন দিন ভুগিয়া পরলোক গমন করেন। শিশুটি তার পরদিন তার অনুসরণ করে। আমাদের যে কি অবস্থা অবশ্যই বুঝিতেছ। শ্রীগুরুদেবের চরণে আমার অসংখ্য প্রণাম জানাইয়া এই সংবাদ তাঁহাকে দিবে। আমি 'প্ল্যানচেটে' তোমার দিদিকে ডাকিয়া আনিয়া কতগুলি প্রশ্ন করিয়াছিলাম। এই সঙ্গে প্রশ্ন এবং তার উত্তর-গুলি দিলাম। ইহা তুমি শ্রীগুরুদেবকে শুনাইয়া জিজ্ঞাসা করিবে, সত্যই সুশীলা আসিয়াছিল কিনা,—এবং তার উত্তরগুলি ঠিক কি না ? তিনি কি বলেন, আমাকে শীঘ্র জানাইবে। আমি একটু সামলাইয়া তবে যাইব।

চিঠি পড়িয়া স্তম্ভিত হইলাম। সত্যই তবে সুশীলাদি মারা গিয়াছেন। শ্রীমা যে সারদা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাহার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—তাহা হইলে তাহাও নিশ্চয়ই মায়ের প্রেরণায় বিধিপূর্ব্বক করা হইয়াছে। পরদিন বাবা শ্রীযুত সারদা বাবুর পত্রের উত্তর লিখাইয়াছিলেন এবং আমাকে বলিলেন "মহেন্দ্রকে লিখিয়া দে, "প্ল্যানচেটে, সুশীলাই আসিয়াছিল এবং তার প্রতিটি কথাই সত্য। একদিন যেন সে আসে।" বাবার নির্দ্দেশ অনুযায়ী আমি মহেন্দ্র বাবুকে পত্র লিখিয়া দিলাম।

পরে একদিন মহেন্দ্র বাবু আসিলেন। তাঁহার মুখে সুশীলাদির মৃত্যু সংবাদ বিস্তারিত ভাবে শুনিয়া তাঁহার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া কিরূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



কি হইল জানিবার জন্য প্রশ্ন করিলে তিনি বলিতে লাগিলেন—এইরূপ আকস্মিক মৃত্যুতে তোমার মাসীমা ত একরূপ অজ্ঞান প্রায় হইয়া শুইয়া পড়িলেন। ছেলেমেয়েরা আর্ত্তনাদ করিতেছে। আমিও পাগল প্রায়—কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়। কিছু সময় পরে শব শ্মশানে নিয়া যাইবার কথা উঠিল। আমি তখন বলিলুম—"মিলের সকলকে খবর দাও, তাহারা আসিয়া সব ব্যবস্থা করুক,—আমি কিছুই করিতে পারিব না,—আমাকে কিছু জিজ্ঞাসাও করিও না।" সবাই মিলিয়া ব্যবস্থা করিল। শব নিয়া যাত্রা করিবে এমন সময়, হঠাৎ তোমার মাসীমা উঠিয়া বসিলেন, এবং কি জানি কেন হঠাৎ তাহার ও আমার মধ্যে এইরূপ প্রেরণা জাগিল যে সুশীলার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য শাস্ত্রবিধি অনুসারে হওয়া চাই,—এভাবে অন্যের উপর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না। কিছুক্ষণ পূর্ব্বেও আমরা এ বিষয়ে, যা হয় হউক, এই ভাবিয়া একরূপ নিশ্চিন্ত ছিলাম। কিন্তু আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলাম না। উঠিয়া কাজটি যাহাতে শাস্ত্রসম্মতভাবে সুসম্পন্ন হয়, তার ব্যবস্থা করিলাম। শ্রাদ্ধাদিও বেশ ভালভাবেই করার ইচ্ছা।

সব শুনিয়া বুঝিলাম, শ্রীযুত সারদা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মা দর্শন দিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, কার্য্যতঃ তাহা হইয়াছে। এই ভাবে যে মার কতভাবে কত লীলা চলিয়াছে, তাহা দেখিয়া শুনিয়া বিস্মিত হইতে হয়। এইরূপ বহু ঘটনাই উল্লেখ করা যাইতে পারে, কিন্তু গ্রন্থ বিস্তৃতির ভয়ে তাহা করিলাম না। দিক্ দর্শনার্থ মাত্র কয়েকটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করিলাম।

কখনও বা মা অদৃশ্য থাকিয়া কাহারো কাহারো মধ্যে প্রয়োজনানুরূপ প্রেরণা জাগাইতেছেন, আবার কখনও বা কাউকে কাউকে দর্শন দিয়া জীবনের চলার পথের নির্দ্দেশ দিতেছেন। অনন্ত ভাবময়ী মা আমাদের। তাঁহার অনন্তলীলা চলিয়াছে—চলিয়াছে জীবকল্যাণের হেতুরূপে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



বিশ্বমাতৃত্বের ইহাই তো পরিচয়। সে পরিচয়ের সম্যক বর্ণনা কে করিবে? করা যায় না। যাহা কিছু বলিতে চেষ্টা করিয়াছি,—তাহা বামনের চাঁদ ধরার প্রয়াস মাত্র। তবুও যুগ যুগ ধরিয়া মানুষ মহাপুরুষের জীবন-কথা যাহা ভাষাতীত, ভাবাতীত, তাহাকে রূপ দিতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছে,—আমরাও তাহাই করিলাম।

জগন্মাতা মা আমাদের, তাঁহার শ্রীচরণে শত সহস্র দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করিয়া গ্রন্থশেষে তাঁহার নিকট প্রার্থনা জানাই—হে দেবি! তুমি বিশ্বের আর্ত্তিহারিণী! তুমি ত্রিলোকবাসিগণের আরাধ্যা। মা! তোমার চরণে প্রণত (শরণাগত) জনগণের প্রতি তুমি প্রসন্না হও। মা তুমি সকলের প্রতি বরদায়িনী হও—

প্রণতানাং প্রসীদ ত্বং দেবি বিশ্বার্ত্তিহারিণি।
ত্রৈলোক্যবাসিনামীড্যে লোকানাং বরদা ভব॥

ওঁ তৎসৎ ওঁ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীরাধা কালাচাঁদজী

মাতৃ আশ্রম—বারাণসী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
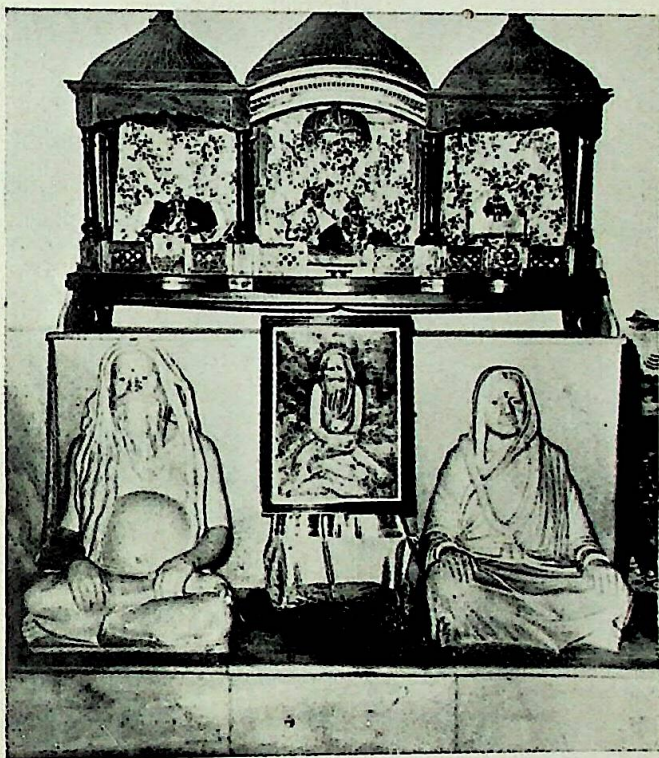
॥ বার ॥

## মাতৃআশ্রম প্রতিষ্ঠা,

অনেকেই আমাকে বলেন, "আমি কেন, অপটুদেহে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া ঝঞ্চাট বাড়াইলাম। সুখে-শান্তিতে শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মা'র আশ্রমে ছিলাম, সেই তো ভাল ছিল।" তদুত্তরে আমার বক্তব্য হইল, আমি ইচ্ছা করিয়া এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা করি নাই। কি করিয়া কি হইল, তাহাই সংক্ষেপে এখানে বলিতেছি :—

১৩৫৭ সালের ১৫ই শ্রাবণ আমার দীর্ঘ দিনের সেবিত শ্রীশ্রীগোপালজী আশ্চর্য্যভাবে চুরি হইয়া যান। এইভাবে গোপালজী আমাকে ত্যাগ করিয়া গেলে আমি তাঁহার বিরহে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়ি। আমি তখন শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মায়ের পুণ্যপাদপীঠ বারাণসী আশ্রমে থাকিতাম। শ্রীশ্রীমা আমাকে পুনরায় শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ দেন এবং তাঁহার নামাকরণ করেন, শ্রীশ্রীরাধাকালাচাঁদজী।

শ্রীশ্রীগোপালজীর চুরি হওয়ার ব্যাপারে আমি এক বিশিষ্ট মহিলার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হই। তিনি আমাকে কন্যাবৎ স্নেহ করেন। তিনি দৈব প্রেরণায় শ্রীশ্রীরাধাকালচাঁদজীর ভবিষ্যৎ সেবার জন্য দশ হাজার টাকা দান করেন। শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মা বলিলেন, "ঐ টাকার দ্বারা ঠাকুরজীর সেবার জন্য একটি বাড়ী কিনিতে। বাড়ীর অনুসন্ধান চলিল, কিন্তু এক বৎসর চেষ্টা করিয়াও ঐ টাকায় পছন্দমতন বাড়ী পাওয়া গেল না। তারপর বর্ত্তমান আশ্রমের জমিটা শ্রীশ্রীমায়ের আদেশেই দুই হাজার টাকা দিয়া কেনা হয়। কথা হইল মাটির গাঁথুনী দিয়া দেওয়াল করিয়া বাড়ী করা হইবে। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে অবস্থা দাঁড়াইল অন্যরূপ। বাড়ীর ভিত্তি খুঁড়িতে আরম্ভ করিলে দেখা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



গেল, কেবলই ইট-পাটকেল রাবিশে জমিটা ভর্ত্তি। এইভাবে প্রায় ১১ ফুট খুঁড়িবার পর মাটি পাওয়া গেল। তখন প্রায় এক পুকুর মতন গর্ত্ত খোঁড়া হইয়াছে। এখন ইহা ভর্ত্তি করিতেও বহু টাকা খরচ হইবে। কি করা যায় ভাবিতেছিলাম—তখন মনে হইল সামান্য কিছু খরচ করিলে ত "তয়খানা" তৈরী হইতে পারে। গ্রীষ্মকালে এই সব দেশে "তয়খানা" খুবই আরামপ্রদ। এই সময় আমার মনে আরেকটি নূতন চিন্তার উদয় হইল। বাড়ীটি তৈয়ারী করিয়া ঠাকুরজীর সেবার জন্য ভাড়া না দিয়া, একে মেয়েদের আশ্রম করিলে কেমন হয়? মেয়েদের একটি আশ্রম করা বাবাজী মহারাজের ইচ্ছা ছিল।

এই কাশীধামে যেখানে মা দীর্ঘকাল বাস করিয়া গিয়াছেন,— তাঁর স্মৃতিরক্ষার্থ আশ্রমটি হইলে বেশ হয়। এই চিন্তা আমাকে পাইয়া বসিল, এবং যতই দিন যায় ততই মনের ভেতর হইতে কে যেন প্রেরণা জাগায় "হ্যাঁ, মায়ের পুণ্য স্মৃতি রক্ষার্থে মেয়েদের একটি আশ্রম কর।" ক্রমশঃ আমার মনে এই সঙ্কল্প দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতে লাগিল এবং বাড়ী তৈরীর কাজ শুরু করিলাম। বাড়ীর কাজ কিয়দ্দূর অগ্রসর হওয়ার পর হাতের টাকা শেষ হইয়া গেল। তখন টাকা সংগ্রহের চেষ্টা করিতে লাগিলাম। এই টাকা সংগ্রহের ব্যাপারে, একটা কথা মনে হইল। শিবপুরে মেয়েদের আশ্রম হওয়ার কথা যখন হয়, তখন বাবাজী মহারাজ আমাকে বলিয়াছিলেন, যদি কখনও মেয়েদের আশ্রম করা হয়, তখন তোকে কিন্তু টাকা সংগ্রহের জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। এই সময় বাবাজী মহারাজের এই কথা মনে পড়ায় টাকা সংগ্রহে উৎসাহিত হইলাম এবং এ বিষয়ে চেষ্টা করিতে লাগিলাম—সেই চেষ্টার ফলে আশ্রমটি ধীরে গড়িয়া উঠিতেছে। আজও উহা সম্পূর্ণ হয় নাই।

১৩৬৩ সালের ৫ই বৈশাখ অন্নপূর্ণা পূজার দিন, শ্রীশ্রীরাধা কালাচাঁদজীর প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করিয়া, একখানা ঘর তদুপযোগী করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



নির্ম্মাণ করা হইল এবং ঐ ঘরে সেই পুণ্য দিবসে শ্রীশ্রীরাধাকালাচাঁদজী-সহ শ্রীশ্রীগুরুদেব ও শ্রীশ্রীগুরুমার তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠা করা হইল। তারপর ক্রমশঃ দোতলা, দেব-মন্দির এবং শ্রীশ্রীমায়ের কৃপায় তাঁহার ও শ্রীগুরুদেবের মর্ম্মর মূর্ত্তি তৈয়ারী হইয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। ১৩৬৯ সালের ২৪শে বৈশাখ এই প্রতিষ্ঠা কার্য্য সুসম্পন্ন হয়। এইভাবে ক্রমশঃ আশ্রমটি গড়িয়া উঠিতেছে; পূর্ব্বে সঙ্কল্প করিয়া কিছুই হয় নাই, যখন যেরূপ অর্থ সংগ্রহ হইতেছে তদ্রূপই প্রয়োজনানুরূপ কাজ হইতেছে। এইভাবে শ্রীবিগ্রহের সেবা পূজা এবং বিশেষ বিশেষ উৎসবাদি শ্রীমায়েরই কৃপায় সম্পূর্ণ আকাশবৃত্তির উপর নির্ভর করিয়াই চলিয়া যাইতেছে। আশ্রম করিবার মতন আমার কোন শক্তি সামর্থ্য ছিল না বা নাই ইহা সত্য কথা, তবুও যে এভাবে আশ্রমটি গড়িয়া উঠিয়াছে বা উঠিতেছে, তাহা মায়ের ইচ্ছা বলিয়াই মনে করি। কাজেই এই আশ্রম করার কর্ত্তৃত্ব আমার নহে, ইহাই সত্য কথা। মোটামুটি আশ্রম গড়ার ইতিহাস ইহাই।

আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইবার পরও আমি দুই বৎসর কাল, শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মা'র আশ্রমেই ছিলাম,—তারপর এমন পরিস্থিতি দাঁড়াইল যে, বাধ্য হইয়া আমাকে এই আশ্রমে চলিয়া আসিতে হইল এবং তদবধি আশ্রমেই আছি। আশ্রমের উদ্দেশ্য—সংসারে বীতরাগ মহিলারা আশ্রমে বাস করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরজীর সেবা-পূজা এবং সাধন-ভজন দ্বারা আত্মোন্নতি করিবেন। কুমারী কন্যাগণ ব্রহ্মচর্য্য ব্রতাবলম্বনে আর্য্য ঋষিদের নির্দ্দেশিত আদর্শে শিক্ষিত হইবেন। সেবা-পূজাদি হইতে আরম্ভ করিয়া আশ্রমের যাবতীয় কাজ তাঁহারা নিজেরাই করিবেন। সংস্কৃত শিক্ষা, সাধারণ শিক্ষা এবং সেই সঙ্গে গান বাজনা শিক্ষা দিবারও ব্যবস্থা আছে। শিক্ষান্তে যাহার যেরূপ ইচ্ছা—বিবাহাদি করিয়া গৃহী হইবেন, অথবা আশ্রমবাসিনীই থাকিবেন। আশ্রমে চা অথবা অন্য কোনরূপ মাদক-দ্রব্য ব্যবহার নিষিদ্ধ। আশ্রমের কোন নির্দ্দিষ্ট

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



আয় নাই। শ্রীশ্রীমায়ের কৃপায় যখন যাহা জোটে, তদ্দ্বারাই তাঁহার সেবা পূজা হইয়া থাকে এবং সেই প্রসাদই সকলে পাইয়া থাকেন।

আশ্রম-বাটী এখনো অসম্পূর্ণ। সুতরাং স্থানাভাব আছে। তবে সাধারণভাবে এই অবস্থায় ১০।১৫ জনের থাকিবার মত ব্যবস্থা আছে।

বন্ধুজন প্রশ্ন করেন, "আশ্রম ত করিলেন—সেবাপূজা কি করিয়া চলিবে?" প্রশ্ন অসঙ্গত বলিতেছি না; উত্তর কি দিব? কারণ কি করিয়া সেবা-পূজা চলিবে তাহা আমিও জানি না। দেখিতেছি যেমন করিয়াই হউক চলিয়া যাইতেছে,—আশা করিতেছি এই ভাবেই চলিয়া যাইবে। এই চলিয়া যাওয়ার সম্বন্ধে গীতায় ভগবানের একটি আশ্বাস বাক্য আছে:

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনা পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥ (৯।২২)

—আমা হইতে অভিন্ন বুদ্ধিতে আমারই চিন্তায় মগ্ন থাকিয়া যে সকল পুরুষ আমার উপাসনা করে, সদা আমাতেই যুক্ত সেইসকল পুরুষের ইহজীবনে প্রয়োজনীয় সমস্ত বস্তু আমিই তাঁহাদিগের নিকট উপস্থিত করি এবং পরম-মঙ্গলরূপ মোক্ষপদও তাহাদিগকে দিয়া থাকি।

প্রশ্ন অসঙ্গত বলিতেছিনা…………উত্তর এই যে—এই আশ্রম যিনি করিয়াছেন যিনি এই আশ্রমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, সেই শ্রীশ্রীঅন্নদা মায়েরই অনন্ত করুণায় আজও এই আশ্রম সাধারণ ভাবে চলিতেছে। কেহ কেহ বলেন, এতগুলি মেয়ের কি হইবে? শেষে কি এরা পথে বসিবে? উত্তর আমার একই। যিনি আশ্রমকর্ত্রী তাঁহার কৃপায় ইহাদের একটা ব্যবস্থা হইবে। যদি আশ্রমের সেবার স্থায়ী ব্যবস্থা তিনি করিয়া দেন তবে সবই হইয়া যাইবে। আমার দ্বারা কোন কিছু করিব সাধ্য নাই! তবে হ্যাঁ তিনি চেষ্টাশক্তি দিয়াছেন—আমি চেষ্টা করিব—চেষ্টা না করিলে অন্যায় করা হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



এইস্থানে আর একটি বিষয় আজ বলিতেছি—অনেকে আশ্চর্য ভাবে জিজ্ঞাসা করেন—"মূর্ত্তি কি করিয়া করিলেন ? কত টাকা লাগিল" ইত্যাদি। কারণ শ্বেত প্রস্তরের প্রমাণ মূর্ত্তি বর্ত্তমানে বহু ব্যয়সাধ্য এবং ইহাও গৃহ নির্ম্মাণের মত একটু একটু করিয়া যখন যেমন অর্থ আসিয়াছে তখন তেমন হইয়াছে হইতেছে। এইরূপ হওয়ার যোগ্য নয়, এই নিমিত্তই জিজ্ঞাসা। মূর্ত্তির মূর্ত্তি ও মায়ের ইচ্ছায় হইয়াছে।

শ্রীশ্রীমা ও শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজের তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর হঠাৎ একদিন চোখের সম্মুখে শ্রীশ্রীমায়ের মর্ম্মরমূর্ত্তি ভাসিয়া উঠিল —যেমন আশ্রমে প্রতিষ্ঠা হইয়াছেন ঠিক তদ্রূপ প্রসন্নবদনা মূর্ত্তি। বুঝিলাম মায়ের মূর্ত্তি হওয়া প্রয়োজন। কোথায় শিল্পী, কি খরচ ঐ বিষয়ে আমার কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। চিন্তায় পড়িলাম। এক শিল্পীর কথা শুনিয়াছিলাম বেশ কিছু দিন পূর্ব্বে মনে পড়িল। পরিচয় নাই কোথায় থাকেন জানি না শিল্পীর এক আত্মীয়ের সহিত আমার পরিচয় ছিল। শ্রীশ্রীমাতা ঠাকুরাণীর বিশেষ ছোট ফটো লইয়া তাঁহার সহিত শিল্পীর নিকট গেলাম। প্রাথমিক আলাপাদির পর উদ্দেশ্য বলিলাম। তিনি মায়ের ফটো খুব মনোযোগের সহিত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কিরূপ মূর্ত্তি করাইবেন ?" 'প্রমাণ মূর্ত্তি' আমি বলিলাম। তিনি তাহার জন্য যাহা খরচ হইবে বলিলেন। আমি শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলাম মনে মনে ভাবিলাম আমার মায়ের মর্ম্মর মূর্ত্তি বুঝি আর হইবে না—কারণ অত টাকা ব্যয় করা একেবারেই অসম্ভব। আমায় চিন্তিত ও দ্বিধাগ্রস্ত দেখিয়া তিনি বলিলেন—"প্রমাণ মূর্ত্তি না করাইয়া বুক হইতে মুখ পর্য্যন্ত করলে খরচ কম পড়িবে।" কিন্তু সে ত পুজার যোগ্য নয়—করাইলে পূর্ণাবয়ব করাইতে হইবে, আমি বলিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন তবে আপনি কত টাকার মধ্যে এইরূপ প্রমাণ মূর্ত্তি করাইতে মনস্থ করিয়াছেন। আমি আমার ক্ষমতামত বলিলাম ৬।৭ শত টাকার মধ্যেই করাইতে হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



ভদ্রলোক হাসিলেন। আমি বলিলাম ছোট্ট এক ফুটের মত কিংবা তারও কম ঐ টাকার মধ্যে কি হইতে পারে না? হইতে পারে। কিন্তু তাহা আপনার মনঃপুত হইবে না। পুতুস-পুতুল মনে হইবে। অবশেষে তাহার নিকট হইতে অত্যন্ত বিষণ্ণ মনে ফিরিয়া আসিলাম। পরের দিন সকালে শিল্পী ভদ্রলোক আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত—অত্যন্ত ব্যস্ততা চেহারার মধ্যে। তিনি বলিলেন—"আপনার মায়ের মূর্ত্তি আমায় করতে হবে তিনি আমায় গতরাত্রে স্বপ্নে স্পষ্টভাবে দর্শন দিয়া তাঁহার মূর্ত্তি করিবার জন্য আদেশ করিয়াছেন—তিনি বলিয়াছেন এ কাজ করিলে আমার যথেষ্ঠ কল্যাণ হইবে আমার আর কোন জিজ্ঞাসা নাই—আপনি কত খরচ করিতে পারিবেন আমার জানার প্রয়োজন নাই, শুধু এই অনুরোধ করিব এই মূর্ত্তি করিতে শুধু প্রস্তরে মূল্যই পড়িবে ৩ হাজার টাকার মত। এর উপর পারিশ্রমিক আছে। আমি বলিলাম, কিন্তু বাবা আমার বর্ত্তমান অবস্থা এমন নহে যে আপনাকে সেইমত টাকা টাকা দিতে পারিব বলিয়া ভরসা দিই—তবে শ্রীমায়ের কৃপায় কোন কিছু অপূর্ণ থাকিবে না মনে হইতেছে—আমি কথা দিতেছি এ ব্যাপারে আমার গুরুভাই-ভগ্নীদের নিকট হইতে যাহা কিছু যেমন যেমন পাইব আপনাকে দিব। তবে নিশ্চিত করিয়া কিছু বলিতে পারিতেছি না। ভদ্রলোক দেখিলাম তাহাতেই অত্যন্ত খুশী হইয়া বলিলেন—তাহাই হউক। আপনার মায়ের মূর্ত্তি করিতে আরম্ভ করি। সেদিন মাত্র ৫০ টাকা অগ্রিম লইয়া তিনি চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিয়া দিলেন। সেই সময়ে তাহার হাতে তেমন কোন কাজ ছিল না। মায়ের ফটো হইতে মাটির মডেল করিতে শুরু করিলেন। মাঝে মাঝে গিয়া দেখি শ্রীশ্রীমা খুব সুন্দরভাবে শিল্পীর হাতে প্রকাশ হইতেছেন।

শিল্পী সমস্যায় পড়িলেন শ্রীমায়ের কাপড় লইয়া। ফটোতে যেভাবে কাপড় পরান আছে, মূর্ত্তিতে ঐভাবে কাপড় দিলে বিশ্রী দেখাইবে। কিভাবে কাপড় পরাইলে ঠিক মানাইবে অথচ ফটো হইতে খুব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



পার্থক্যও না, তাহাও দেখিতে হইবে। তিনি তার স্ত্রীকে, ভগ্নীকে শ্রীশ্রীমায়ের মতন বসাইয়া কাপড় নানাভাবে পরাইয়া দেখিতে লাগিলেন ; কিন্তু কোনটাই তার পছন্দমত হয় না। ঘোরতম চিন্তা দেখা দিল। শ্রীমায়ের মূর্ত্তির সহিত তাঁর কাপড় শিল্পীর ধ্যানের বিষয় হইয়া গেল, কাজ বন্ধ করিয়া দিয়া দিবারাত্র শুধু ঐ একই চিন্তা ও ধ্যান চলিল। যাঁর মূর্ত্তি তিনি স্বপ্রকাশ না হইলে কার সাধ্য তাঁকে ঠিকমত ধরা। শিল্পী এখানে গৌণ। শ্রীশ্রীমা পুনরায় শিল্পীর নিকট প্রকাশিত হইয়া ঠিক ঠিক মত কাপড়ের ব্যবহার দেখাইলেন। শিল্পীর হৃদয়ে আনন্দ উথলিয়া উঠিল। শ্রীশ্রীমায়ের অলৌকিক লীলাময় প্রকাশকে তিনি ভক্তিভরে গ্রহণ করিলেন।

পরদিন আনন্দে কাজ শুরু করিলেন। তিনমাসের মধ্যে মূর্ত্তির ছাঁচ তৈয়ারী হইল। পাথরও ইতিমধ্যে আসিয়া পড়িল, পুরাদমে কাজ শুরু হইয়া গেল। শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্ব্বাণী শিল্পীর জীবনে প্রকাশিত হইতে লাগিল। দিল্লীর সরকার হইতে শিল্পীর নিকট পাথরের মূর্ত্তির জন্য অর্ডার আসিল কাগজে কাগজে তাহার নাম প্রচার হইতে লাগিল। দিকে দিকে তাহার নাম যশ হইতে লাগিল। উপার্জ্জন হইতেও লাগিল প্রচুর। আনন্দে ভরপুর তার হৃদয়। শ্রীশ্রীমায়ের তিনিও একনিষ্ঠ ভক্ত হইয়া উঠিলেন। আমার সহিত ভাই-ভগ্নীর সম্পর্ক গড়িয়া উঠিল। এই শিল্পীর নাম শ্রীপশুপতি মুখোপাধ্যায়। ইতিমধ্যে মায়ের মূর্ত্তির জন্য অর্থ সমাগম হইতে লাগিল।

শ্রীশ্রীমায়ের মূর্ত্তি প্রায় শেষ হইতে চলিয়াছে, আমিও নূতন উদ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের প্রেরণায় প্রতিষ্ঠার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। এইরূপ সময়ে একদা শ্রীশ্রীমা বাণীরূপে প্রকাশ হইলেন "আমিত একা বসবনা ওঁকেও বসতে হবে তাঁর মূর্ত্তির জন্য ব্যবস্থা কর।" ছুটিলাম শিল্পীর কাছে। সবিস্তারে বলিলাম শ্রীমায়ের ইচ্ছা। সেও খুব আগ্রহ প্রকাশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



করিল ; সেইসঙ্গে জানাইল অত্যধিক কাজের চাপ আমার—এইকাজে কিছু বিলম্ব হইতে পারে। কোন টাকা পয়সার কথা হইল না। এক শুভলগ্নে শ্রীশ্রীগুরু মহারাজজীর ছাঁচ শুরু হইল এবং একদিন সে কাজও সম্পূর্ণ নিখুঁতভাবে শেষ হইল। এইভাবে অসাধ্য সাধন হইল উভয় মূর্ত্তি আশ্রমে প্রতিষ্ঠা হইলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

# শ্রীশ্রীমায়ের উপদেশামৃত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi.

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীমাতা ঠাকুরাণী চিরদিন অতিশয় লজ্জাবতী—অবগুণ্ঠনে, আকারেও ব্যবহারে নিজেকে সর্ব্বদা ঢাকিয়া রাখা—লোকচক্ষের অন্তরালে রাখা ইহাই তাঁহার স্বাভাবিক প্রকৃতি ছিল। তাঁহার দেবোপম স্বামীর অন্তরালে তিনি সর্ব্বদা নিজেকে লুক্কায়িত রাখিয়াছিলেন—নিজে কখনও প্রকাশ হন নাই, হইতে চাহেন নাই।

শ্রীমায়ের নিকটে অনেক সময় অনেকেই বিশেষতঃ স্ত্রীলোকেরা উপদেশ প্রার্থনা করিতেন। তিনি সবিনীত হাস্যে বলিতেন—"আমি কি বলব। তোমাদের গুরুদেব রয়েছেন তাঁকে জিজ্ঞসা কর।" গুরু-ভগিনীগণ বলিতেন—মা, বাবাকে জিজ্ঞাসা করতে ভয় করে—আপনি বলুন মা" এইভাবে বিশেষভাবে পীড়াপীড়িতে মা কখনও কখনও কিছু কিছু উপদেশ তাঁদেরকে পুরাণের ও নানাবিধ শাস্ত্র-কথা উদ্ধৃত করে বলতেন। যতদূর সম্ভব সেই উপদেশগুলি সংগ্রহ করে এই পুস্তিকার সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হল। সাধারণ গৃহস্থেরা মায়ের এই সব উপদেশ পাঠে যথেষ্ট আনন্দ পাবেন এবং সাংসারিক জীবনে সেগুলি যথাযথ মেনে চলতে পারলে তাঁদের অশেষ কল্যাণ হবে এবং শ্রীশ্রীমায়ের কৃপা লাভ করে ধন্য হবেন, এতে আমার কোন সন্দেহ নাই।

—শ্রীগঙ্গা দেবী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

* * *

প্রঃ—মা, দারিদ্র্য দুঃখ কি করে দূর হবে বলুন। কি পাপ করে এ শাস্তি পাচ্ছি মা—জানিতে চাই—তবে চেষ্টা করব যাতে এ জন্মে আর সে পাপ না করি।

উঃ—দেখ মা, জিনিষ নষ্ট করা দারিদ্র্যের এক বড় কারণ। প্রত্যেক দ্রব্যে মা লক্ষ্মীর বাস। দ্রব্যের অপচয়, অপব্যবহার, দ্রব্য নষ্ট করা মানে লক্ষ্মীকে অপমান করা, অনাদর করা। প্রত্যেকটি জিনিষ ছোট, বড়, মূল্যবান বা সস্তা—সব কিছুকে যত্ন করে রাখা চাই—যাতে যেমন করে রাখলে জিনিষ নষ্ট না হয়। তারপর তার ব্যবহার ততটুকুই করা, যতটুকু ঠিক ঠিক প্রয়োজন। তার অতিরিক্ত করলেই নষ্ট করা হল মা। যেটা তোমার কাজে লাগে না, সেটাকে জমিয়ে রাখা বা ফেলে দিয়ে নষ্ট করা ঠিক নয়, যার কাজে লাগে, দিয়ে দাও তাকে। প্রয়োজনের অধিক জমিয়ে রাখা ঠিক নহে। তা বলে এ মনে কর না, তুমি গৃহস্থ, তুমি সংসারের চাল-ডাল ইত্যাদি জিনিষ, অর্থাদি কিছু সঞ্চয় করবে না তা ঠিক নয়। তবে কৃপণতাকে যেন স্থান দিও না। কৃপণতা দরিদ্রতার এক বিশেষ কারণ। জিনিষ নষ্ট না করাও কৃপণতা, কিন্তু এক নয় মা, মনে রেখ সব সময়। অনেক জিনিষ আছে—থাকে না নষ্ট হয়ে যায়, অথচ তোমার লাগে না—তা দিয়ে দাও যার সেবায় লাগে তাকে। কোন জিনিষই কিন্তু ছোট বা তুচ্ছ নয়, মা লক্ষ্মী সবেতে সমানভাবে রয়েছেন জেনো। এই তো দেখ, কলটা বন্ধ করলে না। ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে মা, জলটা নষ্ট হচ্ছে। খুব অন্যায় হচ্ছে, লক্ষ্মীর অপমান করা হচ্ছে, অনাদর করা হচ্ছে। এতে মা লক্ষ্মী অপ্রসন্ন হয়ে সরে যান, অভিসম্পাত করেন। প্রত্যেকটি দ্রব্যই যতদূর সম্ভব কাজে লাগান চাই—যতটা পারা যায়। যেটুকু আমাদের লাগে না—



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



সেটুকু অন্য জীবের লাগে। অন্য জীবকেও তাচ্ছিল্য করে দিতে নাই—যত্ন করে দিতে হয় মা, তবে মা-লক্ষ্মী প্রসন্না হন, কৃপা করেন। দ্বিতীয় কথা—যার যেমন আছে, যেমন শক্তি, তেমনিই কিছু দান অবশ্য করতে হয় মা। প্রার্থীকে, ভিখারীকে কখনও ফিরাতে নাই মা। গালি দিতে নাই, যতটুকু পার মিষ্টি মুখে দিতে হয়। তারা নিতে এসে তোমাকেই কৃপা করে দেবার সুযোগ দেয়—নয় ত সামান্য জিনিষ তুমি কাকে দিতে যাবে বল—অতটুকু নিতই বা কে বল মা। ভিখারীরা নিজে এসে চেয়ে নিয়ে তোমাকে সেই সুযোগ দেয়। তুমি তাদেরকে কৃপা কর না, তারাই তোমায় কৃপা করে জেনো। দান যেমন করবে, তেমনি সকলকে যত্ন করে তৃপ্ত করে খাওয়াবে। খাওয়ান অতি শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, দানে খাওয়ানোতে লক্ষ্মী নারায়ণ উভয়ই প্রসন্ন হন। এই অবস্থার মধ্যেও যতটুকু পার দানও করবে খাওয়াবেও শ্রদ্ধাভক্তি করে। দিলে খরচ হয়ে যাবে, থাকলে আমার কাজে লাগবে—এভাব সব সময় রাখতে নেই। দেবে, খাওয়াবে যখন তখন মুক্ত প্রাণে মুক্ত হাতে আনন্দে, তখন আর নিজের-নিজের পতিপুত্রের চিন্তা নয়। বুঝলে ত মা দারিদ্র্যের কারণ? দু'টি কারণ, দ্রব্যের অপচয় ও হাতে করে কারুকে না খাওয়ান—কেবল নিজেদের পেট ভরা এই সব সাধারণতঃ দরিদ্রতার হেতু মা। কাজেই এবার খুব সাবধান হবে ভবিষ্যতের জন্য, একটুও দ্রব্য নষ্ট করবে না কোন রকমে। এরই মধ্যে যেটুকু পার দান করবে—তৃপ্তি করে যত্ন করে খাওয়াবে পশুপক্ষীকে খাওয়ালেও হবে, মানুষকে না পার। ঘরের লোককেও খাওয়াবে তাই যত্ন করে, যেমন পার তৃপ্ত করে, তাতেও কাজ হবে। তিনিই তো সব নামে সব রূপে সাক্ষাৎ ভাবে আছেন। এই করে দেখ—সবটাত নয় কিছুটা দুঃখ দূর হতে পারে।

প্রঃ—আচ্ছা মা, দেখতে পাই কত লোক কত ফেলছে, নষ্ট করছে, অথচ দেবে না কারুকে—কই তারা ত বেশ আছে, বেশ খাচ্ছে পরন্তু কোন অভাব নেই তো মা!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



উঃ—দেখ মা, তোমাদের এই যে জীবন, এটা পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মের ফলে তৈরী হয়েছে। কাজেই পূর্ব্ব জন্মে করা কর্ম্মের ফলে এই জীবনের সুখ-দুঃখ, সম্পদ-দরিদ্র এই সব পাওয়া যায়। এ জন্মে যা করা হচ্ছে সেটা আবার পরে পাওয়া যাবে। এইজন্যই দেখছি অন্যায় করছে অথচ বেশ সুখে আছে। এ সুখটা নিয়ে আসা হয়েছে সেটা পাচ্ছে—এবারেরটা জমা থাকছে। তোমাদের গুরুদেব বলেন—এক জন্মে তিন জন্মের খবর পাওয়া যায় মা। যা ভোগ হচ্ছে সেটা গত জীবনের ফল। এবারে যা করা হচ্ছে সেটা আসছে জন্মে ফল দেবে—কাজ করবে। তবেই পূর্ব্ব জন্ম, বর্ত্তমান জন্ম ও আগামী জন্মের সংবাদও জানা হয়ে গেছে। তাইতো বলা হয়, যা যা হয়ে গেছে সেও ভোগ দিয়েই ছাড়বে, ক্ষয় হবে—তাকে ভুগতেই হবে। কিন্তু এ জীবনে খুব সাবধান হলে, অন্যায় না করলে, তবে আগামী জীবন সুখের, শান্তির হবে। যা করা হবে তাই পেতে হবে এই হল নিয়ম। এই জন্য দেখতে পাও ফেলে, নষ্ট করেও সুখে আছে তার কারণ হল ঐ গত জীবনের ভাল কাজের ফল ভোগ করছে এবারেরটা এর পরে হবে। তবে মা, যদি কখনও গুরুতর অন্যায় অথবা অতিশয় শুভকর্ম্ম করা হয় তবে সে গত জীবনের ফলের মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে এই জীবনেই ফল দিয়ে দেয়। কোন জিনিষই মা নষ্ট করতে নেই। ছেলেমেয়েদের কেও নষ্ট করতে নেই, শিক্ষা দিতে হয়। নষ্ট যেন কেউই না করে—প্রত্যেকটা জিনিষ কাজে লাগান যায়। যেটা তুমি কাজে লাগাতে পার না—সেটা অন্যে লাগাতে পারে। যে ময়লা অস্পৃশ্য বলে ফেলে দাও—সেই জিনিষই অন্য প্রাণীর উপাদেয় খাদ্য ও উৎকৃষ্ট সার হয়। তোমাদের গুরুদেবকে দেখো একটি ভাত যদি মাটিতে পড়ে তখনি তুলে খান। কখনও কোন জিনিষের অপচয় ভালবাসতেন না। প্রয়োজনের অধিক ব্যয়ই অপব্যয়। দুগ্রাস ভাতও জোর করে বেশী খাওয়া অপব্যয়। সেটা শরীর রক্ষার জন্য কোনও দরকার নেই—বেশী খাওয়া শরীরের ক্ষতি করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



প্রঃ—মা, কি করে ভগবানের কৃপা পাওয়া যায় ?

উঃ—ভগবানের কৃপা ত মা পেয়েই আছ, তবে আর কি করে পাবে জিজ্ঞাসা করছ কেন ? দেখছ না, ভগবান ত সর্ব্বক্ষণ তোমার সঙ্গে রয়েছেন, তোমাকে কৃপারসে ডুবিয়ে রেখেছেন। পিতা-মাতা রূপে, পতি-পুত্র রূপে, গুরুরূপে আরও কত কত অনন্ত নামরূপে মা! মন ভরছে না এ কথায়, না ? কিন্তু এটাই যথার্থ সত্য জেন মা! ভগবান সকলের মধ্যে বর্ত্তমান—সর্ব্বরূপে সর্ব্বনামে তিনি ত প্রকাশ হয়েছেন। তিনি এই দেহ ছেড়ে গেলে আর দেহের যত্ন কর কি মা ? দেহে থেকে নিজে চালাচ্ছেন ত দেহকে। তবু তাঁকে বুঝতে জানতে ধরতে পারা যায় না, এই জন্যই ত গুরুর শরণ নেওয়া—গুরু দত্ত নাম সাধনা করা—যাতে তাঁকে তাঁর কৃপাকে ধরতে পারা যায়। নাম কর, নামই কৃপাকে প্রকাশ করে দেবে।

প্রঃ—সংসারী মানুষ, বসে যে দুঘণ্টা নাম করব সে ত পারি না, কত ঝামেলা, বড় হতাশ হয়ে পড়ি কিছুই হল না মা!

উঃ—হতাশ হবে কেন গো! মেয়েদের জন্য ঠাকুরও সহজ পথ করে রেখেছেন। ঋষি মুনিরা বলেছেন, "পতিরেকো গুরুঃ স্ত্রীণাম্"। স্ত্রীলোকের পতিই একমাত্র গুরু। পতিই স্ত্রীর গুরু নারায়ণ সাক্ষাৎ দেবতা। গুরু-জ্ঞানে নারায়ণ জ্ঞানে পতির সেবায় নারীর জীবন সার্থক হয়। তুমি যেন উল্টো বুঝ না—যেমন স্ত্রী বিগ্রহের সেবা করতে করতে ভগবান প্রকাশ হন, ধরা দেন, কৃপা করেন। তেমনি পতি শ্রীভগবানের সকল বিগ্রহ শ্রদ্ধাভক্তির সঙ্গে সেবা-যত্ন করলে ভগবানের প্রসন্নতা—ভগবানের কৃপা পাওয়া যায় মা সত্য সত্য। পতিব্রতার যজ্ঞ সিদ্ধি লাভ হয়। পুরাণে পতিব্রতার যে সব কাহিনী আছে সব সত্য জেনো।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



প্রঃ—মা, সন্তানকে কি ভাবে গড়লে মায়ের মনে শান্তি হ'তে পারে ?

উত্তরে মা একদিনের এক গল্প বললেন। তোমাদের এক গুরুবোন আমার কাছে এসেছেন। কোলে বাচ্চা কাঁদছে। তিনি তাকে ভুলাচ্ছেন আর বলছেন, কেঁদোনা তোমায় পিয়ারা কিনে দেব, কলা কিনে দেব— ইত্যাদি আমি শুনে বললাম—মা, কখন কিনে দেবে ? এখন কি পেয়ারা পাবে ? এখন ত পেয়ারার সময় নয়। গুরুবোন হেসে বললেন—মা, ওকে এমনি ভোলাবার জন্য বলছি। আমি বললাম— মা, এইভাবে তোমরা ছেলেদের মিথ্যা বলতে শেখাও কেন ? মিথ্যা আচরণ করার শিক্ষা দাও কেন ? তোমার কথা শিশুর মনে দাগ কাটছে—সে শিক্ষা পাচ্ছে যে, না দিয়েও দেব বলা যায়। তোমরা, বাবা—মায়েরাই তো শিশুদের প্রধান গুরু-প্রথম জীবনের প্রথম শিক্ষক। তোমরা যা বল, যা কর, এই শিশুরা তাই দেখে, তাই শেখে। শিশুরা বোঝে না মনে করে তোমরা তাদের সামনে নিঃসঙ্কোচে কত কি কর, বল। যা অন্যের সামনে বলতে-কইতে পার না। তোমরা নিশ্চিত থাক শিশুরা বোঝে না বলে। কিন্তু তা নয় মা। শিশু যা দেখে, শোনে, শিশুর মনে তার ছাপ পড়ে যায়। সেই ছাপগুলোই ধীরে ধীরে ফুটে ওঠে। শিশু ক্রমশঃ সেই সব বলতে করতে আরম্ভ করে। তোমরা তখন বিরক্ত লজ্জিত হও, বল 'এঁচড়ে পাকা'। আসলে শিক্ষা তোমরাই দাও মা। মা হয়েছ, মায়ের কাজ সন্তানকে গঠন করা। কাজেই নিজেকে সংযত সত্যনিষ্ঠ হ'তে হবে। আলস্য নিজের আরামপ্রিয়তা ছাড়তে হবে। তবে ত আদর্শ সন্তান গড়বে। বাচ্চারা বিছানায় প্রস্রাব করে, পায়খানা করে সে মায়ের দোষে। পায়খানা প্রস্রাব পেলেই বাচ্ছারা উসখুস করে। মা যদি হুস করে সেই সময় তুলে পায়খানা প্রস্রাব ফিরান, তবে বাচ্চা কখনই বিছানা নোংরা করে না—না তোলা পর্য্যন্ত আরও বেশী উসখুস করে—আর যদি না তোল বিছানাতেই পায়খানা-প্রস্রাব করিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



অভ্যস্ত হয়। একটু বড় হলে একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসান অভ্যাস করালে, যে কখনও অন্য জায়গায় করবে না। মুখে হাত দিলে হাত নোংরা হয় এঁটো হয় এগুলো। অন্য শিশুদেরকে আপন করতে শেখান, একটু একটু করে নীতি সকল শিক্ষা দিতে হয়।

প্রঃ—মা, আমরা সংসারী—বিশেষ করে স্ত্রীলোক। ছেলে মেয়ে নিয়ে সর্ব্বদা বিব্রত থাকতে হয় আমাদের। আসনে বসে নিয়মিত জপ করা হয়ে ওঠে না, এতে কোন অপরাধ হচ্ছে না তো মা?

আমি তো মা, এতকিছু জানি না। পুরাণের কথা, ঋষি-মুনিদের কথায় বলি শোন—একদিন ঋষিরা শুনতে পেলেন ভগবান্ বেদব্যাস গঙ্গায় ডুব দিয়ে উঠছেন আর বলছেন—কলি ধন্য। আবার ডুব দিচ্ছেন আর বলছেন—স্ত্রীলোক ধন্য। শুনে ঋষিরা স্তম্ভিত। ভগবান্ বেদব্যাস বলেন কি! অধর্ম্মের যুগ কলি নাকি ধন্য। আর সব অধিকারে বঞ্চিত স্ত্রীলোক নাকি ধন্য; ব্যাপার কি? ওঁরা অপেক্ষা করতে থাকলেন। বেদব্যাসের স্নান-সন্ধ্যা শেষ হলে যখন উঠলেন—মুনিরা সকলে প্রণাম করে বল্লেন—একটা প্রশ্ন, একটা বিশেষ কৌতূহল আমাদের। ব্যাসদেব বল্লেন—বলুন, কি আপনাদের প্রশ্ন, কিসের কৌতূহল? মুনিরা বল্লেন—আপনি ডুব দিয়ে দিয়ে তিনবার বল্লেন, 'কলি ধন্য' তিনবার বললেন 'স্ত্রীলোক ধন্য'। এর কারণ কি? আমরা আশ্চর্য্য হচ্ছি ঘোর অধর্ম্মের যুগ কলি কি করে ধন্য হ'ল আর অজ্ঞান স্ত্রীলোকরাই বা কি করে ধন্য প্রভু? হেসে বেদব্যাস বল্লেন—আপনারা ঠিক বলেছেন। কিন্তু জানেন কি, কলি ঘোর পাপের যুগ বলেই দয়াময় ঠাকুর তাঁর বৈকুণ্ঠের দরজাটি খুলে বসে আছেন। যে একবার 'হা গোবিন্দ' বলে কাতরে তাঁকে ডাকে—যে ঠাকুরের নজরে পড়ে যায়, তাকে টেনে নেন কোলে, কৃপা করেন। অন্য যুগে হাজার বছরের তপস্যায়ও এটি হয় না, তাই বলি কলি ধন্য। আর জানেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



স্ত্রীলোকেরা যাগযজ্ঞ, বেদপাঠ জপ, তপস্যা কিছুই না করে একমাত্র নিষ্ঠার সহিত পতি সেবা এবং সন্তানাদি ও পতির স্বজনগণের সেবাতেই ভগবৎ কৃপা লাভ করবেন—যা নাকি ব্রাহ্মণগণ তপস্যাদি দ্বারা লাভ করে থাকেন। তাই বলি ধন্য স্ত্রীলোক। মুনিরাত শুনে অবাক —বলেন আমরা মাকে হীন বলে তুচ্ছ মনে করেছি—আপনি নিজে মহৎ তাই তাঁদের এই মহত্ত্ব আপনার দৃষ্টিতে পড়েছে। আপনি ধন্য। কাজেই বুঝলে মা, তোমাদের ত চিন্তার কিছু নেই মা, কত সহজ উপায়। তোমরা আনন্দ ভক্তির সঙ্গে স্বামী দেবতার সেবা কর, তার অনুগত হও, স্বামী যা বলেন তাই মেনে চল, স্বামীর প্রতি নিজের মত চালাতে যেন যেও না মা!

স্বামীই নারীর শ্রেষ্ঠ দেবতা—সব কিছু স্বামীর প্রসন্নতায় মাগো সর্ব্বদেবতা প্রসন্ন হল। জান ত মা শ্রীভগবানইত সকল দেহে আত্মারূপে বসে আছেন। তিনি যতক্ষণ দেহে আছেন ততক্ষনই দেহের আদর, তিনি ছেড়ে গেলেই ব্যস। আর এ দেহের আদর করবে কে? যত প্রিয়জনই হোক, দেহের আর কোন মূল্য থাকে না। কাজেই বুঝছ ত আত্মা যতক্ষণ দেহে থাকেন ততক্ষণ দেহের যত্ন আদর। স্বামী রূপে সেই নারায়ণই সেবা গ্রহণ করেন প্রসন্ন হন। ভগবৎ প্রসন্নতায় কিছু আর দুর্ল্লভ থাকে না। ভগবানের কৃপায় সব লাভ হয়। পুরুষেরা যাগযজ্ঞ তপস্যা নারায়ণের সেবা করে যা পান—মেয়েরা ঘরে বসে এক স্বামার সেবাতেই অতি সহজে তা পেতে পারেন—পেয়েছেন। কাজেই তোমাদের ত কোন চিন্তাই নেই মা।

স্বামীরূপে যেমন সাক্ষাৎ নারায়ণই তেমনি শ্বশুর শ্বাশুরী প্রভৃতি সর্ব্বরূপেই ত মা তিনি। পুত্ররূপে তিনি। কন্যারূপে তিনি। বলছ শুচিশুদ্ধ হয়ে মালা নিয়ে বসলে ছেলে কেঁদে উঠলো বা পায়খানা করল— তখন মনে করবে যার নাম জপ ধ্যান করতে বসছ তিনিই শিশুরূপে ডাকছেন, কাঁদছেন। সুতরাং সেবার জন্য উঠতে হ'ল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



মনে মনে জপ করবে আর সেবা করবে—তিনি প্রসন্ন হবেন। আবার যখন সময় হবে বসবে মালা নিয়ে। কিছুক্ষণ নিয়ম করে মালাতেও জপ করতে হয়। অন্য সময়ে মনে মনে জপ থাকবে আর হাতে সেবা করবে তাতেই মা তিনি প্রসন্ন হবেন নিশ্চয়। তোমাদের সাধন পথ ত কঠিন নয় বরং সহজ। শুধু মনে মনে জপটি ও ভগবানই সকল রূপে সকল নামে সেবা নিচ্ছেন এই ভাবটিকে মনে জাগিয়ে রাখার চেষ্টা করতে হবে। যদি ঐ নামটি ও ভাবটি মনে স্থায়ী হয়ে যায় তবেত মা বাজী মাৎ করলে।

প্রঃ—মা, কলিকালে ভগবান এত শীঘ্র কৃপা করেন কেন?

কলিকাল ত মা তপোগুণময়, অজ্ঞান অন্ধকারময় যুগ। দেখছ ত ত মা, পূর্ণিমার রাত্রে তারাগুলি তেমন চোখে পড়েই না—চাঁদের উজ্জ্বল কিরণে তারা যেন নিষ্প্রভ দেখা যায়। কিন্তু অমাবস্যার অন্ধকার রাত্রে তারাগুলি কেমন সহজেই দেখা যায়। তেমনি এই যুগ অমাবস্যার অন্ধকার রাত্রির মতই অজ্ঞানান্ধকারময়। যেমন অমাবস্যার অন্ধকারে ছোট্ট ছোট্ট তারাগুলি ঝক্‌মক্ করে সকলের নজরে পড়ে, তেমনিই অজ্ঞানান্ধকারময় কলিযুগে কেউ যদি তাঁহার নাম করে, তাঁহার স্মরণ করে অমনিই তাঁর দৃষ্টি পড়ে যায় তার প্রতি; তিনি যে জ্ঞান স্বরূপ, জ্যোতিস্বরূপ মা। তাঁহার নামও জ্যোতির্ম্ময় জ্ঞানময়, কারণ নাম-নামী যে অভেদ, কাজেই নামের স্মরণ মাত্রেই—জ্যোতি ফুটিয়া ওঠে। দেখ ত দেখ নাই কাঠির ঘষাতেই আগুন জ্বলিয়া ওঠে। কাঠিতে আগ্নেয় তেজ আছে ফুটিয়া উঠে। তেমনি নাম জ্যোতির্ম্ময়, নাম সংসর্গেই জ্যোতি ফোটে, অন্ধকার মধ্যে আলো জ্বলে ঠাকুরের—জ্যোতিস্বরূপের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়—তিনি টেনে নেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



প্রঃ—মা, আমরা যে 'আমার' 'আমার' করেই গেলাম—কি করে পার হব মা, কৃপা করে বলুন।

এক কাজ কর না কেন। আজকাল ত তোমরা ছেলেমেয়েদের আর আগের। মত লম্বা লম্বা নাম রাখা পছন্দ কর না। লম্বা শব্দ প্রয়োগ পছন্দ করনা কেমন—তবে 'আমার' শব্দটাকেও ছোট করে ফেলা উচিত নয় কি? 'আ' টাকে বাদ দিয়ে শব্দটিকে ছোট কর—'মার' থাকবে। তা'হলে কি হবে, সব কিছু 'মার'ই—আমার কিছু নয়। সবই যদি 'মার' হয়ে যায়—ব্যস্ তুমি মুক্ত। তোমার আর কিছুই নয়, তুমিও কারুর নও। দেহ যতক্ষণ আছে এর পালন-পোষণ করতেই হবে। শিশুরূপে যখন জগতের বুকে এসেছিলে—তোমার কিছুই ছিল না—কিছুই নিয়ে আস নাই। শুধু দেহটি নিয়ে এসেছিলে—তখন মার কোলেই আশ্রয় পেয়েছিলে—মার কৃপায় ত বড়টি হয়েছ—এখনও হ'চ্ছ কিন্তু গণ্ডগোল হয়ে গেছে। মার সব কিছুকে ভুলে আমার করে ফেলে অকৃতজ্ঞ হয়েছ। অন্যায় করছ, বন্ধনে-দুঃখে পড়ছ। যা অজ্ঞানতায় হয়ে গেছে—তাকে যেতে দাও। মার কাছে ক্ষমা চেয়ে নাও—মা ত ক্ষমাময়ী। এখন থেকে আবার সব কিছুই 'মার' ভাবতে আরম্ভ কর। বন্ধন খুলবে, জীবন ধন্য হবে—পার হয়ে যাবে।

প্রঃ—কি করে সংসার-বদ্ধ আমরা ঠাকুরকে পাব?

মা, ঠাকুরকে ত পেয়েছই। গুরু ত ঠাকুরকে তোমাদের বুকে বসিয়েই দিয়েছেন। জান না মা—নাম নামী এক, অভিন্ন। নাম রূপে ঠাকুর ত হৃদ্‌পদ্মে বসে গেছেন। তুমি তবে ধরতে ছুঁতে দেখতে পাওনা কেন—এইত? মা, চোখের চারধারে জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কার-রূপ স্তূপীকৃত জঞ্জাল পড়ে আছে যে, তাই আড়াল করে আছে; দেখতে পাওনা। সে জঞ্জাল সাফ হবে ভক্তির সঙ্গে গুরুদত্ত মন্ত্র জপে আর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



গুরু গোবিন্দে আত্ম সমর্পণে, একানষ্ঠ কাতর প্রার্থনায়। কাজেই মন্ত্রের সঙ্গ ধর—সর্ব্বদা হাতে সেবাকর্ম্মও মনে মনে জপ, সর্ব্বদা যতদূর সম্ভব চুপ চাপ কর্ত্তব্য করে যাওয়া, কারুর দোষ না দেখে, পরচর্চ্চা না করে তবেই না জঞ্জাল দূর হবে।

প্রঃ। কিসে শান্তি পাব বলুন মা।

মা, গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন "ত্যাগাৎ শান্তিঃ"—ত্যাগে যে সুখ যে শান্তি, সে সুখ সে শান্তি অন্য কিছুতেই নেই। এ বিষয়ে আমার পূজনীয় বাবা একটি গল্প বলেছিলেন—বলি শোন।

এক রাজা ছিলেন। তার ধন দৌলত, সুন্দরী রাণী, ছেলে মেয়ে সব আছে। জমজমাট রাজ্য। কিন্তু হইলে হয় কি? স্বস্তি শান্তি নাই সর্ব্বদাই চিন্তা, সর্ব্বদাই ভয় কি করিয়া রাজ্য রক্ষা, কোষ বৃদ্ধি হয়, প্রজাদের সুখ-শান্তি হয়, মর্যাদা রক্ষা হয় আর কি জানি কখন কোন শত্রু প্রবেশ করে ইত্যাদি। কাজেই স্বস্তি-শান্তি নাই।

একদিন এক মহাপুরুষ রাজসভায় প্রবেশ করলেন। রাজা সসম্ভ্রমে তাঁহাকে সমাদর করিয়া বসাইলেন, সর্ব্বপ্রকারে সেবা যত্ন করিলেন। যাওয়ার সময় প্রণাম করিয়া হাত জোড় কারয়া প্রার্থনা করিলেন—"বাবা, জীবন বড় অস্বস্তিকর অশান্তিময়। আপনি আশীর্ব্বাদ করুন যেন স্বস্তিলাভ শান্তিলাভ করিতে পারি।" মহাত্মা ঝুলি হ'তে বাহির করিয়া একটি কাঠের আংটি রাজাকে দিয়া বলিলেন মহারাজ! আপনি অঙ্গুলিতে স্বর্ণখচিত নবরত্ন অঙ্গুরীয় ধারণ করিয়াছেন, তার সঙ্গে আমার এই আংটিটিও আপনি সর্ব্বদা অঙ্গুলিতে ধারণ করিবেন। কখনও ইহাকে ছাড়িবেন না। আর ইহাকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া মাঝে মাঝে দেখিবেন কর্ম্মের ফাঁকে ফাঁকে। এটিকে যেন ত্যাগ করিবেন না, সময়ে স্বয়ং খসিয়া পড়িবে। মহারাজ পরম যত্ন সহকারে আংটিটি অঙ্গুলিতে ধারণ করিলেন। মহাত্মা চলিয়া গেলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



রাজা অন্তঃপুরে রাণীগণের সহিত চিত্ত বিনোদনে আছেন। হঠাৎ কাঠের আংটিতে নজর পড়িল। মনে হইল—তাইত মহাত্মা যে মাঝে মাঝে এটি দেখিতে বলিয়াছিলেন—দেখা হয় নাই ত দেখি তবে। আংটিটি ঘুরাইয়া দেখিতে পাইলেন তাহাতে লেখা আছে "ইয়েভী জায়গা"। ব্যস্, রাজার মনে ঐ লেখার কাজ আরম্ভ হইয়া গেল। তাই ত এই সব ত স্থায়ী নয়—চলিয়া যাইবে, তবে কেন এসবে ভুলিয়া আছি উঠিয়া পড়িলেন। রাণীরা আশ্চর্য্য, মহারাজের হঠাৎ এই ভাবান্তর কেন? কেহ ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না। এর পর যেখানেই যান, যে কাজেই প্রবৃত্ত হন, ঐ আংটির লেখা নজরে পড়ে আর তিনি উহার অসারত্ব, অস্থায়িত্ত স্মরণ করিয়া ছাড়িয়া দেন। রাজ্যে হাহাকার আরম্ভ হইল। ব্যাপার কি, মহারাজের কি হইল? এইভাবে একদিন নিশীথে রাজ্য ত্যাগ করতঃ বাহির হইয়া পড়িলেন। চলিতে চলিতে শ্রান্ত হইয়া একটু শুইতে ইচ্ছা হইল। এক বৃক্ষতলে শুইলেন। কিন্তু ভূমিশয্যা—বালিস, কোল-বালিস নাই, মহা অসুবিধা—উঠিয়া এক বৃক্ষডাল বালিস, আর এক ডাল কোলবালিস করিয়া একটু আরামে নিদ্রিত হইতে ইচ্ছা করিয়া শয়ন করিলেন—কিছুক্ষণ পরই অঙ্গুরীতে পুনঃ নজর পড়িল "ইয়েভী জায়গা"। ব্যস! সব ঠেলিয়া উঠিয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পর অঙ্গুরীতে পুনঃ নজর পড়িল 'ইয়েভি জায়েগা'। তাইত আর কি আছে? কাপড়খানা খুলিয়া ফেলিয়া দিলেন। কৌপীনটি রহিল মাত্র। আনন্দে স্বস্থিতে শান্তিতে নিশ্চিন্ততায় মন তাঁহার ভরপুর হইয়া উঠিল। তিনি পরম শান্তিতে বৃক্ষতলে বসিলেন আর বলিলেন "আমি প্রকৃত রাজা—স্বাধীন সমস্ত বন্ধন মুক্ত। আজ আর মনে কোন চিন্তা ভয় ত্রাস আকাঙ্ক্ষা নাই। বিমল শান্তিতে মন পরিপূর্ণ!

তা মা, ত্যাগেই শান্তি, ত্যাগেই স্বস্তি, ত্যাগেই নিশ্চিন্ততা ত্যাগেই আসে চরম পরম আনন্দ। ত্যাগ পরম সুখস্বরূপ। তোমরা মহাত্যাগী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



গুরুর আশ্রয় নিয়েছ। মনে ত্যাগের আদর্শকে জাগ্রত কর, ত্যাগের আদর্শকে—ত্যাগধর্ম্মকে আশ্রয় করে সংসারধর্ম্ম পালন কর। সংসার তোমাদেরকে বাঁধবে না। তোমরা না ছাড়লে সংসারই তোমাদেরকে ধীরে ধীরে ছাড়বে। তোমরা ত চেষ্টা সর্ব্বদা করবে—ত্যাগই শান্তির পথ।

প্রঃ—মা, সংসারে কেউ কারুর নয় তবে মায়া আমাদের এত কেন? কি করে মা, মায়ামুক্ত হব?

এও মা, শ্রীভগবানের মায়া। সৃষ্টিপ্রবাহ মায়া ছাড়াত চলে না। তাঁর মায়ায় মুগ্ধ হয়েই ত মানুষ সংসারবদ্ধ হয়। আমি আর আমার মনে করে বদ্ধ হয় মা। আমির 'আ' কে যদি 'তু' আর আমার 'আ' কে যদি 'তো' করা যায়, তবে 'তুমি' ও 'তোমার' হয় ত? এই ভাবটা যদি মনে ধরে রাখতে পার সবই তুমি। সব নাম রূপেই স্বয়ং তুমি আর সবকিছু তোমার তোমার—সেবার জন্য, তবে ত আর মায়া তোমাকে জড়াতে বাঁধতে পারবে না মা। মায়া ছুটে পালাবে তুমি মায়ার ঈশ্বরকে ধরে ফেলেছ জেনে দেখে। গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন দৈব শক্তি সম্পন্ন আমার এই মায়া ছাড়ান সুকঠিন, কিন্তু যিনি আমার শরণ নেন তিনিই এই দুরন্ত মায়ামুক্ত হতে পারেন।

* * *

সর্ব্বদা নম্র থাকার চেষ্টা করতে হয়। মাথাটিকে উঁচু রাখবে চরিত্রবলে, আর অবনত রাখবে বিনম্র গুণে। আমার বাবা বলেছেন—রাস্তা আমাদের সকলের পায়ের তলা দিয়ে। জান ত পায়ের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা হলেন ভগবান বিষ্ণু, তিনি ত সর্ব্বব্যাপী; সারা বিশ্বকে—আমাদের দেহকে ধরে আছেন, সেই জন্যই মুনিরা বলেছেন, "সর্ব্বলোক নমস্কারং কেশবং প্রতি গচ্ছতি"। যেখানেই মাথা ঠোক বা প্রণাম কর সেই সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণুতেই পৌঁছে—সর্ব্বচরণেই ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



তাঁর অধিষ্ঠান। তাই আমরা বৈষ্ণব—আমাদের পথ সকলের চরণ-তল দিয়ে।

* * *

নিজেকে বড় মনে করলে, অহংকারে উঁচু হয়ে চললে কল্যাণময় দর্পহারী ভগবান মাথাটাকে ঠুকে নীচু করে দেন জেনো। ওরকম করে ত তাঁর দরজায় পৌঁছান যায় না, তাই তিনি মাথা ঠুকে দিয়ে কৃপা করেন। দরকার নিজে ঠোকা খাওয়া আর তাঁকে ঠোকা দেওয়ার কষ্ট দেওয়া; এপথে চলার যে নিয়ম তাই মেনে মাথা নীচু করেই চলতে আরম্ভ কর। শীঘ্র পৌঁছাবে—নয়ত দেরী, ধাক্কা।

* * *

নিজের অযোগ্যতা, নিজের দোষসকলকে সর্ব্বদাই লক্ষ্য করে দেখতে হয়, ভাবতে হয়। অন্যের গুণসকলকে দেখতে হয় ভাবতে হয় তাতে মাথা আপনিই নত হবে।

* * *

সর্ব্বদা গুরুজন ও অতিথি-অভ্যাগতের সেবা, যত্ন করে করতে হয়। এই সেবা হ'ল সব চেয়ে বড় ধর্ম্ম। সেবায় ভগবান শীঘ্র প্রসন্ন হন, তিনি যে সকলের মধ্যে আত্মারূপে রয়েছেন। কাজেই সেবা ত প্রত্যক্ষভাবে তাঁরই হয় দেহের ত নহে। তিনি যখন দেহ ছেড়ে যান তখন কি আর সেই দেহের কেউ সেবাযত্ন করে? তবে তাঁরই সেবা করছি তিনি এ দেহে সাক্ষাৎ বর্ত্তমান রয়েছেন। এ ভাবটিকে ধরে রেখে সেবা করতে পারলে খুব শীঘ্র ভগবানের কৃপা লাভ হয়, সংসারবন্ধন কাটে।

* * *

এ দেহ তাঁর মন্দির—তার মন্দিরকে ত তোমরা সর্ব্বদা পবিত্রভাবে রাখ কোনও নোংরা সেখানে ঢুকতে দাও না, যদি দৈবাৎ কোনরূপ নোংরা হয় ঠাকুরঘর—তখনি তাড়াতাড়ি পরিষ্কার করে শুচি পবিত্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



করে দাও, কেমন ত? তেমনি এ দেহটিও তো তাঁর মন্দির—এটিকেও সর্ব্বদা অতি যত্নে শুচি পবিত্রভাবে রাখতে হয়। দেহের বাহিরেটা যেমন শুচি পবিত্র রাখতে হয় ভিতরটা তার চেয়ে আরও বেশী পরিষ্কার রাখতে হয়। ভিতরেই ত তিনি বসে আছেন। ভিতরের নোংরা হল—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ মদ মাৎসর্য্য—অহঙ্কার, অভিমান, অসহিষ্ণুতা, পরশ্রীকাতরতা, হিংসা, বিদ্বেষ অন্যের দোষ দেখা, পরচর্চ্চা এই সব মারাত্মক নোংরা। কাজেই খুব সাবধান খুব হুসিয়ার থাকতে হবে সর্ব্বদা—যেন দেব মন্দিরে এসব কদর্য্য নোংরা জিনিষ কখনও না ঢোকে—মন্দিরকে অপবিত্র না করে। যদি দৈবাৎ কিছু ঢুকে পড়ে তক্ষুনি তাকে তাড়িয়ে দেবে আর ভগবানের নাম খুব করবে। চেঁচিয়ে করলেই ভাল। নাম দিয়ে মন্দির ধুয়ে শুদ্ধ করে দেবে।

* * *

দেহ হল যন্ত্র। তিনি এর চালক, যন্ত্রী। দেহ দ্বারা তাঁর সেবা কাজ, তাঁর জগতের সেবা কাজ করতে হবে। এজন্য একে পরিষ্কার পবিত্র নীরোগ রাখতে হবে, যত্ন করতে হবে, এরও সেবা করতে হবে সেবা করাবার জন্য। সময়ে আহার নিদ্রা বিশ্রাম দিতে হবে। সে না করে অযত্ন উপেক্ষা করলেও অপরাধ হবে। তিনি দিয়েছেন দেহ সেবা করার জন্য, এর অযত্ন অনাদর তাচ্ছিল্য করলেও তিনি অপ্রসন্ন হবেন। আবার তাঁর জীবজগতের সেবা করা ভুলে এই দেহেরই সেবায় মজে গেলে সেও বিরাট অপরাধ। দেহের সেবা ততটুকুই করতে হবে যতটুকু না করলে সেবা কাজ করান চলবে না।

* * *

ভগবানের কৃপা প্রসন্নতা লাভ হলে কোন কিছুরই অভাব থাকে না জেনো। জান ত তোমাদের গুরুদেব যখন সংসার ছাড়েন, সব ছেড়ে একবস্ত্রে বেরিয়ে যান। বৃন্দাবন ষ্টেশনে নেমে দেখেন যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



ছয় টাকা কিছু পয়সা চাদরের আঁচলে রয়েছে—তিনি তৎক্ষণাৎ তা ব্রজবাসিদের উদ্দেশ্যে দিয়ে দেন। একবস্ত্রে খালি হাতে আশ্রমে যান। তাঁর কি কোন অভাব দেখেছ? তিনি নেন না—তাঁর চারিধারে মা লক্ষ্মী স্বয়ং ঘুরছেন তিনি চেয়েও দেখেন না। ভগবানের প্রসন্নতা লাভ হলে কোন বাসনাই অপূর্ণ থাকে না—যদি সৎ বাসন হয়।

*　　*　　*　　*

সংসারী মানুষ তোমরা, সংসারের সেবার গুরুদায়িত্ব তোমাদের। সেটাও নিখুঁত ভাবে করতে হবে মা—সেবা দিয়ে সকলকে প্রসন্ন রাখতে হবে। তবে তাঁরই সেবা করছ, তিনি সকলের মধ্যে রয়েছেন—তোমাদের সেবা নিচ্ছেন এ ভাবটিকে জাগিয়ে রেখে সেবাটি করতে চেষ্টা করবে। তবে ত সেবা ধন্য; তাঁর কৃপা লাভে তোমরা ধন্য হবে। বেশী না করে, শুদ্ধভাবে আসনে বসে সকালে বিকালে অন্ততঃ আধঘণ্টা করেও জপধ্যান করবে। আর সর্ব্ব সময়ে হাতে কাজ আর মনে ইষ্টমন্ত্র চলা চাই, তবেইত সেবা ও সাধনা সমান তালে চলতে থাকবে। ভাবনার আর কিছু থাকবে না।

*　　*　　*

নাটক, উপন্যাস এ সব বই পড়তে নেই। এতে লাভ কিছুই হয় না—ক্ষতিই হয়। সংসারভোগ মুখী মনটাকে আরও সংসারের দিকে—বিষয় ভোগের দিকে এগিয়ে দেওয়া হয়। ও সবে কি নূতনত্ব আছে বল? ঐ সংসারেরই ত ছবি সংসারেরই কথা যা নিত্য নিজেদের মধ্যে ঘটছে। তবুও ওতে নেশা এত হয় কেন জান? সংসারকে—বিষয় ভোগকে অত্যন্ত ভালবাস—মন ঐ চায়, তাই ও সব ভাললাগে টানে—নেশা হয়ে যায়। যাদের মন ভগবানের দিকে ফিরেছে, যাঁরা ভগবানকে ভালবাসেন—যাদের সংসার, বিষয় ভোগে ত্যাগবৈরাগ্য এসেছে, তাঁদের ওসব বই ভাল লাগে না, তাদেরকে ওসব বই টানে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu  Trust. Funding by MoE-IKS



না, টানতে পারে না। তাদেরকে টানে ভগবানের লীলা কথা। লীলাগ্রন্থ, ভগবানের ভক্তজনের কথা, ভক্তজনের জীবনী গ্রন্থ। কাজেই তোমরা ভগবানের স্মরণে এসেছ তাঁর জগৎ-মঙ্গল নাম পেয়েছ—এখন মনের মোড় ফেরাও ভগবানের দিকে, সংসারকে চট্ করে ছাড়বে কি করে ? সে কথা বলছি না। মনকে শক্ত করবে। মনে রাখবে সংসার তোমার নয়, সংসার তাঁর। তুমি তাঁর সেবিকা দাসী মাত্র। তিনি পতিপুত্র কন্যা শ্বাশুড়ী প্রভৃতি নানারূপে তোমার সেবা নিচ্ছেন তোমাকে ধন্য করবেন বলে। তুমি জগতে এসেছ একা, যাবেও একা—কিছু নিয়ে যাবে না সঙ্গে করে। তবে হ্যাঁ তোমার শুভাশুভ কর্ম্মটুকু ত সঙ্গে যাবেই, আর কিছু নয়। তবে এত টান এত আমার আমার কেন ? সেটা ভাব, তবে ত ত্যাগের দিকে মন জাগবে। ভোগে ডুবে রয়েছ ত, ত্যাগের মুখ দেখবে কি করে, ত্যাগের সুখকে জানবে কি করে ? ত্যাগের সমান সুখ শান্তি জগতে নেই।

* * *

যখন সেবার কাজ কর অন্তরে সেবার ভাব—ভগবানই নানারূপ সেবা নিচ্ছেন এই ভাব, আর তাঁর নাম জপ মনে রাখতে সর্ব্বদা চেষ্টা করবে। চেষ্টা মনে ভুলে যাবে, মন অন্যদিকে চলে যাবে, তাকে আবার টেনে আনবে। সে বার বার যাবে আর বার বার টেনে আনবে সেবাভাবে ও নামে। মনটা দুষ্টু ছেলের মতন। দুষ্টু ছেলেকে যা বারণ কর তাই করবে, তাকে তা থেকে বার বার টেনে আনতে হয় অন্য খেলা দিতে হয়। মনটাও সেই রকম, তাকে বার বার টেনে এনে সেবার নামে লাগাতে লাগাতে তবে সে ক্রমশঃ শান্ত হবে সেবাকে নামকে গ্রহণ করবে। 'হল না' বলে হতাশ হতে নেই। ছেড়ে দিলে আর এগুবে কি করে ?

* * *

কিছু সময় নিয়ম করে সদ্গ্রন্থও পাঠ করা চাই। সময় পাবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



না মনে করোনা—বলোনা। উপন্যাস পড় কি করে ? তখন সময় হয় কেমন করে। তখন ত খাওয়া শোওয়া পর্য্যন্ত ভুলে যাও। কাজেই ওটা সত্যি কথা নয়। সদ্‌গ্রন্থ উপন্যাসের মত ভাল না লাগ্‌লেও প্রিয় না হলেও ঔষধ গিলার মতন হলেও নিত্য কিছু কিছু পড়তে হয় আর বাজে বই পড়া ছাড়তে হয়। আস্তে আস্তে ভাল লাগবে। ভক্তগণের, মহাপুরুষগণের জীবনী পড়বে—তাতে বিষয় বৈরাগ্যের ভাব, ভগবানে অনুরাগ ভালবাসা জাগাতে আরম্ভ হবে। রামায়ণ-মহাভারত আমাদের অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভক্তিভাবে একটু একটু পড়বে। আমার ছোট বেলায় দেখেছি রামায়ণ-মহাভারত প্রতি গৃহস্থের বাড়ীতে নিত্য পাঠ হয় ওটাও সংসারে একটা বিশেষ কর্ত্তব্যের মধ্যেই ছিল। ছোট ছেলে-মেয়েদেরকে রামায়ণ মহাভারতের গল্প সব শোনান হত। ছেলেমেয়েরা সেই আদর্শে গড়ে উঠতো।

* * *

কথা বেশী বলতে নেই। বেশী কথার অনেক দোষ—সময় নষ্ট হয় ঠিকভাবে নিখুঁত ভাবে কাজ সেবা হয় না, মিথ্যে কথা হয়ে যায়, মানুষকে ব্যথা দেওয়া হয়, ঝগড়া, মনোমালিন্য সৃষ্টি হয় ভগবানের নামধ্যান কিছুই হয় না কথার জন্য। কথা সত্য প্রিয় হিতকর যতটুকু প্রয়োজন মাত্র ততটুকু বলতে হয়। অন্য সব সময়ে মনে মনে নাম সেবার ভাব ও হাতে সেবা করা। অনাবশ্যক কথার কি প্রয়োজন। চুপ চাপ নাম ও কর্ত্তব্য সেবা নিয়ে শান্তিতে থাকাই ত দরকার।

পরচর্চ্চা পরদোষ দেখা কিন্তু বড় অনিষ্টকারী। অথচ বেশীর ভাগ মানুষেরই বোধ হয় যেন ঐটাই ভাল লাগে। তোমরা মহতের আশ্রয়ে এসেছ, তোমরা ও দুটিকে কাল সাপের মতনই ভয় করবে—ত্যাগ করবে। যেখানে পরচর্চ্চা হয়, সে জায়গার থেকে 'সরে পড়বে নীরবে। পরদোষ দেখা যেমন সর্ব্বনেশে পরচর্চ্চা শোনাও তেমনি মারাত্মক এটি বিশেষ করেই মনে রেখ।



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



* * *

সর্ব্বদাই মনে শান্তি রাখতে প্রসন্ন থাকতে চেষ্টা করবে ; ভগবান অশান্তি অপ্রসন্নতা ভালবাসেন না। জান ত দীক্ষার সময়ে শ্রীগুরুদেব তোমাদেরকে শ্রীভগবানে সমর্পণ করে তাঁর দাসী করে দিয়েছেন। তোমরা তাঁর নিজ সেবিকা হয়ে গেছ, কত বড় সৌভাগ্য তোমাদের। সে সৌভাগ্যকে সর্ব্বদা মনে জাগিয়ে রেখ। ভগবানের দাসী হওয়া ত সহজ ভাগ্যের কথা নয়। কত কৃপা তোমাদের প্রতি তাঁর ! নিজের দাসী করে নিয়েছেন। কাজেই মনে করো, "আমিত তাঁর—মানে জগত-পতির দাসী। তাঁর হয়ে গেছি—এখন তিনি যেভাবে রাখতে ইচ্ছা রাখুন ; যা দিতে ইচ্ছা করেন দিন—সবই আনন্দে নিতে চেষ্টা করবে।

* * *

ভগবান সরলতাকে বড় ভালবাসেন। কাজেই মনটিকে সরল পবিত্র রাখতে চেষ্টা কর। শিশুর মন অতি সরল, তার মনে কোন কপটতা নাই, সেজন্য শিশুর মুখ এত সুন্দর—শিশু সকলের এত প্রিয়। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ কপটতার আশ্রয় নেয়—মুখের সরলতার, পবিত্রতার সৌন্দর্য্য দূরে সরে যায়। আবার কাহারও সেই সরলতাই থেকে যায়—সংসারের ছল কপটতার আশ্রয় নেয় না, সে শিশুর মতন সুন্দর পবিত্র থাকিয়া যায় সংসারের সব কিছু করিয়াও। লোকে তাকে ভালবাসে। বলে লোকটি যেন শিশুর মত সরল পবিত্র। তোমাদের গুরু মহারাজও সরলপ্রাণ মানুষকে বড় ভালবাসেন। মুখে একরকম বলা, মনে অন্যরূপ ভাবা, কাজে অন্য রকম করা একে বলে কপটতা। মুখে মনে কাজে এক হওয়া চাই তবেত ভগবানের এবং গুরুর প্রিয় হবে। কপটতা নিয়ে তাঁর রাজ্যে ঢোকা যায় না জেন। সংসারে সব বিষয়ে সরলতা চলে না বোকা বলতে হয় বলছ সে বোকামী এড়ান যায়, যদি নাই এড়াতে পার দোষ কি? ভগবানের প্রিয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



হওয়ার জন্য ; ভগবানকে পাওয়ার জন্য ; ভগবানকে মানে নিজেকেই জানা পাওয়া মা ; তিনি এই শরীরে কোথায় বসে আছেন কি তাঁর স্বরূপ খুঁজে বের করা ; তাঁর জন্য নয় মানুষের কাছে একটু বোকা হ'লে ক্ষতি কি ? ক্ষতি ত নয়ই ভগবানের প্রিয় হওয়াই ত জীবনের কাম্য পরম লাভ।

—)(০)(—

LIBRARY
No.............
BANARAS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
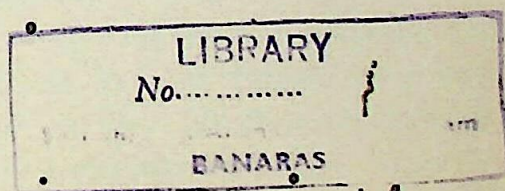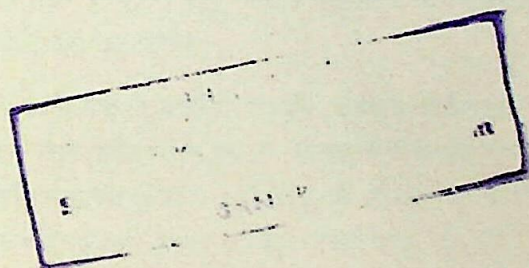
## এই গ্রন্থ সম্বন্ধে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মূল্যবান অভিমত ঃ

১.

রবীন্দ্র সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত "ভারতের সাধক" গ্রন্থের প্রণেতা 'হিমাদ্রি' কাগজের সম্পাদক **শ্রীশংকরনাথ রায় ( শ্রীপ্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য )** এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া মন্তব্য করেন—

—"স্বামীর সাধন জীবনের সাফল্যে এই পুণ্যচরিতা, ত্যাগপূতা, বিদ্যারূপিণী সহধর্ম্মিণীর অবদান নিতান্ত কম নয়। ভক্ত লেখিকা গঙ্গাদেবীর তুলিকায় মাতাজীর পবিত্র, শুচিশুভ্র, অধ্যাত্ম জীবনের একটি সুন্দর রূপরেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে। বইটি দেশের অধ্যাত্ম রসপিপাসুদের তৃপ্তি দিবে, উজ্জীবিত করিবে।

রাষ্ট্রপতির বিশেষ বৃত্তি প্রাপ্ত ভট্টপল্লীর পণ্ডিত প্রবর **শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ**, এম. এ. বলেন—

...স্বামী সন্তদাস কাঠিয়া বাবাজী মহারাজ শ্রীশ্রীমায়ের জীবন প্রসঙ্গে বলেন "তাঁর দেবীর অংশে জন্ম।" স্বভাবতই দৈবীশক্তি সম্পন্ন হইয়াই তিনি পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন। জীবনের সর্ব্ব ক্ষেত্রে—কি গার্হস্থ জীবনে কি সন্ন্যাস জীবনে তার প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়।
পৃথিবীতে যে সব মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন তাঁরা প্রায়ই সপার্ষদ অবতীর্ণ হন। শ্রীশ্রীসন্তদাস কাঠিয়া বাবাজী মহারাজের সহধর্ম্মিণীরূপে শ্রীশ্রীমা অন্নদা দেবী তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

পুস্তকের ভাষা ও বর্ণনা-মাধুর্য্য বড়ই হৃদয়গ্রাহী। অন্তরের শ্রদ্ধা সহকারে লেখিকা শ্রীগঙ্গা দেবী যেন তাঁহার পূজা করিয়াছেন। লেখিকা যথার্থ ই বলিয়াছেন "গঙ্গার জলে গঙ্গা পূজা।" এই জীবনী পাঠে সকলেই প্রভূত আনন্দ পাইবেন ইহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষ **ডাঃ গোবিন্দ গোপাল মুখোপাধ্যায়** বলেন ঃ—

"—শ্রীশ্রীঅন্নদা দেবীর দিব্যজীবন-কথা এতদিন বাঙালী জনসাধারণের অগোচর ছিল। .......তাঁহার পুণ্য জীবনকথা এতকাল পরে সকলের কাছে প্রকাশ করিয়া শ্রীমতী গঙ্গা দেবী একটি বিশিষ্ট অবদানে ভক্তি সাহিত্যকে সুসমৃদ্ধ করিলেন। গ্রন্থের ভাষা যেমন স্বচ্ছ, সুন্দর; তেমনই ভাবরসে সমুজ্জল। পড়িতে আরম্ভ করিলে আর বিরাম দেওয়া যায় না এমন চিত্তাকর্ষক ভঙ্গীতে যে জীবনী রচনা করা সম্ভব, ইহা প্রায় বিশ্বাসই করা যায় না। বাঙালী ধর্ম্মপিপাসু মাত্রেই গ্রন্থখানিকে সাগ্রহে পাঠ করিবেন ও লাভবান হইবেন আশা করি।

LIBRARY
No. 518
Shri Shri Anandamayee Ashram
BANARAS.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi